مشكوة المصابيح

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

১

আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব-আল-উমরী আত তাবরিযী

مشكوة المصابيح

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

①

মূল ঃ আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ্
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্
আল-খতীব আল-উমরী আত্ -তাবরিযী রঃ

অনুবাদ ঃ মাওলানা এ.বি.এম.এ. খালেক মজুমদার
এম.এম (ফার্স্ট ক্লাস) ; এম.এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪১৮

২য় প্রকাশ (আধু. ১ম প্রকাশ)

জমাদিউস আউয়াল	১৪৩৩
বৈশাখ	১৪১৯
এপ্রিল	২০১২

বিনিময় ঃ ২৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MISHKATUL MASABIH 1st Volume. Translated by Mawlana A. B. M. A. Khalaque Majumder. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 280.00 Only.

بسم الله الرحمن الرحيم

আরজ

'মিশকাতুল মাসাবীহ্' সংকলনটি প্রিয়নবী, শেষনবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিঃসৃত অমীয় বাণী হাদীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলন। এ সংকলনে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' তথা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও জামে' তিরমিযীসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থের প্রায় সব হাদীসই সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ সংকলন গ্রন্থটি মূলত ইমাম মুহীউস সুন্নাহ হযরত আবু মুহাম্মাদ হোসাইন ইবনে মাসউদুল কাররা বাগাবীর 'মাসাবীহুস্ সুন্নাহ্' গ্রন্থের বর্ধিত কলেবর। এতে রয়েছে ছয় হাজার হাদীস। আর 'মাসাবীহুস্ সুন্নায়' আছে চার হাজার চার শত চৌত্রিশটি হাদীস।

মোটকথা, 'মিশকাতুল মাসাবীহ্' তথা মিশকাত শরীফ হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য বিরাট সংকলন। গোটা মুসলিম বিশ্বে এ সংকলনটি বহুলভাবে সমাদৃত। মুসলিম জাহানের সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'মিশকাতুল মাসাবীহ্' পাঠ্যভুক্ত।

আল্লাহর হাজার শোকর। তিনি আমাকে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এ সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত না হলে দীনকে আজ বাস্তবে যেভাবে বুঝেছি, শুধু মাদরাসায় পড়ে, কামিল হাদীস অধ্যয়ন করে তা বুঝতে পারিনি। তবে মাদরাসায় পাঠই পরবর্তী পর্যায়ে আমার দীন ইসলামকে বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে অবশ্যই। আর এ বুঝতে পারার মধ্য দিয়ে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন ও চর্চা করার কতো যে প্রয়োজন এদেশে, তাও উপলব্ধি করেছি। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে ১৯৭১ সনের দুঃসহ কারাজীবনে প্রথম অনুবাদের কাজে হাত দেই প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন "রাহে আমল"-এর মাধ্যমে। এরপর আমার রচিত "শিকল পরা দিনগুলো" সহ চারটি মৌলিকগ্রন্থ ও হযরত আবু বকর সহ ১০/১২টি গ্রন্থ অনুবাদ করি।

এ অমূল্য গ্রন্থখানি অনুবাদে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে এরপরও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সহৃদয় পাঠক দয়া করে এসব ত্রুটি নির্দেশ করলে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইলো। মুসলিম মিল্লাত এর থেকে উপকৃত হলেই আমাদের সকলের শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ্।

—অনুবাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্, আধুনিক প্রকাশনী মিশকাতুল মাসাবীহ্ তথা মিশকাত শরীফের বাংলা প্রথম খণ্ড কিছু বিলম্বে হলেও প্রকাশ করতে পেরেছে।

বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে যেভাবে অনৈতিকতা, ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহী কর্মকাণ্ডের ব্যাপক সয়লাব প্রচার-প্রপাগাণ্ডা শুরু হয়েছে, এ অবস্থায় কুরআন মজীদসহ আল্লাহর প্রিয় ও সবচেয়ে সফল রাসূলের সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং চর্চা হওয়া খুবই প্রয়োজন।

নতুন করে সহজ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় মিশকাতুল মাসাবীহর এ অনুবাদ গ্রন্থ বাংলা ভাষাভাষী ভাইদের হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে অনেক উপকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আধুনিক প্রকাশনী প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত মিশকাতুল মাসাবীহর এ সংকলনটি বাংলা অনুবাদ করেছেন, প্রখ্যাত আলেম, মর্দে মুজাহিদ, গ্রন্থকার, গবেষক, অনুবাদক জনাব মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও মূল আরবী সহ এ সংকলনটি তিনি মুসলিম মিল্লাতের কাছে তুলে ধরেছেন। এ সওয়াবে জারিয়ার মতো একটি মহত ও প্রশংসনীয় কাজ সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

—আমীন

সূচীপত্র

হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ ৮

হাদীসের পরিচয় ১০
ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা ১১
হাদীস সংকলন ও তার প্রচার ১৮
মিশকাতুল মাসাবীহ্ সংকলকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৩
নিয়াতের গুরুত্ব ২৫

কিতাবুল ঈমান

ঈমান ২৯
কাফের ও মুমিন কে? ২৯
ঈমান ও কুফরের ফলাফল ৩০
দীন ও শরীআত ৩১

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের ভিত্তিমূল পাঁচটি ৩৬
ঈমানের শাখা-প্রশাখা ৩৭
মুমিন ও মুসলিমের অর্থ ৩৮
ভালোবাসার সোপান ৩৯
ঈমানের স্বাদ ৪০
ইসলামই নাজাতের উপায় ৪১
দ্বিগুণ পুরস্কার ৪২
কাফিরের সাথে যুদ্ধের হুকুম ৪৩
মুসলমান কে? ৪৫
জান্নাতে যাবার আমল ৪৬
পরিপূর্ণ জীবন ৪৬
ইসলামের ফরযসমূহ ৪৭
মোবাল্লেগের মর্যাদা ৪৮
নারীদের প্রতি নবী (স)-এর নির্দেশ ৫১
বিদ্রোহ করা মানুষের সাজে না ৫৩
কাল-কে মন্দ বলা নিষেধ ৫৪

আল্লাহ্‌র ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ৫৪
দোযখ হতে মুক্তি ৫৬
মুক্তি নির্ভর করে কিসের উপর ৫৭
ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয় ৫৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরকানে দীন ৬০
পরিপূর্ণ ঈমান ৬২
সর্বোত্তম আমল কি? ৬৩
সত্যিকার মুমিন কে? ৬৩
আমানত রক্ষা ও ওয়াদা পালনের গুরুত্ব ৬৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চিরস্থায়ী নাজাতের উপায় ৬৫
তাওহীদের গুরুত্ব ৬৫
জান্নাত-জাহান্নাম অবধারিত ৬৫
তাওহীদের আকীদায় অটলদের জন্য জান্নাতের সুভ সংবাদ ৬৬
গোটা বিশ্বে কলেমায়ে তাওহীদের দাওয়াত পৌছার ভবিষ্যদ্বাণী ৭০
জান্নাতের চাবি ৭১
নেক কাজের পুরস্কার ৭২
ঈমানের আলামত ৭২
ঈমান ও ইসলামের কথা ৭৩
ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যুবরণকারী জান্নাতী ৭৪
(১) কবীরা গুনাহ ও মুনাফেকীর আলামত ৭৫
সবচেয়ে বড় গুনাহ ৭৫
মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও মিথ্যা শপথ ৭৬
নিকৃষ্টতম গুনাহ্‌ করার সময় ঈমান বাকী থাকে না ৭৭
মুনাফিকের আলামত ৭৯
চারটি কথা মুনাফিক বানায় ৮০
তিনটি কথা ঈমানের ভিত্তি ৮২
দশটি কথার ওয়সিয়াত ৮৩
(২) ওয়সওয়াসা ৮৫
ওয়াসওয়াসার ক্ষমা ৮৫
প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি শয়তান ও একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে ৮৭

জন্মের সময়ই শয়তান মানুষের পেছনে লেগে যায় ৮৮
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শয়তান তার খুশীমতো কাজ করে ৮৯
আরব উপদ্বীপে তাওহীদের মজবুত ভিত্তি ৯০
নিজের মধ্যে নেক কাজের সাড়া পেলে ৯১
ওয়াসওয়াসা দানকারী শয়তানকে থুথু মারো ৯২
শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে সতর্ক থাকবে ৯৩
নামাযের সময় শয়তানের ওয়াসওয়াসা ৯৩
সন্দেহমুক্ত মনে নামায পড়ো ৯৪
(৩) তাকদীরের উপর ঈমান ৯৫
(৪) কবরের আযাব ১৩১
(৫) কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়িয়ে ধরা ১৪৭

কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

প্রথম পরিচ্ছেদ ১৯১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২০৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২২৩

কিতাবুত তাহারাত (পবিত্রতা)

প্রথম পরিচ্ছেদ ২৪৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৫২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৫৩
১. যে কারণে উজু করা ফরয হয় ২৫৭
২. পায়খানা-পেশাবের নিয়ম ২৭১
৩. মিসওয়াক করা ২৯২
৪. উজুর নিয়ম-কানুন ২৯৯
৫. গোসল ৩১৮
৬. নাপাক ব্যক্তির সাথে মেলামেশা ৩২৯
৭. পানির বিধান ৩৪০
৮. অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জন ৩৪৮
৯. মোজার উপর মসেহ করা ৩৫৯
১০. তাইয়াম্মুম ৩৬৪
১১. গোসলের সুন্নাত নিয়ম ৩৭১
১২. হায়েয ৩৭৫
১৩. রক্তপ্রদর রোগিনী ৩৮২

হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র উপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃদপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী নাযিল করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ ঃ ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া" (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান, যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحى متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্‌র, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হুবহু আল্লাহ্‌র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান—যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحى غير متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহ্‌র, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজের ভাষায়, নিজের কথা এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারতো। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারতো না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মানব

জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবনবিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে, তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى .

“তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ্‌র ওহী” (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৩, ৪)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۝ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ .

“তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম” (সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ “রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন, নির্দ্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না” (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। “আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন” (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩)। “জেনে রাখো! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস” (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

“রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ করো এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো” (সূরা হাশর ঃ ৭)।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, দুনিয়া ও আখেরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, “কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।”

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حديث) শব্দের অর্থ কথা; প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ-এর সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমতঃ কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়তঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পরিস্ফুটিত হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়তঃ সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভংগি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই হলো সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিক্‌হ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয

ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত নামায)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আছার (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছারের মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর অন্তত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বলে।

তাবিঈ ঃ যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস ঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাকে মুহাদ্দিস (محدث) বলে।

শায়খ ঃ হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

শায়খায়ন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে আবু বাক্র ও উমার (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়, কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্হের পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিজ ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাফিজ (حافظ الحديث) বলে।

হুজ্জাত ঃ একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হুজ্জাত (حجة) বলে।

হাকেম ঃ যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাকেম (حاكم) বলে।

রাবী ঃ যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী (راوى) বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল ঃ হাদীসের রাবীসমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (رواية) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ ঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে (سند) বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন ঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফূ ঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ (مرفوع) হাদীস বলে।

মাওকূফ ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকূফ (موقوف) হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার (اثار)।

মাকতূ ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মাকতূ (مقطوع) হাদীস বলে।

তা'লীক ঃ কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তা'লীক' বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তা'লীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস ঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়েখ (উসতাদ)-এর নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনেন নাই, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না

এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্‌কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে (অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না)।

মুদরাজ ঃ যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীসকে মুদরাজ (مدرج প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে ইদরাজ (ادراج) বলে। ইদরাজ হারাম, অবশ্য যদি এদ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে তা দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীস বলে।

মুদাল ঃ যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুইজন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে 'হাদীসে মুদাল' (معضل) বলা হয়।

মুনকাতি ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা (انقطاع)।

মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে।

মুতাবি ও শাহিদ ঃ এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি (متابع) বলে, যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাআত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মুআল্লাক ঃ সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে, তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীস বলে।

মারূফ ও মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে, অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারূফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার (منكر) বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাব্‌ত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটিমুক্ত, তাকে সহীহ (صحيح) হাদীস বলে।

হাসান ঃ যে হাদীসের কোন রাবীর যাব্‌তগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান (حسن) হাদীস বলে। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ ঃ যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় (নাউযুবিল্লা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওদূ ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওদূদ (موضوع) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক (متروك) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম ঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম (مبهم) হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ ঃ প্রতিটি যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ (الخبر الواحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبار الاحد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার ঃ

মাশহূর ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীস বলে।

আযীয ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয (عزيز) বলে।

গরীব ঃ যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব (غريب) হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী ঃ এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত করে (যেমন قال الله)। আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী (الهى) বা রব্বানী (ربانى)-ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ ঃ যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হ (متفق عليه) হাদীস বলে।

আদালত ঃ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাবত ঃ যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাবত (ضبط) বলে।

ছিকাহ্ ঃ যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ্ (ثقة), সাবিত (ثابت) বা সাবাত (ثبت) বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ ঃ হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১. আল-জামে ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহ্‌কাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও আদাব, দয়া, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামি (الجامع) বলা হয়। সহীহ্ বুখারী ও জামে তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ্ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জামে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহ্‌কাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিকহের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত করা হয় তাকে সুনান (السنن) বলে। যেমন সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাঈ, সুনান ইবনে মাজা ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এক হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ (المسند) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তার নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. আল-মুজাম ঃ যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুজাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মুজামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক ঃ যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি, অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সেইসব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرك) বলে। যেমন ইমাম হাকেম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা ঃ যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (رسالة) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ্ সিত্তা ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজা, এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তা (الصحاح الستة) বলা হয়। কিন্তু কতক বিশিষ্ট আলেম ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতকে সুনানুদ দারিমীকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাহীহায়ন ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবাআ ঃ সিহাহ্ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ-আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাআ (سنن اربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ ঃ হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহ্‌লাবী (র)-ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ্ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি ঃ "মুওয়াত্তা ইমাম মালেক," 'বুখারী শরীফ' ও 'মুসলিম শরীফ'। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ্ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। সুনান নাসাঈ, সুনান আবু দাউদ ও জামে আত-তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইবনে মাজা এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবে সহীহ্, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়ালা, মুসনাদ আবদুর রাজ্জাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানীর (র)-র কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের যাচাই-বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইবনে হিব্বানের কিতাবুদ-দুআফা, ইবনুল আছীরের আল-কামিল এবং খাতীব বাগদাদী ও আবু নুআয়মের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর ঃ উপরোক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহাইনের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীস আমি বাদও দিয়েছি।'

এইরূপে ইমাম মুসলিম (র) বলেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।'

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস্ দিহলাবীর মতে "সিহাহ সিত্তা", মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ও সুনানুদ দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইবনে খুযায়মা—আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)

২. সহীহ ইবনে হিব্বান—আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.)

৩. আল-মুস্তাদরাক হাকেম—আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হি.)

৪. আল-মুখতারা—যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭৪৩ হি.)

৫. সহীহ আবু আওয়ানা—ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল-মুনতাকা—ইবনুল জারূদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী।

হাদীসের সংখ্যা ঃ হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাত শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরোল্লেখ (তাকরার)-সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মালে' ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইবনে আহমাদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকেম আবু আবদিল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেও কম। সিহাহ সিত্তায় মাত্র পৌণে ছয় হাজার হাদীস

রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমনকি শুধু নিয়াত সম্পর্কিত (اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) হাদীসটিরই সাত শতের মত সনদ রয়েছে (তাদ্‌বীন, পৃ. ৫৪)। আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলণ ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন—তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দোয়া করেছেন ঃ

نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَاً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا .

“আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন—যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, তার পূর্ণ হেফাজত করেছে এবং এমন লোকের নিকট পৌছে দিয়েছে, যে তা শুনতে পায়নি” (তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা অনু., হাদীস নং ২৫৯৩-৫; উমদাতুল কারী, ২খ., পৃ. ৩৫)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন ঃ “এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পিছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌছে দিবে” (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ “আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছো, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে, তাদের থেকেও (তা) শোনা হবে” (মুসতাদরাক হাকেম, ১ খ., পৃ. ৯৫)। তিনি আরো বলেন ঃ “আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো (মুসনাদ আহমাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ “আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌছে দাও” (বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌছে দেয়” (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী

সূত্রের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষিত হয় ঃ (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্ত করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানিন্তন আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণভাবে প্রখর। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্ত করে নিতেন। তদানিন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "আমঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মুখস্ত করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখস্ত করা হতো" (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশই দিতেন, সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তারা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকতো। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেতো" (আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ খ, পৃ. ১৬১)।

"আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অধ্যয়ন করি" (দারিমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হতো না।

পরবর্তী কালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। "হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইন্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে" বলে যে ভুল ধারণা বা অপপ্রচার প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ

لَا تَكْتُبُوْا عَنِّيْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّيْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحُهُ .

"তোমরা আমার কোন কথাই লিখো না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে, তা যেন মুছে ফেলে" (মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিলো না, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বলেন ঃ আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পারো" (দারিমী)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা কিছু শুনতাত, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতক সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বলেন ঃ

اُكْتُبْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ الْحَقُّ .

"তুমি লিখে রাখো। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না" (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকেম, বায়হাকী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন, যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি" (উলূমুল হাদীস, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (স) বললেন ঃ

اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَاَوْمَاَ بِيَدِهٖ اِلَى الْخَطِّ .

“তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন” (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণটি তাকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

হাসান ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল” (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইবনে তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্‌ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইবনে মালেক (রা) তার (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি, অতঃপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকেম, ৩ খ., পৃ. ৫৭৩)।

রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস লিখে রাখেন (মুসনাদে আহমাদ)।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তার সাথেই থাকতো। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (র) একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেন, এটা ইবনে মাসউদ (রা)-র স্বহস্ত লিখিত (জামি বায়ানিল ইল্‌ম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন, তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্ত লিখিত সংকলন বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)-র সহীফায়ে সাহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সাদ ইবনে উবাদা (রা), মাকতূবাতে নাফে (আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সংকলন) সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট আট শত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, নাফে, ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ, মাসরূক, মাকহূল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শাবী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। এক একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবে তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈনের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তারা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করিয়ে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কুফায় এবং ইমাম মালেক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠে। ইমাম মালেক (র) তার মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে ঃ জামে সুফিয়ান সাওরী, জামে ইবনুল মুবারক, জামে ইমাম আওযাঈ, জামে ইবনে জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণ যথা ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা (র)-র আবির্ভাব হয় এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক সহীহ্ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ তার কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমাদ তার আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকেম, সুনানু দারি কুতনী, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযায়মা, তাবারানীর আল-মুজাম, নুসান্নাফাত তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং এখানে কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডার আমাদের নিকট পৌছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছতে থাকবে।

মিশকাতুল মাসাবীহ সংকলকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মিশকাতুল মাসাবীহর সংকলকের নাম 'মুহাম্মাদ'। কেউ কেউ মাহমূদ বলেছেন। লকব 'অলীউদ্দিন', পিতার নাম আবদুল্লাহ, বংশগত উপাধি 'উমারী' ও "খতীব তাবরিজী" হিসাবে খ্যাত। একত্রে নামটি হলো 'আল্লামা অলীউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমারী আত-তাবরিজী (র)।

তাঁর সময়ে তিনি অত্যন্ত বড় মানের আলেম, উন্নত মানের মুহাদ্দিস, মাযহাব ও বালাগাতের ইমাম, জুহদ ও তাকওয়ার মূর্ত প্রতীক, উন্নত চরিত্র, রুচিশীল ও মর্যাদাশীল মানুষ ছিলেন। তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড় বড় শায়খ, ওস্তাদ ও

মুহাদ্দিসদের কাছে দীনের তালিম নিয়েছেন। আবার তৎকালীন অনেক মেধাবী ছাত্রও তাঁর কাছে দীনের তালীম গ্রহণ করেছেন। তৎকালীন বিখ্যাত আলেম মুবারক শাহ সাদী তাদের অন্যতম।

'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসের সংকলনটি, যা মিশকাত শরীফ নামে খ্যাত, তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। এটি মুসলিম বিশ্বে সর্বজন স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাব। মিশকাত শরীফের নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণই হলো এর অসংখ্য অনুবাদ ও শরাহ বা ব্যাখ্যার কিতাব এবং পাদটীকা। মিশকাত শরীফের প্রথম ব্যাখ্যার কিতাব হলো আল্লামা হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আত্-তাইয়্যেবা (র)-এর 'আল-কাশেফু আন হাকায়েকিস সুনান'। দ্বিতীয় হলো হযরত আবুল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন বুখারী (র)-এর "শারহে মিশকাত"। তৃতীয় হলো শেখ আবদুল আজীজ আবহারী (র)-র "মিনহাজুল মিশকাত"। চতুর্থ হলো হযরত নূরুদ্দীন আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মাদ আরুবী, মোল্লা আলী কারী বলে খ্যাত-এর "মিরকাত শরহে মিশকাত"। পঞ্চম, শেখ শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে যুহাশেমীর (র) "শরহে মিশকাত"। ষষ্ঠ, সাইয়্যেদ শরীফ আলা ইবনে যারহানীর (র) "হাশিয়ায়ে মিশকাত"। সপ্তম, শেখ মুহাম্মাদ সাঈদ ইবনে আল-মুজাদ্দিদ আলফে সানীর (র) "হাশিয়ায়ে মিশকাত"। অষ্টম, আবুল ফজল আহমাদ ইবনে আলী ওরফে ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর "হিদায়াতুর রুআত ইলা তাবারিজীল মাসাবীহ"। নবম, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবীর (র) "তানকীহ" (আরবী) ও দশম, তাঁরই "আশিআতুল লুমআত (ফার্সী)। একাদশ, মাওলানা ইদরিস কান্দেহলবীর (র) "আত-তালীকুস সাবীহ"। দ্বাদশ, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ রাহমানা মুবারকপুরীর "মিরাআতুল মাফাতিহ"। ত্রয়োদশ, শায়খ আবদুন নবী ইমাদুদ্দীন মুহাম্মাদ শাতিবীর (র) "আযিকাতুন নুযাত শারহে মিশকাত"। চতুর্দশ, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আবুল মাজদ মাহবুবে আলম আহমাদাবাদীর "জিনাতুন নুকাত ফী শারহিল মিশকাত"। পঞ্চদশ, আল্লামা নবাব কুতবুদ্দীন খান দেহলবীর মাজাহেরে হক। ষোড়শ, হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র)-র তরজমা মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড।

মিশকাতুল মাসাবীহের সংকলক খতীব তাবরিজীর মৃত্যুর সন-তারিখ জানা যায়নি। তবে এটা নিশ্চিত যে, তিনি ৭৩৭ হিজরী সনের পরে মৃত্যুবরণ করেন। কেননা তিনি ৭৩৭ হিজরী সনের রমযান মাসের জুমাবারে এই কিতাব সংকলনের কাজ শেষ করেন। কাজেই এর পরই তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকবে। কেউ কেউ বলেন, আল্লামা তাবরিজী ৭৪০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিয়তের গুরুত্ব

١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَّتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ۔ متفق عليه

১। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ নিয়তের উপরই কাজের ফল নির্ভরশীল। মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরাত করবে, তার হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের জন্য অথবা কোন রমণীকে বিয়ে করার জন্য হিজরাত করবে তার হিজরাত দুনিয়া লাভ অথবা রমণী লাভের জন্য গণ্য হবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ কিতাবের প্রথমেই নিয়ত সম্পর্কিত হাদীস আনা হয়েছে, মানুষ যেনো যে কোন কাজের সূচনায় তার অভিপ্রায় সংশোধন করে নিতে পারে।

মানুষকে সংশোধন ও ঠিক করার ক্ষেত্রে এ হাদীসটি খুবই গুরুত্ববহ। 'নিয়ত' শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছা বা সংকল্প। নিয়তের ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, নেক কাজের জন্য সাওয়াব ও পুরস্কার পাওয়া বা না পাওয়া নির্ভর করে কাজটি করার নিয়তের উপর। যদি 'নিয়ত' সঠিক হয় সওয়াব পাওয়া যাবে। আর যদি 'নিয়ত' সঠিক ও ভালো উদ্দেশ্যে না হয় সওয়াব বা পুরস্কার পাওয়া যাবে না। বাহ্য দৃষ্টিতে আমল বা কাজ যতো ভালো ও উন্নত মানেরই হোক না কেনো, যদি আমলকারী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকে তাহলে আখিরাতে এই কাজের কোন মূল্য পাওয়া যাবে না।

এই সত্য কথাটাকে হিজরাতের দৃষ্টান্ত দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেখো হিজরাত কতো বড়ো সওয়াবের কাজ। কিন্তু হিজরাতকারীর হিজরাতের অভিপ্রায় যদি সঠিক না হয়, এ কাজ করার পেছনে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কিছু হয়, তাহলে আখিরাতের জীবনে সে সওয়াব তো পাবেই না, বরং উল্টো ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার আশংকা আছে।

'নেক নিয়তে' কাজ করে ব্যর্থ হলেও এর জন্য পুরস্কার বা সওয়াব রয়েছে। আর 'খারাপ নিয়তে' কাজ করে বিফল হলেও এর জন্য শাস্তি রয়েছে। নিরপরাধ লোককে হত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও শাস্তি অপরিহার্য। তাই তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি এমন কতক সাহাবাকেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় বসে বসে অংশগ্রহণকারীদের সমান সওয়াব পাবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

এই হাদীসে একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলো। মহিলাটি তাকে হিজরাত করে মদীনায় আসার শর্ত জুড়ে দিলে সে তা মেনে নিলো। তাই সে মদীনায় হিজরাত করে চলে যায় ও মহিলাকে বিয়ে করে। এই ব্যক্তি এই হিজরাতের সওয়াব পাবে না। কারণ হিজরাত করার ব্যাপারে তার নিয়ত ছিলো এই মহিলাকে বিয়ে করা। আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজ সম্পাদনের জন্য কুরআনে আছে ঃ

وَمَآ أُمِرُوٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ۬ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝

"একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবিষ্ট চিত্তে ইবাদত করতে, দীনকে শুধু আল্লাহর জন্য নিবেদিত করতে, নামায কায়েম করতে ও যাকাত আদায় করতে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিলো। এটাই সঠিক দীন" (সূরা বায়্যিনা ঃ ৫)।

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (نساء : ١٤٥ - ١٤٦)

"মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে হবে এবং তাদের জন্য আপনি কোন সাহায্যকারী পাবেন না। কিন্তু যারা অনুতাপ করে নিজেদের জীবনকে সংশোধন

করে, আর আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং তাদের দ্বীনকে নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম করেছে তারাই মুমিনদের সঙ্গে থাকবে" (সূরা নিসা ঃ ১৪৫)।

আর এক জায়গায় রাসূলুল্লাহ. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ لَا شَرِیْكَ لَهٗ
وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ۝ (انعام ١٦٢ - ١٦٣)

"আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও মরণ সমস্তই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আমি আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম" (সূরা আনআম ঃ ১৬২-৬৩)।

কুরআনের এসব আয়াতের মর্মবাণীই হলো ঃ মানুষের সকল কাজ-কাম ও গোটা জীবন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হওয়া উচিৎ। উল্লেখিত হাদীস ও কুরআনের উদ্ধৃত আয়াতের লক্ষ্য তাই।

১

كِتَابُ الْاِيْمَانِ

(ঈমান)

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ .

“কালের শপথ! মানবজাতি নিঃসন্দেহে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে” (সূরা আসর)।

এই আয়াতে ঈমান এনেছে কথা বলা হয়েছে। ঈমানদার ও নেক আমলকারী ছাড়া সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে।

এই ঈমান সম্পর্কে কুরআনে অসংখ্য আয়াত আছে। কোন ব্যাপারে কিভাবে ঈমান আনতে হবে, কি কি কাজ ঈমানের জন্য সাহায্যকারী আর কি কি কাজ ঈমানের বিপরীত, কুফরী ও মুনাফেকী, এ বর্ণনা কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন আয়াতে রয়েছে। তাই হাদীসগুলো তারই ব্যাখ্যা।

ঈমান ঃ ঈমান অর্থ বিশ্বাস, আস্থা ও প্রত্যয়, মনে-প্রাণে সত্য বলে জানা। শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের অর্থ—আল্লাহ, ফেরেশতাকুল, আসমানী কিতাব-সমূহ, রাসূলগণ, তাকদীর ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করা।

ইসলাম ঃ ইসলাম আরবী শব্দ। এর মূল হলো ‘সালমুন’ অর্থাৎ শান্তি। ইসলাম হলো নিজের ইচ্ছায় কারো আনুগত্য করা। আপত্তি ছাড়া কারো বিধি-নিষেধের সামনে মাথা নত করা। শরীয়তের পরিভাষায় ইসলাম হলো আল্লাহ্‌র আনুগত্য শিরোধার্য করা। জীবনে সব ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে মেনে চলা। আল্লাহর আনুগত্যের প্রাথমিক প্রমাণ হলো কলেমা, মুখে ও মনে স্বীকার করা, নামায কায়েম করা, রোযা রাখা, হজ্জ করা, যাকাত আদায় করা। তাই ঈমান হলো আল্লাহ ও উপরোল্লিখিত বিষয়ের উপর অন্তরে বিশ্বাস, আস্থা ও দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করা। আর ইসলাম হলো, ঈমানের প্রমাণ হিসাবে আল্লাহ যেসব কাজ করতে বলেছেন তা বাহ্যত করে দেখানো। যাদের মনের মুকুরে আল্লাহ এবং এসব জিনিসের উপর আস্থা ও বিশ্বাস নেই তারাই কাফের।

কাফের ও মুমিন কে

যে লোক অন্তরে বিশ্বাস করে না, মুখেও ঘোষণা দেয় না সে সরাসরি কাফের।

যে লোক অন্তরে বিশ্বাস করে না কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের সুবিধা-সুযোগ ভোগ করার জন্য মুখে ঘোষণা দেয় সে লোক গোপন কাফের ও খাটি মুনাফিক। দেশের আইনে সে মুসলিম গণ্য হলেও আল্লাহর নিকট কাফের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান এনেছে, মুখেও ঈমানের ঘোষণা দিয়েছে কিন্তু তদনুযায়ী আমল করে না সে ফাসিক মুমিন।

আর যে ব্যক্তি শুধু অন্তরে ঈমান পোষণ করে মুখে ঘোষণা করেনি, আমলও করেনি, তার বিচারভার আল্লাহর হাতে।

যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান এনেছে, মুখে ঈমানের ঘোষণাও দিয়েছে, সাথে সাথে আমলও করেছে সে-ই পূর্ণ মুমিন।

ঈমান ও কুফরের ফলাফল

পূর্ণ মুমিন জান্নাতে যাবেন, চিরকাল জান্নাতে বসবাস করবেন। অপরপক্ষে কাফির ও মুনাফিকরা বিচারের প্রথম দিন থেকেই জাহান্নামে যাবে। অনাদি কাল পর্যন্ত ওখানেই থাকবে। মুনাফিকদের শাস্তি কাফিরদের চেয়েও কঠিন হবে।

ফাসিক মুমিনগণ প্রথমত জাহান্নামে গেলেও নির্দিষ্ট মেয়াদের সাজা ভোগের পর মুক্তি পেয়ে অথবা কারো সুপারিশে মেয়াদের পূর্বেই মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে বিনা শাস্তিতেও জান্নাত দিতে পারেন। এটাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত।

ইহসান ঃ শব্দটি আরবী। অর্থ হলো (১) অন্যের উপকার করা, উত্তম ও সুন্দরভাবে কোন কাজ সমাপন করা। শরীয়াতের পরিভাষায় ইহসান বলা হয় গভীর মনোনিবেশ ও ঐকান্তিকতার সাথে ইবাদত-বন্দেগী করা।

ইহসানের দুই সোপান। প্রথম সোপান হলো আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী এমনভাবে করা যেনো সে আল্লাহকে দেখছে, মনের অবস্থা এমন হলেই ইবাদতে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সৃষ্টি হয়। মানুষ আল্লাহর প্রেমে ডুবে যায়। সুফীবাদের ভাষায় একে মুশাহাদা বা ইস্তেগরাক বলা হয়।

যদি আল্লাহকে দেখার এ স্তরে পৌঁছতে না পারে তাহলে অন্তত ভাবতে হবে, আমি আল্লাহকে দেখতে না পেলেও আল্লাহ আমাকে দেখতে পান। মনের এই অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় মানের দিক দিয়ে কম হলেও এতেও তন্ময়তা ও নিবিষ্টতা না এসে পারে না। বান্দাহ যখন হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করে স্বয়ং আল্লাহ তাকে দেখছেন তিনি তার কাজ দেখছেন, নিবিষ্টচিত্ত না হয়ে থাকতে পারে না। সুফী পরিভাষায় এ অবস্থার নাম হলো মুরাকাবা। ইহ্সানের এটা হলো দ্বিতীয় সোপান। সম্মানিত সুফিয়ায়ে কিরামগণ বলেন, ইহসানহীন ইবাদত আত্মাহীন শরীরের মতো। তাদের নিকট এই ইহসানের অপর নাম 'হুজুরে কলব'। ইবাদত-বন্দেগীতে এই ঐকান্তিকতা নিবিষ্টতার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য পরবর্তী হাদীসে ইহসান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ইবাদত ঃ ইবাদত হলো আত্মসমর্পণ। কারো কাছে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। কারো প্রভুত্ব মেনে নিয়ে তার দাসত্ব স্বীকার করা। শরীয়তে আল্লাহ এর সীমারেখা বলে দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশিত পথে তাঁরই কাছে বিনয় প্রকাশ করে তাঁর হুকুম পালন করার নামই ইবাদত।

ইবাদতেরও সোপান তিনটি। নিম্নতম সোপান ঃ শুধু বাহ্যিক হুকুম-আহকাম পালনের মাধ্যমে দায়িত্ব শেষ করা। এই কাজ করার আর প্রয়োজন না পড়া।

মাধ্যম সোপান হলো ঃ ইবাদতের সকল শর্ত-শরায়েত ও নিয়ম-নীতি পালন করে আল্লাহর নিকট অসীম সওয়াব লাভ করার কারণ হওয়া।

সর্বশেষ সোপান হলো ঃ ইবাদতে মুশাহাদা বা ইসতেগরাক সৃষ্টি হওয়া। শেষ দুই সোপানকেই ইহসান বলা হয়েছে।

দীন ও শরীয়ত ঃ দীন হচ্ছে আল্লাহর নবী-রাসূলগণের শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণরাজি এবং আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি ঈমান পোষণ করা। আল্লাহর কিতাবসমূহকে মেনে নেয়া। সব মনগড়া পথ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর কিতাবসমূহের নির্ধারিত পথকেই সত্য বলে উপলব্ধি করা। আল্লাহর রাসূলগণের আনুগত্য করা। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তাঁদেরই অনুসরণ করা। ইবাদতে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে শরীক করা যেতে পারে না। এই ঈমান ও ইবাদাতের নাম দীন। সকল নবী-রাসূলের দীন ছিলো একই।

আর শরীয়ত হলো—ইবাদতের পদ্ধতি। সামাজিক রীতিনীতি, পারস্পরিক লেন দেন, সম্পর্ক রক্ষা করার বিধান, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয ইত্যাদি শরীয়তের মধ্যে শামিল। এক এক নবীর শরীয়ত এক এক রকম ছিলো। আল্লাহ বিভিন্ন জাতির অবস্থা-ব্যবস্থা বিবেচনা করে নিজ নবীর মাধ্যমে বিভিন্ন শরীয়ত প্রেরণ করেছিলেন। যাতে প্রত্যেক জাতিকে আলাদা আলাদা করে সদাচরণ, সভ্যতা, ন্যায়নীতি ও চরিত্রের শিক্ষা দিয়ে আইনের আনুগত্য করার জন্য তৈরি করে তোলা যায়। মানুষকে তৈরি করে তোলার এই কাজটি সম্পন্ন হলে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে পাঠালেন সেই বৃহত্তর বিধান দিয়ে যার প্রত্যেকটি ধারা তামাম দুনিয়ার জন্য প্রযোজ্য। তখন দীন তো সেই একই থাকলো যা আগের নবীরা শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু তাদের সব শরীয়তই বাতিল হয়ে গেলো। এর পরিবর্তে কায়েম হলো এমন এক শরীয়ত যাতে মানুষের জন্য ইবাদতের পদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি, পারস্পরিক আদান-প্রদান সংক্রান্ত আইন-কানুন এবং হালাল-হারামের সীমা সবই একসাথে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ

الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلاَمِ قَالَ الْاِسْلاَمُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَاتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا عُمَرُ اَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ اَتَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ – رواه مسلم وراه ابو هريرة مع اختلاف وفيه وَاِذَ رَاَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوْكَ الْاَرْضِ فِىْ خَمْسٍ لاَّ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ قَرَاَ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ.الاية · متفق عليه

২। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি দরবারে আত্মপ্রকাশ করলেন। ধবধবে সাদা তার পোশাক। চুল তাঁর কুচকুচে কালো। না ছিলো তার মধ্যে সফর করে আসার কোন আলামত, আর না আমাদের কেউ তাকে চিনতে পেরেছেন। এসেই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে পড়লেন। হুজুরের হাঁটুর সাথে তাঁর হাঁটু মিলিয়ে দিলেন। তাঁর দু'হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলুন অর্থাৎ ইসলাম কি? উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ইসলাম হচ্ছে—তুমি সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে এবং পথ পাড়ি দেবার বা রাহা খরচের সামর্থ্য থাকলে

বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে।" আগন্তুক বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন।" আমরা বিস্মিত হলাম, তিনি একদিকে রাসূলকে প্রশ্ন করছেন, আবার অপরদিকে রাসূলের বক্তব্যকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করছেন। এরপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, ঈমান হচ্ছে ঃ আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। এ ছাড়া জীবন ও জগতে কল্যাণ-অকল্যাণ যা কিছু ঘটছে, সবই আল্লাহর ইচ্ছায়ই হচ্ছে অর্থাৎ তাকদীরের ভাল-মন্দ। একথার উপরও বিশ্বাস করা। উত্তর শুনে আগন্তুক বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন"। অতঃপর তিনি আবার নিবেদন করলেন, "আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন।" হুজুর বললেন, ইহসান হচ্ছে, "তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেনো তুমি তাঁকে দেখছো। আর তুমি যদি তাকে না-ও দেখো, তিনি তোমাকে অবশ্যি দেখছেন।" আগন্তুক এবার বললেন, "আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন।" জবাবে হুজুর বললেন, কিয়ামত সম্পর্কে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারীর চাইতে বেশী কিছু জানেন না।" আগন্তুক বললেন, "তবে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে বলুন।" হুজুর বললেন, "কিয়ামতের নিদর্শন হলো, দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, তুমি আরো দেখতে পাবে—খালি পায়ের উলঙ্গ কাঙ্গাল-রাখালরা বড় বড় অট্টালিকার গর্ব ও অহংকার করবে।" ওমর (রা) বললেন, অতঃপর আগন্তুক চলে গেলেন। আর আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পরে হুজুর আমাকে বললেন, ওমর! প্রশ্নকারী কে চিনতে পেরেছো?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, "ইনি জিবরীল আমীন। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেবার জন্য এসেছেন" (মুসলিম)।

সামান্য শব্দের পরিবর্তনে এই হাদীসটি হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতেও বর্ণিত আছে। তা হচ্ছে, যখন নাঙ্গা পা, নাঙ্গা শরীর এবং মূক ও বধিরগণকে অর্থাৎ অযোগ্য লোকদেরকে দেশের রাজা বা শাসক হতে দেখবে। সেই পাঁচটি বিষয় কিয়ামতের আলামতের অন্তর্গত, যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। এরপর তিনি প্রমাণ হিসাবে কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ انَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ الـخ অর্থাৎ "আল্লাহ কিয়ামত সম্পর্কে ভালো জানেন কবে কিয়ামত হবে? কিভাবে হবে? বৃষ্টি তিনি বর্ষিয়ে থাকেন... (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের প্রশ্নকারী ছিলেন হযরত জিবরীল (আ)। তাই হাদীসটিকে 'হাদীসে জিবরীল' বলে। এটি হুজুরের সাথে জিবরীল আমীনের একটি সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জিবরীল (আ) অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলাম ও ঈমানের হাকীকত, দীনের বুনিয়াদী কথাগুলোর কাঠামো হুজুরের মুখ দিয়ে গোটা বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন। এতে দীনের মূল ভিত্তির কথা বলা হয়েছে বলে এ হাদীসকে উম্মুস সুন্নাহ বা উম্মুল আহাদীসও বলা হয়।

হাদীসে প্রথমে ঈমান ও ইসলামের হাকীকত তুলে ধরা হয়েছে। এর দ্বারা ঈমান ও ইসলামের পার্থক্যও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঈমানের সম্পর্ক হলো বাতেন অর্থাৎ মনের বিশ্বাস ও ইতেকাদের সাথে। আর ইসলামের সম্পর্ক হলো জাহের অর্থাৎ প্রকাশ্য আমলের সাথে, শারীরিক কাজকর্ম ও আনুগত্যের সাথে।

(১) আল্লাহকে মানার অর্থ হলো, আল্লাহর জাত ও সিফাত বরহক বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। ইবাদত পাবার একমাত্র অধিকার তাঁর। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। নেই তাঁর কোন শরীকও।

(২) ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো—এ কথা বিশ্বাস করা যে, ফেরেশতারা আল্লাহর এক সৃষ্টি। এই ফেরেশতারা পবিত্র নূরের শরীরের। তাঁরা সব সময় আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর হুকুম মানায় মশগুল।

(৩) কিতাব মানার অর্থ হলো—এই বিশ্বাস ও ইতেকাদ পোষণ করা যে, আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন যুগে ও কালে তাঁর নবী-রাসূলদের উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তা সবই আল্লাহর পাক কালাম। এসব কিতাব তাঁর হুকুম-আহকাম ও ফরমান-এর সমষ্টি। এসব কিতাবের সংখ্যা এক শত চারখানা। এর মধ্যে তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআন। এই চারটির মধ্যে আবার কুরআন হলো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

(৪) রাসূলদের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো—এ কথার উপর পূর্ণ ঈমান ও আস্থা পোষণ করা যে, প্রথম নবী হযরত আদম আলাইহিস্সালাম হতে শুরু করে খাতামুন্নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল আল্লাহর সবচেয়ে সত্যবাদী, প্রিয়, শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান বান্দাহ। এঁদেরকে তিনি যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জাতির নিকট পাঠিয়েছেন। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ও হিদায়াত মুতাবিক দুনিয়াবাসীকে সত্যবাদিতা ও নাজাতের পথে পরিচালনা করাই ছিলো তাঁদের কাজ। নেক ও কল্যাণের দাওয়াত প্রচার ও প্রসার করাই ছিলো মূল তাদের কর্তব্য। রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবী-রাসূলদের নেতা ও শেষ নবী। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কোন নির্দিষ্ট এলাকা, কোন বিশেষ জাতি ও কোন নির্দিষ্ট কালের সাথে সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং অনাদি কালের দীন "ইসলাম" গোটা দুনিয়ার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করার জন্য তিনি নবুয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই দীন ও তাঁর শরীয়ত বিদ্যমান থাকবে।

(৫) আখিরাত অর্থ হলো—ওই সময় যা মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া ও এর পর বিচার ফয়সালা হয়ে যাবার পর যার যার স্থানে চলে যাওয়া। আখিরাত সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সব জিনিসের উপর ঈমান আনা জরুরী তা হলো ঃ

(এক) একদিন আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগত ও এর ভিতর যা আছে তা নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এ দিনটিকে বলে কিয়ামত।

(দুই) তাদের সবাইকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করে এক জায়গায় হাজির করা হবে আল্লাহর সামনে। একে বলা হয় হাশর।

(তিন) সকল মানুষ তাদের দুনিয়ার জীবনে যা কিছু করেছে, তার আমলনামা আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে।

(চার) আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির ভালো-মন্দ কাজের হিসাব ও পরিমাপ নিবেন। আল্লাহর হিসাবে যার নেক কাজের পরিমাণ বদ কাজ অপেক্ষা বেশী হবে, তাকে মাফ করে দেবেন। আর যার বদ আমল নেক আমল অপেক্ষা বেশী হবে তার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করবেন।

(পাঁচ) আল্লাহর কাছে যারা মার্জনা লাভ করবে, তারা জান্নাতে চলে যাবে। আর যাদের শাস্তি বিধান করা হবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং যার যার স্থানে তারা চির দিন থাকবে।

(ছয়) তাকদীরের উপর বিশ্বাস আনার অর্থ হলো—এ সত্যকে অম্লান বদনে ও হৃষ্টচিত্তে মেনে নেয়া যে, এ দুনিয়ায় যা কিছু হচ্ছে তার সব কিছুই বিধিলিপি অনুযায়ীই স্ব-স্ব সময়ে হচ্ছে। চাই সে কাজটি নেক হোক কি বদ। আল্লাহর তা জানা আছে এবং তাকদীরে এই কাজ রোজে আজল হতেই বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, বান্দাহ অসহায় ও বাধ্য। তাকদীরের লেখক আল্লাহ মানুষকে 'ইচ্ছাশক্তি' দিয়েছেন। তার সামনে ভালো ও খারাপের ফলাফল বর্ণনা করে দিয়ে তাকে এখতিয়ার দিয়েছেন কোন কাজটি সে করবে তা বাছাই করে নিতে। যে কাজ করার ইচ্ছা করবে সে কাজটি করার শক্তিই আল্লাহ তাকে যোগাবেন। এই 'ইচ্ছা' ব্যবহার করা রোজে আজল অনুযায়ী হবে।

হাদীসে চারটি ফরজ ইবাদতের কথাও বলা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের বেলায়ই এই ইবাদতগুলো ফরজ। এর মধ্যে নামায-রোযা শারীরিক ইবাদত। প্রত্যেক বয়স্ক ও সচেতন মুসলমান ও মুমিনকেই এই ইবাদতগুলো করতে হবে। অবশিষ্ট দু'টি ফরজ ইবাদত অর্থাৎ যাকাত ও হজ্জ আর্থিক ইবাদত। এই ইবাদতের সম্পর্ক হলো সম্পদশালী মুমিন মুসলমানের সাথে। পরিমাণ মতো সম্পদ হলে যাকাত আদায় করতে হবে। সকল প্রয়োজনীয় সাংসারিক খরচপত্রের পর অনায়াসে যাতায়াতসহ হজ্জের সকল খরচ বহন করতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে হজ্জ সমাপন করতে হবে। হজ্জ অবশ্য শারীরিক ইবাদতও।

এই হাদীসে কিয়ামতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। এমন আলামত দেখা দিলে বুঝতে হবে কিয়ামত নিকটবর্তী। এই জগত তার অস্তিত্বের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

প্রথম আলামত হিসাবে বলা হয়েছে, "দাসী তার প্রভু বা মনিবকে প্রসব করবে।" এর এক অর্থ হলো গোলামীর যুগ ও গোলামীর চর্চা বেড়ে যাবে। মানুষ বেশী দাসদাসী রাখবে। এসব বাদী হতে সন্তানাদি জন্ম নিবে। এরপর এসব

সন্তানাদি বড় হয়ে ধন-সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক হবে। এরা না জেনে অজ্ঞাতে নিজেদের মাকে দাসীর মতো খরিদ করবে। নিজের সেবায় নিয়োজিত করবে। এর আর এক অর্থ হতে পারে–যখন সমাজে মানুষ বিপথগামী হয়ে যাবে তখন নর-নারী উভয়ই নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ে ডুবে যাবে। মানবিক নীতিমালা ভঙ্গ করে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। ফলে অবৈধ সন্তান এত বেশী জন্মলাভ করবে যারা তাদের মাতা-পিতার কোন পরিচয় খুঁজে পাবে না। এরপর এসব সন্তান বড় হয়ে অজ্ঞাতে অজান্তে নিজেদের মাদেরকে দাসী ও চাকরানী বানাবে। তখন বুঝবে কিয়ামত নিকটবর্তী।

দ্বিতীয় আলামত হলো নাঙ্গা পা ও নাঙ্গা গা, কাঙ্গাল ও ফকির, বকরীর পাল চরাবার রাখাল রাষ্ট্র ক্ষমতা ও আলীশান ঘরবাড়ী ও বালাখানার মালিক হবে। অর্থাৎ উচ্চ বংশীয় মার্যাদাসম্পন্ন মানুষ বিরাট বিপ্লবের শিকার হয়ে গরীব ও কপর্দকহীন হয়ে পেরেশান অবস্থায় ঘুরবে। সমাজে কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের থাকবে না। অপরদিকে যেসব লোক কাল পর্যন্ত বংশমর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তিহীন ছিল, এরূপ অখ্যাত কুখ্যাত বংশ-পরিচয়হীন অশিক্ষিত, চরিত্রহীন নীতি-নৈতিকতাহীন ছোট লোক রাজনৈতিক কূট-কৌশলের দ্বারা সংঘটিত বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হবে। মিথ্যা ছল-চাতুরী, জোচ্চুরি, কালোবাজারী মুনাফাখোরীর মাধ্যমে ধন-সম্পদের পাহাড়ের মালিক হবে। সমাজের মানসম্মানের অধিকারী লোকেরা তাদের হাতে খেলার ক্রীড়নক হবে, হবে লাঞ্ছিত।

ইসলামের ভিত্তিমূল পাঁচটি

٣ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِىَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةَ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

متفق عليه

৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের ভিত্তি নিহিত। এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ পালন করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের দৃষ্টান্ত দালানের সাথে দেয়া যেতে পারে। যেভাবে একটি সুউচ্চ দালান দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিচে ভিত্তিমূলের কলাম

বা পিলার না থাকে। ঠিক একইভাবে ইসলামেরও পাঁচটি বুনিয়াদী পিলার বা কলাম আছে। এই পাঁচটি জিনিস ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইসলামের অস্তিত্ব তার মধ্যে আছে প্রমাণ দিতে পারে না। এই হাদীসে ইসলামের এই পাঁচটি ভিত্তিমূলের স্তম্ভের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো ঃ তৌহিদ ও রিসালাতের আকীদা, নামায, যাকাত, হজ্জ ও রমযান মাসের রোযা। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বানাতে ও রাখতে চায় তাকে অবশ্যই নিজের আকীদা, চিন্তা, আমল ও আখলাকী যিন্দিগীর ভিত্তি এই পাঁচটি স্তম্ভের উপর নির্মিত করতে হবে। এরপর এই ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দরজা, জানালা, আস্তর, চুনকামসহ যতো কারুকার্য করবে, ততই ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। ঠিক একইভাবে ইসলামের এই পাঁচটি বুনিয়াদী স্তম্ভ ঠিক হলে ওয়াজিব, সুন্নতও নফল ইবাদত, মোয়ামালাত, চারিত্রিক গুণাবলী, আমানতদারী, ওয়াদা পালন ইত্যাদি গুণাবলী ইসলামের শ্রীবৃদ্ধি করবে। সৌরভ ও গৌরব বাড়াবে। গোটা দুনিয়ায় সুখ্যাতি ছড়াবে। সারা বিশ্বকে ইসলাম প্রভাবিত করবে।

ঈমানের শাখা-প্রশাখা

٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰـهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاِيْمَانُ بِضْعُ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ ٠ متفق عليه.

৪। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হলো “আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, এ বাক্য সাধারণ শাখা হলো, কষ্টদায়ক কোন জিনিসকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা-শরমও ঈমানের একটি শাখা (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে ঈমানের স্তর বিন্যাস ও শাখা-প্রশাখার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ওইসব কাজ, যা নিয়ে ঈমান ও ইসলামের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। অন্য এক হাদীসে ঈমানের শাখা-প্রশাখা ষাটেরও অধিক বলা হয়েছে। এখানে ঈমানের দুই প্রান্ত সীমার কথা বলা হয়েছে।

সবচেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান শাখার কথা বলা হয়েছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”। এ কথাটি মনে-প্রাণে-মুখে বলা ও স্বীকার করাই হলো মূল ঈমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর জাত ও সিফাত বরহক। তিনি সবসময় আছেন। সব সময় থাকবেন। বাকী থাকা, চিরদিন থাকা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার আর সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এভাবে আল্লাহর রাসূল, কিতাব, ফেরেশতার উপর পরিপূর্ণ আস্থা ও

ভালো ধারণা রাখা। আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। মৃত্যুর পর কবরে গুনাহগারদের শাস্তি ও নেক বান্দাদের পুরস্কার প্রদান করা হবে।

আর ঈমানের নিম্ন প্রান্ত হলো পথঘাট হতে মানুষকে কষ্ট ও দুঃখ দিতে পারে এমন কষ্টদায়ক জিনিস উঠিয়ে দূরে ফেলে দেয়া। যেমন কাঁটা, পাথর, পা পিছলিয়ে গিয়ে ব্যথা পেতে পারে যেমন কলা, কাঁঠাল আম ইত্যাদি ফলের ছোলা ইত্যাদি ধরনের জিনিস।

এই দুই প্রান্তসীমার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জাশীলতাও ঈমানের অংশ। অর্থাৎ লজ্জা মুমিনের একটি ভূষণ। এই ভূষণ যার মধ্যে আছে তিনি অনেক গুনাহ হতে বেঁচে থাকেন। অপরদিকে অনেক গুণাবলী তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে।

মুমিন ও মুসলিমের অর্থ

٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَال قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ . هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ قَالَ اِنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه .

৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কামিল মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ (-এর কষ্ট) হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর আসল মুহাজির হলো ওই ব্যক্তি যে ওই সব কাজ ত্যাগ করেছে যেসব কাজ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। এই শব্দগুলো বুখারীর। আর মুসলিম এই শব্দে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট হতে অন্য মুসলমানগণ হিফাজতে থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের দু'টি অংশ। প্রথমাংশে বলা হয়েছে যে, শুধু কলেমা পড়ে ও কিছু সুনির্দিষ্ট আমল ও আরকান পালন করে পূর্ণ মুসলমান হওয়া যায় না, বরং ইসলামী শরীয়ত তার অনুসারীদের কাছে এমন একটি পরিপূর্ণ জীবন দাবি করে যার মধ্যে পূর্ণ ঈমানদার হবার সাথে সাথে মানবতার সব গুণের সমাবেশ ঘটবে। মুসলিম ব্যক্তির দ্বারা কেউ অনাহুত ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। দুঃখ-কষ্ট পাবে না। কাউকে বকাঝকা করবে না। অন্যায়ভাবে কাউকে মারবে না, বরং মানুষকে ভালবাসবে, ইজ্জত করবে। আমানতদারী ও ওয়াদা রক্ষা করবে। নৈতিকতার বিকাশ ঘটাবে।

সমবেদনা দেখাবে। মানুষ একজন মুসলমানকে সবদিক দিয়ে নিরাপদ মনে করবে। হাত আর মুখ উল্লেখ করার কারণ হলো, সাধারণত এই দু'টি জিনিসই মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে।

হাদীসের দ্বিতীয় অংশে সত্যিকারের মুহাজিরের সজ্ঞা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মুহাজির তো বলা হয় ওই ব্যক্তিকে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নিজের ঘরবাড়ী, ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন ও পরিজন ছেড়ে দারুল ইসলামে চলে যায়। এটা সর্বোচ্চ কোরবানী। এই হাদীস হতে বুঝা যায় এছাড়াও আরো এক প্রকার হিজরত বা মুহাজির আছে। আল্লাহ যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, মুমিন সেসব কাজ করা ছেড়ে দেয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রবৃত্তির তাড়না ছেড়ে দিয়ে পবিত্র জীবন অবলম্বন করে সত্যিকারের মুহাজির আখ্যায়িত হবার যোগ্য হয়।

ভালোবাসার সোপান

٦ - وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۰ متفق عليه.

৬। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তানাদি এবং সকল মানুষ হতে বেশী প্রিয় না হবো (বুখারী ও মুসলিম)।

* ব্যাখ্যা ঃ "ভালোবাসা" একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যাপার। পিতা সন্তানকে, সন্তান পিতাকে ভালোবাসে। প্রকৃতির এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে কারো বুদ্ধিবৃত্তিক কোন কিছু অথবা বাইরের কোন চাপের প্রশ্নই আসে না।

আর এক প্রকার ভালোবাসা হলো যৌক্তিক ও আদর্শিক। আদর্শিক ভালোবাসার সাথে রক্ত, বর্ণ বা বংশের কোন সম্পর্ক থাকে না। আদর্শিক ভালোবাসা হলো ঃ নিঃস্বার্থ ও নির্ভেজাল ভালোবাসা। এই ভালোবাসার জন্য মানুষ যে কোনরূপ ত্যাগস্বীকার, এমনকি জীবন দান করতেও দ্বিধাবোধ করে না। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের ভালোবাসার হাজারো নজীর আছে। আজো এই নজীর স্থাপন করে যাচ্ছে শত শত হাজার হাজার মুসলমান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শের জ্বলন্ত প্রতীক। চিরঞ্জীব এই আদর্শ। এই আদর্শের জন্য দুনিয়ার যে কোন ভালোবাসা বিসর্জন দিতেও মুমিনরা প্রস্তুত। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে পর্যন্ত আমি অর্থাৎ ইসলামী আদর্শ সব পার্থিব ভালোবাসা হতে বেশী প্রিয় না হবে, কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। শত্রুপক্ষের নিজের

সন্তানকেও মুমিন পিতা ছেড়ে দেয় না। তখন আদর্শের ভালোবাসা বড় হয়ে দাঁড়ায়। একথার প্রতিধ্বনি হচ্ছে কুরআন পাকে ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُوْلٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۔ وَحَسُنَ اُوْلٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۔

“যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলে তারা আখিরাতে ওই সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে থাকবে যাদের আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন। তারা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক মানুষেরা। এরা খুবই উত্তম সাথী” (সূরা নিসা ঃ ৬৯)।

ঈমানের স্বাদ

٧ – وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَمَنْ يَّكْرَهُ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ ۔ متفق عليه۔

৭। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি জিনিস পাওয়া যাবে, সে ঈমানের সঠিক স্বাদ আস্বাদন করেছে। প্রথমত তার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা দুনিয়ার সকল জিনিস অপেক্ষা বেশী হবে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে। তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি কুফরীর অন্ধকার হতে বের হয়ে ঈমান ও ইসলামের আলো গ্রহণ করার পর আবার কুফরীর অন্ধকারে ফিরে যাওয়াকে এত খারাপ মনে করে যেমন মনে করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ পরিপূর্ণ ঈমানের দাবি হলো–মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা এমনভাবে প্রোথিত হবে যে, এই ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোন ভালোবাসা তার কাছে কিছুই না। সব তুচ্ছ। ঠিক একইভাবে মুমিন যদি কাউকে ভালোবাসে, তবে শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট ও রাজী-খুশী করার জন্য ভালোবাসে, কোন পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়। আবার কাউকে যদি ঘৃণা করে ও কারো সাথে শত্রুতা ঘোষণা করে তবে তাও আল্লাহর জন্যই করে। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কেউ চললে সে তাকে ভালোবাসে। আর যে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত চলে তাকে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই ঘৃণা করে ও খারাপ জানে। এসবই ঈমানের পরিপূর্ণতার প্রমাণ।

٨ – وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَّضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً ٠ رواه مسلم

৮। হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিজের পরওয়ারদিগার, ইসলামকে নিজের দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের রাসূল হিসাবে মেনে নিয়ে আনন্দিত, সে ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়াত, তাঁর জাত ও সিফাতের উপর ঈমান, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও নবুয়াতের উপর ইয়াকিন ও ইতেকাদ, দীন ও শরীয়তের সঠিকতা ও সত্যতার উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা, ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও আহকামের অনুসরণ, এমনভাবে হতে হবে যেনো হৃদয় মন উল্লসিত উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। কোন চাপ অনুভব না করে। বিরক্তির কণামাত্রও এতে থাকবে না। কোন মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেলে মন যেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠে, তেমনি আল্লাহ, রাসূল ও দীন প্রাপ্তির জন্য মন তৃপ্ত ও উৎফুল্ল হয়ে যাবে।

ইসলামই নাজাতের উপায়

٩ – وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لاَ يَسْمَعُ بِيْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَّلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلاَّ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ ٠ رواه مسلم

৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে সত্তার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! যে কোন ব্যক্তিই চাই ইয়াহুদী হোক কি খৃস্টান, আমার রিসালাত ও নবুয়াতের খবর পাবে ও আমার আনীত শরীয়তের উপর ঈমান না এনেই মারা যাবে সে জাহান্নামী (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ যে জাতির কাছে কোন রাসূল এসেছেন তাদেরকেই 'উম্মাত' বলা হয়েছে। যেসব লোক নবীর দাওয়াত কবুল করেছেন তারা 'উম্মতে ইজাবত'। আর যারা কবুল করেননি তারা 'উম্মাতে দাওয়াত'। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষই তাঁর উম্মাত। মুসলমানগণ উম্মাতে ইজাবাত আর অমুসলিমগণ উম্মাতে দাওয়াত।

তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে ‘উম্মাত’ বলেছেন গোটা মানবজাতিকে।

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। এই ধর্মের আনুগত্যের সীমায় আসা বিশ্বের সকলের জন্যই বিশেষভাবে জরুরী। ইসলাম আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে প্রেরিত এমন একটি আন্তর্জাতিক জীবনবিধান, যার অনুসরণ করা দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। এইভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও নবুয়াত বিশ্বজনীন ও আন্তর্জাতিক। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির জন্য তাঁর রিসালাতের উপর ঈমান আনা তাঁর শরীয়তের উপর আমল করা একই ধরনের ফরজ। চাই সে যে জাতি যে কোন দেশ ও যে শ্রেণীরই লোক হোক না কেনো।

এই হাদীসে ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের কথা বলা হয়েছে। কারণ এই দুই জাতি একটা দীন ও শরীয়তের খলীফা ছিলো, তাদের আসমানী কিতাব ছিলো। এই কিতাব অনুসরণ করে চলার উপর তাদের নাজাত ছিলো নির্ভরশীল। এইজন্যই তাদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর আর এই কিতাবের হুকুমও ওই নবীদের শরীয়ত বহাল থাকছে না। তাই এই নবীর আনীত কিতাব ও শরীয়ত অনুসারে তাদেরকে আমল কতে হবে। তাদের কেউ যদি এই নবীর উপর অবতীর্ণ কিতাব ও আনীত ব্যবস্থার উপর ঈমান না এনে মারা যায় তাহলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

দ্বিগুণ পুরস্কার।

١٠ – وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهٖ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ وَّالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهٗ اَمَةٌ يَطَاُهَا فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَادِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهٗ اَجْرَانِ ٠ متفق عليه

১০। হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। (এক) যে আহলি কিতাব নিজের নবীর উপর ঈমান এনেছে আবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও ঈমান এনেছে। (দুই) যে ক্রীতদাস যথাযথভাবে আল্লাহর হক আদায় করেছে আবার নিজের মনিবের হকও আদায় করেছে। (তিন) যার অধীনে ক্রীতদাসী ছিলো, সে তার সাথে সহবাস

করেছে, তাকে উত্তমরূপে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে, এরপর তাকে আযাদ করে দিয়ে নিজে বিয়ে করেছে, তার জন্য দুই গুণ পুরস্কার রয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই তিন প্রকার লোককে সুখবর দেয়াই হলো নবী করীমের এই বাণীর উদ্দেশ্য। এরা অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে। প্রথম প্রকার ব্যক্তি হলো ইয়াহুদী ও খৃষ্টান জাতি। তারা তাদের নবী হযরত মূসা ও ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান এনেছে। এরপর তাদের মধ্য থেকে যারা শেষ নবীর আগমনের পর তাঁর উপরও ঈমান এনে এ দীনকে নিজের দীন ও এ নবীকেও নিজের নবী মেনে নিয়ে এই নবীর শরীয়তের উপর আমল করেছে। দুই নবীর উপর ঈমান আনার কারণে এদের সওয়াব দ্বিগুণ হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো ক্রীতদাস। যে ক্রীতদাস নিজের দুনিয়ার মালিকের দেয়া সব কাজ সুচারুরূপে করে দেয়, কোন কাজে এটি বিচ্যুতি ঘটায় না, ঠিক একইভাবে তার মূল মালিক আল্লাহর সকল হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান পালন করে চলে। নিজের দুনিয়ার মালিকের সব কাজ করার পরই সত্যিকারের মালিক আল্লাহর সব ধরনের গোলামী সুচারুরূপে করে। আল্লাহর এই বান্দাহ দ্বিগুণ পুরস্কারের মালিক হবে। এভাবে সাধারণ চাকর-বাকরও মনিবের কাজ-কাম করে মূল মনিব আল্লাহর হুকুম-আহকাম আদায় করবে।

তৃতীয় ব্যক্তি হলো ক্রীতদাসীর সাথে ভালো আচরণকারী ব্যক্তি। এই ব্যক্তি বিধান অনুযায়ী তাকে শুধু ভোগই করেনি, তাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছে। আদব আখলাক শিখিয়েছে। এরপর তাকে মুক্ত করে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তাকে বিয়ে করে দাম্পত্য অধিকার দিয়েছে। এই সদাচরণের জন্য আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন।

কাফিরের সাথে যুদ্ধের হুকুম

١١ - وَعَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَاذَ فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّ الْاِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ٠ متفق عليه الا اَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ اِلاَّ بِحَقِّ الْاِسْلاَمِ ٠

১১। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে আল্লাহর তরফ থেকে হুকুম দেয়া হয়েছে দীনের শত্রুদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য যতোক্ষণ তারা একথা স্বীকার ও সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আর নামায পড়বে ও যাকাত আদায় করবে। এসব কাজ করলে তারা আমার থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করলো। তবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী কেউ কোন শাস্তি পাবার যোগ্য হলে সে দণ্ড তার উপর কার্যকর হবে। এরপর তার বাতিনী ব্যাপারের হিসাব ও বিচার আল্লাহর হাতে (বুখারী ও মুসলিম)। তবে মুসলিম শরীফে 'ইসলামের বিধান অনুযায়ী' বাক্যটি উল্লেখ করা হয়নি।

ব্যাখ্যা ঃ এ দুনিয়ার প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। এ দুনিয়ায় বসবাস করার অধিকার একমাত্র তারই যে এই দুনিয়ার প্রকৃত মালিকের হুকুম মেনে চলে। তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলদের আনুগত্য করে চলে। নবী-রাসূলদেরকে দুনিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর হুকুমে দুনিয়া পরিচালনা করা। এখানে তাঁর হুকুমের বিপরীত কারো হুকুম চলতে পারে না। যারা আল্লাহর হুকুম ও তাঁর বিধানের বিরোধিতা ও বিদ্রোহ করবে, এই হাদীসে নবী (সা) বলছেন, আল্লাহ তাঁকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত এরা দীনের পথে ফিরে না আসবে তাদের এই অধিকার পাবার দুইটি পথ। একটি হয় ঈমান এনে ইসলামে প্রবেশ করবে। সেভাবে জীবনযাপন করবে। নামায কায়েম করবে। যাকাত আদায় করবে। ইসলামের অন্যান্য ফরায়েজ সমাপন করবে। আর যদি ইসলামের সীমায় প্রবেশ করতে না চায়, অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণ আছে, তারা 'জিযিয়া কর' আদায় করে জিম্মী হিসাবে মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে।

হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, যারা ঈমান এনে ইসলামের পরিসীমায় প্রবেশ করবে অথবা 'জিযিয়া' আদায় করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হবে, তাদের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের। ইসলামের আইন অনুযায়ী তাদের মানবিক, সামাজিক, নাগরিক অধিকারসহ সব অধিকার হিফাজত করবে রাষ্ট্র। কিন্তু এরপর কোন বেআইনী কাজ বা সামাজিক অপরাধ করলে, সে মুসলমান হোক আর জিম্মী হোক, রাষ্ট্রীয় আইনে অপরাধ প্রমাণিত হবার পর তার সাজা হবে। যেমন অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে, যেনা-ব্যভিচার করলে, চুরি করলে ইসলামী আইন অনুযায়ী তার শাস্তি হবে।

হাদীসে একথাও বুঝানো হয়েছে যে, শরীয়তের আইন জারী করার ব্যাপারে বাহ্যিক বা প্রকাশ্য দিকের বিচার হবে। আর অপ্রকাশ্য জিনিসের ব্যাপারে বিচার ফয়সালার মালিক আল্লাহ। মানুষের বা রাষ্ট্রের এখানে করার কিছুই নেই।

এই হাদীসে নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের কথাও বলা হয়েছে। যারা এ দু'টি কাজ করবে না তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হবে। নামায কায়েম না করা ও যাকাত আদায় না করার তিনটি কারণ থাকতে পারে। (১) নামায ও যাকাতের ফরজিয়াত অস্বীকার করা। এরা কাফির। ইসলামী রাষ্ট্রে ফরজ অস্বীকারকারীরা হত্যার যোগ্য। (২) নামায ও যাকাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন। এরাও কাফির। দীন

বা শরীয়াতের কোন কাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারীও হত্যার যোগ্য অপরাধী। (৩) অলসতার কারণে যদি নামায ছেড়ে দেয় তাকেও হত্যা করতে হবে বলে ইমাম শাফেয়ীসহ কতিপয় ইমামের মত। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এই ধরনের ব্যক্তিকে জেলে আটক করে কঠোর শাস্তির বিধান করতে বলেছেন। এতে হয় সে তওবা করবে অথবা ওখানে মারা যাবে।

মুসলমান কে?

١٢ - وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ صَلّٰى صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ فَلاَ تُخْفِرُوْا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِه - رواه البخارى

১২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, আমাদের কিবলা কাবার দিকে মুখ ফিরায়, আমাদের জবেহ করা পশুর গোশত খায়, সে লোক মুসলমান। তার জানমাল ইজ্জত আবরু আল্লাহর রাসূলের ওয়াদা ও নিরাপত্তায় রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের নিরাপত্তায় থাকবে, তোমরা তার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ প্রকৃত ঈমান হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সংজ্ঞানুযায়ী ইকরার বিল লিসান, তাসদিক বিল জিনান, আমল বিল আরকান অর্থাৎ মুখের স্বীকৃতি, মনের বিশ্বাস ও ইসলামের আরকানগুলো বাস্তবে কার্যকর করাকে ঈমান বলে। তারপরও মানুষের ঈমানের প্রমাণ হৃদয় চিরে দেখা যায় না। বাহ্যত নামায-রোযার মতো আমলগুলো বাস্তবে আদায় করলেই একজন লোককে মুমিন ও মুসলমান বলা যায়। তাই আল্লাহর প্রিয় রাসূল এই হাদীসে বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামী বিধান অনুযায়ী আমরা যেভাবে নামায পড়ি, সেভাবে নামায আদায় করে। আমরা যে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ি সে ব্যক্তিও ওদিকে ফিরে নামায পড়ে, আমরা যে পশু জবেহ করি সে পশুর গোশত খায় তাহলে তাকে মুসলমান বলতে হবে। ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী সকল ওয়াদা ও নিরাপত্তা সে পাবে। তাকে অমুসলমান মনে করার বাহ্যত কোন উপায় নেই। গায়েবের মালিক আল্লাহ। গায়েবের বিচারও তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। এই বাহ্যিক আমলগুলোই মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্যকারী নিদর্শন।

কারণ আহলি কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খৃষ্টনরা মুসলমানদের কিবলা ‘কাবা শরীফের’ দিকে ফিরে নামায পড়ে না। মুসলমানদের জবেহ করা জন্তু-জানোয়ারের গোশত খায় না। তাই তাদের সাথে কোন খারাপ আচরণ, অশোভন কাজ করা যাবে না, বরং শরীয়াতের অনুমোদিত সব অধিকার তারা ভোগ করতে পারবে।

জান্নাতে যাবার আমল

١٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى اَعْرَابِىٌّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَاَ تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا شَيْئًا وَّلَاَ اَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا · متفق عليه

১৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর ইবাদত করো, কাউকে তাঁর শরীক করো না, ফরয নামায পড়বে, ফরয যাকাত আদায় করবে এবং রমযান মাসের রোযা রাখবে। একথা শুনে লোকটি বললো, ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি এর চেয়ে বেশীও করবো না, কমও করবো না। ওই ব্যক্তিটি চলে যাবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেউ যদি কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করে খুশী হতে চায়, সে যেনো এই ব্যক্তিকে দেখে নেয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ সম্ভবত তখনো হজ্জসহ অন্যান্য ফরযের নির্দেশ আসেনী। দেহাতী ব্যক্তি কলেমা পড়ে আগেই মুসলমান হয়েছিলেন বলেই জান্নাতে যাবার কাজের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। বেশী ও কম না করার অর্থ হলো, হুজুরের নির্দেশ শিরোধার্য। এই নির্দেশিত আমল এই ব্যক্তি হুবহু পালন করবে। এসব আমলকারীরা জান্নাতে যাবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যক্তিটি দেখলে একজন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখা হবে বলে ঘোষণা করেছেন।

পরিপূর্ণ জীবন

١٤ - وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِّىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَّا اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ · رواه مسلم

১৪। হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাকাফী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ইসলামের এমন

একটি কথা বলে দিন, যা আপনার পরে আমাকে আর কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। আর এক বর্ণনায় আছে, "আপনি ছাড়া অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না পড়ে"। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলো, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। এরপর এই ঘোষণায় অবিচল থাকবে" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ঘোষণা দিয়ে এই ঘোষণার উপর অটল থাকা খুবই কঠিন কাজ। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তী জীবনের প্রথম দিকের কথা। এ সময় ঈমান আনার ঘোষণাকারীদের উপর অমানুষিক জুলুম নির্যাতন চালাতো মুশরিকরা। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঈমান আনার পর এই ঈমানের উপর যে কোন নির্যাতনের সামনে অবিচল থাকো। ভীত হয়ো না, মজবুত থাকা।

ইসলামের ফরযসমূহ

١٥ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّاْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكٰوةَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ . متفق عليه -

১৫। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নজদের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো, যার মাথার চুল ছিলো আলুথালু। আমরা তার কান ফিস ফিস শব্দ শুনছিলাম। কিন্তু বেশ দূরে থাকার কারণে সে কি বলছে, বুঝতে পারছিলাম না। শেষে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব কাছে পৌঁছে তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিন-রাতের পাঁচ বেলা নামাযের কথা

বললেন। তখন সে লোকটি বললো, এ ছাড়া কি আর কোন নামায আমার উপর ফরয? তিনি বললেন, না। তবে তুমি নফল নামায পড়তে পারো। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রমযান মাসের রোযা রাখবে। ওই ব্যক্তি বললো, এ ছাড়া কি আর কোন রোযা আমার উপর ফরয? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। তবে ইচ্ছা করলে নফল রোযা রাখতে পারো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতের কথা উল্লেখ করলেন। সেই লোকটি আবার বললো, এছাড়া কি আর কোন সদকা আমার উপর ফরয? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নফল সদকা দেয়ার সুযোগ আছে। তারপর লোকটি এই কথা বলতে বলতে চলে গেলো, আমি এর থেকে বেশীও করবো না আবার কমও করবো না। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি লোকটি তার কথায় সত্যবাদী হয়, তাহলে নাজাত পেয়ে গেলো ও সফল হলো (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটিতে উপরে বর্ণিত একটি হাদীসের মতো তখনো পর্যন্ত এ ফরযগুলোর হুকুম হয়েছিলো। বেতরের নামায, দুই ঈদের নামায ওয়াজিব করে দেয়া হয়নি। ওই ব্যক্তি, 'আমি বেশীও করবো না কমও করবো না' এই ওয়াদা করেছিলো। হতে পারে এই ব্যক্তি কোন জায়গা হতে প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিলো ইসলাম সম্পর্কে জানতে। হুজুরের জবাব শুনার পর সেই ব্যক্তি বললো, আমি যা শিখলাম ও জানলাম তাই আমার কাওমকে শুনাবো ও শিখাবো। এর চেয়ে বেশীও করবো না কমও করবো না।

মোবাল্লেগের মর্যাদা

١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اَتَوُا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنِ الْقَوْمُ اَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامٰى قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لاَ نَسْتَطِيْعُ اَنْ نَّاتِيَكَ اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ فَصْلٍ نُّخْبِرُ بِهٖ مَنْ وَّرَائَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَاَلُوْهُ عَنِ الاَشْرِبَةِ فَاَمَرَهُمْ بِاَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَمَرَهُمْ بِالاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَالاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَاَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ

وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ احْفَظُوْهُنَّ وَاَخْبِرُوْا بِهِنَّ مَنْ وَّرَاءَكُمْ ۔ متفق عليه وَلَفْظُهُ لِلْبَخَارِيِّ ۔

১৬। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা বা এরা কোন গোত্রের লোক? লোকেরা জবাব দিলো, এরা রাবিয়া গোত্রের লোক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শুভাগমন! (যেহেতু তোমরা নিজের ইচ্ছায় এসেছো) তোমরা দুনিয়ায়ও লাঞ্ছিত হবে না, আখিরাতেও লাঞ্ছিত হবে না। প্রতিনিধি দল আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ও আমাদের মধ্যে কাফির যুদ্ধবাজ, মুদার বংশ প্রতিবন্ধক থাকায় হারাম মাসগুলো ছাড়া আপনার খিদমতে উপস্থিত হতে পারিনা। তাই আপনি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী এমন কিছু হুকুম বলে দিন যা আমরা মেনে চলবো এবং যাদেরকে দেশে রেখে এসেছি তাদেরকেও মেনে চলার জন্য অবহিত করবো, যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। এর সাথে সাথে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানপাত্র সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চারটি কাজ করার নির্দেশ দিলেন আর চারটি কাজ করতে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার হুকুম দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর একত্বের উপর ঈমান আনার অর্থ কি, তা কি তোমরা জানো? তারা বললো, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই ভালো জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর একত্বের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। (২) নিয়মিত নামায কায়েম করবে। (৩) যাকাত দিবে।। (৪) রমাযান মাসে রোযা রাখবে। (এই চারটি কাজ ছাড়াও) গনীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দেবার হুকুম দিলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি (মদের) পানপাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। এগুলো হলো ঃ হানতাম-নিকেল করা পাত্র, দুব্বা-কদুর খোল, নাকীর-গাছের পাত্রবিশেষ, মোজাফফাত-তৈলাক্ত পাত্র। তিনি আরো বললেন, এসব কথা ভালোভাবে স্মরণ রাখবে। যাদের দেশে ছেড়ে এসেছো তাদেরও এসব ব্যাপারে অবহিত করবে (বুখারী-মুসলিম, মূলপাঠ বুখারীর)।

ব্যাখ্যা ঃ 'ঈমান' ইসলামের অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে এই হাদীসে। হজ্জ তখনো ফরয হয়নি অথবা 'মুদার' গোত্রের শত্রুতার কারণে তাদের পক্ষে হজ্জ করা সম্ভব হবে না বলে এখানে হজ্জের কথা উল্লেখ করা হয়নি। মক্কা-মদীনার বাইরেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেলে বিভিন্ন জায়গা হতে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রতিনিধি দল আসতো। এরা আবার এই দাওয়াত দেশে গিয়ে প্রচার করতো।

আবদুল কায়েস গোত্রের এসব লোকজনও প্রতিনিধি পর্যায়ের ছিলো। এদের নেতা ছিলো আবদুল কায়েস। তার নামেই এই দলের নাম হয়েছিলো "আবদুল কায়েস প্রতিনিধি দল"। এরা ছিলো বাহরাইনের লোক। হুজুরের দরবারে দুই দুইবার এসেছিলো। প্রথমবার 'মক্কা বিজয়ের' আগে ৫ম হিজরীতে। তাদের সংখ্যা ছিলো 'তিন' কি 'চার'। দ্বিতীয়বার এসেছিলো ৮ম/৯ম হিজরীতে। সংখ্যা ছিলো চল্লিশ।

যে চারটি জিনিস সম্পর্কে এদেরকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিলো, তা ছিলো বিশেষ ধরনের ভাণ্ড। এগুলোতে শরাব তৈরী করা হতো এবং রাখা হতো। এসময় মদ হারাম হয়ে গিয়েছিলো। তাই এগুলোর ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যাতে এসব দেখলে মদের কথা মনে না উঠে। কিন্তু মুসলমানদের মন ইসলামের উপর সুদৃঢ় হলে এই হুকুম আর ছিলো না। এই হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

١٧ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ بَايِعُوْنِىْ عَلَى اَنْ لاَّ تُشْرِكُوْا بِاللّٰه شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰه وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةَ لَّهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفٰى عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ - متفق عليه

১৭। হযরত ওবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবা বেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন। সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, আমার হাতে এ কথার শপথ গ্রহণ করো যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করবে না। বুঝেশুনে কারো বিরুদ্ধে (যেনার) মিথ্যা অপবাদ দিবে না। শরীয়াত অনুযায়ী যে হুকুম দেবো তার সাথে নাফরমানী করবে না। তোমাদের যারা এই ওয়াদা পূরণ করতে পারবে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে। আর যে ব্যক্তি শিরক ছাড়া অন্য কোন গুনাহ করবে এবং দুনিয়ায় যদি এর শাস্তিও সে পেয়ে থাকে তাহলে এই সাজা তার গুনাহ মাফ হবার কাফফারা হয়ে যাবে। আর যদি তার কোন গুনাহের কাজের উপর আল্লাহ পর্দা ফেলে দেন অর্থাৎ ধরা না পড়ে, আর তাই দুনিয়ায় এর কোন সাজা না হয়ে থাকে, তাহলে একাজ আল্লাহ রহমতের উপর নির্ভর করবে। হতে পারে তিনি আখিরাতেও তা মাফ করে দিবেন অথবা আযাবও দিতে পারেন। বর্ণনাকরী বলেন, আমরা এইসব শর্ত

অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত হলো, সাজা ও পুরস্কার দেয়া আল্লাহ তাআলার নিজস্ব ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। যদি তিনি কারো গুনাহখাতা মাফ করে দেন তাহলে এটা হবে তাঁর দান ও মহানুভবতা। আর যদি তিনি কাউকে অপরাধের শাস্তি দেন তাহলে এটা হবে পরিপূর্ণ ইনসাফগার হবার প্রমাণ। তিনি তাঁর ইচ্ছাশক্তি ব্যবহারে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন, যাকে চাইবেন শাস্তি দেবেন।

নারীদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ

١٨ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُـدْرِىِّ قَالَ خَـرَجَ رَسُوْلُ الـلّٰهِ صَلَّى الـلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَضْحٰــى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى الـــنِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الـنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّىْ أُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكْثِـرْنَ الـلَّعْنَ وَتَكْفُـرْنَ الْعَشِيْـرَ مَا رَاَيْتُ مِنْ نَّاقِصَاتِ عَقْلٍ وَّدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الـرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدٰكُنَّ قُلْنَ مَا نُقْصَانُ دِيْنِـنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَـرْاَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الـرَّجُلِ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا قَالَ اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا - متفق عليه

১৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর অথবা কোরবানীর ঈদের নামায আদায় করার জন্য ঈদগাহে গেলেন। এসময়ে তিনি নারীদের সমাবেশেও গেলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে রমণীর দল! তোমরা সদকা-খয়রাত করো। কারণ তোমাদের অধিকাংশকে আমি দোযখে দেখতে পেয়েছি।" (একথা শুনে) তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বেশী অভিসম্পাত করো এবং নিজ স্বামীদের নাফরমানী করো, তাদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। বুদ্ধি ও জ্ঞানে দুর্বল হবার পরও হুঁশিয়ার ও সচেতন পুরুষদের বেওকুফ বানিয়ে দেবার জন্য তোমাদের চেয়ে বেশী পারঙ্গম আমি আর কাউকে দেখিনি। (একথা শুনে) নারীরা আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে আমাদের কি ত্রুটি আছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, একজন নারীর সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের

সাক্ষীর অর্ধেক নয়? রমণীকুল বললো, হাঁ এরকম? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর কারণ হলো মেয়েদের বুদ্ধিমত্তার দুর্বলতা। আর মেয়েরা মাসিক ঋতু অবস্থায় নামায পড়তে পারে না ও রোযা রাখতে পারে না, ব্যাপারটা এমন নয় কি? তারা জবাব দিলেন, হাঁ তা-ই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই হলো তোমাদের দীনের ব্যাপারে ত্রুটি (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে মেয়েরা পুরুষদের সাথে মসজিদে নামায বা ঈদের নামায আদায় করতে যেতেন। এইজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য ওখানে তারা শুনতে পেতেন না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়াতের হুকুম-আহকাম শুনাবার জন্য তাদের ওখানে গিয়েছেন এবং এ কথাগুলো শুনিয়েছেন।

মেয়েরা দুই-একজন একত্র হলেই একে অপরের গীবত করা, ভালো মন্দ কথা বলা, অভিসম্পাত করা শুরু করে দেয়। সময়ের বেশীর ভাগই এভাবে তারা অপচয় করে। স্বামী স্ত্রীর সুখ-শান্তি ও তাকে তৃপ্ত রাখার জন্য যত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাক না কেনো, স্ত্রী এতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তারা স্বামীর হুকুম বরদারীও অনেক সময় করে না। এতে ওদের দুনিয়া-পরকাল দুটোই নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। এসব কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা বলে দিয়েছেন। এসব কারণে আল্লাহর আযাবে দগ্ধিভূত হবার সম্ভাবনা জানিয়ে দিয়েছেন। দোযখে নারীদের সংখ্যা বেশী হবে। তাই তাদেরকে বেশী বেশী দান-খয়রাত করার জন্যও হেদায়াত দিলেন।

এই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের বুদ্ধি কম বলেছেন। এ কথা বলে তিনি তাদের ছোট করেননি বা করতে চাননি, বরং প্রকৃতিগতভাবে স্মৃতির ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের তুলনায় দুর্বল একথাটা বুঝাতে চেয়েছেন। আসলে মানব সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ নারীদেরকে শারীরিক, স্বভাবগত ও দীনের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন।

আধুনিক প্রাণ বিজ্ঞানে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান বলে, মানুষের পারস্পরিক বুদ্ধির তারতম্য তাদের মস্তিষ্কের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। একজন বোকা লোকের মস্তিষ্কের ওজনের চেয়ে একজন অতি বুদ্ধিমান লোকের মস্তিষ্কের ওজন অনেক বেশী। ঠিক একইভাবে নারীদের মস্তিষ্কের ওজনও পুরুষের মস্তিষ্কের ওজনের চেয়ে কম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মহিলারা মসজিদে ও ঈদগাহে যেতেন এবং এক জায়গা বা এক স্থানে তারা একত্র হয়ে নামায পড়তেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নারীদের মধ্যে বিলাসিতা ও সাজ-সজ্জার প্রবণতা বেড়ে গেলে খোলাফায়ে রাশেদীনের কালে পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য মেয়েদের মসজিদে গিয়ে নামায ও ঈদগাহে যাওয়া অপছন্দ করা হয়েছে। অতঃপর মুসলমানগণ একেই সঙ্গত বলে মনে করেছেন।

বিদ্রোহ করা মানুষের সাজেনা

١٩ – وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
اللّٰهُ تَعَالٰى كَذَّبَنِىْ ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ ذٰلِكَ
فَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ اِيَّاىَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُّعِيْدَنِىْ كَمَا بَدَاَنِىْ وَلَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِاَهْوَنَ
عَلَىَّ مِنْ اِعَادَتِهٖ وَاَمَّا شَتْمُهُ اِيَّاىَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَّاَنَا الْاَحَدُ
الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِّىْ كُفُوًا اَحَدٌ ۰ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَاَمَّا شَتْمُهُ اِيَّاىَ فَقَوْلُهُ لِىْ وَلَدٌ وَّسُبْحَانِىْ اَنْ اَتَّخِذَ صَاحِبَةً اَوْ وَلَدًا ۰

رواه البخارى -

১৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যাবাদী বানাচ্ছে। এটা তাদের উচিৎ নয়। সে আমার ব্যাপারে খারাপ কথা বলছে অথচ এটাও তাদের জন্য সমীচীন নয়। তাদের আমাকে মিথ্যা বলার অর্থ হলো-তারা বলে, যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথম (এ দুনিয়ায়) সৃষ্টি করেছেন ঠিক ওইভাবে আল্লাহ আমাকে (আখিরাতে) অবশ্যই সৃষ্টি করতে পারেন না। অথচ আমার পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথম বার অপেক্ষা কঠিন নয়। আর তাদের আমার ব্যাপারে বদনাম করার অর্থ হলো, তারা বলে, আল্লাহ নিজের পুত্র বানিয়েছেন, অথচ আমি একা ও অমুখাপেক্ষী। আমি কাউকে জন্ম দেইনি আমিও কারো জন্ম নই, আর না কেউ আমার সমকক্ষ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আছে, আর তাদের আমাকে মন্দ বলার অর্থ হলো ঃ তারা বলে, আল্লাহর পুত্র আছে, অথচ আমি কাউকে আমার স্ত্রী ও পুত্র বানানো হতে পবিত্র (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ যারা কিয়ামতে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে না মানুষ মৃত্যুর পর আবার জীবিত হবে, ঠিক একই ধরনে যারা আল্লাহর পুত্র আছে বলে মনে করে, যেমন ঈসায়ীরা বলে, 'হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর পুত্র অথবা ইয়াহুদীরা বলে, 'ওজাইর' আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। এটাই হলো আল্লাহ তায়ালাকে মিথ্যাবাদী মনে করা। আল্লাহর জাতের উপর অপবাদ রটনা করা। আল্লাহ বলেছেন, কিয়ামত হবে। মৃত্যুর পরে আবার মানুষ জীবিত হবে, হিসাব-নিকাশ হবে। কিন্তু তারা একথা বিশ্বাস করে না। একথা বলার দ্বারা তারা আল্লাহ 'সর্বশক্তিমান ও সৃষ্টিকর্তা' হবার কথা অবিশ্বাস করে, আল্লাহকে মিথ্যাবাদী মনে

করছে। অথচ এই কাজ আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়। "নাই" থেকে কাউকে সৃষ্টি করে তার মৃত্যুর পর আবার তাকে সৃষ্টি করা অতি সহজ কাজ।

আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে বদনাম রটনা করার অর্থ হলো, তারা আল্লাহর স্ত্রী-সন্তান আছে বলে দাবী করে। অথচ বারবার আল্লাহ প্রকাশ্যভাবে বলছেন, তিনি বেনিয়াজ। অমুখাপেক্ষী। তিনি কারো ঔরসজাত নন। আর কাউকে তিনি জন্মও দেননি। তারপরও তারা এই মিথ্যা অপবাদ আল্লাহর ব্যাপারে রটনা করছে।

কাল-কে মন্দ বলা নিষেধ

٢٠ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يُؤْذِيْنِىْ اِبْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِىَ الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ - متفق عليه

২০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, তারা কালকে গালি দেয়, অথচ কাল কিছুই না। সব কাজই আমি করি। সব কাজই আমার নিয়ন্ত্রণে। রাত-দিনের আবর্তন আমার হুকুমেই সংঘটিত হয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মূর্খ লোকেরা অনেক সময় বিপদ-মুসিবতে পড়লে 'কাল' বা 'সময়'কে গালমন্দ করে। তারা এমনভাবে কথা বলে যেন সময় ও কালই তাকে এ বিপদে ফেলেছে। তারা বলে, 'কাল খারাপ হয়ে গেছে'। কলিকাল এসে গেছে ইত্যাদি। অথচ এভাবে কথা বলা মারাত্মক ভুল। কারণ কাল বা সময়ের কাছে তো কোন ক্ষমতা নেই। মূল হস্তক্ষেপকারী হলেন আল্লাহ। রাত-দিনের আবর্তনসহ সব কাজই তাঁর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয়। তাই কালকে গালি দিলে এই গালি আল্লাহকে দেয়া হয়। কারণ কাল কিছুই করে না, করেন আল্লাহ তায়ালা।

আল্লাহর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

٢١ - وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحَدٌ اَصْبَرَ عَلٰى اَذًى يَّسْمَعُهُ مِنَ اللّٰهِ يَدْعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ - متفق عليه

২১। হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কষ্টদায়ক কোন কথা শুনে ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা আল্লাহর চেয়ে বেশী আর কারো নেই। লোকেরা তার

সন্তান আছে বলে দাবি করে। এরপরও তিনি মানুষের উপর কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না, বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তাদেরকে দান করেন রিজিক (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তামাম মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা। সকল মানুষের রিযিকদাতা। তাঁর হাতেই দুনিয়ার সব কিছু নিহিত। এরপরও আল্লাহ সম্পর্কে মানুষ অমূলক কথাবার্তা বললে তিনি রেগে গিয়ে দুনিয়া খানখান করে ফেলেন না। কারো রিযিক বন্ধ করে দেন না। কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। কাজেই তাঁর চেয়ে বেশী ধৈর্যশীল আর কেউ নেই।

٢٢ - وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ اِلاَّ مُؤَخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَّ يُعَذِّبَ مَنْ لاَّ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا - متفق عليه

২২। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে বাহনের উপর হুজুরের পেছনে বসা ছিলাম। আমার আর তাঁর মধ্যে হাওদার পেছন দিকের হেলানো কাঠ ব্যতীত আর কোন ব্যবধান ছিল না। তিনি বললেন, হে মুয়ায! আল্লাহর বান্দাদের উপর আল্লাহর কি হক এবং আল্লাহর বান্দাদের, আল্লাহর উপর কি হক তা কি তুমি জানো? আমি বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জানেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বান্দাদের উপর আল্লাহর হক হলো, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, কাউকে তাঁর শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি, তাদেরে শাস্তি না দেয়া। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই শুভ সংবাদ কি আমি মানুষদের শুনিয়ে দিব না। তিনি বললেন, লোকদের এই শুভ সংবাদ শুনিয়ে দিও না। কারণ তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মানলো, তাঁর উলুহিয়াত, রবুবিয়াতের উপর ঈমান আনলো, আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীতে কাউকে শরীক করলো না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনলো, তার উপর দোযখের আগুন চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। যতো গুনাহখাতা বদ আমলই সে করে থাকুক না কেনো। এর অর্থ হলো বদ আমল ও বদ কাজের সাজা ভোগ

করে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা কোন উসীলায় ক্ষমালাভ করে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে।

দোযখ হতে মুক্তি

٢٣ - وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ
قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَعْدَيْكَ قَالَ
يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلاَثًا قَالَ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ
مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهٖ اِلاَّ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ اَفَلاَ اُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا قَالَ اِذًا يَّتَّكِلُوْا فَاَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ
مَوْتِهِ تَاَثُّمًا - متفق عليه

২৩। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনের উপর বসা ছিলেন এবং তাঁর পেছনে মুয়ায রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বসা ছিলেন। তিনি বললেন, হে মুয়ায! তিনি বললেন, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহর রাসূল! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, হে মুয়ায! মুয়ায রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত। তৃতীয়বার আবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুয়ায! মুয়ায (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বললেন, আমি উপস্থিত! এইভাবে তিনবার মুয়াযকে উদ্দেশ্য করে বলার পর তিনি বললেন, আল্লাহর যে বান্দা খাঁটি মনে সাক্ষ্য দেবে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল", তার উপর আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন। মুয়ায রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই শুভ সংবাদ কি আমি মানুষদেরকে শুনিয়ে দেবো? তারা এখবর শুনলে খুশী হয়ে যাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, শুনিও না। কারণ তারা এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে। পরে মৃত্যুর পূর্বে হযরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হাদীস গোপন করার গুনাহ হতে বাঁচার জন্য এই হাদীসটি প্রকাশ করে গিয়েছেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বারবার উদ্দেশ্য করে কথা বলার কারণ হলো তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যে কথাটা বলা হবে তা যেনো মন-মগজে বসে যায়। বিষয়ের গুরুত্বের কারণে খুব মনোযোগ দিয়ে কথাটি শুনার জন্য তিনি মুয়াযকে তিনবার সম্বোধন করে তৈরি করে নিয়েছেন। তারপর কথাটি বলেছেন। কেউ যদি সত্য ও নিখুঁত

মনে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল", তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম। তবে শুধু এই বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তিই আগুন হারাম হবার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এই ঈমানের সত্যতা প্রমাণের জন্য দীন ও শরীয়াতের হুকুম পুরাপুরিভাবে মানতে হবে। শাহাদাতের দাবী অনুযায়ী যেসব ফরয কাজ আদায় করার প্রয়োজন তা আদায় করতে হবে। তারপরই আল্লাহর ফযল ও করমে জাহান্নামের আগুন তার উপর হারাম হবে।

এ কারণেই মুয়ায রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ শুভ সংবাদ মানুষকে জানাতে চাইলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বারণ করলেন। কারণ তখন মানুষ এর উপরই নির্ভর করবে, আমল করা ছেড়ে দেবে। মূলকথা তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাস মানুষকে অনাদি অনন্ত কালের জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত দিবে। কাফির মুশরিকরা যেভাবে অনাদি কালের জাহান্নাম ভোগ করবে, ঈমানদাররা তেমন ভোগ করবে না। শরীয়াতে মুহাম্মাদী মোতাবেক অন্যান্য ফারায়েয আদায় না করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবে চিরকাল নয়। শাস্তির মেয়াদ পার হলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

মুক্তি নির্ভর করে কিসের উপর

٢٤ - وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِىْ ذَرٍّ وَكَانَ اَبُوْ ذَرٍّ اِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَالَ وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِىْ ذَرٍّ - متفق عليه

২৪। হযরত আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একবার) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম। এসময় তিনি একটি সাদা কাপড় গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলেন। আমি ফেরত চলে এলাম। তারপর আবার তাঁর খিদমতে গেলাম। সেই সময় তিনি জেগে ছিলেন। তিনি (আমাকে দেখে) বললেন, যে ব্যক্তি খাঁটি মনে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললো আর এই বিশ্বাসের উপর তার মৃত্যু হলো সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি আরয করলাম, সে চুরি ও ব্যভিচার (এর মতো বড় গুনাহ) করে থাকলেও? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে চুরি ও ব্যভিচার করে

থাকলেও। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, চুরি ও ব্যভিচার করার পরও? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, চুরি ও ব্যভিচার করার পরও। আমি আবার (তৃতীয়বার) আরয করলাম, চুরি ও ব্যভিচার করার মতো গুনাহ করার পরও। তিনি একই জবাব দিলেন, চুরি ও যিনা করার পরও এবং আবু যার যতো অপসন্দই করে থাকুক। বর্ণনাকারী বলেন, যখনই আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন (গর্ব করে) এই শেষ বাক্যটি 'আবু যার যতো অপসন্দই করুক' অবশ্যই বর্ণনা করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ জান্নাতে যাবার জন্য শর্ত হলো ঈমান। নিখুঁত ও নির্ভেজাল বিশ্বাস আল্লাহর উপর। এই অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস থাকার পর যদি কোন লোক গুনাহ কবিরা করে এরপর তাওবা করার আগেই মারা যায় তাহলে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ, আল্লাহ তাকে অনাদি অনন্ত কালের জন্য জাহান্নামে ফেলে রাখবেন না। নির্দিষ্ট সময় জাহান্নাম বাসের পর আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের এটাই মত।

হযরত আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এত বড় গুনাহ করার পরও ওই ব্যক্তির জান্নাতে যাবার কথা খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনবার প্রশ্নটি করেছেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বারবার বুঝাতে চেয়েছেন, আল্লাহর রহমাত ও মাগফিরাত এতো প্রশস্ত যে, খালিস নিয়তে অবিচল আস্থা সহকারে ঈমান আনলে আল্লাহ অবশেষে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

٢٥ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّ
عِيْسَى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ وَابْنُ اَمَتِهٖ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ
وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ - متفق عليه

২৫। উবাদা ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসন্দেহে আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল এবং ঈসা আলাইহিস্ সালামও আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং আল্লাহর বান্দীর (বিবি মরিয়মের) ছেলে ও তার কলেমা, যাঁকে তিনি মরিয়মের দিকে ঢেলে দিয়েছেন, আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত 'রূহ', আর জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য", তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল করবেন, তার আমল যা-ই হোক (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'তাঁর বান্দা ও রাসূল' বলার পরপর হযরত ঈসার উপর ঈমান আনার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে এই হাদীসে। ইয়াহুদীরা হযরত ঈসাকে আল্লাহর রাসূল বলে মনেই করে না। তদুপরি তার মাতার উপর মিথ্যা অভিযোগ ও তোহমত দিয়ে থাকে। ওদিকে খৃস্টানরা তাকে বলে আল্লাহর পুত্র। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই মতের প্রতিবাদ করে বলেন, ঈসা নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল ছিলেন। তাঁর মাতা মরিয়মও অত্যন্ত পুতঃপবিত্র সতী-সাধ্বী নারী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা মানুষ জন্মদানের ব্যতিক্রম নিয়মে পিতা ছাড়া কেবল 'কুন ফাইয়াকুন' হুকুমের মাধ্যমে তাকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মধ্যে রূহ প্রবেশ করিয়েছেন। এইজন্য তাঁকে 'কালেমাতুল্লাহ' ও 'রূহুল্লাহ' বলা হয়ে থাকে। তাই তিনি আল্লাহর পুত্র নন, আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর বান্দী ও বিবি মরিয়মের পুত্র।

ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়

٢٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اُبْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلأُبَايِعُكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِىْ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَمْرُو قُلْتُ اَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا قُلْتُ اَنْ يُّغْفَرَ لِىْ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو اِنَّ الاِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَاِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَاِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ · رواه مسلم وَالْحَدِيْثَانِ الْمَرْوِيَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ وَالاٰخَرُ اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ سَنَذْكُرُهُمَا فِىْ بَابِ الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ·

২৬। হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার কাছে ইসলাম গ্রহণের বাইয়াত করবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলে আমি আমার হাত টেনে নিলাম। হুজুর তখন (বিস্মিত হয়ে) বললেন, হে আমর! তোমার কি হলো? আমি আরয করলাম, আমার কিছু শর্ত আছে। হুজুর বললেন, কি শর্ত? আমি বললাম, আমি চাই আমার ওইসব গুনাহ মাফ করে দেয়া হোক যা আমি ইসলাম গ্রহণ করার আগে করেছি। হুজুর বললেন, আমর! তুমি কি জানো না 'ইসলাম গ্রহণ' ওই সব গুনাহ মাফ করে দেয় যা এর আগে করা হয়েছে। হিজরত

ওই সকল গুনাহ মাফ করে দেয় যা হিজরত করার আগে করা হয়েছে। হজ্জ ওই সব গুনাহ মিটিয়ে দেয় যা হজ্জের আগে করা হয়েছে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ যে, ইসলাম গ্রহণ করার আগের কোন গুনাহ ইসলাম গ্রহণ করার পর আর থাকবে না, সব মাফ হয়ে যাবে। তা যতো বড় গুনাহ-ই হোক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মাফ হয়ে যাবে গুনাহ। বান্দাহর কোন 'হক' যেমন ঋণ, আমানাত, ধার, বেচা-কেনার ব্যাপার কোন দায়িত্ব ইসলাম গ্রহণ করার পরও বাকী থাকবে। ইলাম গ্রহণের পরও এসব দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইসলামের মতো এই দৌলত প্রাপ্তির পরও মানবীয় দুর্বলতার কারণে কেউ কোন গুনাহ করে ফেললে তা মাফ করে নেবার জন্য, এ হাদীসে হজ্জ ও হিজরত করার মতো দুইটি আমলের কথা বলা হয়েছে। এ দুটো আমল সঠিকভাবে করলে আল্লাহর হক সম্পর্কিত সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরকানে দীন

٢٧ - عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَاَلْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ وَاِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَّتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَّالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلاَ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتّٰى بَلَغَ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ بِرَاْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهٖ وَذِرْوَةِ سَنَامِهٖ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَاْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلاَمُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ بَلٰى يَا نَبِىَّ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِلِسَانِهٖ فَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَاِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهٖ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَوْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلاَّ حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ - رواه احمد والترمذى وابن ماجة

২৭। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং দোযখের আগুন থেকে বাঁচাবে। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে। কিন্তু যার জন্য আল্লাহ আসান করে দেন, তার জন্য এটা খুবই সহজ। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর বন্দেগী করো, কাউকে তাঁর সাথে শরীক করো না, নিয়মিত নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমজান মাসের রোযা রাখবে এবং হজ্জ পালন করবে। এরপর তিনি বললেন, হে মুআয! তোমাকে কি আমি কল্যাণ ও মঙ্গলের দরওয়াজা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবো না? (তাহলো শুনো) রোযা এমন একটি ঢাল, যা গুনাহ হতে রক্ষা করে, জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচায়। আর আল্লাহর পথে খরচ করলে গুনাহ এমনভাবে মিটে যায় যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়। এভাবে রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়লে গুনাহ খতম হয়ে যায়। এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "সালেহ মুমিনদের পাঁজর বিছানা থেকে পৃথক থাকে নিজেদের পরওয়ারদিগারকে আশা-নিরাশার স্বরে ডাকতে থাকে। যে সম্পদ আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে। কোন মানুষই জানেনা, এই সালেহ মুমিনদের চোখ ঠাণ্ডা করার জন্য কি জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এটা হলো তাদের করা নেক আমলের পুরস্কার" (সূরা সাজদা ঃ ১৬ ঃ ১৭)। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাকে কি আমি এ দীনের শির, এর খুঁটি ও উচ্চ শিখর বলে দেবো না? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলে দিন। হুজুর বললেন, এই দীনের শির হলো ইসলাম, খুঁটি হলো নামায, আর উচ্চ শিখর হলো জিহাদ। এরপর তিনি বললেন, তোমাকে কি আমি এসব জিনিসের মূল বলে দেবো না? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর নবী! অবশ্যই বলে দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জিহবা স্পর্শ করে বললেন, এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মুখ দিয়ে যেসব কথা বেরিয়ে আসে এসব সম্পর্কে কি আমাদের জবাবদিহি করতে হবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মুআয! তোমার মা তোমার জন্য ভারাক্রান্ত হোক, (জেনে রেখো) মানুষকে মুখের উপর উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার কারণ হবে এই মুখ থেকে বেরিয়ে আসা খারাপ কথা (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে দীনের একটি কাঠামো খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন দেহ বেঁচে থাকার জন্য যেমন মাথা হলো মূল অংশ। মাথা না থাকলে দেহ বেঁচে থাকতে পারে না। ঠিক তেমনি দীনের জন্য তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদা হলো মাথার মতো। এসব থাকবে না তাহলে দীনও থাকবে না। তারপর কোন জিনিসের শারীরিক কাঠামো ঠিক রাখার জন্য যেমন প্রথম স্তম্ভ প্রয়োজন, তেমনি দীনের স্তম্ভ হলো নামায। নামাযই হলো বুনিয়াদী শক্তি যা দীনের

অস্তিত্ব কায়েম রাখে। নামাযই একজন মানুষ মুমিন হবার প্রথম পরিচয়। ঠিক একইভাবে শারীরিক অস্তিত্বকে গৌরবময় ও মর্যাদাবান করে তোলার জন্য যেমন কোন পার্থক্য সূচক মানদণ্ড প্রয়োজন, ঠিক তেমনি দীনকে শৌর্যবীর্য ও গৌরবময় করে তোলার জন্য প্রয়োজন 'জিহাদ'। জিহাদ হলো দীনের জন্য সামগ্রিক প্রোগ্রাম। দীনে এই জিহাদ না থাকলে দীন হয়ে যাবে একটি শূন্য খাঁচার মতো।

হাদীসের শেষাংশে মুখ সংক্রান্ত হিদায়াত দিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুখ সংযত রেখে কথা বলার হিদায়াত দিয়েছেন তিনি। দীন-দুনিয়ার উন্নতি অগ্রগতি নির্ভর করে মুখ সংযত রাখার উপর। মুখ থেকে কোন বাজে কথা, অর্থহীন কথা, হালকা কথা, গীবত, মিথ্যা কথা, অপবাদসহ কোন ধরনের দূষণীয় কথা বের হয়ে আসা অপরাধ। এসব কথা দোযখের আগুনের আযাবে নিক্ষেপ করে দেবে। এই মুখের ভালো কথা, নেক কথার গুণে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করে। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

পরিপূর্ণ ঈমান

٢٨ - وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ - رواه ابو داود ورواه الترمذى عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ مَعَ تَقْدِيْمٍ وَّتَاخِيْرٍ فِيْهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ ·

২৮। হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (কাউকে) ভালোবাসলে আল্লাহর জন্যই তা করবে। দান-খয়রাত করলেও তা আল্লাহর জন্যই করবে। আবার দান-খয়রাত হতে বিরত থাকলেও তা আল্লাহর জন্যই থাকবে। তাহলে সে ঈমান পূর্ণ করেছে (আবু দাউদ)। তিরমিযী এই হাদীসকে শব্দের কিছু আগপর করে মুআজ ইবন আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। এতে বর্ণিত হয়েছে, 'সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করে নিয়েছে।'

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে পরিপূর্ণ ঈমানদারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, মানুষের সব কাজই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাজী-খুশীর জন্য হওয়া উচিৎ, কোন হীন স্বার্থ সিদ্ধি, প্রদর্শনী, আবেগের বশবর্তী হয়ে করা উচিৎ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে, যদি কাউকে ভালোবাসো অথবা যদি কাউকে খারাপ জানো ও শত্রুতা পোষণ করো তাহলে তা যেনো নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য না হয়। কেউ ভালো কাজ করছে, এইজন্য আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে ভালোবাসতে হবে। কেউ খারাপ কাজ করছে যা আল্লাহর নিকট ঘৃণ্য ও অপসন্দনীয়। তাই তাকে আল্লাহর

জন্য ঘৃণা করা ও তার সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে। ঠিক এজন্যই একজন মুমিন আর একজন মুমিনকে ভালোবাসে, এইজন্যই মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে শিশাঢালা প্রাচীরের মত অটুট সম্পর্ক গড়ে উঠে। আবার ফাসিক, কাফির ও মুরতাদের সাথে শত্রুতা হয়। তাকে ঘৃণা করে। কারণ সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ভালোবাসে না। এভাবে দান করবে আল্লাহকে খুশী করার জন্য যেসব খাতে আল্লাহ খরচ করতে বলেছেন। আর যেসব জায়গায় খরচ করা গুনাহ, যে খরচে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না সেসব জায়গায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচ করে না। এরাই প্রকৃত ও পূর্ণ ঈমানদার।

সর্বোত্তম আমল কি

٢٩ - وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ - رواه ابو داود

২৯। হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (বাতেনী) আমলের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মর্যাদা হলো ওই আমলের যে আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালোবাসে, আবার আল্লাহর জন্যই কারো সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের মধ্যে যদি এতটুকু বোধশক্তি থাকে, আবেগ থাকে পুত পবিত্র, তাহলে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সে ভালো কাজের দিকে অগ্রসর হবে। স্বার্থের উর্ধ্বে থাকবে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করা হবে সব কাজের উদ্দেশ্য। তাই এ প্রবণতাকে উত্তম আমল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সত্যিকার মুমিন কে

٣٠ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ - رواه الترمذى والنسائى وزاد البيهقى فى شعب الايمان برواية فضالة وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ .

৩০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কামিল ও সত্যবাদী) মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ হতে (অন্য) মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর (পাক্কা ও সত্যবাদী) মুমিন ওই ব্যক্তি যার থেকে মানুষ নিজের জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ

মনে করে (তিরমিযী-নাসায়ী।) ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে ফাদালা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে যে বর্ণনা করেছেন তাতে এই শব্দগুলোও আছে ঃ "এবং প্রকৃত মুজাহিদ হলো ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর ইতাআত ও ইবাদতে নিজের নফসের সাথে 'জিহাদ' করলো। আর প্রকৃত মুহাজির ওই ব্যক্তি যে সকল গুনাহর কাজ ছেড়ে দিলো।

ব্যাখ্যা ঃ সত্যিকারের মুমিন হলো ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহর সৃষ্টিজগত, বিশেষ করে মানুষ, নিজের জন্য নিরাপদ নিরুপদ্রব শান্তিদায়ক মনে করে। মানুষ তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, তার দ্বারা তাদের কোন ক্ষতি হবে না। আমানত ও দিয়ানত নষ্ট হবে না ইনসাফ লংঘিত হবে না, মাল সম্পদ নষ্ট হবে না। জীবন ও মান-ইজ্জত ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। সে কোন সন্ত্রাস ও ভয়-ভীতির কারণ হবে না।

এভাবে সত্যিকারের মুজাহিদ সেই ব্যক্তি নয় যে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে, বরং সত্যিকারের মুজাহিদ হলো ওই ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তির সাথে, নফসে আম্মারার সাথে জেহাদ করে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর পথে বড় বড় কোরবানী পেশ করে।

ঠিক একইভাবে ওই ব্যক্তি সত্যিকারের মুহাজির নয় যে এক স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়, বরং মুহাজির সত্যিকারে ওই ব্যক্তি যে গুনাহর জীবন ত্যাগ করে নেককারের জীবন অবলম্বন করে। মুনকার কাজ ছেড়ে দিয়ে মারুফ কাজ করে।

আমানত রক্ষা ও ওয়াদা পালনের গুরুত্ব

٣١ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ فَلَمَّا خَطَبْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ قَالَ لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَّ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَّ عَهْدَ لَهُ - رواه البيهقى فى شعب الايمان

৩১। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন খুতবা খুব কমই দিয়েছেন যাতে এ কথা বলেননি, যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। যার মধ্যে ওয়াদা পালন নেই তার মধ্যে দীন নেই (বায়হাকীর শুয়াবুল ঈমান)।

ব্যাখ্যা ঃ আমানত-দিয়ানাত, ওয়াদা পালন হলো মৌলিক মানবীয় গুণাবলী, উন্নত মানের গুণাবলী। এসব বিশেষ করে মুমিনের বড় গুণ। প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ ঘটা খুবই প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকেই এর গুরুত্ব অনুমেয়। তিনি যখনই কোন বক্তব্য পেশ করতেন, আমানত-দিয়ানাত, ওয়াদা পালন বিষয়ে নসিহত করতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চিরস্থায়ী নাজাতের উপায়

٣٢ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ - رواه مسلم

৩২। হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সত্য মনে সাক্ষ্য দান করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ (তাঁর রহম ও করমে) তার উপর দোযখের আগুন হারাম করে দেবেন (মুসলিম)।

তাওহীদের গুরুত্ব

٣٣ - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رواه مسلم

৩৩। হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই (পাকাপোক্ত) ইতেকাদের উপর মৃত্যুবরণ করেছে যে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই", সে জান্নাতী (মুসলিম)।

জান্নাত ও জাহান্নাম অবধারিত

٣٤ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَّاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ- رواه مسلم

৩৪। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'টি কথা (জান্নাত ও জাহান্নমকে) অপরিহার্য করে। একজন সাহাবী আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ দু'টি কথা কি? (উত্তরে) তিনি বললেন, প্রথম কথা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মারা গেলো সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٣٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِىْ نَفَرٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِنَا فَاَبْتَاَ عَلَيْنَا وَخَشِيْنَا اَنْ يُّقْتَطَعَ دُوْنَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ اَبْتَغِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَتَيْتُ حَائِطًا لِّلْاَنْصَارِ لِبَنِى النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهٖ هَلْ اَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ اَجِدْ فَاِذَا رَبِيْعٌ يَّدْخُلُ فِىْ جَوْفِ حَائِطٍ مِّنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَّالرَّبِيْعُ الْجَدْوَلُ قَالَ فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا شَانُكَ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَاَبْطَاْتَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا اَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَاَتَيْتُ هٰذَا الْحَائِطَ فَاَحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِىْ فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَعْطَانِىْ نَعْلَيْهِ فَقَالَ اذْهَبْ بِنَعْلَىَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيَكَ مِنْ وَّرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ اَوَّلُ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرَ فَقَالَ مَا هَتَانِ النَّعْلَانِ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِىْ بِهِمَا مَنْ لَقِيْتُ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَخَرَرْتُ لِاسْتِىْ فَقَالَ ارْجِعْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ وَرَكِبَنِىْ عُمَرُ وَاِذَا هُوَ عَلٰى اَثَرِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيْتُ عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِىْ بَعَثْتَنِىْ بِهٖ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَىَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِىْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا

فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَبَعَثْتَ اَبَا هُرَيْـرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِىَ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُـهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّـةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنِّىْ اَخْشٰى اَنْ يَّتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِّهِمْ - رواه مسلم

৩৫। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমারা কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে আবু বকর ও ওমর (রা)-ও ছিলেন। হঠাৎ হুজুর আমাদের মধ্যে থেকে উঠে বাইরে কোথায়ও চলে গেলেন। (অনেক সময় পর্যন্ত তিনি ফিরে না এলে) আমরা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়লাম। কোথায়ও আমাদের অবর্তমানে কোন শত্রুর হাতে পড়ে তো আবার কোন বিপদে পতিত হলেন কি না। এ চিন্তায় আমরা ঘাবড়িয়ে গেলাম। তাই আমি উঠে দাঁড়ালাম। যেহেতু আমিই প্রথম ভীত হয়ে পড়েছিলাম, তাই আমি সকলের আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে বের হয়ে পড়লাম। খুঁজতে খুঁজতে আমি নাজ্জার গোত্রের এক আনসারীর বাগানের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম (ভেবেছিলাম তিনি এখানে থাকবেন)। ভিতরে প্রবেশ করার জন্য আমি বাগানের চারদিকে দরজা খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু (উদ্বিগ্নতা ও উৎকণ্ঠার জন্য) দরজা নজরে পড়ছিলো না। হঠাৎ একটি নালা দেখতে পেলাম, যা বাইরের কূপ হতে বাগানের ভিতরের দিকে প্রবেশ করেছে। আমি জড়োসড়ো হয়ে নালাতে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি (এভাবে আমাকে অকস্মাৎ তাঁর সামনে দেখে বিস্ময়ে) বললেন, আবু হোরাইরা, তুমি (এখানে)! আমি আরয করলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন, কি ব্যাপার? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের মধ্যে বসা ছিলেন। হঠাৎ উঠে চলে এলেন। অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে ফিরে আসতে না দেখে আমরা ঘাবড়িয়ে গেলাম। আমাদের অনুপস্থিতিতে (আল্লাহ না করুন) আপনি কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলেন কি না। সকলের আগে আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম। তাই আপনার খোঁজে বের হয়ে এই বাগান পর্যন্ত এলাম। (বাগানের দরজা খুঁজে পাচ্ছিলাম না) তাই শিয়ালের মতো জড়োসড়ো হয়ে (এই নালা দিয়ে বাগানের) ভিতরে প্রবেশ করি। অন্যান্যরাও আমার পেছনে পেছনে আসছে বোধ হয়। (এসব কথা শুনে) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পায়ের জুতা আমার হাতে দিলেন। বললেন, হে আবু হোরাইরা! আমার জুতাজোড়া সাথে নিয়ে যাও! (যেনো লোকেরা বুঝতে পারে তুমি আমার কাছে এসে পৌঁছেছো।) আর বাগানের বাইরে যাদের তুমি পাবে তারা সত্য

মনে ও মজবুত আকীদা সহকারে এই সাক্ষ্য দিবে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই", তাদের তুমি জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়ে দাও। হযরত আবু হোরাইরা (রা) বলেন, হুজুরের এই পয়গাম নিয়ে আমি বাইরে এলে সকলের আগে হযরত ওমরের সাথে আমার দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবু হোরাইরা! এই জুতাজোড়া কার? আমি বললাম, এই জুতাজোড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। তিনি এই জুতাজোড়া চিহ্ন হিসাবে আমার কাছে দিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তিকে সত্য মনে মজবুত আকীদার সাথে সাক্ষ্য দিতে পাওয়া যাবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তাকে যেনো আমি জান্নাতের শুভ সংবাদ দেই। এ কথা শুনেই ওমর এতো জোরে আমার বুকে থাপ্পড় মারলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে যাই। এরপর ওমর আমাকে বললেন, ফিরে যাও। তাই আমি রাসূলের কাছে ফিরে এলাম। তখন আমি ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলাম। আমার মনে ওমরের ভয় ছিলো। পিছে ফিরে দেখি ওমর আমার সাথে সাথে। সব শুনে হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, এমন করলে কেনো হে ওমর? ওমর বললেন, হুজুর! আপনার জন্য আমার মা-বাপ কোরবান হোক। আপনি আপনার জুতাজোড়া সহকারে আবু হোরায়রাকে পাঠিয়েছেন এ বলে, যে ব্যক্তি অন্তরের সাথে স্থির বিশ্বাস নিয়ে সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তাকে যেনো সে জান্নাতের শুভ সংবাদ দেয়? হুজুর বললেন, হাঁ। ওমর বললেন, (হুজুর দয়া করে) এরূপ বলবেন না। আমার ভয় হয় (একথা শুনে) পাছে লোকেরা এর উপর ভরসা করে 'আমল' করা ছেড়ে দিবে। সুতরাং তাদের আমল করতে দিন। এ কথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা! তাদের আমল করতে দাও (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন রহমতের ভাণ্ডার। তাই তিনি এসময়ে আবু হোরাইরাকে এ শুভ সংবাদ দেবার জন্য বলে পাঠিয়েছিলেন। অথচ এর আগের ২১নং হাদীসে হযরত মুআযের এক প্রশ্নের উত্তরে হুজুর স্বয়ং এসব শুভ সংবাদ মানুষকে না দিতে তাঁকে বলে দিয়েছিলেন। তাহলে মানুষ আমল ছেড়ে দিবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একথাটি এখানে স্মরণ করিয়ে দিলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সমর্থন করলেন। এ ঘোষণা স্থগিত রাখতে বলে দিলেন আবু হোরায়রাকে।

٣٦ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ - وراه احمد

৩৬। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, জান্নাতের চাবি হলো "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই" বলে সাক্ষ্য দেয়া (আহমাদ)।

٣٧ - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رِجَالاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ حَزِنُوْا عَلَيْهِ حَتّٰى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوَسْوِسُ قَالَ
عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ وَسَلَّمَ فَلَمْ اَشْعُرْ بِهٖ
فَاشْتَكٰى عُمَرُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ثُمَّ اَقْبَلاَ حَتّٰى سَلَّمَا عَلَيَّ
جَمِيْعًا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَّا حَمَلَكَ عَلٰى اَنْ لاَّ تَرُدُّ عَلٰى اَخِيْكَ عُمَرَ سَلاَمَهُ
قُلْتُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ بَلٰى وَاللّٰهِ لَقَدْ فَعَلْتَ قَالَ قُلْتُ وَاللّٰهِ مَا شَعُرْتُ
اَنَّكَ مَرَرْتَ وَلاَ سَلَّمْتَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ عُثْمَانُ قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ اَمْرٌ
فَقُلْتُ اَجَلْ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ تَوَفَّى اللّٰهُ تَعَالٰى نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَبْلَ اَنْ نَّسْاَلَهُ عَنْ نَّجَاةِ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَدْ سَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقُمْتُ
اِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اَنْتَ اَحَقُّ بِهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
مَا نَجَاةُ هٰذَا الْاَمْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَبِلَ مِنِّي
الْكَلِمَةَ الَّتِيْ عَرَضْتُ عَلٰى عَمِّيْ فَرَدَّهَا فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ - رواه احمد

৩৭। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর কিছু সংখ্যক সাহাবা এত বেশী শোকাহত হয়ে পড়লেন যে, তাদের কারো কারো আশংকা দেখা দিলো, তারা না সন্দেহ-সংশয়ে নিপতিত হয়ে যান। হযরত ওসমান বলেন, আমিও এদের একজন ছিলাম। আমি বসে ছিলাম। আমার পাশ দিয়ে ওমর চলে গেলেন। তিনি আমাকে সালাম করলেন, কিন্তু (বেহাল অবস্থার জন্য) আমি টেরই পাইনি, ওমর আমার পাশ দিয়ে কখন গিয়েছেন ও কখন সালাম দিয়েছেন। এ অভিযোগ ওমর আবু বকরের কাছে দায়ের করলেন। তারা দু'জন আমার কাছে এলেন। আমাদের সকলকে সালাম দিলেন। হযরত আবু বকর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ভাই ওমরের সালামের জবাব কেনো দিলে না? আমি বললাম, না। এমন তো হতে পারে না (ওমর আমার কাছে এসেছেন ও সালাম দিয়েছেন আর আমি জবাব দেইনি)। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ্র কসম! তাই হয়েছে। তুমি আমার সালামের জবাব দাওনি। হযরত ওসমান বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি মোটেই বুঝতে পারি নাই কখন আপনি আমার কাছ দিয়ে গিয়েছেন ও আমাকে সালাম করেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ওসমান সত্যিই

বলেছে। (কিন্তু মনে হচ্ছে) ওমর যে তোমার কাছ দিয়ে গিয়েছে ও তোমাকে সালাম দিয়েছে কোন বিশেষ কারণে তুমি তা টের পাওনি ও সালামের জবাব দাওনি। তখন আমি বললাম, হাঁ হতে পারে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে ব্যাপারটা কি? আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন অথচ আমরা তাঁকে একটি বিষয় (মনের খটকা) হতে বাঁচার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে রাখতে পারিনি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, (চিন্তার কারণ নেই) আমি হুজুরকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে রেখেছি। (একথা শুনে) আমি আবু বকরের দিকে এগিয়ে গেলাম। বলালাম, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক। এধরনের কাজের আপনিই উপযুক্ত ব্যক্তি। এরপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়টি হতে বাঁচার উপায় কি? হুজুর উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি আমার থেকে ওই কলেমা গ্রহণ করলো, যা আমি আমার চাচা আবু তালিবকে পেশ করেছিলাম এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা-ই হলো এর জন্য নাজাতের জামিন (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কলেমায়ে তাওহীদেরই এই মর্যাদা ও বরকত। যে ব্যক্তি অকপটে অনাবিল মনে এই কলেমা মজবুত আকিদার সাথে কবুল করেছে, এই কলেমার সকল দাবী আদায় করে দীনের ফারায়েযের উপর আমল করেছে তার জন্য এই কলেমা নাজাতের উপায় হবে। এর দ্বারা মনে উপস্থিত সকল "ওয়াসওয়াসা", সন্দেহ-সংসয় দূর হয়ে যাবে। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু "এ বিষয়টি" দ্বারা এই ওয়াসওয়াসা বা মনের খটকার প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। যাক আসল কথা হলো, মনের খট্‌কা, সন্দেহ, সংশয় দূর করার উপায় হলো কলেমা।

গোটা বিশ্বে কলেমায়ে তাওহীদের দাওয়াত পৌছার ভবিষ্যদ্বাণী

٣٨ - وَعَنِ الْمِقْدَادِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَبْقٰى عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَّلاَ وَبَرٍ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الْاِسْلاَمِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ وَذُلِّ ذَلِيْلٍ اِمَّا يُعِزُّهُمُ اللّٰهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا اَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا قُلْتُ فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ۔ رواه احمد

৩৮। হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, এই জমিনে কোন ঘর, চাই মাটির হোক অথবা পশমের হোক (তাঁবু), বাকী থাকবে না, যে ঘরে ইসলামের কলেমা আল্লাহ পৌছিয়ে দেবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে আর লাঞ্ছিতের ঘরে লাঞ্ছনার সাথে তা পৌছাবেন। যারা এই কলেমাকে আনন্দ চিত্তে ও সত্য দিলে গ্রহণ করবে,

তাদের আল্লাহ তাআলা মর্যাদাবান ও গৌরবময় করবেন, আর এই কলেমার নিশানবরদার বানাবেন। আর যারা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে না, তাদের আল্লাহ তাআলা লাঞ্ছিত করবেন এবং এরা এই কলেমার প্রতি আনুগত্যশীল হবার জন্য বাধ্য হবে। (এই কথা শুনে) আমি বললাম, তাহলে তো চারিদিকে আল্লাহরই দীন (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ জমিন অর্থাৎ জাজিরাতুল আরবে মাটির ঘর অথবা তাবুঁ বলতে গোটা জাজিরাতুল আরবের শহরের-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে এক দীন ইসলামেরই গৌরব ছড়াবে। সকলেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না স্বেচ্ছায়, তারাও এ দীনের অধীনে বসবাস করতে বাধ্য হবে। লাঞ্ছিত হবে তাদের জীবন। ইসলামী রাষ্ট্রকে জিজিয়া কর দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বসবাস করতে বাধ্য হবে তারা।

"এই যমীনে" অর্থ জাজিরাতুল আরব-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে গোটা বিশ্বও ধরা যায়। কারণ ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীকে দাওয়াত দিয়েছেন এই কলেমার। আর দুনিয়ায় শেষ অবস্থায় গোটা বিশ্বে ইসলাম একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই "এই যমীনে" অর্থ গোটা বিশ্ব হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক।

জান্নাতের চাবি

٣٩ - وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قِيْلَ لَهُ اَلَيْسَ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلٰـى وَلٰـكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ اِلاَّ وَلَهُ اَسْنَانٌ فَاِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ اَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَاِلاَّ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ - رواه البخارى فى ترجمة الباب

৩৯। হযরত ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কি জান্নাতের চাবি নয়? ওয়াহব বললেন, হাঁ, কিন্তু চাবির মধ্যে দাঁত থাকতে হবে অবশ্যই। তুমি যদি দাঁতওয়ালা চাবি নিয়ে আসো তাহলে (জান্নাতের দরজা) তোমার জন্য খুলে যাবে, আর তা না হলে তোমার জন্য (জান্নাত) খোলা হবে না (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ওয়াহব (র) নিজের সকল ওয়াজ-নসিহতের মজলিসে আমলের গুরুত্বের উপর জোর দিতেন। মানুষকে আমল করতে বলতে থাকতেন। কোন ব্যক্তি রাসূলের উক্তি "যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিও" স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আপনি শুধু আমলের উপর জোর দেন। অথচ আল্লাহর রাসূল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-কে জান্নাতের চাবি আখ্যায়িত করেছেন। এই কথা শুনে ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ বলেছেন, নিঃসন্দেহে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ জান্নাতের চাবি। কিন্তু মনে রাখতে হবে,

চাবিতে দাঁত না থাকলে তালা খোলা যাবে না। দাঁতওয়ালা চাবিই তালা খুলতে পারে। মানুষের আমল হলো চাবির দাঁত। কাজেই আখিরাতের জগতে দাঁতবিহীন চাবি নিয়ে এলে জান্নাতের দরজা খোলা যাবে না। দাঁতসহ চাবি নিয়ে আসতে হবে। এইজন্যই কুরআন পাক ঈমান আনার সাথে আমলে সালেহ করার ঘোষণা দিয়েছে। এই আমলে সালেহ-ই হলো চাবির দাঁত। চাবি হলো কলেমা।

নেক কাজের পুরস্কার

٤٠ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ - متفق عليه

৪০। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন উত্তমভাবে (সত্য মনে ও ইখলাসের সাথে) মুসলমান হয়, তখন তার প্রত্যেক সৎকাজে দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত (সওয়াব তার আমলনামায়) লেখা হয়। আর তার অসৎ কাজে এক গুণই (গুনাহ) তার আমলানামায় লেখা হয় আল্লাহর দরবারে পৌঁছা পর্যন্ত (বুখারী ও মুসলিম)।

ঈমানের আলামত

٤١ - وَعَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا الْاِثْمُ قَالَ اِذَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ شَيْئٌ فَدَعْهُ - رواه احمد

৪১। হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান (নিরাপত্তার আলামত) কি? হুজুর বললেন, নেক কাজ করলে ভালো লাগলে ও খারাপ কাজে মন খারাপ হলে তুমি বুঝবে তুমি ঈমানদার। সেই লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! গুনাহর আলামত কি? উত্তরে হুজুর বললেন, যখন কোন কাজ তোমার মনে খটকা ও সন্দেহের সৃষ্টি করে তখন মনে করবে এটা গুনাহর কাজ, তাই একাজ করবে না (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিলো ঈমানের পরিচয় জানা ও বুঝা। ঈমান আছে কিভাবে বুঝবে। তাই হুজুর বুঝিয়ে দিলেন, খারাপ কাজ ও আল্লাহর

নিষিদ্ধ কাজ করলে মনে খারাপ লাগে, জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হয় তখন বুঝতে হবে ঈমান আছে। ঈমান আছে বলেই মন খারাপ লাগছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের অর্থ হলো মানুষ মানবীয় দুর্বলতার কারণে এমন কিছু কাজ করে ফেলে যা সে জানে না শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে একাজ ঠিক কি বেঠিক। এসব সন্দেহজনক ব্যাপারে ভালো কোনটা জানার উপায় কি? এ ব্যাপারে হুজুরের উত্তর ছিলো মুমিনের কলব পাক পবিত্র। কাজেই কোন খারাপ বা গুনাহের কাজ করলেই তার মনে খটকা লাগে, অস্থির বেকরার হয়ে যায়। তখনই বুঝবে এ কাজ করা ঠিক নয়। সাথে সাথে এমন কাজ ছেড়ে দেবে। কখনো এ কাজ করবে না।

ঈমান ও ইসলামের কথা

٤٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ مَّعَكَ عَلٰى هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ حُرٌّ وَّعَبْدٌ قُلْتُ مَا الْاِسْلَامُ قَالَ طِيْبُ الْكَلَامِ وَاِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ قَالَ قُلْتُ اَيُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ قَالَ اَيُّ الْاِيْمَانِ اَفْضَلُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ قَالَ قُلْتُ اَيُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ قَالَ قُلْتُ اَيُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ قَالَ فَقُلْتُ فَاَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهٗ وَاُهْرِيْقَ دَمُهٗ قَالَ قُلْتُ اَيُّ السَّاعَاتِ اَفْضَلُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ . رواه احمد

৪২। হযরত আমর ইবনে আবাসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এলাম এবং আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের দাওয়াতের প্রথম যুগে এ দীনে আপনার সাথে আর কে কে ছিলেন? হুজুর বললেন, একজন আযাদ ব্যক্তি (আবু বকর) ও একজন গোলাম (বেলাল)। আমি আবার বললাম, ইসলামের আলামত কি? তিনি উত্তর দিলেন, পবিত্র কথাবার্তা বলা ও আহার করানো। আমি আরজ করলাম, ঈমানের কথা কি কি? হুজুর বললেন, ছবর ও দানশীলতা বা ঔদার্য। আমি বললাম, কোন মুসলমান ভালো। হুজুর বললেন, যার ভাষা ও হাতের কষ্ট থেকে অন্য মুসলমান হিফাজত থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঈমানে ভালো জিনিস কি? হুজুর বললেন, উত্তম চরিত্র। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নামাযে কি জিনিস উত্তম? হুজুর বললেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা। আমি বললাম, কোন হিজরত ভালো? হুজুর বললেন, তুমি এমন কাজ ছেড়ে দিবে যাতে তোমার পরওয়ারদিগার অসন্তুষ্ট হন।

আমি বললাম, জিহাদে উত্তম কি জিনিস? হুজুর বললেন, ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম যার ঘোড়া যুদ্ধে মারা যায় এবং সেও শহীদ হয়। আমি বললাম, সবচেয়ে উত্তম কোন সময়? তিনি জবাবে বললেন, শেষার্ধ রজনীর শেষাংশ (আহমাদ)।

ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যুবরণকারী জান্নাতী

٤٣ - وَعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لاَ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَّيُصَلِّى الْخَمْسَ وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ قُلْتُ اَفَلاَ اُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ دَعْهُمْ يَعْمَلُوْا - رواه احمد

৪৩। হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে, পাঁচ বেলা নামায পড়ে এবং রমযানের রোযা রেখে আল্লাহর নিকট পৌঁছেছে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি এই শুভ খবর মানুষকে শুনিয়ে দেবো? হুজুর বললেন, না, তাদের নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও ও তাদের আমল করতে দাও (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই মাফ করে দেয়ার অর্থ ছোট গুনাহ মাফ করে দেয়া। কিন্তু আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ায়, একথাও আশা করা যেতে পারে, বড় বড় গুনাহও মাফ করে দিতে পারেন। তবে গুনাহ কবিরার শাস্তির মেয়াদ শেষ হলেই মাফ ও জান্নাত প্রবেশের যোগ্য হবে।

٤٤ - وَعَنْهُ اَنَّهُ سَالَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَفْضَلِ الاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُحِبَّ لِلّٰهِ وَتُبْغِضَ لِلّٰهِ وَتَعْمَلَ لِسَانَكَ فِىْ ذِكْرِ اللّٰه قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ - رواه احمد

৪৪। হযরত মুআয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমানের উত্তম কথাগুলো কি? হুজুর বললেন, কাউকে তুমি ভালোবাসলে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে। আর শত্রুতা করলে তাও আল্লাহর জন্যই করবে। তুমি খালিস মনে নিজের জবানকে আল্লাহর যিকিরে মশগুল রাখবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এছাড়া আর কি আছে? হুজুর বললেন, অন্যদের জন্যও ওই জিনিস পসন্দ করো যা নিজের জন্য করো। আর যে জিনিস নিজের জন্য অপসন্দ করো তা অপরের জন্যও অপসন্দ করো (আহমাদ)।

بَابُ الْكَبَائِرِ وَعَلاَمَاتِ النِّفَاقِ

(কবীরা গুনাহ্ ও মুনাফেকীর আলামত)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সবচেয়ে বড় গুনাহ

٤٥ – عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَدْعُ لِلّٰهِ نِداً وَّهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تَزْنِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَهَا وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ الاية - متفق عليه

৪৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা। তারপর সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, এরপর সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটা? হুজুর জবাব দিলেন, তোমার সন্তান তোমার সাথে খাবে এই ভয়ে তাকে হত্যা করা। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনটা? হুজুর বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এর সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এই আয়াত নাযিল করেন ঃ "তারাই আল্লাহর খাস বান্দা যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ ডাকে না, যাদের হত্যা করা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, তাদের নাহক হত্যা করে না, ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না..." (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে তিনটি কাজকে বড় গুনাহ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে, এর সমর্থনে কুরআনের আয়াতও উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ কাজগুলো নৈতিক ও মানবতার দিক দিয়েও খুব গর্হিত। শরীয়াত এসব গুনাহকে কবিরা গুনাহ বলে আখ্যায়িত করেছে। কবীরা গুনাহকারীরা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

প্রথম বড় গুনাহ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। শরীক করার অর্থ হলো–জাতে, সিফাতে ও ইবাদাতে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করা। এটা বড় শিরক, বড় জুলুম। কুরআনে আছে "শিরক করা বড় জুলুম"।

দ্বিতীয়, আল্লাহর আইন ও বিধান ছাড়া কাউকে হত্যা করা কবিরা গুনাহ। চাই নিজ সন্তান হোক বা অন্য কেউ। ভরণ-পোষণের ভয়ে হোক অথবা অন্য কোন কারণে। কোন অবস্থাতেই শরীয়তের কারণ ছাড়া কোন মানুষকে, এমনকি অমুসলিম হলেও, হত্যা করা যাবে না।

তৃতীয়, কারো সাথে ব্যভিচার করাও বড় গুনাহ। চাই প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে হোক বা অন্য কারো সাথে, বিবাহিতার সাথে হোক অথবা অবিবাহিতার সাথে, ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায়, সর্ব অবস্থায় এ গর্হিত কাজ মহাপাপ।

মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও মিথ্যা শপথ

٤٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَفِىْ رِوَايَةِ اَنَسٍ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ بَدْلُ الْيَمِيْنِ الْغَمُوْسِ - متفق عليه

৪৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা, মিথ্যা কসম করা বড় গুনাহ (বুখারী)। আনাসের বর্ণনায় মিথ্যা শপথের স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কথাও আছে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশের সাথে সাথে মাতা-পিতার অবাধ্য না হবার নির্দেশও রয়েছে। 'উকূক' বলা হয় কষ্ট দেয়াকে। অর্থাৎ অবাধ্য হওয়া যাবে না, এমনকি তাদের কষ্ট হয় এমন কথা ও কাজও তাদের সাথে করা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর নাফরমানী করার নির্দেশ না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বাধ্য থাকতে হবে। মাতা-পিতা যদি কাফেরও হয় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তবে তাদের কোন কুফরী নির্দেশ মানা যাবে না। "ওয়াবিল-ওয়ালেদাইনে ইহসানা"-এর ব্যাখ্যায় ইহসান বা সদ্ভাবের মধ্যে তিনটি জিনিস দেখানো হয়েছে। (১) তাদের কোন রকম দুঃখ-কষ্ট দেয়া যাবে না। মুখের খারাপ কথাবার্তা দিয়েও নয়, হাতে মারপিট করেও নয়। (২) যতটুকু সম্ভব শারীরিক পরিশ্রমে, ধনসম্পদ খরচ করে তাদের দেখতে হবে। তাদের খিদমত করতে হবে। (৩) তারা যখন যা চায় ও যা করতে বলে, শরীয়তের সীমা লংঘিত না হলে তাদের হুকুম মানতে হবে। কোন কাজে ডাকলে সাথে সাথে তাদের কাছে যেতে হবে। তা না হলে এটা হবে কবিরা গুনাহ।

এখানে হাদীসে "গুমূস" বলা হয়েছে। আর তা হলো মিথ্য কসম করা। এর সম্পর্ক অতীতের সাথে। অর্থাৎ মিথ্যা কসম করে বলবে, 'আমি অমুক কাজটি করিনি, অথচ সে কাজটি করেছে। এটাও কবিরা গুনাহ।

٤٧ – وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰوا وَاَكْلُ مَالَ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ - متفق عليه

৪৭। হযরত আবু হোরাইরা রাদিআল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকসকল! সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস হতে বেঁচে থাকবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই সাতটি জিনিস কি? হুজুর বললেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। (২) কাউকে যাদু করা। (৩) আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন এমন কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। (৪) সুদ খাওয়া। (৫) অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল খাওয়া। (৬) জেহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা। (৭) সতী-সাধ্বী ঈমানদার মহিলার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের বদনাম রটনা করা (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, শিক্ষা ও প্রকাশ্য সমর্থিত জিনিসগুলোকে মানা, মুখে স্বীকার করা, আরোপিত ফারায়েযের উপর আমল করাও ঈমানের অংশ। আর এসব প্রকাশ্য সমর্থিত কোন একটি জিনিসকে অস্বীকার করা কুফরী। এসব জিনিসের কোন একটিকে অস্বীকার করে বাকীগুলোকে মানলেও সে কুফরীই করলো। তাছাড়া ওলামায়ে কিরাম ব্যাখ্যা করে বলেছেন, কুফরী শুধু কথার সাথেই সম্পর্কিত নয়, কাজ-কর্মেও কুফরীর প্রমাণ হতে পারে। কাজেই এই হাদীসে বর্ণিত ধ্বংসাত্মক সাতটি জিনিস থেকে মুসলমানকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে গুনাহ কবীরা হবে। আল্লাহ মাফ না করলে এসব কাজের জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজগুলোকে ধ্বংসাত্মক কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

নিকৃষ্টতম গুনাহ করার সময় ঈমান বাকী থাকে না

٤٨ – وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ

فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغُلُّ اَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاِيَّاكُمْ اِيَّاكُمْ - مـتـفق عليـه وفى رواية ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يَقْتُلُ حِيْنَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْزَعُ الْاِيْمَانُ مِنْهُ قَالَ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ ثُمَّ اَخْرَجَهَا فَاِنْ تَابَ عَادَ اِلَيْهِ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَا يَكُوْنُ هٰذَا مُؤْمِنًا تَامًّا وَلَا يَكُوْنُ لَهٗ نُوْرُ الْاِيْمَانِ هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ ·

৪৮। হযরত আবু হোরাইরা রাদিআল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যিনাকারী যখন যিনা করে তখন তার ঈমান বাকী থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন তার ঈমান থাকে না। মদ্যপ যখন মদ পান করে তখন তার ঈমান বাকী থাকে না। ডাকাত ও ছিনতাইকারী মানুষের চোখের সামনে প্রকাশ্যে যখন ডাকাতি ও ছিনতাই করে, তার ঈমান থাকে না। এভাবে গণিমাতের মাল খিয়ানতকারী যখন খিয়ানত করে, তার ঈমান থাকে না। সাবধান! তোমরা এসব গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকো (বুখারী ও মুসলিম)। ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একথাও আছে, হত্যাকারী যখন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, সে সময়ও তার ঈমান থাকে না। হযরত ইকরিম (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু 'আনহু থেকে এই বর্ণনা শুনার পর জিজ্ঞেস করলাম, ঈমান তার থেকে কিভাবে পৃথক করে নেয়া হবে? তিনি বললেন, এভাবে (একথা বলে) তিনি তার হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে আবার পৃথক করে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, যদি সে তওবা করে তাহলে ঈমান আবার তার মধ্যে ফিরে আসে, একথা বলে আবার তিনি দুই হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর ঢুকিয়ে নিলেন। ইমাম বুখারী বলেন, (এই হাদীসের অর্থ হলো) ওই ব্যক্তি (গুনাহ করার সময়) কামেল মুমিন থাকে না। তার থেকে ঈমানের আলো দূর হয়ে যায় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ মুমিনের 'কলব' খুবই পাক-পবিত্র ভাণ্ডার। এতে শুধু ঈমানের নূরই স্থান পায়। ঈমানের পরিপন্থী কোন জিনিস এই পবিত্র ভাণ্ডারে স্থান পায় না। ঈমানের আলো তা বরদাশত করতে পারে না। শয়তানের দুর্দমনীয় প্ররোচনায় কোন মুমিন প্রবৃত্তির তাড়নায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে এই ধরনের গুনাহে লিপ্ত হলে পবিত্র কলবে ঈমানের নূর বসে থাকতে পারে না, যেমনটি এই গুনাহর কাজ করার আগে ছিলো। ঈমানের এই চলে যাওয়া ও ফিরে আসার স্বরূপটি হযরত ইকরিমার এক প্রশ্নের জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু 'আনহু দুই হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ঈমান কিভাবে 'কলবে' থাকে, আবার

আঙ্গুল ছাড়িয়ে নিয়ে দুই হাত আলাদা করে ঈমান কিভাবে দূর হয়ে যায় তার দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। অর্থাৎ এসব গুনাহগার ওই সময় পরিপূর্ণ ঈমানদার থাকে না।

মুনাফিকের আলামত

٤٩ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ زَادَ مُسْلِمٌ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ ثُمَّ اتَّفَقَا اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ·

৪৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের আলামত তিনটি। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় আরো আছে, চাই সে নামায পড়ুক ও রোযা রাখুক এবং মুসলমান হবার দাবী করুক। এরপর বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেন ঃ (১) সে যখন কথা বলবে, মিথ্যা বলবে, (২) যখন ওয়াদা করবে, তা ভঙ্গ করবে এবং (৩) যখন তার কাছে আমানত রাখা হবে, তার খিয়ানত করবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ঈমান ও কুফরীর মধ্যে যেভাবে বিভিন্ন রকম আছে, ঠিক তেমনি মুনাফেকীরও বিভিন্ন রকম আছে। এক রকম মুনাফেকী হলো ইতেকাদী মুনাফেকী। প্রকৃতপক্ষে এটাই হলো প্রকৃত মুনাফেকী। এরা প্রকাশ্যে তাওহীদ, রিসালাত, ফেরেশতা, হাশর-নশরের উপর ঈমান রাখার দাবী করে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এসবে পুরাপুরী অবিশ্বাস করে। এই নিফাক হুজুরের সময় মদীনায় ছিলো। এরা কাফেরের চেয়েও অধম। এদের শাস্তিও কাফেরের চেয়ে বেশী। কুরআনে এসব মুনাফিকের উল্লেখ আছে। দোযখে এরা কাফেরদের নীচে থাকবে।

আর এক রকম মুনাফেকী হলো, যেসব লোকের মধ্যে মুনাফিকদের অভ্যাস, রেওয়াজ, চাল-চলন ও পদ্ধতি পাওয়া যায় তাদেরও মুনাফিক বলে অভিহিত করা হয়। কারণ এদের অধিকাংশ কথাবার্তা এমন যা মানুষের নৈতিক ও আমলী জীবনকে কলুষিত করে দেয়, যা ইসলামী শিক্ষা, নৈতিকতা, আমানত ও দিয়ানতের বিপরীত। তাই ঈমান ও ইসলামের সাথে এদের কোন মিল নেই। মুসলমানদের জীবনে পতন এলে তারা এসব পদ্ধতির অবমূল্যায়ন করে, যা মুনাফেকদের অভ্যাস ছিলো। তাই শরীয়ত প্রণেতা মুনাফেকের আর এক ধরন নামকরণ করেছেন। আর তা হলো আমলী মুনাফেকী। এই হাদীসে এই শেষের ধরনটি বুঝিয়েছেন। উন্নত চরিত্রের মুমিন হবার জন্য এসব ত্রুটি দূর করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকীদ দিয়েছেন।

চারটি কথা মুনাফিক বানায়

٥٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَّمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - متفق عليه

৫০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিআল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি জিনিস পাওয়া যাবে সে নিরেট মুনাফেক। আর যার মধ্যে এ চারটির একটি জিনিস পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফেকের একটি অভ্যাস বিদ্যমান, যে পর্যন্ত সে এটা পরিত্যাগ না করবে। আর এই চারটি জিনিস হলো ঃ (১) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খিয়ানত করে, (২) যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, (৩) যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন ঝগড়া করে গালিগালাজ করে।

٥١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ اِلٰى هٰذِهِ مَرَّةً وَّاِلٰى هٰذِهِ مَرَّةً - رواه مسلم

৫১। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুনাফেকের দৃষ্টান্ত ওই বকরীর মতো যা দুই বকরীর পালের মধ্যে নরের খোঁজে একবার এই পালে ঝুঁকে আর একবার ওই পালে ঝুঁকে (মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٥٢ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ يَهُوْدِيٌّ لِصَاحِبِهِ اِذْهَبْ بِنَا اِلٰى هٰذَا النَّبِيِّ نَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لاَ تَقُلْ نَبِيٌّ اِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ اَرْبَعُ اَعْيُنٍ فَاَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلاَهُ عَنْ تِسْعِ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ تَمْشُوْا بِبَرِيْءٍ اِلٰى

ذِىْ سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ وَلاَ تَسْحَرُوْا وَلاَ تَاكُلُوا الرِّبٰوا وَلاَ تَقْذِفُوْا مُحْصَنَةً وَّلاَ
تُوَلُّوْا لِلْفِرَارِ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُوْدَ اَنْ لاَّ تَعْتَدُوْا فِىْ السَّبْتِ
قَالَ فَقَبَّلاَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالاَ نَشْهَدُ اَنَّكَ نَبِىٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تَتَّبِعُوْنِىْ
قَالاَ اِنَّ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ دَعَا رَبَّهُ اَنْ لاَّ يَزَالُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِىٌّ وَاِنَّا نَخَافُ
اِنْ تَبِعْنَاكَ اَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُوْدُ - رواه الترمذى وابو داود والنسائى

৫২। হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী তার সাথীকে বললো, এসো, এই নবীর কাছে যাই। তার সাথী বললো, তাকে নবী বলো না। কারণ সে যদি তা শুনে (যে, ইয়াহুদীরা তাকে নবী মানে) তাহলে সে আনন্দে আটখানা হয়ে পড়বে। যাক তারা দুইজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলো এবং তাঁকে নয়টি স্পষ্ট হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (১) তোমরা কাউকে আল্লাহর শরীক বানাবে না, (২) চুরি করবে না, (৩) যেনা করবে না, (৪) যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে না, (৫) নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করবার জন্য (মিথ্যা অভিযোগ এনে) আদালতের সম্মুখীন করবে না, (৬) যাদু করবে না, (৭) সূদ খাবে না, (৮) সতী-সাধ্বী নারীর উপর যেনার মিথ্যা অভিযোগ আনবে না এবং (৯) যুদ্ধের ময়দান থেকে পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে আসবে না। আর হে ইয়াহুদীরা! তোমাদের জন্য বিশেষ করে হুকুম হলো, শনিবারের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের সীমা লংঘন না করা। বর্ণনাকারী বলেন, (এই কথা শুনে) উভয় ইয়াহুদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই হাতে-পায়ে চুমু দিলো এবং বললো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, সত্যি সত্যি আপনি আল্লাহর নবী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার অনুগামী হতে তোমাদের বাধা কিসের? তারা বললো, সত্যি কথা হলো দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, তার বংশে যেনো সব সময় নবী জন্মগ্রহণ করেন। তাই আমরা ভয় করি, যদি আমরা আপনার অনুসারী হই তাহলে ইয়াহুদীরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে ওই দুই ইয়াহুদী যে নয়টি স্পষ্ট হুকুমের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চেয়েছিলো সেগুলো হয়তো এই নয়টি ব্যাপার ছিলো যা তিনি তাদেরকে শুনিয়েছেন অথবা তারা মূসা আলাইহিস সালামের নয়টি মুজেযার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলো। কিন্তু এসব মুজেযার কথা কুরআন মজীদে বিশদভাবে উল্লেখ আছে। তিনি নয়টি জরুরী বিষয়ে তাদের বললেন। অথবা তাদের প্রশ্নের নয়টি জিনিসের কথা তাদের জানিয়ে দিয়ে নতুন

করে এই নয়টি জিনিস বলে দিয়েছেন। ওইগুলো খুবই মশহুর হবার কারণে বর্ণনাকারী এখানে বর্ণনা করেননি। এরপর নয়টি কথা দ্বারা বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই ইয়াহুদীকে সপ্তাহের দিন অর্থাৎ শনিবারের হুকুমের ব্যাপারে সীমা লংঘন না করার জন্য বলেছিলেন, তার ব্যাখ্যা হলো : প্রত্যেক জাতির জন্য আল্লাহ সপ্তাহে একটি দিন ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। ইয়াহুদী জাতির জন্য এই দিন ধার্য ছিলো শনিবার। তাদের হুকুম দেয়া হয়েছিলো এদিন আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যস্ত থাকতে। এই জাতি বড় শিকারপ্রিয় ছিলো। তাই তাদের এ দিন শিকার করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তারা শিকার-প্রিয়তার তাড়নায় এই হুকুমের গুরুত্ব রক্ষা করতে পারেনি। মাছ শিকার ইত্যাদি তারা এই দিনে করতে শুরু করলো। বারবার হুঁশিয়ার করার পরও তারা এই অপকর্ম হতে বিরত থাকতে পারেনি। অবশেষে আল্লাহ তাদের ঘিরে ধরলেন। তাই এই দুই ইয়াহুদীকে এই দিন সম্পর্কে বিশেষভাবে হুঁশিয়ার করে দিলেন। তারা যেনো এই দিনের ব্যাপারে আল্লাহর যে হুকুম আছে তা লংঘন না করে।

তিনটি কথা ঈমানের ভিত্তি

٥٣ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثٌ مِّنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ لاَ تُكَفِّـرْهُ بِذَنْبٍ وَّلاَ تُخْـرِجْـهُ مِنَ الْاِسْـلَامِ بِعَمَلٍ وَّالْجِهَادُ مَاضٍ مُـذْ بَعَثَـنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِـلَ اٰخِـرُ هٰـذِهِ الْاُمَّـةِ الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِـرٍ وَّلاَ عَدْلُ عَادِلٍ وَّالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ - رواه ابو داود

৫৩। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি কথা ঈমানের মূল ভিত্তি। (১) যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করে নেবে তার উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কোন গুনাহর কারণে তুমি তাকে কাফের বলো না। কোন আমলের কারণে তুমি তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করো না (যে পর্যন্ত স্পষ্ট কোন কুফরী কাজ সে না করে)। (২) আর যেদিন থেকে আল্লাহ আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন সেদিন থেকে জেহাদ, (কিয়ামত পর্যন্ত) এই জিহাদ জারী থাকবে, যাবত না এই উম্মাতের শেষ দিকের লোকেরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। কোন জালিম বাদশাহর বেইনসাফী অথবা কোন আদেল বাদশাহর ইনসাফ এই জিহাদকে বন্ধ করতে পারবে না। (৩) তাকদীরের উপর ঈমান।

ব্যাখ্যা ঃ কোন মুসলমানকে কাফির বলা নিষেধ এ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত হলো। কোন অমুসলিমকে যেমন মুসলমান বলা যাবে না, সে যতো ভালো কাজই করুক না কেনো, ঠিক একইভাবে কোন মুসলমানকে কাফির বলা যাবে না, সে যতো খারাপ কাজই করুক না কেনো। যতক্ষণ পর্যন্ত সে কুফরী আকিদার ঘোষণা না দেবে। কোন গুনাহর কারণে তাকে কাফের বলবে না।

এই হাদীসে মুনাফেকদের একটি ভ্রান্ত ধারণারও প্রতিবাদ করা হয়েছে। মুনাফেকরা মনে করতো, ইসলামী রাষ্ট্র মাত্র কয়েক দিনের। রাসূলের পর জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী হুকুমতও খতম হয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাদের এই ধারণা ভুল। বরং কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ জারী থাকবে। কোন সময়েই জিহাদ বন্ধ হবার নয় (আহমাদ)।

٥٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْاِيْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَاْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَاِذَ خَرَجَ مِنْ ذٰلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ اِلَيْهِ الْاِيْمَانُ - رواه الترمذى وابو داود

৫৪। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দাহ যখন যেনা করে তখন তার অন্তর থেকে ঈমান বেরিয়ে যায় এবং তা তার মাথার উপর ছায়ার মতো লটকিয়ে থাকে। যখন সে এই গুনাহর কাজ থেকে অবসর হয় তখন ঈমান তার কাছে ফিরে আসে (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দশটি কথার ওসিয়াত

٥٥ - عَنْ مُعَاذٍ قَالَ اَوْصَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلٰوةً مَّكْتُوْبَةً مُّتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةً مَّكْتُوْبَةً مُّتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَلاَ تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهُ رَاْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَّاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ وَّاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَّاَنْتَ

فِيهِمْ فَاثْبُتْ وَانْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا
وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ - رواه احمد

৫৫। হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ে ওসিয়ত করেছেন। তিনি বলেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। (২) পিতা-মাতার নাফরমানী করবে না, যদিও মাতা-পিতা তোমাকে তোমার পরিবার হতে বের করে দেয় বা তোমার ধন সম্পদ ত্যাগ করার হুকুম দেয়। (৩) স্বেচ্ছায় কোন ফরয নামায ছেড়ে দিয়ো না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরয নামায ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তার থেকে দায়িত্ব উঠিয়ে নেন। (৪) মদ খাবে না। কারণ মদ সকল অশ্লীলতার মূল। (৫) আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ নাফরমানী করলে আল্লাহ্‌র ক্রোধ অবধারিত হয়ে যায়। (৬) যুদ্ধক্ষেত্র হতে কখনো পলায়ন করবে না, সাথের লোক মরে গেলেও। (৭) মানুষের মধ্যে মৃত্যু (বালার মতো) ছড়িয়ে পড়লে আর তুমি তখন ওখানে বিদ্যমান থাকলে, ওখান থেকে ভেগে যেও না। (৮) শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের পরিবারের জন্য খরচ করবে। (৯) পরিবারের লোকদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেবার জন্য শাসন করা ঢিল দিবে না। (১০) আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে তাদেরকে ভয় দেখাতে থাকবে (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ শিরক একটি বড় গুনাহ্। খারাপের দিক দিয়ে শিরক কতো খারাপ ও পরকালের দিক দিয়েও শিরক কতো বড়ো ধ্বংসাত্মক ব্যাপার তা বুঝা যায়, বারবার হাদীসে এর থেকে ফিরে থাকার তাকিদ থেকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআযকে বলেছেন, 'তোমার জীবন সংহারের অথবা আগুনে পুড়িয়ে মারার আশংকা থাকলেও তুমি তাওহীদের ব্যাপারে নিজের বদ্ধমূল আকীদা হতে এক বিন্দুও সরে যাবে না। মাতাপিতার আদেশ ও ফরমাবরদারীকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই হাদীসে। কালামে পাকে আল্লাহ নিজেও এ ব্যাপারে তাকীদ দিয়েছেন। গুরুত্ব বুঝাবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মা-বাপ যদি তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন থেকে পৃথক হয়ে যাবার অথবা তোমার ধন-সম্পদের দাবী প্রত্যাহার করার কথাও বলে তাহলে তাও করবে, তবুও তাদের কথা অমান্য করবে না। তবে হারাম কাজের নির্দেশ দিলে সন্তানগণ তা মানতে বাধ্য নয়। এভাবে এই হাদীসে ফরয নামাযের গুরুত্ব, দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধে গেলে, জীবন গেলেও যুদ্ধ হতে পলায়ন না করার কথা বলা হয়েছে। কোন এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়লে ওখান থেকে ভেগে যেতেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এটা একটা ইতেকাদী ব্যাপার। বালা-মসিবত ছড়িয়ে পড়লে লোকেরা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য ওই জায়গা হতে

পালাতে থাকে। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না। তাকদীরে যা আছে তা-ই হবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তবে কোন জায়গায় ওইরূপ মহামারী ছড়িয়ে পড়লে, বাইরে থেকে ওখানে যেতেও তিনি নিষেধ করেছেন।

٥٦ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اِنَّمَا النِّفَاقُ كَانَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَاِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ اَوِ الْاِيْمَانُ - رواه البخارى

৫৬। হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নেফাকের হুকুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে শেষ হয়ে গেছে। অতএব এখন হয় তা কুফরী হবে অথবা ঈমানদারী হবে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় কোন কোন কল্যাণের দিক চিন্তা করে তিনি মুনাফেকদের মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত রেখেছিলেন। তাদের শত্রুতা, চক্রান্তকে এড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু এখন সে হুকুম অবশিষ্ট নেই। এখন যদি কোন নামে মুসলমানের মধ্যে মুনাফেকী প্রকাশ পায়, কোন নামধারী মুসলমান, ইসলামের ও মুসলমানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে বলে প্রকাশ পায় তাহলে তাদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি অবলম্বন করতে হবে। তাহার প্রকাশ্যে 'মুমিন নয়' ঘোষণা দিতে হবে। বরং তারা 'মুনাফেক', 'কাফের' ও 'মুরতাদ', সাধারণ মুসলমানকে একথা জানিয়ে দিয়ে তাদের সাথে মুরতাদের আচরণ করতে হবে।

(٢) بَابُ الْوَسْوَسَةِ

(ওয়াস্ ওয়াসা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওয়াসওয়াসার ক্ষমা

٥٧ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىْ مَا وَسْوَسَتْ بِهٖ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهٖ اَوْ تَتَكَلَّمْ - متفق عليه

৫৭। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার

উম্মাতের মনে উত্থিত ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহ-সংশয় মাফ করে দেন, যতক্ষণ না তারা তা বাস্তবে আমল করে অথবা তা আলোচনা করে (বুখারী ও মুসলিম)।

٥٨ - وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلُوْهُ اِنَّا نَجِدُ فِىْ اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهٖ قَالَ اَوَقَدْ وَجَدْتُّمُوْهُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ . رواه مسلم

৫৮। আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবা তাঁর দরবারে এসে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মাঝে মাঝে আমাদের মনে এমন কিছু কথা (ওয়াসওয়াসা) উত্থিত হয়, যা মুখে উচ্চারণ করাও আমরা ভয়ংকর মনে করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি তোমরা কি তা এমন গুরুতর বলে মনে করো? সাহাবারা বললেন, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই হলো স্পষ্ট ঈমান (মুসলিম)।

٥٩ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ - متفق عليه

৫৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহ 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো কারো কাছে শয়তান আসে এবং বলে, অমুক জিনিস কে সৃষ্টি করেছে, অমুক জিনিসকে সৃষ্টি করেছে, এমনকি সে বলে তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেলে তার উচিৎ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং এই ধারণা থেকে বিরত থাকা (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ শয়তান মালউন মানুষের রূহানী উন্নতির পথে বড় বাধা ও শত্রুতা পোষণকারী। তাদের মূলনীতিই হলো আল্লাহর যাত ও সিফাতের ব্যাপারে ঈমান পোষণকারীদের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে দেয়া। তারা এই কৌশলের মাধ্যমে মানুষের নেক আমলেও বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা চালায়। শয়তান মানুষকে নানাভাবে শয়তানী কাজে উস্কিয়ে দেয়, ওয়াসওয়াসার উদ্রেক করে, চিন্তাধারায় বিভ্রান্তি ছড়ায়। যাদের মন-মগজে ও চিন্তা-চেতনায় আল্লাহর যাত ও সিফাতের উপর বদ্ধমূল ঈমান গেড়ে বসেছে তারা শয়তানের ধোঁকাবাজি ও ওয়াসওয়াসায় বিভ্রান্ত হয় না, বরং এই সন্দেহ সৃষ্টির পাঁয়তারা দেখলেই এসব শয়তানের কাজ বলে

বুঝতে পারে। সাথে সাথে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে থাকে। আল্লাহর রাসূল এইসব অবস্থায় আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবার হিদায়াত করেছেন। মানুষরূপী শয়তানের ওয়াসওয়াসার ব্যাপারেও এই একই নির্দেশ।

٦٠ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَمَنْ وَّجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ - متفق عليه

৬০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ সব সময় পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, এসব মাখলুক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কে? অতএব যে ব্যক্তির মনে এই ধরনের ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয় সে যেনো বলে, আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ শয়তানের সৃষ্ট ওয়াসওয়াসা হতে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পদ্ধতি হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মন-মগজে আল্লাহ সম্পর্কে শয়তান এমন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে দিলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনার কথা ঘোষণা করবে। আল্লাহ সব সময় আছেন। সব সময় তিনি থাকবেন। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি, বরং সমস্ত জগত ও জগতের সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এভাবে ঈমানের ঘোষণা দিলে শয়তানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একটি শয়তান ও একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে

٦١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهٖ قَرِيْنُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ قَالُوْا وَاِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِيَّاىَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ فَلاَ يَاْمُرُنِىْ اِلاَّ بِخَيْرٍ - رواه مسلم

৬১। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে একটি জিন শয়তান ও একজন ফেরেশতা সাথী হিসাবে নিযুক্ত করে দেয়া হয়নি। সাহাবারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার

সাথেও? তিনি বললেন, আমার সাথেও। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে জিন শয়তানের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে আমার অনুগত হয়ে আমাকে কল্যাণের পরামর্শই দেয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মর্মকথা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই মোয়াক্কেল থাকে। এর থেকে একজন ফেরেশতা। এই ফেরেশতা মানুষকে কল্যাণের পথ বলে দেয়। বিভ্রান্তি ও ওয়াসওয়াসার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। মানুষকে নেক কাজের নির্দেশনা দেয়। তার দিলে ভালো চিন্তার উদ্রেক করে।

আর একজন হলো শয়তান। শয়তান সব সময় মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বিভ্রান্ত করে। খারাপ পথের নির্দেশনা দেয়। গুনাহ ও অকল্যাণের পথে ধাবিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্ট করে। এর থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

٦٢ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ - متفق عليه

৬২। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শয়তান মানুষের মধ্যে এমনভাবে দৌড়াদৌড়ি করে যেমন রগের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ শয়তান মানুষকে ধোঁকায় ফেলতে ও বিভ্রান্ত করতে পূর্ণ শক্তি রাখে। এমনকি শয়তান ভালো মানুষের ছদ্মাবরণে আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে কল্যাণের ও নেকীর পথে চলতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। মানুষের রগে ঢুকে ঢুকে মানুষের মন-মানসিকতাকে কলুষিত করে তোলার প্রাণপণ চেষ্ট করে।

জন্মের সময়ই শয়তান মানুষের পেছনে লেগে যায়

٦٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ اِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ مَّسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَاِبْنِهَا . متفق عليه

৬৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বনি আদমের এমন কোন সন্তান নেই যার জন্মের সাথে সাথে শয়তান তাকে স্পর্শ করে না। আর এজন্যই বাচ্চা চিৎকার দিয়ে উঠে। কেবল বিবি মরিয়ম ও তার পুত্র (ঈসা আ) ব্যতীত (তাদের শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ শয়তানের স্পর্শ করার অর্থ হলো, জন্মের সময় শয়তান সদ্যজাত শিশুকে নিজের আঙ্গুল দিয়ে সজোরে আঘাত করে। এই শয়তানী কাজের শিকার হয়ে শিশু ব্যথায় কেঁদে উঠে। শুধু হযরত মরিয়ম ও তাঁর সন্তান হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম শয়তানের এই শয়তানী কাজ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। হযরত মরিয়মের মা নিজের ও সন্তানদের জন্য দোয়া করেছিলেন শয়তান থেকে হিফাজতে থাকার জন্য। এর ফলেই মা ও বেটা এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পান। হাদীসটির মূল উদ্দেশ্য হলো জন্মের সাথে সাথেই শয়তান মানুষের পেছনে লেগে যায় তাকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার জন্য। কাজেই এই জাতশত্রু হতে মানুষকে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালাতে হবে।

٦٤ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَاحُ الْمَوْلُوْدِ حِيْنَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ - متفق عليه

৬৪। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জন্মের সময় বাচ্চা কাঁদে এইজন্য যে, শয়তান তাকে খোঁচা মারে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শয়তান তার খুশীমতো কাজ করে

٦٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ يَفْتِنُوْنَ النَّاسَ فَاَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَّجِيْءُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيْءُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ مَا تَرَكْتُهُ حَتّٰى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اِمْرَاَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نِعْمَ اَنْتَ قَالَ الْاَعْمَشُ اُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ - رواه مسلم

৬৫। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইবলিস সমুদ্রের পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। এরপর ওখান থেকে তার বাহিনী মানুষের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য চারিদিকে প্রেরিত হয়। বাহিনীর সেই শয়তানই তার সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ, যে শয়তান মানুষকে বেশী ফিতনায় লিপ্ত করতে পারে। এদের একজন ফিরে এসে বলে, আমি অমুক অমুক ফেতনার সৃষ্টি করেছি। এর জবাবে ইবলিস বলে, তুমি কিছুই করতে পারনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর এদের আরেকজন আসে আর বলে, আমি এক দম্পতির

১২—

মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ কথা শুনে ইবলিস তাকে নিজের কাছে বসায় আর বলে, তুমি ভালো কাজ করেছো। হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আমাশ বলেন, আমার মনে হয়, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু 'নিকটে বসায়'-এর স্থলে "ইবলিস তাকে সঙ্গী বানায়" বলেছেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ সম্পর্কচ্ছেদ ঘটানোর অর্থ তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-ফাসাদের জের ধরে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাতে তার অলক্ষ্যে তার মুখ দিয়ে এমন শব্দ বেরিয়ে আসবে যার দ্বারা স্ত্রী তালাক হয়ে যায়। তালাক হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর উপরে হারাম হয়ে যায়। শয়তানের উদ্দেশ্য হলো, স্বামী অজ্ঞতার কারণে এখনো তাকে হালাল মনে করবে। নিজের স্ত্রী মনে করে তার সাথে সহবাস করবে। এভাবে সে মানুষকে দিয়ে হারাম কাজ করাতে থাকবে।

আরব উপদ্বীপে তাওহীদের মজবুত ভিত্তি

٦٦ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ مِنْ اَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلٰكِنَّ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ- رواه مسلم

৬৬। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাজিরাতুল আরবের মুসল্লিদের ইবাদত লাভের ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ ছড়াবার ব্যাপারে নিরাশ হয়নি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ জাজিরাতুল আরবের মুসলমানদের মনে ঈমান ও ইসলামের শিকড় বেশ মজবুত হয়ে গেছে। তাওহীদের কলেমা এখানকার মানুষের মন-মগজে এমনভাবে বসে গেছে যে, এখানে শিরক-বিদআতের চর্চা আর কেউ করাতে পারবে না। এই ব্যাপারে শয়তানও নিরাশ হয়ে পড়েছে। এদের দিয়ে শিরকের কাজ করানো যাবে না। অবশ্য তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে, ভুলিয়ে। শয়তানী কাজে লিপ্ত করতে পারবে। বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা ছড়াতে পারবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٦٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّىْ اُحَدِّثُ نَفْسِىْ بِالشَّىْءِ لاَنْ اَكُوْنَ حُمَمَةً اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَتَكَلَّمَ بِهٖ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ اَمْرَهُ اِلَى الْوَسْوَسَةِ - رواه ابو داود

৬৭। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মধ্যে এমন কুধারণা পাই যা মুখে প্রকাশ করার চেয়ে আগুনে জ্বলে কয়লা হয়ে যাওয়া আমার কাছে বেশী প্রিয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর শোকর যে, আল্লাহ (তোমার) এ ধারণাকে ওয়াসওয়াসায় সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ শয়তান এই সাহাবীর মনে হয়তো কোন বড় গুনাহর কাজের খেয়াল জাগ্রত করে দিয়ে থাকবে। তাই তার মনে ঈমানের কারণে বড় অস্থিরতা দেখা দিয়েছিলো। তিনি দ্রুত রাসূলের দরবারে হাজির হয়ে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন, অস্থির হবার প্রয়োজন নেই। এটা তো আল্লাহর বড় মেহেরবানী। তোমার মধ্যে ঈমানের অনুভূতি ও সচেতনতা জেগে উঠেছে। তোমার মন এই কুধারণার বশবর্তী হয়ে ওয়াসওয়াসার সীমা অতিক্রম করে কোন গুনাহর কাজ করেনি। মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হলে, যতক্ষণ সেই কাজ করা না হবে, তাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

নিজের মধ্যে নেক কাজের সাড়া পেলে শোকর করো। ওয়াসওয়াসার সময় আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।

٦٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ اٰدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَاَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَايْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ وَاَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَايْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَّجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ اَنَّهُ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ الْاُخْرٰى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثُمَّ قَرَاَ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

৬৮। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মানুষের উপরই শয়তানের একটি অবতরণস্থল আছে। একইভাবে ফেরেশতারও একটি অবতরণস্থল আছে। শয়তানের অবতরণস্থল হলো, সে মানুষকে খারাপ কাজের দিকে উস্কানি দেয়, আর সত্যকে মিথ্যা বানায়। ফেরেশতাদের অবতরণস্থল হলো, তারা মানুষকে কল্যাণের দিকে উৎসাহিত করে, আর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে ফেরেশতাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার অবস্থা নিজের মধ্যে পায়, তাকে

বুঝতে হবে, এটা আল্লাহর তরফ থেকে হচ্ছে। এজন্য আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ শয়তানের প্ররোচনা পায় সে যেনো অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। তারপর তিনি এর সমর্থনে কুরআনের এই আয়াত তিলওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং বেহায়াপনায় লিপ্ত হতে নির্দেশ দেয়" (সূরা বাকারা ঃ ২৬৮)। এই হাদীসটি তিরমিযী নকল করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।

ব্যাখ্যা ঃ ফেরেশতারা উৎসাহিত করে অর্থ হলো - তারা নেক ও কল্যাণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সাহায্য করে। এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাবার আশা যোগায়। মানুষের বিবেচনায় একথা জাগিয়ে তোলে যে, আল্লাহর সত্য দীনই মানবজাতির উন্নতি ও অগ্রগতির যিম্মাদার। আল্লাহর রাসূল যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন এতেই মানবজাতির দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি নিহিত। নিজের কামিয়াবীর প্রত্যাশী হলে খারাপ কাজ হতে বেঁচে থাকো এবং কল্যাণের পথে ধাবিত হও।

শয়তানের উৎসাহিত করার মর্ম হলো, তারা মানুষকে সব সময় আল্লাহর পথকে কঠিন করে দেখায়, স্বার্থ সিদ্ধির শয়তানী পথে চলার জন্য উৎসাহিত করে। শয়তানী 'ওয়াসওয়াসার' মাধ্যমে মানুষকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতসহ মূল ইতেকাদী জিনিসের উপর সন্দিগ্ধ করে তোলে। নেক কাজকে ক্ষতিকর রূপ দিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরে। আর বদ কাজকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে লাভালাভের উজ্জল দিক তুলে ধরে এদিকে ওদিকে এগুবার জন্য টানতে থাকে।

ওয়াসওয়াসা দানকারী শয়তানকে থুথু মারো এবং আল্লাহর আশ্রয় চাও

٦٩ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَاِذَا قَالُوْا ذٰلِكَ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَّسَارِهٖ ثَلٰثًا وَّلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - رواه ابو داؤد وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ فِىْ بَابِ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

৬৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষেরা তো (প্রথম সৃষ্টি জগত ইত্যাদি সম্পর্কে) প্রশ্ন করতে থাকবে। সর্বশেষ জিজ্ঞেস করবে, সমস্ত

মাখলুক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কে? এই প্রশ্ন উত্থাপন করলে তোমারা বলবে ঃ আল্লাহ এক, তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি না কাউকে জন্ম দিয়েছেন আর না কেউ তার জন্ম দিয়েছে। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তারপর নিজের বাম দিকে থু থু মারো। শয়তান মরদুদ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও (আবু দাউদ)। মিশকাতের লেখক বলেন, ওমর ইবন আহওয়াসের বর্ণনা যা মাসাবীহর লেখক এখানে নকল করেছেন, আমি একে খুতবাতে ইয়াওমুন-নাহার অধ্যায়ে বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে সতর্ক থাকবে।

٧٠ – عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَّبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ · رواه البخارى وَلِمُسْلِمٍ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ اُمَّتَكَ لاَ يَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا كَذَا مَا كَذَا حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ·

৭০। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ মানুষেরা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে (অর্থাৎ শয়তানী ওয়াসওয়াসায় তাদের মনে এমন খেয়াল সৃষ্টি হয়) যে, প্রত্যেক জিনিসকে যখন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাহলে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে কে সৃষ্টি করেছে (বুখারী)। মুসলিমের বর্ণনায় আছে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলছেন ঃ আপনার উম্মতের লোকেরা (যদি শয়তানের ওয়াসওয়াসা হতে বাঁচার জন্য হুঁশিয়ার না থাকে তাহলে প্রথমে এরূপ বলবে) যে, এটা কি? আর এটা কিভাবে হলো? অর্থাৎ মাখলুকাতের ব্যাপারে অনুসন্ধান ও খোঁজ-খবর নিবে। অতঃপর একথা বলবে, সকল জিনিসকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে মহান আল্লাহ তাআলাকে কে সৃষ্টি করেছে?

নামাযের সময় শয়তানের ওয়াসওয়াসা

٧١ – وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ صَلٰوتِىْ وَبَيْنَ قِرَاءَتِىْ يُلَبِّسُهَا عَلَىَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيْطَان يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ فَاِذَا اَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلٰى يَسَارِكَ ثَلٰثًا فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَهُ اللّٰهُ عَنِّىْ - رواه مسلم

৭১। হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নামায ও আমার কিরায়াতের মধ্যে শয়তান আড় হয়ে দাঁড়ায়। সে আমার মনে সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এগুলো হলো ওই শয়তান যাকে 'খিনজাব' বলা হয়। তোমার (মনে) এমন ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি হলে তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাইবে, আর বাঁদিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদ অনুযায়ী আমি এরূপ করেছি। ফলে আল্লাহ তাআলা আমাকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহসংশয় হতে হিফাযত করেছেন।

সন্দেহমুক্ত মনে নামায পড়ো

٧٢ - وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ اَهِمُ فِىْ صَلٰوتِىْ فَيَكْثُرُ ذٰلِكَ عَلَىَّ فَقَالَ لَهُ امْضِ فِىْ صَلٰوتِكَ فَاِنَّهُ لَنْ يَّذْهَبَ ذٰلِكَ عَنْكَ حَتّٰى تَنْصَرِفَ وَاَنْتَ تَقُوْلُ مَا اَتْمَمْتُ صَلٰوتِىْ - رواه مالك ·

৭২। হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত। তার কাছে এক লোক আরয করলো, নামাযে আমার মনে নানা ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এতে আমার বড় কষ্ট হয়। তিনি বললেন, এ ধরনের খেয়ালের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না, নিজের নামায পুরা করো। কারণ সে (শয়তান) তোমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাবে না, যাবত না তুমি তোমার নামায থেকে অবসর হয়ে বলবে, আমি আমার নামায পুরা করতে পারলাম না (মালেক)।

ব্যাখ্যা ঃ ঈমানের প্রমাণ হলো ইবাদত। আর নামায হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ইবাদত। এইজন্যই শয়তান নামাযে মুমিনের মনে নানা ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে দিয়ে নামায নষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকে। নানা খটকা নামাযে সৃষ্টি করে। একমনে একধ্যানে যেনো নামায পড়তে না পারে, সেজন্য নামাযীকে ধোঁকায় ফেলবার সাধনা করে। নামাযের নিয়ত বাঁধলেই মন-মগজে গোটা দুনিয়ার নানা খেয়াল এক এক করে তার মনে জাগিয়ে দেয়। যে কথা কোন সময় মনে উঠে না সে কথা মনে উঠিয়ে দেয়। বাজারের যে হিসাব মিলাতে পারে না তা নামাযে শয়তান মিলিয়ে দেয়। কোন সময় মনে হয় নামায পূর্ণ হয়নি, এক রাকয়াত কি দুই রাকয়াত ছুটে গেছে। কোন সময় আবার শয়তান বলে দেয়, নামায শুদ্ধ হয়নি। অমুক রোকন

ছুটে গেছে। কিরায়াতে অমুক আয়াত বাদ পড়েছে। এমনকি কোন কোন সময় অতি মোত্তাকীর ভান করে বলে, তোমার তো মন নামাযে হাযির ছিলো না। এই নামাযে কি হবে? আবার পড়ো।

এসব ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহ দূর করার একমাত্র উপায় হলো, এসব কথার প্রতি মাত্রই লক্ষ্য আরোপ না করা। শয়তানকে বলা, তুই দূর হয়ে যা। আমি নামায না পড়লে তোর ক্ষতি কি? তুই তো তাই চাস। ভ্রূক্ষেপ করলেই বিপদ।

(٣) بَابُ الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ

(তাকদীরের উপর ঈমান)

তাকদীরের উপর ঈমান আনা ফরয। ঈমানদার বলে দাবি করার জন্য তাকদীরের উপর ঈমান আনা জরুরী। মানুষের সকল আমল চাই ভালো হোক বা মন্দ হোক, তার সৃষ্টির পূর্বেই লাওহে মাহফুজে লিখা আছে। মানুষ যে কাজই করুক তা আল্লাহর জ্ঞাতেই হয়। আল্লাহ মানুষকে প্রথমেই ভালো-মন্দ ও এর ফলাফল সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। কোন পথ সে অবলম্বন করবে তা তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ভালো কাজের ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাকে ভালো কাজে শক্তি যোগাবেন। আর খারাপ করার ইচ্ছা করলে সে কাজ করার শক্তিও আল্লাহ তাকে দেবেন।

মনে রাখতে হবে, তাকদীরের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধিমত্তার কাজে লাগাবার কোন অবকাশ নেই। এটা আল্লাহ তাআলার এমন এক রহস্য যা মানবীয় বিচার বুদ্ধি বা গবেষণা এর দ্বারোদঘাটন করতে পারবে না। কোন ফেরেশতাও এ ব্যাপারে কিছু জানে না। না কোন নবী-রাসূল তাকদীরের রহস্য সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন। এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও গবেষণা করা জায়েয নয়, খোঁজ-খবর নেয়া, অনুসন্ধান করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকদীরের উপর বিশ্বাস বা ইতেকাদ রাখাই কামিয়াবী ও সৌভাগ্যের গ্যারান্টি। আল্লাহ তায়ালা এ দুনিয়া সৃষ্টি করে এর অধিবাসীদের দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগকে নেক আমল করার প্রেক্ষিতে তিনি জান্নাত ও জান্নাতের সকল নেয়ামাত দান করবেন। এটা শুধু তাঁর ফযল ও করম। আর দ্বিতীয় ভাগকে বদ আমল করার কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এটাই হলো অবিকল আদল ও ইনসাফ।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট 'কাজা ও কদর' (তাকদীর) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলো। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এতো এক দীর্ঘ পথ। এ পথে চলো না। সেই ব্যক্তি আবার এই প্রশ্ন করলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, এটা গভীর দরিয়া। এতো নেমো না। এরপরও এ ব্যক্তি

এ সম্পর্কে আবার জিজ্ঞেস করলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ 'আনহু এবার বললেন, এটা আল্লাহ তায়ালার এক রহস্য। এক ভেদ। এটা তিনি তোমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন। তোমাদেরকে জানতে দেননি। তাই এ ব্যাপারে কিছু জানাজানি করার জন্য চিন্তা, অনুসন্ধান ও খোঁজাখুঁজি করো না।

তাই পরকালীন মুক্তি ও সৌভাগ্যের জন্য তাকদীরের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বলেছেন ও ইতেকাদ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তার উপর আমল করো। নতুবা নিজের বুদ্ধির তীর চালনা করে প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত পথে চলে যাবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٧٣ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ - رواه مسلم

৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মাখলুকাতের তাকদীর লিখে রেখেছেন। তিনি আরো বলেছেন, (সেই সময়) আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিলো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে পঞ্চাশ হাজার বছর বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায়নি, বরং দীর্ঘ সময় বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টির অনেক আগে সকলের তাকদীর লাওহে মাহফুজে লিখে দেয়া হয়েছে।

٧٤. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتّٰى الْعَجْزَ وَالْكَيْسَ · رواه مسلم

৭৪। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেকটি জিনিসই তাকদীর অনুযায়ী হয়, এমনকি বুদ্ধিমত্তা ও নির্বুদ্ধিতাও (মুসলিম)।

٧٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى قَالَ اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِىْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِهٖ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلٰٓئِكَتَهٗ وَاَسْكَنَكَ فِىْ جَنَّتِهٖ ثُمَّ اَهْبَطْتَ

النَّاسَ بِخَطِيْئَتِكَ اِلَى الْاَرْضِ قَالَ اٰدَمُ اَنْتَ مُوْسَى الَّذِىْ اصْطَفٰكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهٖ وَبِكَلَامِهٖ وَاَعْطَاكَ الْاَلْوَاحَ فِيْهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَىْءٍ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكَمْ وَجَدْتَّ اللّٰهَ كَتَبَ التَّوْرٰةَ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ قَالَ مُوْسٰى بِاَرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ اٰدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَّ فِيْهَا وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى قَالَ نَعَمْ قَالَ اَفَتَلُوْمُنِىْ عَلٰى اَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَىَّ اَنْ اَعْمَلَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِىْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى - رواه مسلم

৭৫। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (আলমে আরওয়াহে) হযরত আদম ও হযরত মূসা (আ) পরস্পর তাঁদের রবের সামনে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হলেন। এ তর্কে হযরত আদম (আ) মূসার উপর বিজয়ী হলেন। হযরত মূসা বললেন, আপনি ওই আদম, যাঁকে আল্লাহ তাঁর নিজ হাতে তৈরী করেছেন। আপনার মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকেছেন। ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। আপনাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন। এরপর আপনার ভুলের কারণে আপনি মানবজাতিকে যমীনে নামিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ আপনি যদি এ ভুল না করতেন তাহলে আপনাকে যমীনে নামিয়ে দেয়া হতো না। আর আপনার আওলাদদেরকেও এখানে আসতে হতো না, বরং তারা জান্নাতে থাকতো)। আদম (আ) জবাবে বললেন, তুমি ওই মূসা যাঁকে আল্লাহ তায়ালা নবুয়াতের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, আল্লাহর সাথে পরস্পর কথা বলার মর্যাদায়ও অভিষিক্ত করেছেন। তোমাকে তাওরাত দান করেছেন, যাতে সব কিছু লিখা ছিলো। এরপর তোমার সাথে গোপন কথা বলার জন্য নৈকট্য দান করেছেন। তুমি কি জানো আল্লাহ আমার সৃষ্টির কত বছর আগে তাওরাত লিখে রেখেছিলেন? মূসা (আ) বললেন, চল্লিশ বছর আগে। আদম (আ) বললেন, তুমি কি তাওরাতে এ শব্দগুলো লিখিত পাওনি যে, আদম তাঁর রবের নাফরমানী করেছে এবং পথভ্রান্ত হয়েছে? মূসা (আ) জবাব দিলেন, হাঁ, পেয়েছি। আদম (আ) বললেন, তারপর তুমি আমাকে আমার আমলের জন্য দোষারোপ করছো কেনো, যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লাহ আমার জন্য লিখে রেখেছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দলিল দ্বারা আদম (আ) মূসার উপর জয়ী হলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আদম (আ) হযরত মূসার নিকট যে দলীল পেশ করেছেন তার অর্থ এই ছিল না যে, আল্লাহ আমার সৃষ্টিরও চল্লিশ বছর আগে লিখে দিয়েছিলেন, আমি শয়তানের প্ররোচনার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে খোদার হুকুমের নাফরমানী করে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভোগ করবো। তাই এতে আমার নিজের এখতিয়ার নেই। বরং

এর অর্থ হলো, এটা আমার তকদীরে লিখা ছিলো। তাই এই কাজ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এটা হবার ছিলো। কাজেই আমি এভাবে অভিযোগের টার্গেট হতে পারি না। আল্লামা তুরপুশতী বলেছেন, এর অর্থ হলো, যেহেতু আল্লাহ এই গোমরাহী আমার ভাগ্যে আমার সৃষ্টিরও চল্লিশ বছর পূর্বে লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছিলেন। তাই এটা সময় মতো ঘটবে। যখন সময় এসে পৌঁছেছে তখন এটা না ঘটা কিভাবে সম্ভব ছিলো? তুমি তো আমার বাহ্যিক আমলের কথা জানো, তাই আমার উপরে এই অভিযোগ আনছো। কিন্তু আসল ব্যাপার আমার তাকদীরের লিখার কথা তুমি এড়িয়ে গেছো।

٧٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُّطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنَ عَلَقَةً مِّثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنَ مُضْغَةً مِّثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهٗ وَاَجَلَهٗ وَرِزْقَهٗ وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَوَالَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ غَيْرُهٗ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا - متفق عليه

৭৬। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকেরই জন্ম হয় এভাবে যে, (প্রথমে) তার শুক্র মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করে। আবার তা চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমাট রক্তপিণ্ডের রূপ ধারণ করে থাকে। তারপর আবার চল্লিশ দিন পরই মাংসপিণ্ডরূপ ধারণ করে থাকে। তারপর আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতাকে চারটি কথা লিখে দেবার জন্য পাঠান। সেই ফেরেশতা তার (১) আমল, (২) তার মৃত্যু, (৩) তার রিযিক ও (৪) তার সৌভাগ্যবাণ বা দুর্ভাগা হবার বিষয়টি আল্লাহর হুকুমে তার তাকদীরে লিখে দেন, তারপর তার মধ্যে রূহ ফুকে দেন। ওই যাতে পাকের কসম যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই! তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাতের দূরত্ব থাকে। তখন

তাকদীরের লিখা তার সামনে আসে। আর সে দোযখীদের কাজ করতে থাকে এবং দোযখে প্রবেশ করে। তোমাদের কোন ব্যক্তি দোযখীদের মতো আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও দোযখের মধ্যে এক হাতের দূরত্ব থাকবে। তার তাকদীরের লেখা সামনে আসে এবং সে জান্নাতীদের কাজ করতে থাকে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে মানুষের জন্মের প্রক্রিয়া ও আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে বলা হয়েছে। কুরআন মাজীদেও মায়ের পেটে শুক্রকীট প্রবেশের পর তা কিভাবে ক্রমাগতভাবে বাড়তে বাড়তে একটি পরিপূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত হয় তার বর্ণনা আছে (দেখুন সূরা আল-মুমিনূন, ১২-১৬ আয়াত)। এই হাদীস মানব সৃষ্টির কুরআনী বর্ণনার পরিপূরক বা ব্যাখ্যা। পরিপূর্ণ মানুষের রূপ ধারণের পর একজন ফেরেশতা এই মানুষটির, (১) দুনিয়ার জীবনে কি কি করবে, (২) তার মৃত্যু কোথায় কিভাবে হবে, (৩) দুনিয়ায় তার রিযিক কি হবে, (৪) সে নেক লোক হবে না বদ লোক হবে, এই চারটি জিনিস লিখে দেন। অর্থাৎ তাকদীর অনুযায়ী রেকর্ড করে দেবেন। তারপরই আল্লাহ তার মধ্যে রূহ বা জীবন দান করবেন। তার জীবন কিভাবে পরিচালিত হবে, সে কি কাজ দুনিয়ায় করার ইচ্ছা করবে আল্লাহর গায়েবের জ্ঞান দিয়ে তা তার তাকদীরে লিখে দিবেন।

মানুষ ভালো পথ ছেড়ে দিয়ে খারাপ পথে চলে যায় এমন ঘটনা খুবই বিরল। বরং আল্লাহর পূর্ণ রহমতে খারাপ লোকই অধিকাংশ সময় খারাপ ও ঘৃণিত পথ ছেড়ে দিয়ে ভালো ও কল্যাণের দিকে চলে আসে। এই হাদীস এই দিকেও ইশারা করেছে। চিরদিনের নাজাত বা আযাব নির্ভর করবে তার শেষ আমলের উপর। কেউ যদি গোটা জীবন শিরকে ও কুফরীর গুনাহ ও বদকাজে ডুবে থাকে কিন্তু শেষ জীবনে এসে খাঁটি মনে সকল গুনাহ ও বদকাজ ছেড়ে দিয়ে লজ্জিত হয়ে তওবা করে ও কল্যাণের দিকে ফিরে আসে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দা হয়ে যায় তাহলে তার 'খাতেমা বিল খায়র' হলো। সে মুক্তি পেয়ে যাবে।

ঠিক এর বিপরীত কোন লোক যদি সারা জীবন নেক আমল করে, কল্যাণ কর কাজ করে ও আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ফরমাবরদারী ও আনুগত্যে কাটিয়ে দেয়, কিন্তু শেষ জীবনে এসে শয়তানী ওয়াসওয়াসায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন করলো। বদ আমল দ্বারা 'খাতেমা বিশ-শারর' অর্থাৎ জীবন শেষ করলো, আল্লাহর ও রাসূলের নাফরমানী দিয়ে, তাহলে সারা জীবনের নেক কাজের পরও তার ভাগ্যে মুক্তি মিলবে না, বরং চিরস্থায়ী আযাবে সে নিমজ্জিত হবে। যারা জীবনের কোন অংশে নাফরমানী, শিরক, বিদায়াত ও গুনাহর কাজে লিপ্ত ছিলো, অপরিবর্তিত অবস্থায় জীবনপাত করেছে তারা তো চিরদিন জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে।

٧٧ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ - متفق عليه

৭৭। হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দাহ জাহান্নামীদের আমল করবে অথচ সে জান্নাতী। আবার কেউ জান্নাতীদের আমল করবে অথচ সে জাহান্নামী। কারণ (নাজাত ও আযাব) নির্ভর করে শেষ আমলের (আমল বিল খাওয়াতিম) উপর (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসও আগের হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করে। পূর্বের আমলের হিসাবে বিচার হবে না, বরং শেষ আমলের ভিত্তিতেই নাজাত ও আযাবের ফয়সালা ঘোষণা হবে। তাই মানুষের উচিৎ জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতি ক্ষণ আল্লাহর হুকুমের নিরিখে জীবন পরিচালনা করা। সে তো জানে না তার সেই শেষ মুহূর্তটি কখন আসবে।

٧٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دُعِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلٰى جَنَازَةِ صَبِىٍّ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ طُوْبٰى لِهٰذَا عُصْفُوْرٌ مِّنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوْءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ فَقَالَ اَوَ غَيْرُ ذٰلِكَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِىْ اَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ اَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِىْ اَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ - رواه مسلم

৭৮। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন আনসারীর বাচ্চার জানাযার নামায পড়াবার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকা হলো। (এ সময়) আমি (আয়েশা) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই বাচ্চার কি খোশনসীব। সে তো জান্নাতের চড়ুই পাখীদের মধ্যকার একটি চড়ুই পাখী। সে তো কোন খারাপ কাজ করেনি। আর না সে কোন খারাপ কাজ করার সীমায় পৌঁছেছে। (এ কথা শুনে) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এছাড়া অন্য কিছু কি হতে পারে না হে আয়েশা? আল্লাহ তাআলা জান্নাতের জন্য একদল লোককে সৃষ্টি করেছেন, যখন তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে ছিলো, আবার দোজখের জন্যও একদল লোক সৃষ্টি করেছেন, যখন তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে ছিলো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, জান্নাত ও জাহান্নামে যাবার জন্য নেক বা বদ আমল কোন কারণ হবে না, বরং তা তাকদীরের উপর নির্ভর করবে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য রোজে আযল থেকে জান্নাত লিখে রেখেছেন, চাই তারা নেক আমল করে থাকুক বা না থাকুক। ঠিক এইভাবে আর এক জনগোষ্ঠীকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা নিশ্চিত দোযখে যাবে। তাদের আমল বদ হোক বা না হোক। তাই হাদীসে উল্লেখিত এই ছেলে যদি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সে নিশ্চয়ই জাহান্নামে যাবে। যদিও এখনো তার বদ আমল করার বয়স হয়নি। তবে আল্লাহ নিরপরাধীকে শাস্তি দেন না।

কোরআনের অনেক আয়াত ও হাদীস, আর আলেমদের সর্বসমর্থিত মত হলো, মুসলমান বাচ্চা যদি কম বয়সে মারা যায় তাহলে নিশ্চয়ই সে জান্নাতী হবে, এমনকি কাফির-মুশরিকের কম বয়সের বাচ্চারাও জান্নাতী হবে।

তাই এই দুই হাদীসের মর্মের বৈপরিত্বের মিল হলো, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই বাচ্চাটির জান্নাতী হবার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়ে কথা বলেছিলেন। এইজন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই নিশ্চিত করে কথা বলাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এ কথা বলেছেন। এতো নিশ্চিতভাবে গায়েবের কথা বলা কোন মানুষের জন্য ঠিক নয়। এর আর একটি জবাব এও হতে পারে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চাদের জান্নাতী হবার ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে জানার আগে একথা বলেছিলেন। সঠিক খবর আল্লাহ জানেন।

٧٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰه اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُّيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهٗ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَاَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الاية - متفق عليه

৭৯। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের স্থান আল্লাহ তাআলা জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে লিখে দিয়েছেন (অর্থাৎ কে জান্নাতী ও কে জাহান্নামী তা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে)। সাহাবারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের বিধিলিপির উপর নির্ভর করে 'আমল করা' ছেড়ে দেবো না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (না তা করবে না, বরং) আমল করতে থাকে। কারণ যে ব্যক্তিকে যে জিনিসের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে

কাজ তার জন্য করা সহজ করে দেয়া হবে। অতএব যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হবে তাকে আল্লাহ সৌভাগ্যের কাজ করার জন্য তাওফিক দান করবেন। আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগা হবে তাকে আল্লাহ দুর্ভাগ্যের কাজ ('বদ আমল') করার জন্য সহজ ব্যবস্থা করে দেবেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (সময় ও অর্থ) দিলো, আল্লাহকে ভয় করলো, সত্য কথাকে (দীনকে) সত্য জানলো, তার জন্য আমি তার পথকে (জান্নাত) সহজ করে দেই" (সূরা আল-লাইল ঃ ৫-১০)। আয়াতের শেষ পর্যন্ত তিনি পড়লেন) (বুখারী মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ জবাবের অর্থই হলো, তোমারা তোমাদের বিধিলিপির (তাকদীরের) উপর নির্ভর করে আমল করা ছেড়ে দেবে না। কারণ জান্নাত-জাহান্নাম আগ থেকেই আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন অর্থাৎ যিনি জান্নাতী হবেন তিনি তাকদীর অনুযায়ী জান্নাতে যাবার আমল করবেন। ওই কাজই তার জন্য সহজ করে দেয়া হবে। আর যে জাহান্নামী হবে সেও তার বিধিলিপি অনুযায়ী জাহান্নামের কাজ করবে। জাহান্নামে যাবার জন্য যে কাজ, তা তার জন্য সহজ করে দেয়া হবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমল করা ছেড়ে দেবে না।

٨٠ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لاَ مُحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ مـتـفق عليـه-وفى روايـة لِمُسْلِمٍ قَالَ كُتِبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لاَ مُحَالَةَ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطٰى وَالْقَلْبُ يَهْوِىْ وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ·

৮০। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের তাকদীরে তার জন্য যেনার যতটুকু অংশ লিখে রেখেছেন, ততটুকু নিশ্চয়ই সে করবে। চোখের যেনা হলো তাকানো। মুখের যেনা হলো (কোন বেগানা মহিলার সাথে) যৌন উদ্দীপ্ত কথা বলা। আর মন চায় ও প্রত্যাশা করে। লজ্জাস্থান তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে (বুখারী ও মুসলিম)। মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে, বনি আদমের তাকদীরে যেনার যতটুকু অংশ লিখে দেয়া হয়েছে ততটুকু সে

অবশ্যই পাবে। দুই চোখের যেনা (বেগানার প্রতি) তাকানো। কানের যেনা হলো (বেগানার সাথে) যৌন উদ্দীপক কথা বার্তা শুনা। মুখের যেনা হলো (বেগানার সাথে) আবেগ উদ্দীপক কথাবার্তা বলা। হাতের যেনা হলো বেগানা নারীকে (খারাপ উদ্দেশ্যে) স্পর্শ করা আর পায়ের যেনা হলো বদকাজের দিকে অগ্রসর হওয়া। দিলের যেনা হলো চাওয়া ও আকাঙক্ষা করা। আর লজ্জাস্থান তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে।

ব্যাখ্যা ঃ গুপ্ত অঙ্গের ব্যবহারই হলো প্রকৃত 'ব্যভিচার' বা 'যেনা'। এ কাজটা হয়ে গেলেই সব সত্যে পরিণত হয়ে গেলো, আর না হলে মিথ্যায় পরিণত হলো। শরীয়তের পরিভাষায় লজ্জাস্থানের প্রকৃত ব্যবহারের আগের পদক্ষেপগুলোকেও প্রকৃতিগতভাবে যেনা হিসাবেই ধরা হয় যে কাজগুলো প্রকৃত যেনার দিকে অগ্রসর হবার বিভিন্ন সহায়ক ধাপ। এ কাজগুলো হতে থাকলেই মূল কাজ করা সহজ হয়ে যায়। এই কাজগুলো হতে না পারার জন্যই প্রতিবন্ধক হিসাবে আল্লাহ পর্দার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যেনো কোন সূচনাই সূচিত হতে না পারে। এ যুগের কিছু সুবিধাবাদী ও ভোগবাদী মানুষ মনের পবিত্রতার দোহাই দিয়ে পর্দাকে ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করে। এটা নির্জলা একটা মিথ্যা দাবী। পজেটিভ-নেগেটিভ একত্র হলে স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবেই। উদার ও পবিত্র মনের তথাকথিত অনেক দাবীদার সমাজ নেতাদের ঘর সংসার ভাঙ্গার কাহিনীও সব দেশে, বিশেষ করে এদেশে আছে।

٨١ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
اَرَاَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُوْنَ فِيْهِ اَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى
فِيْهِمْ مِنْ قَدَرٍ سَبَقَ اَوْ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُوْنَ بِهِ مِمَّا اَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَثَبَتَتِ
الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لاَ بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى فِيْهِمْ وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ
فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا - رواه
مسلم

৮১। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। মুযাইনা গোত্রের দুই লোক হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মনে করেন, (দুনিয়াতে) মানুষ যেসব আমল (ভালো-মন্দ) করছে এবং আমল করার চেষ্টায় লেগে আছে তা কি পূর্বেই তাদের জন্য তাকদীরে লিখে রাখা হয়েছিল, নাকি পরে তাদের নবী যখন তাদের নিকট শরীয়ত নিয়ে এসেছেন ও তাদের নিকট দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তখন তারা তা করছে? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন ঃ না, বরং আগেই তাদের জন্য তাকদীরে এসব নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে ও ঠিক করে রাখা হয়েছে। এ কথার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "শপথ মানুষের এবং তাঁর যিনি তাকে সুন্দরভাবে বানিয়েছেন এবং তাকে ভালো ও মন্দের জ্ঞান দিয়েছেন" (সূরা আল-লাইল ঃ ৭-৮) (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আমাদেরকে বলে দিন এ দুনিয়ায় মানুষ যে আমল করে, ভালো হোক কি মন্দ, তা কি তা-ই যা আগে থেকেই তাকদীরে লেখা হয়ে গিয়েছিলো। এখন তা বাস্তবায়িত হচ্ছে অথবা আজল থেকে তার তাকদীরে ছিল না, বরং এখন আল্লাহর তরফ থেকে রাসূল আসার পর তার উপর আল্লাহর অবতীর্ণ হুকুম অনুযায়ী তা বাস্তবায়িত হতে শুরু করেছে। হুজুর জবাব দিলেন, এসব আমল রোজে আজল থেকেই বান্দার তকদীরে লিখে দেয়া হয়েছিলো। সে অনুযায়ী যার যার সময়ে তা সংঘটিত হয়ে চলছে।

٨٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ شَابٌّ وَّاَنَا اَخَافُ عَلٰى نَفْسِى الْعَنَتَ وَلاَ اَجِدُ مَا اَتَـزَوَّجُ بِـهِ الـنِّسَاءَ كَاَنَّـهُ يَسْتَاْذِنُـهُ فِى الْاِخْتِصَاءِ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَـا هُـرَيْـرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِـمَا اَنْتَ لاَقٍ فَاخْتَصِ عَـلٰى ذٰلِكَ اَوْ ذَرْ . رواه البخارى

৮২। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন যুবক মানুষ। আমি আমার ব্যাপারে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার আশংকা করছি। কোন নারীকে বিয়ে করার (আর্থিক) সংগতিও আমার নেই। আবু হোরাইরা যেনো খোজা বা খাসী হবার অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। আবু হোরাইরা বলেন, একথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খামুশ থাকলেন। আমি আবারও একই প্রশ্ন করলাম। এবারও তিনি খামুশ থাকলেন। আমি আবার আরয করলাম, এবারও খামুশ থাকলেন তিনি। আমি চতুর্থবার প্রশ্ন করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু হোরাইরা! তোমার জন্য যা ঘটবার ছিলো (আগ থেকেই তোমার ভাগ্যে লেখা) হয়ে গিয়েছে। কলম শুকিয়ে গিয়েছে। এখন তোমার খুশী। খোজাও হ'তে পারো। আবার এ ইচ্ছা ছেড়েও দিতে পারো (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাবের সারমর্ম হলো, তিনি আবু হোরাইরাকে একাজ করতে নিষেধ করেছেন। তাকদীরে যা লিখা হয়েছে তা-ই হবে। খারাপ কাজ তোমার দ্বারা সংঘটিত হওয়া তাকদীরে নির্ধারিত না হয়ে থাকলে, তুমি বিয়ে না করলেও গোনাহে লিপ্ত হবে না। আল্লাহ হিফাজত করবেন। আর গুনাহ হতে বাঁচার জন্য খাশী হয়ে গেলেও গুনাহ করা ভাগ্যে থাকলে গুনাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। এর থেকে বাঁচার উপায় নেই। খাশী হবে না।

٨٣ – وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ قُلُوْبَ بَنِىْ اٰدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبٍ وَّاحِدٍ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ - رواه مسلم

৮৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সমস্ত দিলসমূহ আল্লাহর কুদরতী আঙ্গুলসমূহের দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে একটি মানুষের দিলের মতো অবস্থিত। তিনি নিজের আঙ্গুলগুলোর দ্বারা যেভাবে ইচ্ছা দিলকে ওলট-পালট করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হে দিলসমূহের আবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের দিলগুলোকে তোমার ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ সমস্ত শক্তি আল্লাহর, একথা বুঝানোই এই হাদীসের উদ্দেশ্য। তিনি সব কাজই করতে পারেন, এমনকি মানুষের অন্তরের নিয়ন্ত্রকও তিনি। আল্লাহ তাআলার আঙ্গুল এখানে প্রতীকী হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি তো মানবীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হতে পবিত্র। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো সব অন্তর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। তিনি যে দিকে চান মানুষের অন্তরকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। কোন অন্তরকে গুনাহর দিকে, আবার কোন অন্তরকে গুনাহ, বিভ্রান্তি ও বিদ্রোহ থেকে বের করে আল্লাহর আনুগত্য ও নেক কাজের দিকে ঘুরিয়ে দেন।

٨٤ – وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ - متفق عليه

৮৪। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি সন্তানই ফিতরাতের (সত্য গ্রহণে প্রকৃতির নিয়মের) উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। এরপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়, যেভাবে একটি চতুষ্পদ জন্তু একটি পরিপূর্ণ চতুষ্পদ জন্তুই জন্ম দিয়ে থাকে। তোমরা এতে কোন কমতি দেখতে পাও? তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ·

"এটা আল্লাহর ফিতরাত, যে ফিতরাতের উপর আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি রহস্যে কোন পরিবর্তন নেই" (বুখারী, মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টি করেছেন তার স্বাভাবিক ফিতরাত বা প্রকৃতির উপর। আর এই প্রকৃতি হলো প্রকৃতির নিয়মে সত্য ও সঠিক পথ গ্রহণ। তাই যখনই কোন বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে এই ফিতরাতের উপরই জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ মুসলমান হয়েই জন্মগ্রহণ করে। পরে ধীরে ধীরে যতো বড় হতে থাকে, পরিবেশের প্রভাব তার উপর পড়তে শুরু করে। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, যাদের সাহচর্যে সে বড় হয়, সাহচর্য পায়, তাদেরকে সে অনুসরণ করতে থাকে। অতএব যে সন্তান ইয়াহুদী, নাসারা কিংবা মাজুসীর (অগ্নিপূজক) ঘরে জন্ম নেয় সে তার ঘনিষ্ঠদের সাথে থাকতে থাকতে ওইরূপ হয়ে যায়। ইয়াহুদীর ছেলে ইয়াহুদী হয়। নাসারা বা খৃষ্টানের ছেলে খৃষ্টান হয়। অগ্নিপূজকের ছেলে অগ্নিপূজক হয়। আবার মুসলমানের ছেলে মুসলমান হয়। আমরা দেখতে পাই, ছোট বাচ্চারা তাদের মাতা-পিতার কিংবা ভাই-বোনের দেখাদেখি ধর্মীয় কাজের অনুসরণ করে। মুসলমানের সন্তানেরা নামায পড়ে, রোযা রাখে। এভাবে মাতা-পিতা যে মতের ও পথের হয় বাচ্চারা ধীরে ধীরে সে পথের পথিক হয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাচ্চাদের জন্ম ইসলামের ফিতরাতের উপর হয়। পরে বড় হয়ে মাতা-পিতার অনুসরণে কেউ ইয়াহুদী, কেউ খৃষ্টান ও কেউ অগ্নিপূজক হয়। তাই বাচ্চাদেরকে ছোটকাল থেকেই ফিতরাতের উপর সত্যের পথে গড়ে তুলতে হবে, যাতে বড় হয়ে অন্য কারো সাহচর্য পেয়ে খারাপ হতে না পারে।

٨٥ – وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَّنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهُ لاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ - رواه مسلم

৮৫। হযরত আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয়সহ আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। (১) তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা কখনো ঘুমান না। (২) ঘুম যাওয়া তাঁর পক্ষে সাজেও না। (৩) তিনি দাঁড়ি-পাল্লা উঁচু-নিচু করেন (আমলের মান প্রভৃতি নির্ধারিত করে থাকেন)। (৪) (বান্দার) রাতের আমল দিনের আমলের আগে আবার দিনের আমল রাতের আমলের আগেই তার কাছে পৌঁছানো হয়। (৫) (তাঁর এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যে) পর্দা হচ্ছে নূর। তিনি যদি এই পর্দা সরিয়ে দিতেন, তাহলে তাঁর যাতে পাকের নূর সৃষ্টি জগতের দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত সব কিছুকেই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিতো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ "দাঁড়িপাল্লা উঁচু নিচু করার" অর্থ হলো আল্লাহ তাঁর কোন বান্দার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে দেন। তাকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেন। আবার কাউকে অভাবে অনটনে ফেলেন। এভাবে আল্লাহ কোন কোন নেক বান্দাকে নেক আমলের বদৌলতে মান-মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। আবার তার কোন গুনাহগার বান্দাকে তার কর্মফলের দরুন লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত করেন।

দিনের আমলের আগে রাতের আমল ও রাতের আমলের আগে দিনের আমল অর্থ হলো - বান্দা যে আমলই করুক এবং যখনই করুক সাথে সাথে তা আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়। রেকর্ড হয়ে যায়। ভালো আমলের ফল ভালো হয়। বদ আমলের ফল সাজা ও আযাবের উপযোগী হয়।

٨٦ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ اللّٰهِ مَلاَىْ لاَ تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَرَاَيْتُمْ مَّا اَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالاَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِىْ يَدِهِ وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ - متفق عليه وفى رواية لِمُسْلِمٍ يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلاَىِ وَقَالَ اِبْنُ نُمَيْرٍ مَلاَنُ سَحَّاءُ لاَ يَغِيْضُهَا شَىْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ·

৮৬। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলার হাত (ভাণ্ডার) সদাসর্বদা পরিপূর্ণ। দিন রাত সব সময় খরচ করেও এই ভাণ্ডার কমাতে পারা যাবে না। তোমরা কি দেখছো না, যখন থেকে তিনি এই আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই কত না দান তিনি করে আসছেন। অথচ তাঁর ভাণ্ডারে যা ছিলো তা-ই আছে, তার থেকে কিছু মাত্র কমেনি। (সৃষ্টির আগে) তার আরশ পানির উপর ছিলো। তাঁর হাতেই রয়েছে দাঁড়ি-পাল্লা। তিনি এই দাঁড়ি-পাল্লাকে উচু বা নিচু করেন (বুখারী ও মুসলিম)। মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় আছে, আল্লাহর ডান

হাত সদা পরিপূর্ণ। আর ইবনে নুমাইর (র)-এর বর্ণনায় আছে, আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ, দাতা দিনরাত খরচ করার পরও এতে কোন কমতি আসে না।

٨٧ - وَعَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ - متفق عليه

৮৭। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো (মৃত্যুর পর তারা জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে)। জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন, (বেঁচে থাকলে) তারা কি আমল করতো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এ ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চূড়ান্ত জবাব হলো, আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন তারা কোথায় যাবে? তারা যদি এত কম বয়সে মৃত্যুবরণ না করতো, বরং জীবিত থাকতো ও বড় হতো তাহলে তারা যে আমল করতো সে হিসাবেই তাদের ফলাফল দেয়া হতো। এটা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ব্যাপার। মানুষ এর কোন সমাধান দিতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٨٨ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اُكْتُبْ قَالَ مَا اَكْتُبُ قَالَ اُكْتُبِ الْقَدْرَ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى الْاَبَدِ - رواه الترمذى وقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا .

৮৮। হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সর্বপ্রথম যে জিনিসটি সৃষ্টি করেছিলেন তা ছিলো কলম। তারপর তিনি কলমকে বললেন, লিখো? কলম বললো, কি লিখবো? আল্লাহ বললেন, তাকদীর সম্পর্কে লিখো। অতএব কলম যা ছিলো ও যা ভবিষ্যতে হবে সব কিছুই লিখে নিলো। তিরমিযী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদীসটি সনদের দিক থেকে গরীব।

ব্যাখ্যা ঃ কলম যখন লিখছিলো তখন সবই ভবিষ্যত কাল ছিলো। হাদীছে বলা হয়েছে, “যা ছিলো” এই শব্দটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের কালের তুলনায় বলেছেন।

٨٩ - وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْاٰيَةَ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْاَلُ عَنْهَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ فَقَالَ رَجُلٌ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَاِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ - رواه مالك والترمذى وابو داود

৮৯। হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমার ইবনুলখাত্তাব (রা)-কে এই আয়াত ঃ "যখন আপনার রব আদম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করলেন" (সূরা আরাফ ঃ ১৭৩) (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমি শুনেছি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করতে। তিনি উত্তরে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আদমকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আপন কুদরতের ডান হাত দ্বারা তাঁর পিঠ মুছে দিলেন। তথা হতে তাঁর (ভবিষ্যতের) একদল সন্তান বের করলেন। তারপর বললেন, এসবকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা জান্নাতেরই কাজ করবে। আবার তিনি আদম (আ)-এর পিঠে হাত বুলালেন। তথা হতে তাঁর আর একদল সন্তান বের করলেন ও বললেন, এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা জাহান্নামেরই কাজ করবে। একজন সাহাবা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তাই হয় তাহলে আমলের আর প্রয়োজন কি? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা জান্নাতের কাজই করিয়ে নেন। শেষ পর্যন্ত সে জান্নাতীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে এবং আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। ঠিক এভাবে আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাহকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা জাহান্নামের কাজই করিয়ে নেন। অবশেষে সে

জাহান্নামীদের কাজ করে মৃত্যুবরণ করে, এই কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান (মুওয়াত্তা মালেক, তিরমিযী, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই ওয়াদা ও অঙ্গীকার আলমে আরওয়াহ-এ নেয়া হয়েছে। অন্যান্য হাদীসেও এ কথা আছে। 'আজল থেকে আবাদ পর্যন্ত' অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুনিয়ায় যতো মানুষ সৃষ্টি হবে তাঁর কুদরতে সবাইকে একত্র করে জ্ঞানবুদ্ধি সব দিয়ে সকলের থেকে আল্লাহর রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াতের স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন।

এখানে কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে, আদম সন্তানের পিঠ হতে, আর হাদীসে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে আদমের পিঠ হতে। বাহ্যত এতে বিরোধ বা অমিল দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এর অর্থ হচ্ছে, প্রথমে আদমের সন্তানদেরকে আদমের পিঠ হতে, এরপর সন্তানদের সন্তানদেরকে তাদের পিঠ হতে বের করেছিলেন।

٩٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ يَدَيْهِ كِتَابَانِ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا هٰذَانِ الْكِتَابَانِ قُلْنَا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ اَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِىْ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ فِيْهِ اَسْمَاءُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَسْمَاءُ اٰبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ اُجْمِلَ عَلٰى اٰخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيْهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِىْ فِىْ شِمَالِهِ هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ فِيْهِ اَسْمَاءُ اَهْلِ النَّارِ وَاَسْمَاءُ اٰبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ اُجْمِلَ عَلٰى اٰخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيْهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا فَقَالَ اَصْحَابُهُ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَ اَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا فَاِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ وَاِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ - وراه الترمذى

৯০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতে দুইটি কিতাব নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, তোমরা কি জানো এই কিতাবদ্বয় কিসের?

আমরা বললাম, না, হে আল্লাহর রাসূল! তবে আপনি আমাদের অবহিত করুন। তিনি তাঁর ডান হাতের কিতাবটি সম্পর্কে বলেন, আমার ডান হাতে যে কিতাবটি আছে এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি কিতাব। এই কিতাবে সকল জান্নাতী মানুষের নাম, তাদের পিতার নাম ও বংশ-গোত্রের নাম রয়েছে। তারপর এদের সর্বশেষ ব্যক্তির নাম লিখে মোট যোগ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এতে আর কখনো (কোন নাম) বাড়ানোও যাবে না কমানোও যাবে না। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাঁ হাতের কিতাব সম্পর্কে বললেন, এটাও আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে একটি কিতাব। এই কিতাবে সকল জাহান্নামীর নাম আছে। এতে তাদের বাপ-দাদাদের নাম আছে তাদের বংশ-গোত্রের নামও আছে। এরপর তাদের সর্বশেষ ব্যক্তির নাম লিখে মোট যোগ করে দেয়া হয়েছে। তাই এতে (আর কোন নাম কখনো) বাড়ানোও যাবে না কমানোও যাবে না। এই বর্ণনা শুনার পর সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আগ থেকেই এইসব ব্যাপার নির্দিষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে (যে, জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারটি) বিধিলিপির (তাকদীর) উপর নির্ভরশীল, তাহলে আর আমল করার প্রয়োজন কি? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (দীন-শরীয়ত অনুযায়ী নিজেদের আমল আখলাক) ভালোভাবে মজবুত করো। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করো। কারণ জান্নাতবাসীদের পরিসমাপ্তি জান্নাত পাবার মতো আমলের দ্বারা শেষ হবে। দুনিয়ার (জীবনে চাই সে) যা-ই করুক। আর জাহান্নামবাসীদের পরিসমাপ্তি জাহান্নামে যাবার মতো আমলের দ্বারা শেষ হবে। তার (জীবনের) আমল যা-ই হোক। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতে ইশারা করলেন এবং কিতাব দু'টিকে পেছনের দিকে ফেলে দিয়ে বললেন, তোমাদের রব বান্দাদের ব্যাপারে আগ থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রেখেছেন। একদল জান্নাতী, আর একদল জাহান্নামী (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে মনে হচ্ছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাস্তবেই দুইটি কিতাব ছিলো যা তিনি উপস্থিত সাহাবাদেরকে দেখিয়েও ছিলেন, কিন্তু এই দুইটি কিতাবে লিখিত যে বিষয়বস্তু ছিলো তা দেখাননি। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রকৃতপক্ষে হুজুরের হাতে কোন কিতাব ছিলো না, বরং দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি এভাবে কথা বলেছেন। যাতে ব্যাপারটি সাহাবায়ে কিরামের মনে বসে যায়।

٩١ - وَعَنْ اَبِىْ خِزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رُقًى نَّسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَّتَدَاوٰى بِهٖ وَتُقَاةً نَّتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ - رواه احمد والترمذى وابن ماجة

৯১। আবু খিযামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে পাকের দরবারে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা রোগমুক্তির জন্য যেসব তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করি বা ঔষধ ব্যবহার করে থাকি অথবা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি, এসব কি তাকদীরকে রদ করতে পারে? হুজুর জবাব দিলেন, এসব কাজও তাকদীরের লিখা অনুযায়ী হয়ে থাকে (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ রোগ-শোক যেভাবে তাকদীরের ব্যাপার, ঠিক একইভাবে রোগের চিকিৎসা ও রোগমুক্তির জন্য গৃহীত অন্যান্য উপায় অবলম্বনও তাকদীরের অংশ। অর্থাৎ যেভাবে কোন ব্যক্তির তাকদীরে কোন রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট লিখে দেয়া হয়েছে, ঠিক এভাবেই এই রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট অমুক সময়ের অমুক ঔষধ ব্যবহারে ভালো হয়ে যাবে কি হবে না একথাও তাকদীরে লিখে দেয়া আছে। ভালো হয়ে যাওয়া তাকদীরে লিখা থাকলে ভালো হয়ে যাবে। আর ভালো না হওয়া লিখা থাকলে ভালো হবে না। হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে চিকিৎসা করা অথবা নিজের আত্মরক্ষার জন্য বাইরের কোন উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা তাকদীরের লিখার বিরোধী নয়। এর দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের জন্য কর্মীবাহিনী যে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে তাও বিধিসম্মত।

٩٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتّٰى اَحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتّٰى كَاَنَّمَا فُقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ اَبِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَّ تَنَازَعُوْا فِيْهِ - رواه الترمذى ورواه ابن ماجة نَحْوَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ ٠

৯২। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করছিলাম। এ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হন। তাঁর চেহারা লাল হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিলো তাঁর চেহারা মোবারকে আনারের রস নিংড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি (এ ব্যাপারে ঝগড়া-ফাসাদ করার জন্য) হুকুম দেয়া হয়েছে, আর এ জন্য কি তোমাদের নিকট আমাকে রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে? জেনে রাখো! তোমাদের আগে অনেক লোক এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি, আবারও আমি কসম দিয়ে বলছি, সাবধান!

তোমরা এ বিষয় নিয়ে কখনো বিতর্ক করবে না (তিরমিযী)। ইবনে মাজাও এ অর্থের একটি হাদীস আমর ইবনে শো'আইব হতে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি তার পিতা, তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবারা পরস্পর তাকদীরের ব্যাপারে বাদানুবাদ করছিলেন। এ ব্যাপারে তারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিলেন না। তাদের কেউ বলছিলেন, সকল জিনিস যদি তাকদীরের লিখা অনুযায়ী ঠিক হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সওয়াব ও আযাবের ব্যবস্থা কেনো। এ ধরনের ব্যাপারে সাহাবাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থা দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করলেন। তাদেরে বুঝিয়ে বলে দিলেন, এটা তাকদীরের ব্যাপর। আল্লাহর এক রহস্য, আল্লাহর এক ভেদ, যে সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। কাজেই এসব ব্যাপারে জ্ঞান-বুদ্ধি ও গবেষণার সুযোগ নেই। তা করতে গেলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আমাকে এসব ব্যাপারে লিপ্ত থাকার জন্য দুনিয়ায় রাসূল করে পাঠানো হয়নি। তাকদীরের বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করাও তোমাদের কাজ নয়। আমাকে নবী করে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহর হুকুম-আহকাম অনুযায়ী চালানো, আল্লাহর নির্দ্ধারিত ফরজ আদায় করা তোমাদের কাজ। তাকদীরের ব্যাপারে বেশী বাড়াবাড়ি তোমরা করো না। এর উপর ঈমান আনাই যথেষ্ট।

٩٣ - وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَرْضِ فَجَاءَ بَنُوْ اٰدَمَ عَلٰى قَدْرِ الْاَرْضِ مِنْهُمُ الْاَحْمَرُ وَالْاَبْيَضُ وَالْاَسْوَدُ وَبَيْنَ ذٰلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ - رواه احمد والترمذى وابو داود

৯৩। হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ)-কে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি সমগ্র পৃথিবী হতে নিয়েছিলেন। তাই আদম-সন্তানগণ (ওই মাটির বিভিন্ন রং অনুযায়ী) কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ মধ্যম রঙ্গের হয়েছে। আবার কেউ নরম মেজাজের, কেউ গরম মেজাজের, কেউ সৎ, কেউ অসৎ প্রকৃতির হয়েছে (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আদম (আ)-কে তৈরীর জন্য আযরাঈল (আ)-কে হুকুম দেয়া হয়েছিলো এক মুঠ মাটি আনার জন্য। হযরত আযরাঈল গোটা পৃথিবীর প্রতিটি জায়গা থেকে সামান্য সামান্য মাটি নিজের মুষ্টি ভরে এনেছিলেন। এই মাটি দ্বারাই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। এই কারণেই আদম সন্তানরা বিভিন্ন রং ও বর্ণ গোত্র ও প্রকৃতির হয়েছে। কেউ কালো, কেউ সাদা, কেউ বাদামী। কেউ নরম মেজাজের,

১৫—

কেউ কঠিন, কেউ মিষ্টভাষী, কেউ আবার কটুভাষী। কেউ পবিত্র মনের, সত্য গ্রহণকারী। কেউ সত্যকে অস্বীকারকারী ইত্যাদি। এই হাদীসে এই কথাই বুঝানো হয়েছে।

٩٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِيْ ظُلْمَةٍ فَاَلْقٰى عَلَيْهِمْ مِّنْ نُّوْرِهِ فَمَنْ اَصَابَهُ مِنْ ذٰلِكَ النُّوْرِ اِهْتَدٰى وَمَنْ اَخْطَاَهُ ضَلَّ فَلِذٰلِكَ اَقُوْلُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلٰى عِلْمِ اللّٰهِ - رواه احمد والترمذى

৯৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তাদের প্রতি নিজের নূর (জ্যোতি) নিক্ষেপ করেন। যার কাছে তাঁর এই নূর পৌঁছেছে সে সৎ ও সত্য পথ লাভ করেছে। আর যার কাছে এই নূর পৌছেনি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাই আমি বলি ঃ আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুযায়ী যা হবার তা-ই হয়েছে (আহমদ ও তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ অন্ধকার অর্থ হলো নফস আম্মারার প্ররোচনা। মানুষের প্রকৃতিতে, স্বভাবে-চরিত্রে কুপ্রবৃত্তি ও অলসতার বীজ নিহিত আছে। অতএব যার কলব বা হৃদয় ও দেমাগ ঈমান-ইহসানের আলোকে আলোকিত, সে আল্লাহর আনুগত্যের দ্বারা আল্লাহ্‌র জাত ও সিফাত সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করছে। এই ব্যক্তি নফসে আম্মারার প্ররোচনা, ধোঁকা ও অন্ধকার থেকে বের হয়ে আল্লাহর ইবাদত ও নেক কাজের মধ্যে মগ্ন হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি নফসে আম্মারার ধান্ধাবাজি ও চক্রান্তে ফেসে গেছে সে আল্লাহর আনুগত্য হতে বঞ্চিত হয়ে গোমরাহীর অতল তলে ডুবে গেছে।

٩٥ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهٖ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا قَالَ نَعَمْ اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللّٰهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ - رواه الترمذى وابن ماجة

৯৫। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই দোয়া করতেন ঃ "হে হৃদয় পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমার হৃদয়কে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করো"।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার আনা দীনের উপর, শরীয়তের উপর ঈমান এনেছি। এরপরও কি আপনি আমাদের ব্যাপারে আশংকা করেন (যে আমরা না আবার গোমরাহ হয়ে যাই)? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই 'কলব, আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে বিদ্যমান অর্থাৎ তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারে আছে। যেভাবে তিনি চান সেভাবে কলবকে ঘুরিয়ে দেন (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আনাসের এই হাদীস বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো একেবারেই বেগুনাহ মাহফুজ। চুল পরিমাণ কোন ভুল-ভ্রান্তিও (নাউযু বিল্লাহ) তাঁর মধ্যে নাই। তাই এই দোয়া নিশ্চয়ই তিনি আমাদের জন্য করতেন। আমরা দুনিয়ার চমক ভোগ বিলাসে ডুবে গিয়ে দীন ও ঈমান থেকে যেনো গোমরাহ হয়ে না যাই। সাহাবাদের প্রশ্ন ছিলো, আপনি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, আপনার শরীয়ত ও সত্যবাদিতার উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান আছে। তাছাড়া আমাদের 'কলব' ঈমান ও ইতেকাদের প্রকৃত অবস্থায় স্থির হয়ে আছে। আমাদের আর গোমরাহ হবার কি আশংকা আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'কলব' বা হৃদয়ের গতি-প্রকৃতি আল্লাহর হাতে। যেভাবে তিনি চান সেভাবে মনকে ঘুরান। কে জানে কখন কার মন কোন দিকে ঘুরে যায়। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করতে বলেছেন। আল্লাহ যেনো সব সময় মনকে গোমরাহী হতে ফিরেয়ে রেখে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

٩٦ – وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيْشَةٍ بِاَرْضٍ فَلاَةٍ يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ - رواه احمد

৯৬। হযরত আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'কলব' বা মন হলো কোন তৃণশূন্য খোলা মাঠে একটি পালকবৎ, যাকে বাতাসের গতি বুকে-পিঠে (এদিকে-সেদিকে) ঘুরপাক করিয়ে থাকে (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ কলবকে এক স্থানে টিকিয়ে রাখা কঠিন। শয়তান পেছনে লাগাই আছে। মন কখনো খারাপ কাজ থেকে ভালো কাজের দিকে আবার কখনো ভালো কাজ হতে খারাপ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাই সব সময় দিলের নেক কাজে প্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া করতে হবে ঃ "ইয়া মুকাল্লিবাল-কুলূব সাব্বিত কুলূবানা আলা দীনিকা।"

٩٧ – وَعَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِاَرْبَعٍ يَّشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَعَثَنِىْ

بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ - رواه الترمذى وابن ماجة

৯৭। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কোন বান্দাহ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত চারটি জিনিসের উপর ঈমান না আনবে ঃ (১) সে সাক্ষী দেবে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, (২) নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ দীনে হক নিয়ে আমাকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, (৩) মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে হাশরের ময়দানে উঠার উপর ঈমান আনা এবং (৪) তাকদীরের উপর ঈমান আনা (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)।

৯৮ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْاِسْلَامِ نَصِيْبٌ اَلْمُرْجِيَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ - رواه الترمذى وَقَال هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ٠

৯৮। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে দুই রকমের লোক আছে, যাদের জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই। তারা হলো ঃ (১) মুর্জিয়া ও (২) কাদরিয়া (তিরমিযী)। তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ আলেমের মতে জাবরিয়াগণকেই মুর্জিয়া বলা হয়। কারো কারো মতে এই হাদীসটির বিশ্বস্ততা সম্পর্কেই সন্দেহ আছে।

ইসলামে দুইটি ফিরকা দেখতে পাওয়া যায়। 'মুর্জিয়া' ও 'কাদারিয়া'। মুর্জিয়ারা বলে, মানুষের আমলের কোন মূল্য নেই। তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। যেমন পাথরের ও কাঠের ক্ষমতা নেই। এদের যেদিকে ঠেলে দেয় সেই দিকেই গড়িয়ে গিয়ে পড়ে থাকে। যারা এগুলোকে ফেলে দেয় বা ঠেলে দেয় তাদের হাতেই এদের নিয়ন্ত্রণ। ঠিক মানুষও তাই। তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। তাদের কোন এখতিয়ার নেই। তারা একেবারেই অসহায় অক্ষম। তাদের কোন ইচ্ছা এখতিয়ার নেই। কুদরত তাদের দিয়ে যা করান তাই তাদের দিয়ে হয়। কোন আমল তারা নিজেরা করতে সমর্থ নয়। আর না কোন আমল থেকে তারা বিরত থাকতে পারে।

ঠিক এর বিপরীত দ্বিতীয় ফিরকা হলো 'কাদারিয়া'। তারা তাকদীরকে আদলেই স্বীকার করে না। তাদের মত হলো, বান্দার কাজ-কারবারে, আমলে-আখলাকে 'তাকদীরের' কোনো দখল নেই, বরং মানুষ স্বয়ং এসব কাজের মালিক-মোখতার। সে সব কাজই করতে পারে। যে কাজই সে করবে নিজের শক্তির বলেই করবে।

এই উভয় ফেরকাই ইসলামী আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীতে নিজ নিজ মতামতে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত। তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্গত নয়। তাদের মতামতের সাথে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত একমত নয়। এই হাদীস থেকেও বুঝা যায়, মুর্জিয়া ও কাদারিয়া ফিরকা কাফির। তবে হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলবীর মতে এই দুই ফির্কা কাফির নয়, বরং ফাসেক।

٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ خَسْفٌ وَّمَسْخٌ وَّذٰلِكَ فِيْ الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدْرِ - رواه ابو داؤد وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ ·

৯৯। হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মতের মধ্যেও (আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি) যমীন ডেবে দেওয়া ও চেহারা পরিবর্তন করে দেবার মতো ঘটনা ঘটবে। এই শাস্তি হবে তাদের উপর যারা 'তাকদীরকে' অস্বীকার করবে (আবু দাউদ)। ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ যমীন ডেবে যাওয়া আর চোহারা পাল্টিয়ে দেয়া আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে এক কঠিন আযাব। আগের অনেক নবীর উম্মতের উপর বিদ্রোহ, সীমা লংঘন এবং নাফরমানীর কারণে এই ধরনের ভয়াবহ আযাব হয়েছিলো। শেষ নবীর উম্মাতের উপরও শেষ যমানায় বিদ্রোহ, সীমা লংঘন ও নাফরমানী অধিক হারে বেড়ে যাবার কারণে এই ভয়াবহ আযাব আসতে পারে। কোন কোন বুজুর্গ বলেন, এই হাদীসের অর্থ হলো, মাসখ ও খাসফ এই দুইটি আযাব যদি হয় তাহলে এই ফিরকার উপর হবে।

١٠٠ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدْرِيَّةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ اِنْ مَرِضُوْا فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ وَاِنْ مَّاتُوْا فَلاَ تَشْهَدُوْهُمْ - رواه احمد وابو داود

১০০। হযরত ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাদারিয়াগণ হলো এই উম্মাতের মাজুসী। তারা যদি অসুস্থ হয় তাদের দেখতে যাবে না, আর যদি মারা যায় তাদের জানাযায় যেও না (আহমাদ ও আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ কাদারিয়া সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট, এই হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট। এদের এই উম্মাতের মাজুসী বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখ্যায়িত করেছেন। মাজুসীরা অগ্নিউপাসক জাতি। তারা দুই আল্লাহ মানে। এক আল্লাহ নেক ও ভালো

সৃষ্টি করে। তাকে ইয়াজদান বলে। আর এক আল্লাহ মন্দ ও খারাপ কাজের স্রষ্টা। একে শয়তান বলা হয়। মাজুসীদের মতো কাদারিয়ারাও একাধিক আল্লাহর প্রবক্তা। তারা বলে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ-কর্মের খালেক (স্রষ্টা)। তাদের মতে, তাই যতো মানুষ ততো খালেক। তাদের মতেও কল্যাণের খালেক ভিন্ন আর অকল্যাণ ও মন্দের খালেক ভিন্ন। হাদীসের মর্ম অনুযায়ী এদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক সার্বিকভাবে ছেদ করতে হবে।

١٠١ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُجَالِسُوْا أَهْلَ الْقَدْرِ وَلاَ تُفَاتِحُوْهُمْ - رواه ابو داود

১০১। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কাদারিয়া সম্প্রদায়ের সাথে উঠা-বসা করো না এবং তাদেরকে বিচারক নিয়োগ করো না (আবু দাউদ)।

١٠٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُّجَابُ الزَّائِدُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوْتِ لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّهُ اللّٰهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّهُ اللّٰهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرَمِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِيْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِيْ - رواه البيهقى فى المدخل ورزين فى كتابه

১০২। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছয় ধরনের মানুষের উপর আমি লা'নত দেই এবং আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে অভিশাপ দেন। প্রত্যেক নবীর দোয়াই কবুল হয়। (যাদের উপর লা'নত তারা হলো) (১) যারা কুরআনের উপর বাড়াবাড়ি করে; (২) যে তাকদীরে এলাহীকে মিথ্যা মনে করে; (৩) যে ব্যক্তি শক্তি প্রয়োগ করে জোরজবর করে ক্ষমতা দখল করে, আল্লাহ যাদেরকে অপমানিত লাঞ্ছিত করেছেন (কাফের-মুশরিক-ফাসেক) তাদের মর্যাদাশালী বানাতে আর আল্লাহ যাকে মর্যাদাশালী করেছেন (মুমিন দীনদার) তাদের অপমাণিত ও লাঞ্ছিত করতে; (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লংঘন করে ওই জিনিসকে হালাল জানে যা আল্লাহ হারাম করেছেন; (৫) যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতকে খুন করা হালাল মনে করে, যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং (৬) আমার দেয়া নিয়ম-কানুন ত্যাগকারী (বায়হাকী ও রযীন)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উল্লেখিত যে ছয় ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে তারা তাদের ভুল ঈমান-আকীদা পোষণ করার কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধী। তাই রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন। এদের উপর আল্লাহও অভিসম্পাত করেছেন। নবীদের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন – এ কথা এখানে বলার অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদেরকে যে অভিসম্পাত করেছেন তা কবুল হয়েছে, তারা বরবাদ হয়েছে। কুরআনের উপর বাড়াবাড়ির অর্থ শাব্দিক বাড়াবাড়ি হতে পারে। বাড়াবাড়ি হতে পারে আয়াতের অর্থে। আয়াতের যে অর্থ তার বিপরীত অর্থ করা বাড়াবাড়ি হতে পারে।

আর পরিপূর্ণ কুরআনের সাথেও বাড়াবাড়ি হতে পারে। কুরআন সমগ্র জীবনের বিধান হিসাবে আল্লাহ নাযিল করেছেন। কেউ যদি এর সব হুকুম না মেনে, তার সুবিধামত কিছু নির্দেশ মানে আর সব ছেড়ে দেয়, এটাও বাড়াবাড়ি হতে পারে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এদের উপর অভিসম্পাত করেছেন।

শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতা দখলকারী আল্লাহর হুকুম কায়েম করে না, বরং এ ধরনের ক্ষমতা দখলকারীরা আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে যারা নন্দিত ও মর্যাদাশালী তাদের লাঞ্ছিত করে। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য যারা আল্লাহ ও রাসূলের চোখে নিন্দিত তাদের তারা নন্দিত করে।

আল্লাহ যেসব জিনিসকে হালাল করেছেন সেসব জিনিসকে যারা হারাম মনে করে আবার যা আল্লাহ হারাম করেছেন তাকে যারা হালাল মনে করে তারা সীমালংঘনকারী এবং মুরতাদ। এদের উপরও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অভিসম্পাত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গকে 'ইতরাত' তথা 'আহলে বাইত' বলা হয়। রাসূলের বংশধরদের একটা আলাদা মর্যাদা আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। আওলাদে রাসূল হিসাবে তাদের যে মর্যাদা তার তুলনা নেই। তাদের উপর অত্যাচার করা, তাদেরকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন। যে ব্যক্তি তাদেরকে নির্যাতন করে বা হত্যা করে সেও অভিশপ্ত। আল্লাহর প্রিয় রাসূল যে পদ্ধতিতে একটা জাহেলী সমাজকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী সমাজে রূপান্তরিত করেছেন, যে পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন ইসলামকে, এসবই হলো সুন্নাতে রাসূল। দীন প্রতিষ্ঠিত না থাকলে এ সুন্নাত অনুযায়ী দীন প্রতিষ্ঠা করার নামই সুন্নাতে রাসূল। যারা এই সুন্নাতে রাসূলকে ছেড়ে দেবে তারাও অভিশপ্ত।

١٠٣ - وَعَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ لِعَبْدٍ اَنْ يَّمُوْتَ بِاَرْضٍ جَعَلَ لَهُ اِلَيْهَا حَاجَةً - رواه احمد والترمذى

১০৩। হযরত মাতার ইবন উকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা

যখন কোন বান্দার মৃত্যু কোন জায়গায় নির্দ্ধারিত করেন তখন সেখানে তার যাবার জন্য একটি প্রয়োজনও সৃষ্টি করে দেন (আহমাদ ও তিরমিযী)।

١٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰه ذَرَارِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ مِنْ اٰبَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰه بِلاَ عَمَلٍ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ قُلْتُ فَذَرَارِىُّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ مِنْ اٰبَائِهِمْ قُلْتُ بِلاَ عَمَلٍ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ - رواه ابو داود

১০৪। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়সের বাচ্চাদের (জান্নাত জাহান্নাম সংক্রান্ত ব্যাপারে) কি নির্দেশনা? তিনি জবাবে বললেন, তারা বাপ-দাদার অনুসারী হবে (অর্থাৎ তারা বাপ-দাদার সাথে জান্নাতে থাকবে)। আমি আরয করলাম, কোন আমল ছাড়াই? তিনি বললেন, আল্লাহ খুব ভালো জানেন ওই বাচ্চাগুলো জীবিত থাকলে কি করতো। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়সের বাচ্চাদের কি হুকুম? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারাও তাদের বাপ-দাদার অনুসারী হবে। (বিস্মিত হয়ে) আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমলা ছাড়া? জবাবে হুযুর বললেন, ওই বাচ্চাগুলো কি করতো আল্লাহ ভালো জানেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমান ও মুশরিকদের ছোট বাচ্চারা মারা গেলে জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে—এটাই ছিলো হযরত আয়েশার জিজ্ঞাসা। তাদের তো নেক বদ কোন আমল নেই। হুযুরের জবাবে বিবি আয়েশা বিস্মিত হয়ে বললেন, কোন আমল ছাড়া কিভাবে জান্নাতে বা জাহান্নামে যাবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্র জানা আছে তারা কি করতো। এটাই তাকদীর।

মুশরিকদের বাচ্চাদের ব্যাপারে আল্লামা তুরপুশতী (র) বলেন, এদের ব্যাপারে হুযুরের জবাবের অর্থ হলো, দুনিয়ায় তারা বাপ-দাদার অনুসারী হবে, আখিরাতের ব্যাপার আল্লাহর হাতে। ওখানে তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

١٠٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَائِدَةُ وَالْمَوْؤُدَةُ فِى النَّارِ - رواه ابو داود والترمذى

১০৫। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিজের মেয়ে সন্তানকে যে নারী জীবিত কবর দেয় এবং যে মেয়েকে কবর দেয়া হয়, উভয়ই জাহান্নামী (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ আরবে জাহেলিয়াতের যুগে কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত পুতে ফেলার অমানবিক নিষ্ঠুর প্রথা জারী ছিলো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ইসলামের আলো বিকশিত হবার পর এই জুলুম ও জিহালতের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এই হাদীসে এই নিষ্ঠুর আচরণের উপর এই শাস্তি দেবার কথা বলা হয়েছে। সাধারণত ভরণপোষণ ও অকুলীন পরিবারে বিয়ে দেবার ভয়ে মেয়েরাই অর্থাৎ মায়েরা একাজ করতো। এই হাদীসে তাই মেয়ে লোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা কবর দিতো। তারা তো জাহান্নামে যাবার কারণ স্পষ্ট। কিন্তু যাদের কবর দেওয়া হতো অর্থাৎ কন্যারা তারা জাহান্নামে যাবে কেনো তা স্পষ্ট নয়। মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে খামুশ থাকাই ভালো মনে করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٠٦ - عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَغَ اِلَــى كُلِّ عَبْدٍ مِّنْ خَلْقِهِ مِنْ خَمْسٍ مِّنْ اَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَاَثَرِهِ وَرِزْقِهِ - رواه احمد

১০৬। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা পাঁচটি ব্যাপার তাঁর মাখলুকের জন্য চূড়ান্তভাবে লিখে দিয়ে ফয়সালা করে দিয়েছেন ঃ (১) তার আয়ুষ্কাল, (২) তার আমল, (৩) তার বাসস্থান (জন্ম ও মৃত্যুস্থান), (৪) তার চলাফেরা ও গতিবিধি (৫) এবং তার রিযিক (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও তাকদীর সম্পর্কেই বলা হয়েছে। যেসব কথা আগে অনেক হাদীসের ব্যাখ্যায়ই বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে প্রত্যেক মানুষের জন্মের অনেক আগেই আরশে তার তাকদীর লিখে দেয়া হয়ে গেছে। এখন আর এতে কম-বেশী কিছুই করা হবে না। মানুষ দুনিয়াতে কতদিন বাঁচবে, মৃত্যু কবে ও কোথায় কোন মুহূর্তে হবে, দুনিয়াতে তার আমল নেক হবে, না বদ হবে, সে কোথায় বসবাস করবে, তার ধন-দৌলত কি হবে সবই সিদ্ধান্তকৃত। যা তাকদীর সে অনুযায়ী সে আমল করবে।

١٠٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَّمْ يَتَكَلَّمْ فِيْهِ لَمْ يُسْئَلْ عَنْهُ - رواه ابن ماجة

১০৭। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে আলোচনা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে কোন আলোচনা করবে না তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে না (ইবনে মাজা)।

١٠٨ - وَعَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ اَتَيْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ وَقَعَ
فِىْ نَفْسِىْ شَىْءٌ مِّنَ الْقَدَرِ فَحَدِّثْنِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِىْ فَقَالَ
لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوٰتِهٖ وَاَهْلَ اَرْضِهٖ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ
لَّهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْ اَعْمَالِهِمْ وَلَوْ اَنْفَقْتَ مِثْلَ اُحُدٍ
ذَهَبًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا قَبِلَهُ اللّٰهُ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ اَنَّ مَا
اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاَنَّ مَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُصِيْبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلٰى
غَيْرِ هٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ
قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
فَحَدَّثَنِىْ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذٰلِكَ - رواه احمد وابو
داود وابن ماجة

১০৮। হযরত ইবনুদ দাইলামী (রাহিমাহুল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করলাম, আমার মনে তাকদীর সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আপনি আমাকে কিছু হাদীস শুনান যাতে আমার মন থেকে আল্লাহ এসব সন্দেহ-সংশয় দূর করে দেন। (একথা শুনে) তিনি বললেন, যদি আল্লাহ তাআলা আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীদের শাস্তি দেন তাহলে তা দিতে পারেন। এতে আল্লাহ জালিম বলে সাব্যস্ত হবেন না। অপরদিকে তিনি যদি তাঁর মখলুকের সকলের প্রতিই রহমত করেন তাহলে তাঁর এই রহমত তাদের জন্য তাদের সকল আমল হতে উত্তম হবে। সুতারাং যদি তুমি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে দান করো তোমার থেকে তিনি তা গ্রহণ করবেন না, যে পর্যন্ত তুমি তাকদীরে বিশ্বাস না করবে এবং তুমি বিশ্বাস না করবে, যা তোমার ভাগ্যে ঘটেছে তা তোমার কাছ থেকে কখনো দূরে চলে যাবার নয়, আর যা দূরে চলে গেছে তা কখনো তোমার কাছে আসার নয়। এই বিশ্বাস পোষণ করা ছাড়া যদি তুমি মৃত্যুবরণ করো তাহলে নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামে যাবে।

ইবনুদ দাইলামী বলেন, উবাই ইবনে কা'বের এই বর্ণনা শুনে আমি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের খিদমতে হাযির হলাম। তিনিও আমাকে এ কথাগুলো শুনালেন। এরপর এলাম হুজাইফা ইবন ইয়ামানের কাছে। তিনিও আমাকে একই কথা বললেন। এরপর এলাম যায়েদ ইবনে সাবেতের কাছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত এ ধরনের হাদীস শুনালেন (আহমাদ, আবু দাঊদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ তুমি যা অর্জন করেছো এ ব্যাপারে এমন কথা বলো না, আমার চেষ্টা তদবীরের ফলে আমি তা লাভ করেছি। আর যদি কোন জিনিস না পাও তাহলেও একথা বলো না যে, যদি আমি চেষ্টা-তদবির করতাম, অবশ্যই তা পেতাম। কারণ তুমি যা লাভ করেছো তোমার সাধনার জন্য নয়, বরং তোমার তাকদীরের লিখন অনুযায়ী পেয়েছো। আর যা পাওনি তা-ও তোমার তাকদীরের লিখন ছিলো বলেই পাওনি। তাই খুব করে মনে রাখতে হবে কিছু পাওয়া আর না পাওয়া 'তাকদীরে ইলাহী' অনুযায়ী হয়।

١٠٩ – وَعَنْ نَّافِعٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ اِنَّ فُلاَنًا يُقْرِأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ فَقَالَ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّــهُ قَدْ اَحْدَثَ فَاِنْ كَانَ قَدْ اَحْدَثَ فَلاَ تُقْرِئْـهُ مِنِّى الـسَّلاَمَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ اَوْ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَّمَسْخٌ اَوْ قَذْفٌ فِىْ اَهْلِ الْقَدَرِ - رواه الترمذى وابو داود وابن ماجة وقال الترمذى هذا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

১০৯। হযরত নাফে' রাহিমাহুল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে উমারের নিকট এলো এবং বললো, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম দিয়েছে। হযরত ইবনে উমার বললেন, আমি জেনেছি সে নাকি দীনের মধ্যে নতুন কথার সৃষ্টি করেছে। যদি সত্যি সত্যি সে দীনের মধ্যে কোন নতুন কথার (বিদয়াত) সৃষ্টি করে থাকে তাহলে আমার তরফ থেকে তাকে (সালামের জবাবে) কোন সালাম পৌছাবে না। কারণ আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের অথবা এই উম্মাতের মধ্যে জমিনে দেবে যাওয়া, চেহারা বিকৃত হয়ে যাওয়া, শিলা পাথর বর্ষিত হওয়ার মতো আল্লাহর কঠিন আযাবে নিপতিত হবে যারা তাকদীর অস্বীকার করবে তারা। (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইবনে উমারকে যে ব্যক্তির সালাম পৌছানো হয়েছিল, সে কে তা বোধ হয় তিনি জানতেন। সে ব্যক্তি নিজের তরফ থেকে মনগড়া কিছু নতুন

কথা (বিদয়াত) যেমন তাকদীর অস্বীকার করা ইত্যাদি গড়ে ছিলো। তাই ইবনে উমার বললেন, ওর সালমের জবাবে ইবনে উমারের সালাম তাকে না পৌঁছাতে। কেনোনা এ ধরনের লোকদের সাথে সালাম-কালাম না করা, সম্পর্ক না রাখার হুকুম আছে। তারা বিদয়াতী। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের কায়েম করা সীমা তারা লংঘন করে।

١١٠ - وَعَنْ عَلِىٍّ قَالَ سَاَلَتْ خَدِيْجَةُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتَ لَهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا فِى النَّارِ قَالَ فَلَمَّا رَاَى الْكَرَاهَةَ فِىْ وَجْهِهَا قَالَ لَوْ رَاَيْتِ مَكَانَهُمَا لَاَبْغَضْتِهِمَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَلَدِىْ مِنْكَ قَالَ فِى الْجَنَّةِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَوْلَادَهُمْ فِى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَوْلَادَهُمْ فِى النَّارِ ثُمَّ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ - رواه احمد

১১০। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার (পূর্ব-স্বামীর ঔরষজাত) দুইটি সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যারা জাহিলিয়াতের যুগে মারা যায় (তারা জান্নাতী কি জাহান্নামী)। হুযুর জবাবে বললেন, তারা জাহান্নামে। হযরত আলী বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদিজার (বাচ্চাদের ব্যাপার শুনার পর) চেহারায় বিষন্ন ভাব দেখে বললেন, তুমি যদি তাদের অবস্থান দেখতে, তাহলে তুমি ওদের (বাচ্চাদের) থেকে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়তে। এরপর হযরত খাদিজা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ঔরসে আমার যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করে মারা গেছে (কাসেম ও আবদুল্লাহ, ওদের অবস্থা কি)? হুযুর বললেন, তারা জান্নাতে আছে। তারপর হুযুর বললেন, মু'মিন ও তাদের সন্তানরা জান্নাতে এবং মুশরিক ও তাদের সন্তানরা জাহান্নামে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তানরা তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানদেরকে (জান্নাতে) ওদের সাথে রাখবো" (সূরা তূর ঃ ১২) (আহমাদ)।

١١١ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَىْ كُلِّ اِنْسَانٍ مِّنْهُمْ وَبِيْصًا مِّنْ نُّوْرٍ ثُمَّ

عَرَضَهُمْ عَلٰى اٰدَمَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ مَنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ ذُرِّيَّتُكَ فَرَاٰى رَجُلاً مِّنْهُمْ فَاَعْجَبَهُ وَبِيْصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ اَىْ رَبِّ مَنْ هٰذَا قَالَ دَاوُدُ فَقَالَ اَىْ رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ قَالَ سِتِّيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِىْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْقَضٰى عُمُرُ اٰدَمَ اِلَّا اَرْبَعِيْنَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ اٰدَمُ اَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِىْ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ اَوَلَمْ تُعْطِهَا اِبْنَكَ دَاوُدَ فَجَحَدَ اٰدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِىَ اٰدَمُ فَاَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطَاَ اٰدَمُ وَخَطَاَتْ ذُرِّيَّتُهُ - رواه الترمذى

১১১। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর পিঠের উপর হাত বুলালেন। তাঁর পিঠ থেকে ওইসব (মানব) জীবন বেরিয়ে আসলো যা কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হবার ছিলো। এদের মধ্যে প্রত্যেকের দুই চোখের মাঝখানে নূরের চমক ছিলো। এরপর সকলকে আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সামনা সামনী দাঁড় করালেন। এদেরকে দেখে আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, পরওয়ারদিগার! এরা কারা? পরওয়ারদিগার বললেন, এরা সব তোমার আওলাদ। আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের একজনকে দেখলেন, তাঁর দুই চোখের মাঝখানের আলোর চমক তাঁকে বিস্ময়াভিভূত করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পরওয়ারদিগার! একে? তিনি বলেন, দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন, হে প্রভু! তার বয়স কত দিয়েছেন? তিনি বলেন, ষাট বছর। তিনি বলেন, প্রভু? আমার বয়স থেকে তাকে চল্লিশ বছর দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ফুরিয়ে গেলে এবং ঐ চল্লিশ বছর বছর বাকী থাকতে মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর কাছে এলেন। আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, এখনো তো আমার বয়স চল্লিশ বছর বাকী আছে। মৃত্যুর ফেরেশতা বললেন, আপনি কি আপনার বয়সের চল্লিশ বছর আপনার সন্তান দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে দেননি? আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অস্বীকার করলেন। তাই তার সন্তানরাও অস্বীকার করে। আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওয়াদা ভুলে গেলেন। তিনি (নিষিদ্ধ) গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। তাই তাঁর আওলাদও ভুল করে থাকে। হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্যুতি ঘটেছিলো। তাই তার আওলাদেরও বিচ্যুতি ঘটে থাকে (তিরমিযী)।

١١٢ - وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ حِيْنَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنٰى فَاَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَاَنَّهُمُ الذَّرُّ وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرٰى فَاَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَاَنَّهُمُ الْحُمَمُ فَقَالَ لِلَّذِىْ فِىْ يَمِيْنِهِ اِلَى الْجَنَّةِ وَلَا اُبَالِىْ وَقَالَ لِلَّذِىْ فِىْ كَتِفِهِ الْيُسْرٰى اِلَى النَّارِ وَلَا اُبَالِىْ - رواه احمد

১১২। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে সময় আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর ডান কাঁধের উপর (তাঁর কুদরতী হাত) মারলেন। এতে ছোট ছোট পিঁপড়ার মতো সুন্দর ও চকচকে একদল আদম সন্তান বেরিয়ে আসলো। তিনি আবার তাঁর বাম কাঁধের উপর (কুদরতী) হাত মারলেন। এতেও কয়লার মতো কালো আর একদল আদম সন্তান বেরিয়ে আসলো। এরপর আল্লাহ তাআলা ডান দিকের আদম সন্তানদের দিকে নির্দেশ করে বললেন, এরা জান্নাতী, এতে আমি কারো পরোয়া করি না। আবার তিনি বাম দিকের আদম সন্তানদের দিকে নির্দেশ করে বললেন, এরা জাহান্নামী। এ ব্যাপারেও আমার কোনো পরোয়া নেই (আহমাদ)।

١١٣ - وَعَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ اَنَّ رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ دَخَلَ عَلَيْهِ اَصْحَابُهُ يَعُوْدُوْنَهُ وَهُوَ يَبْكِىْ فَقَالُوْا لَهُ مَا يُبْكِيْكَ اَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ اَقِرَّهُ حَتّٰى تَلْقَانِىْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ بِيَمِيْنِهِ قَبْضَةً وَّاُخْرٰى بِالْيَدِ الْاُخْرٰى وَقَالَ هٰذِهِ لِهٰذِهِ وَهٰذِهِ لِهٰذِهِ وَلَا اُبَالِىْ فِىْ اَىِّ الْقَبْضَتَيْنِ اَنَا - رواه احمد

১১৩। হযরত আবু নাদরা (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যকার আবু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গীসাথীগণ দেখতে এলেন। তিনি তখন কাঁদছিলেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেনো? আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেননি, তোমার গোঁফ খাটো করবে। সব সময় এভাবে খাটো রাখবে, যে পর্যন্ত আমার সাথে এসে না মিশবে (জান্নাতে)। তিনি বলেছেন, হাঁ। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথাও

বলতে শুনেছি, মহামহিম আল্লাহ তাআলা নিজের (কুদরতী) ডান হাতে এক দলকে তুলে নিয়ে বলেছেন, এরা জান্নাতের জন্য এবং বাম হাতের তালুতে এক দলকে তুলে নিয়ে বললেন, এরা জাহান্নামের জন্য। আর এই ব্যাপারে আমি কারো পরোয়া করি না। একথা বলে হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি জানি না, কোন হাতের মুঠিতে আমি আছি (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ জীবনের শেষ মুহূর্তে পৌছে গিয়েছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে যান। তিনি তখন কাঁদছিলেন। সাহাবীগণ সান্ত্বনা দিয়ে বলছিলেন, আপনার তো কাঁদার কোন কারণ নেই। একে তো আপনি রাসূলের একজন সাহাবী, তাছাড়া তিনি আপনাকে সব সময় গোঁফ কেটে-ছেটে রাখলে জান্নাতে তার সাথী হবার শুভ সংবাদ দিয়েছেন। এতে তো বুঝা গেলো আপনার জীবন 'খাতেমা বিল খায়র' ('কল্যাণের উপর সমাপ্তি') হবে। এরপরও তিনি আল্লাহর কোন হাতের মুঠিতে আছেন, এ সন্দেহ করছেন। সাহাবী হওয়া, দীনের জন্য কাজ করা ও শুভসংবাদই তো প্রমাণ, তিনি আল্লাহর কুদরতী হাতের কোন মুঠোয় আছেন।

١١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَخَذَ اللّٰهُ الْمِيْثَاقَ مِنْ ظَهْرِ اٰدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِىْ عَرَفَةَ فَاَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهٖ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَاَهَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلاً قَالَ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ اَوْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ - رواه احمد

১১৪। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা আরাফার ময়দানের কাছাকাছি নামান নামক স্থানে আদম (আ)-এর পিঠ হতে নির্গত তাঁর সব সন্তানদের থেকে অঙ্গীকার আদায় করেছিলেন। তিনি আদম (আ)-এর পিঠ হতে তাঁর আওলাদকে বের করেছিলেন। এসকলকে পিঁপড়ার মতো আদম (আ)-এর সামনে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। তারপর আল্লাহ তাদের সামনাসামনি কথা বলেছিলেন – "আমি কি তোমাদের 'রব' নই? আদম সন্তানরা জবাব দিয়েছিলো, নিশ্চয় নিশ্চয় আপনি আমাদের 'রব'। তারপর আল্লাহ বললেন, তোমাদের নিকট হতে এই সাক্ষ্য আমি এজন্য গ্রহণ করলাম যে, তোমরা যেনো কিয়ামতের দিন একথা বলতে না পারো, আমরা জানতাম না অথবা তোমরা একথাও বলতে না পারো, আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের আগে মুশরিক ছিলো। আমরা তাদের

পরবর্তী বংশধর। আমরা তাদের অনুসরণ করেছি। তুমি কি বাতিল পূজারীদের আমলের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে" (সূরা আরাফ ঃ ১৭২-৩) (আহমাদ)?

ব্যাখ্যা ঃ কিয়ামতের দিন কোন ওজর-আপত্তি, দলিল-দস্তাবেজ যেনো কোন জাহিলী মতবাদ গ্রহণের জন্য বনি আদম পেশ করতে না পারে, সেইজন্য আল্লাহ তাআলা তার কুদরতে কামেলার মাধ্যমে এই সাক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা করেন। একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেয়ার অভিযোগ যেনো ওই দিন উঠাতে না পারে। এটাই আল্লাহর কৌশল বা যুক্তি। এরপর তো প্রত্যেক যুগে যুগে কালে কালে তাওহীদের প্রচার-প্রসারের জন্য তো নবী-রাসূল পাঠিয়েছেনই। সে সকল নবী-রাসূলও এই ওয়াদা অঙ্গীকারের কথা সকল বনি আদমকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

١١٥ - وَعَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ اَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوْا ثُمَّ اَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَاِنِّىْ اُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَالْاَرْضِيْنَ السَّبْعَ وَاُشْهِدُ عَلَيْكُمْ اَبَاكُمْ اٰدَمَ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهٰذَا اِعْلَمُوْا اَنَّهُ لَا اِلٰهَ غَيْرِىْ وَلَا رَبَّ غَيْرِىْ وَلَا تُشْرِكُوْا بِىْ شَيْئًا اِنِّىْ سَاُرْسِلُ اِلَيْكُمْ رُسُلِىْ يُذَكِّرُوْنَكُمْ عَهْدِىْ وَمِيْثَاقِىْ وَاُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِىْ قَالُوْا شَهِدْنَا بِاَنَّكَ رَبُّنَا وَاِلٰهُنَا لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ وَلَا اِلٰهَ لَنَا غَيْرُكَ فَاَقَرُّوْا بِذٰلِكَ وَرُفِعَ عَلَيْهِمْ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ فَرَاَى الْغَنِىَّ وَالْفَقِيْرَ وَحَسَنَ الصُّوْرَةِ وَدُوْنَ ذٰلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْلَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ قَالَ اِنِّىْ اَحْبَبْتُ اَنْ اُشْكَرَ وَرَاَى الْاَنْبِيَاءَ فِيْهِمْ مِثْلَ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّوْرُ خُصُّوْا بِمِيْثَاقٍ اٰخَرَ فِى الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ اِلٰى قَوْلِهِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ كَانَ فِىْ تِلْكَ الْاَرْوَاحِ فَاَرْسَلَهُ اِلٰى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَحُدِّثَ عَنْ اُبَىٍّ اَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيْهَا -

رواه احمد

১১৫। হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে মহামহিম আল্লাহ্‌র বাণী বর্ণিত। তিনি "তোমাদের রব যখন বনি আদমের পিঠ থেকে তাদের আওলাদ বের করলেন" (সূরা আরাফ ঃ ১৭২-৩), এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তাআলা আওলাদে আদমকে একত্র করেছেন। তাদেরকে রকমে রকমে ওয়াদা দিলেন। অর্থাৎ কাউকে ধনসম্পদের, কাউকে পবিত্র করার ইচ্ছা করলেন। তারপর তাদের রূপ দান করলেন। তারপর দিলেন কথা বলার শক্তি। এবার তারা কথা বললো। তারপর তাদের কাছ থেকে ওয়াদা-অঙ্গীকার আদায় করলেন। এরপর তাদের নিজের উপর সাক্ষ্য বানালেন ও জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? আওলাদে আদম জবাব দিলো, নিশ্চয় আপনি আমাদের 'রব'। আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি সাত আসমান ও সাত জমিনকে তোমাদের সামনে সাক্ষী বানাচ্ছি। তোমাদের পিতা আদমকেও সাক্ষী বানাচ্ছি। কিয়ামতের দিন তোমরা যেনো বলতে না পারো, আমরা তো এসব কথা হতে অজ্ঞ ছিলাম। এখন তোমরা ভালো করে জেনে নাও, আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই, আমি ছাড়া তোমাদের কোন 'রব'ও নেই। (সাবধান) আমার সাথে কাউকে শরীক বানাবে না। আমি শীঘ্রই তোমাদের কাছে আমার রাসূল পাঠাবো, যারা তোমাদেরকে আমার ওয়াদা-অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেবেন। তোমাদের উপর আমি আমার কিতাবসমূহ নাযিল করবো। এই কথা শুনে আওলাদে আদম বললো, আমরা এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি আমাদের রব। তুমিই আমাদের ইলাহ। তুমি ছাড়া না আমাদের কোন রব আছে, না তুমি ছাড়া আমাদের কোন ইলাহ আছে। বস্তুত আদম সন্তানদের সকলে এ কথা স্বীকার করলো। হযরত আদম (আ)-কে তাদের উপরে উঠিয়ে ধরা হলো। তিনি সকলকে দেখতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, তার আওলাদের মধ্যে আমীরও আছে, গরীবও আছে, সুন্দরও আছে। অসুন্দরও আছে, (এটা দেখে) তিনি আরয করলেন, হে রব! তুমি তোমার বান্দাদের সকলকে এক সমান কেনো বানালে না? আল্লাহ তাআলা জবাবে বললেন, আমি চাই আমার বান্দারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুক। এরপর আদম (আ) নবীদেরকে দেখলেন। তারা সকলের মধ্যে চেরাগের মতো আলোকিত ছিলেন। নূরে তারা ঝলমল করছিলেন। তাদের কাছে বিশেষ করে নবুয়াতের ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের বিশেষ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন (অনুবাদ)ঃ "আমি নবীদের নিকট হতে যখন তাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং আপনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নূহ (আ) ইবরাহীম (আ) মূসা (আ) ঈসা বিন মরিয়ম (আ) হতেও (এই অঙ্গীকার ও ওয়াদা) লওয়া হয়েছে" (সূরা আহযাব ঃ ৭)। উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই রূহদের মধ্যে ঈসা ইবনে মরিয়মের রূহও ছিলো। এই রূহকেই অতঃপর আল্লাহ তাআলা বিবি মরিয়মের নিকট পাঠিয়েছেন। হযরত উবাই বলেছেন, এই রূহ বিবি মরিয়মের মুখ দিয়ে তাঁর পেটে প্রবেশ করেছে (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আদম (আ) এই রূহদের মধ্যে পার্থক্য দেখে আল্লাহর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহ! এরা তো আমারই সন্তান। এদেরে এতো পার্থক্য কেনো, কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর, কেউ সম্মানী, কেউ অসম্মানী? আল্লাহ্ জবাবে বললেন, সকলকে এক রকম বানালে তারা আমার শোকর আদায় করবে না। একে অপরের অপূর্ণতা দেখলে তারা আমার কৃতজ্ঞ হবে। এটাই পার্থক্যের ভেদ। যার মধ্যে যে গুণাগুণ থাকবে সে তার মর্ম বুঝতে পারবে না। অন্যের অভাব-অনটন দেখে সে নিজের পূর্ণতা ও সৌন্দর্য দেখে শোকর আদায় করবে।

١١٦ - وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذَاكَرُ مَا يَكُوْنُ اِذْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَّكَانِهِ فَصَدِّقُوْهُ وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوْا بِهِ فَاِنَّهُ يَصِيْرُ اِلٰى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ - رواه احمد

১১৬। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলাম। দুনিয়াতে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের আলাপ-আলোচনা শুনে) বললেন, তোমরা যখন শুনবে কোন পাহাড় নিজের স্থান থেকে সরে গেছে, তা বিশ্বাস করবে। কিন্তু যখন শুনবে কোন মানুষের স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে তা বিশ্বাস করবে না। কারণ মানুষ সে দিকেই ধাবিত হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ কিছু সংখ্যক সাহাবা এক জায়গায় বসে যেসব ঘটনা ভবিষ্যতে হবার তা কি ভাগ্যলিপি অনুযায়ী হয় অথবা ভাগ্যলিপির লেখা ছাড়া নিজ থেকেই সংঘটিত হয় তা নিয়ে আলাপ করছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব আলোচনা শুনছিলেন। তাই তিনি বললেন, সব জিনিসই তাকদীরের লেখা অনুযায়ী সময় মতো সংঘটিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের জন্মগত স্বভাব-চরিত্রের কথা উল্লেখ করে বললেন, এর কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না। জন্মগত স্বভাবের দিকেই মানুষের ঝোঁক-প্রবণতা থাকে। যেমন আল্লাহ যাকে জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিমান বানান তার মধ্যে এসব গুণাগুণের ধাতু আগ থেকেই সৃষ্টি করে রাখেন। তার তাকদীরে বুঝ সমঝ দূরদৃষ্টিসহ সকল অলংকার দিয়ে রাখা হয়। সে কখনো বেওকুফ ও আহমক হতে পারে না। এইভাবে যার জন্মগত স্বভাবে, চরিত্রে বেওকুফী, মূর্খতা, অজ্ঞতা দিয়ে দেয়া হয় সে জ্ঞানী গুণী সচেতন ও বুদ্ধিমান হতে পারে না।

١١٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ يَزَالُ يُصِيْبُكَ فِىْ كُلِّ عَامٍ وَجَعٌ مِّنَ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ الَّتِىْ اَكَلْتَ قَالَ مَا اَصَابَنِىْ شَىْءٌ مِّنْهَا اِلاَّ وَهُوَ مَكْتُوْبٌ عَلَىَّ وَاٰدَمُ فِىْ طِيْنَتِهِ - رواه ابن ماجة

১১৭। হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত খেয়েছিলেন, তার কারণে দেখছি প্রতি বছরই আপনি এতে কষ্ট পান। হুযুর বললেন, প্রতি বছরই আমি যে কষ্ট পাই বা আমার অসুখ হয়, এটা ওই সময়েই আমার তাকদীরে লেখা হয়ে গিয়েছিলো যখন হযরত আদম (আ) তাঁর মাটির ভিতরে ছিলেন (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ইয়াহুদী নারী খায়বারের যুদ্ধের পর বকরীর গোশতের সাথে বিষ মিশিয়ে খাইয়েছিলো। পশুর গোশত খাবার পূর্বে হুযুর টের পেয়ে গিয়েছিলেন। বাকী গোশত তিনি মুখে থেকে ফেলে দেন। কিন্তু এর ক্রিয়ায় জীবনভর হুযুর কষ্ট পেয়েছেন। সেই কথাই উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আমার তাকদীরের লিখন। হযরত আদমের সৃষ্টির আগেই তা আমার ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছিলো।

(٤) بَابُ اِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ

কবর আযাব

কবর আযাব কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কবর অর্থ দেড়-দুই গজের গর্ত নয়, বরং এর অর্থ আলামে বারযাখ। মৃত্যুর পর কিয়ামত সংঘটিত হবার আগ পর্যন্ত সময়ের নাম 'আলমে বারযাখ'। এটা সবখানেই হতে পারে। পানির মধ্যে হতে পারে। আগুনে জ্বালিয়ে দেবার পর হতে পারে। জমীনে মাটি চাপা দেবার পর হতে পারে। এই আযাব থেকে বাঁচার উপায় কারো নেই। মৃত্যুর পর যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেনো এ আযাব অবধারিত।

আলমে বারযাখে আল্লাহ নেক বান্দাদের উপর বেশুমার রহমাত বর্ষণ করেন। আর যারা বদকার গুনাহগার তাদের উপর আল্লাহ কঠিন আযাবের ব্যবস্থা করেন। মুনকার-নকির ফেরেশতা, আযাবের ফেরেশতা, সাপ-বিচ্ছু, পাপী ও গুনাহগারদের উপর হামলা চালাবে। এসব কথা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এসব কথার উপর ঈমান আনতে হবে।

মনে রাখতে হবে, কোন জিনিসকে দেখা বা অবলোকন করার উপরই সে জিনিসটি সত্য হবার প্রমাণ নয়। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না এটা একটা ভুল যুক্তি ও জ্ঞান বিরুদ্ধ কথা। এটা তো স্পষ্ট কথা যে, 'আলমে বালা' বা উর্দ্ধ জগতের কোন জিনিসকে দেখা, আলামে মালাকুতকে অবলোকন করা কোন বাহ্য চোখে দেখা সম্ভব নয়, তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে প্রকাশ্যেও দেখিয়ে দিতে পারেন।

দুনিয়াতে এমন অনেক জিনিস আছে যা প্রকাশ্যভাবে দেখা যায় না। চোখ তা অবলোকন করতে পারে না। এরপরও তা অনুভব করা যায়। এর যৌক্তিকতা না মেনে পারা যায় না। যেমন এক ব্যক্তি স্বপ্নজগতের দুনিয়ার সব জিনিস দেখে নিয়েছে। সব কথা শুনে নিয়েছে। সব দুঃখ-কষ্ট, হাসিখুশি, আরাম-আয়েশ অনুভব করেছে। কিন্তু তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকা অন্য আর একজন লোক কিছুই টের পায় না। দেখেও না শুনেও না। সে কিছুই বুঝতে ও অনুভব করতে পারে না।

সব যুগে ও কালে নবী-রাসূলদের উপর ওহী আসতো। শেষ নবীর উপরও ওহী নাযিল হতো। হযরত জিবরাঈল আমীন ওহী নিয়ে হুযুরের কাছে আসতেন। ভরা মজলিসেই এ কাজ হতো। কিন্তু সাহাবারা কেউ বাহ্য দৃষ্টিতে না কিছু দেখতেন, না জিবরাঈলকে অবলোকন করতেন। কিন্তু এরপরও সাহাবাগণ এসবের উপর ঈমান এনেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

١١٨ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اِذَا سُئِلَ فِى الْقَبْرِ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ نَزَلَتْ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ وَنَبِيِّيْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - متفق عليه

১১৮। হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মুসলমানকে কবরে জিজ্ঞেস করা হয় তখন সে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। "আল্লাহ তাআলা এসব লোককে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে অটল ও অবিচল রাখেন যারা ঈমান এনেছে" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭)। আল্লাহর এই বাণীর অর্থ হলো এটাই। আর এক বর্ণনায় আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইউসাব্বেতুল্লা-হুল্লাজিনা আমানু বিল কাওলিস সবিতি- এই আয়াত কবরের আযাবের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। কবরে মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার 'রব' কে? সে বলে, আমার রব আল্লাহ তাআলা। আর আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত আয়াতে "বিল কাওলিস সাবিতি"-অর্থ হলো কলেমায়ে শাহাদাত। অর্থাৎ মুমিনকে কবরে শোয়াবার পর প্রশ্ন করা হয় ঃ তোমার রব কে? তোমার রাসূল কে? তোমার দীন কি? এই তিন প্রশ্নের জবাবই কলেমা শাহাদাতে আছে।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি ঈমানের আলোকে নিজের 'কলবকে' আলোকিত করে নেয়, যার দিলে ঈমান ও ইসলামের হক্কানিয়াত মজবুত হয়ে শিকড় ধারণ করেছে, তার উপর দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। দুনিয়ার জীবনে তার উপর আল্লাহর ফযল হলো, তিনি নেক বান্দাদেরকে ইসলামের সত্যতার ইতেকাদে কায়েম রাখেন। আর তার মনে ঈমান ও ইসলামের ওই রূহ দিয়ে ভরে দেন যা দুনিয়ায় কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার সময়েও তাকে অবিচল থাকার শক্তি যোগায়। মন কখনো দুর্বল হয় না। নিজের জীবনকে কোরবান করতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে পসন্দ করে। কিন্তু নিজের ঈমান-ইতিকাদে কণা পরিমাণও সন্দেহ-সংশয় আসার সুযোগ দেয় না।

١١٩ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهٗ اِنَّهٗ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهٖ فَيَقُوْلاَنِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ فَيُقَالُ لَهٗ اُنْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ مَقْعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهٗ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهٗ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً

فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ - متفق عليه وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ .

১১৯। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ বান্দাহকে কবরে রাখার পর তার আত্মীয় স্বজন, পরিজন, বন্ধুবান্ধব চলে আসলে মুর্দা তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়। তার কাছে (কবরে) দু'জন ফেরেশতা আসেন। তারা তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি ঐ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্ম্পকে কি বলো? এ প্রশ্নের জবাবে মুমিন বান্দাহ বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিসঃন্দেহে আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল। তারপর তাকে বলা হয়, এই দেখে নাও তোমার ঠিকানা জাহান্নাম কিরূপ জঘন্য ছিলো। আল্লাহ তোমার সে ঠিকানা জাহান্নামকে জান্নাতে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। সেই বান্দাহ দু'টি ঠিকানার (জান্নাত-জাহান্নাম) দিকে দৃষ্টি দিয়ে পার্থক্য দেখে খুশী হয়। কিন্তু মুনাফিক ও কাফিরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, দুনিয়াতে এই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্ম্পকে তুমি কি ধারণা পোষণ করতে? সে জবাব দেয়, আমি বলতে পারি না (প্রকৃত সত্য কি ছিলো)। লোকে যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তাঁকে বলা হয়, না তুমি আকল বুদ্ধি খরচ করে চিনতে পেরেছো, না কুরআন শরীফ পড়েছো? একথা বলে তাকে লোহার হাতুড়ী দিয়ে কঠিনভাবে মারতে থাকে। সে তখন বিকট চীৎকার দিতে থাকে। এই চীৎকার ধরণীর জ্বিন আর মানুষ ছাড়া সকলেই শুনতে পায়(বুখারী ও মুসলীম)। এর শব্দগুলো বুখারীর।

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ার অস্থায়ী জীবন শেষ করে মানুষকে যখন চিরস্থায়ী জীবনের প্রথম সোপন কবরে রেখে সকল আত্মীয়-স্বজনরা চলে আসে তখন আল্লাহ তাকে শুনার শক্তি দেন। কবরের পাড় থেকে আত্মীয় স্বজনেরা চলে যাবার সময় সে তাদের পদধ্বনি শুনতে পায়। এরপর মুনকার-নকির ফেরেশতা তার কাছে আসেন। তাকে তার ইতেকাদ সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করেন। মুমিন সঠিক জবাব দেয়। কাফির জবাব দিতে পারে না। মুমিনকে জান্নাতের পথ দেখানো হয়। কাফিরকে দেখানো হয় জাহান্নামের রাস্তা।

এই হাদীসে বলা হয়েছে, জাহান্নামীদের গুরুজ দ্বারা কঠিনভাবে পিটানো হয়। তার ভীষণ চিৎকার মানুষ ও জ্বিন ছাড়া সকলেই শুনতে পায়। তার কারণ হলো জ্বিন আর ইনসান গায়েবের উপর ঈমান আনে। তারা যদি এই আযাবের শব্দ শুনতে পেতো অথবা ওখানের অবস্থা জানতে পারতো তাহলে 'ঈমান বিল গায়েব'-এর তাৎপর্য থাকতো না। তাছাড়া কবরের অবস্থা যদি মানুষ দেখতে বা শুনতে পেতো তাহলে এর ভয়ভীতির কারণে দুনিয়ার কাজ-কারবার সব পরিত্যক্ত হয়ে পড়তো। সমাজ চলার ধারা ভেঙ্গ পড়তো।

١٢٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - متفق عليه

১২০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ মারা গেলে (কবরে) তাকে সকাল-সন্ধ্যায় তার ঠিকানা দেখানো হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তার ঠিকানা জান্নাত দেখানো হয়। আর জাহান্নামী হলে তার ঠিকানা জাহান্নামকে দেখানো হয়। তাকে বলা হয়, এই তোমার (স্থায়ী) ঠিকানা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তোমাকে উঠিয়ে ওখানে পাঠাবেন (বুখারী ও মুসলিম)।

١٢١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَاَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلّٰى صَلٰوةً اِلاَّ تَعَوَّذَ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - متفق عليه

১২১। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী নারী তাঁর কাছে এলো। সে কবর আযাবের কথা উঠালো, তারপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললো, আল্লাহ তাআলা তোমাকে কবরের আযাব থেকে হিফাজত করুন। হযরত আয়েশা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, কবরের আযাব সত্য। হযরত আয়েশা বললেন, অতঃপর আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিনি তিনি নামায পড়েছেন অথচ কবরের আযাব হতে মুক্তির দোয়া করেননি (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ সম্ভবত হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগে কবর আযাবের কথা শুনেননি। ইয়াহুদী নারীর কাছে একথা শুনে তিনি হয়রান হয়ে এ সম্পর্কে হুযুরকে জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি তা সত্য বলে জানিয়েছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর কবর আযাব হতে মুক্তির দোয়া করে উম্মাতকে

এভাবে কবর আযাব হতে পানাহ চাইবার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর তো কবরে জান্নাতের নেয়ামত ছাড়া অন্য কিছু হবার প্রশ্নই উঠে না।

١٢٢ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَائِطٍ لِبَنِىْ النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ اِذْ حَادَتْ بِهٖ فَكَدَتْ تُلْقِيْهِ وَاِذَا اَقْبُرٌ سِتَّةٌ اَوْ خَمْسَةٌ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ اَصْحَابَ هٰذِهِ الْاَقْبُرِ قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ فَمَتٰى مَاتُوْا قَالَ فِى الشِّرْكِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ تُبْتَلٰى فِىْ قُبُوْرِهَا فَلَوْلَا اَنْ لَا تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِىْ اَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَقَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُ بِاللّٰهِ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ٠ رواه مسلم

১২২। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানে তাঁর একটি খচ্চরের উপর আরোহী ছিলেন। আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। হঠাৎ খচ্চরটি লাফিয়ে উঠলো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় মাটিতে পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলেন। দেখা গেলো সামনে পাঁচ-ছয়টি কবর। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই কবরবাসীদেরকে কে চেনে? এক ব্যক্তি বললো, আমি। হুযুর জিজ্ঞস করলেন, এরা কবে মারা গেছে? সে বললো, শিরকের অবস্থায়। হুযুর বললেন, এই উম্মত তথা এই কবরবাসীরা তাদের কবরে পরীক্ষায় আছে (এবং শাস্তি ভোগ করছে)। ভয়ে তোমরা মানুষকে কবর দেয়া ছেড়ে দিবে (এই আশংকা না থাকলে) আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করতাম তিনি যেনো তোমাদেরকেও কবর আযাব শুনান, যে আযাব আমি শুনতে পাচ্ছি। এরপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন ও বললেন, তোমরা সকলে জাহান্নামের আযাব হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। সকলে একত্রে বলেন, আমরা জাহান্নামের আযাব হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কবর আযাব হতে আল্লাহর নিকট

পানাহ চাও। তারা বললেন, আমরা কবর আযাব হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। সকলে বলেন, আমরা প্রকাশ্য ও অদৃশ্য সকল ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা দাজ্জালের ফিতনা হতে পানাহ চাও। সকলে বলেন, আমরা দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেতনা ও বোধশক্তি দুনিয়ার সকলের চেয়ে বেশী ছিলো। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ব্যাপারেও কুদরতীভাবে তাঁর এই শক্তি ছিলো সকলের চেয়ে বেশী। তাঁর জাহেরী চোখের সাথে সাথে বাতেনী চোখের শক্তিও এতো প্রখর ছিলো যে, তিনি কবরের আযাব দেখতে পান, যা আল্লাহ তাঁকে দেখাতে চান। হুযুর কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় কবরবাসীদের উপর আযাব দেখতে পেতেনে। তাই তিনি সাহাবাদেরকে কবর আযাব হতে বাঁচার জন্য দোয়া করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

কবরের আযাবের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করেই তিনি বলেছিলেন, তোমাদের চোখ যদি এই আযাব দেখতো অথবা কান তা শুনতে পেতো তাহলে তোমরা মানুষকে কবর দিতে না দাফন করতে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٣ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُقْبِرَ الْمَيِّتُ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَلِلْاٰخَرِ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلاَنِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَيَقُوْلاَنِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ هٰذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِىْ سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُوْلُ اَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِىْ فَاُخْبِرُهُمْ فَيَقُوْلاَنِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لاَ يُوْقِظُهُ اِلاَّ اَحَبُّ اَهْلِهِ اِلَيْهِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلاً فَقُلْتُ مِثْلَهُ لاَ اَدْرِىْ فَيَقُوْلاَنِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ ذٰلِكَ فَيُقَالُ لِلْاَرْضِ الْتَئِمِىْ عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ

فَتَخْتَلِفُ اَضْلاَعُهُ فَلاَ يَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ مِنْ مَّضْجَعِهِ ذٰلِكَ۔

رواه الترمذى

১২৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ মূর্দাকে যখন কবরে শোয়ানো হয় তখন তার নিকট নীল চোখের দুইজন কালো ফেরেশতা এসে হাজির হন। তাদের একজন মুনকার, আর একজন নাকীর। তারা মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে দুনিয়াতে তুমি কি ধারণা পোষণ করতে? সে বলবে, তিনি আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। তখন ফেরেশতা দুইজন বলবেন, আমরা জানতাম তুমি এ জবাবই দেবে। তারপর তার কবরকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। তারপর বলা হয়, ঘুমিয়ে পড়ো। তখন কবরবাসী বলবে, না, আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চাই। তাদের এই শুভ সংবাদ দিতে চাই। ফেরেশতাগণ বলেন, (এটা আল্লাহর হুকুম নয়) তুমি এখানে বাসর ঘরের বরের মতো (আনন্দে-আহলাদে) ঘুমাতে থাকো, পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ছাড়া যাকে আর কেউ ঘুম ভাঙ্গাতে পারে না। এরপর সে এভাবে ঘুমিয়ে থাকে কিয়ামতের দিন না আসা পর্যন্ত। যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হয় তাহলে সে বলবে, লোকেরা তাঁর সম্পর্কে যা বলতো আমিও তাই বলেছি। কিন্তু আমি জানি না। ফেরেশতারা তখন বলেন, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি এ কথাই বলবে। অতঃপর যমীনকে বলা হবে, তার উপর মিলে যাও। তাই যমীন তার উপর এমনভাবে মিলবে যাতে তার এক দিকের হাড় অপর দিকে চলে যাবে। কবরে সে এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ পাক তাকে কবর থেকে না উঠানো পর্যন্ত (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ কবরে মুশরিক-কাফিররা ফেরেশতাদেরকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবে। ভয়ে তারা কোন দিকে পালাতে পারবে না। এটা হবে মুমিনদের জন্য পরীক্ষা। এ অবস্থায় মুমিনদেরকে আল্লাহ পাক অবিচল রাখবেন। অভয়ে তারা ফেরেশতাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে কামিয়াব হবে। যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে তারা কবরে ভয়ভীতিহীন থাকবে।

মুমিনরা তাদের জন্য শুভসংবাদ শুনে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে যাবার আশা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ তারা ভাবতে পারে আমরা যখন আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত পেয়েছি, তখন আমাদের পরিবারের কাছে চলে যেতে পারলে তাদেরকে আমার খবর শুনালে আরো খুশীর কারণ হবে।

١٢٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ

مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِيَ الاِسْلاَمُ فَيَقُوْلاَنِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ قَرَاْتُ كِتَابَ اللّٰه فَاٰمَنْتُ بِه وَصَدَّقْتُ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الْاٰيَةَ قَالَ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِىْ فَاَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ قَالَ فَيَاْتِيْهِ مِنْ رَّوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِه · وَاَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَيُعَادُ رُوْحُهُ فِىْ جَسَدِه وَيَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِه فَيَقُوْلاَنِ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِىْ فَيَقُوْلاَنِ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِىْ فَيَقُوْلاَنِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِىْ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَاَفْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى النَّارِ قَالَ فَيَاْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلاَعُهُ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ اَعْمٰى اَصَمُّ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِّنْ حَدِيْدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَّصَارَ تُرَابًا فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَّسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلاَّ الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ - رواه احمد وابو داود

১২৪। হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কবরে মুর্দার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন। তারা তাকে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার রব কে?" সে জবাবে বলে, "আমার রব হলেন আল্লাহ।" তারপর ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেন, "তোমার দীন কি?" সে ব্যক্তি জবাব দেয়, "আমার দীন হলো ইসলাম।" ফেরেশতারা আবার জিজ্ঞেস করেন, "তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে যে ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিলো তিনি কে?" সে বলে, "তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল।" তারপর ফেরেশতারা তাকে জিজ্ঞেস করেন,"একথা তোমাকে কে বলেছে?" সে বলে, "আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার উপর ঈমান এনেছি। তাকে সত্য বলে মেনেছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাই তো আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "আল্লাহ তাআলা ওই সব লোকদেরকে (তার দীনের উপর) প্রতিষ্ঠিত রাখেন যারা প্রতিষ্ঠিত কথার উপর ঈমান আনে... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আসমান থেকে একজন আহবানকারী (অর্থাৎ আল্লাহ

অথবা তাঁর পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা তাঁর হুকুমে) আহবান করে বলেন, আমার বান্দাহ সত্য বলেছে। অতএব তার জন্য জান্নাতে ফরাশ বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করাও। আর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। অতএব তার জন্য জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দেয়া হবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (ওই জান্নাতের দরজা দিয়ে) তার কাছে জান্নাতের বাতাস ও সুগন্ধি আসবে। দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত তার কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়। তারপর তিনি কাফেরদের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, "তারপর তার রূহকে তার শরীরে ফিরিয়ে আনা হয়। তার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসেন। তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার রব কে?" সে বলে, "হায়! হায়!! আমি তো জানি না।" তারপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন "তোমার দীন কি?" সে বলে, "হায়! হায়!! তাও তো আমি জানি না। তারপর তারা জিজ্ঞেস করেন, "এই ব্যক্তি কে যাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিলো?" সে বলে, "হায়! হায়!! তাও তো জানি না।" তারপর আসমান থেকে একজন আহবানকারী আহবান করে বলেন, এই ব্যক্তি মিথ্যুক। এর জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও। আগুনের পোশাক তাকে পরাও। জাহান্নামের দিকে তার জন্য একটি দরজা খুলে দাও (সে অনুযায়ী তার জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়)। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জাহান্নাম থেকে তার দিকে উত্তপ্ত হাওয়া ও লেলিহান শিখা আসতে থাকবে।" হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তার কবরকে তার জন্য সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। এমনকি তার এদিকের পাঁজর ওদিকে ওদিকের পাঁজর এদিকে বেরিয়ে আসে। এরপর (তার পাহারাদারীর জন্য) একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতা যুক্ত করে দেয়া হয়, তার কাছে লোহার এক গুরুজ (হাতুড়ী) থাকে। সেই গুরুজ দিয়ে যদি পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয় তাহলে সে পাহাড় গুঁড়া গুঁড়া মাটি হয়ে যাবে। সেই অন্ধ ফেরেশতা এই হাতুড়ী দিয়ে তাকে মারতে থাকে। (তার চীৎকারের শব্দ) মাশরিক হতে মাগরিব পর্যন্ত কিন্তু সকল সৃষ্টিজগত শুনতে পাবে, শুনতে পাবে না জ্বিন ও ইনসান। সে মাটি হয়ে যাবে। আবার তার মধ্যে রূহ দেয়া হবে (আহমদ ও আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হায় হায় বলবে কাফির মুর্দা ব্যক্তি ফেরেশতাদের প্রশ্নের জবাবে। অর্থাৎ সে ভয়ে ভীত হয়ে যাবে। কোন জবাব দিতে পারবে না। আফসোস করতে থাকবে।

١٢٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكِيْحَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلاَ تَبْكِىْ وَتَبْكِىْ مِنْ هٰذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلَ مَنْزِلٍ مِّنْ مَّنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَاِنْ نَجَاى

مِنْهُ بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَاِنْ لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلاَّ وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ - رواه
الترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ·

১২৫। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি যখন কোন কবরের কাছে দাঁড়াতেন, (আল্লাহর ভয়ে) এতো কাঁদতেন, চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজে যেতো। তাকে বলা হলো, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ হলে, আপনি কাঁদেন না। আর এই জায়গায় (কবরস্থানে) দাঁড়িয়ে আপনি কাঁদছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আখিরাতের মঞ্জিলগুলোর প্রথম মঞ্জিল হলো কবর। যে ব্যক্তি এই মঞ্জিলে নাজাত পেলো, পরের মঞ্জিলগুলো পার হওয়া তার জন্য সহজতর হয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি এই মঞ্জিলে ধরা খেলো সামনের মঞ্জিলগুলো তার জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়লো। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কবর থেকে বেশী কঠিন কোন দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)। ইমাম তিরমিযী বলছেন, এই হাদীসটি গরীব।

ব্যাখ্যা ঃ কবরের কাছে দাঁড়ালে মানুষ হাসি, খুশী, আনন্দ, আহলাদ ভুলে যায়। দুনিয়া নশ্বর ও অস্থায়ী মনে বিশ্বাস জাগে। ফলে তার মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। কম্পিত হয়ে উঠে মন। আখিরাতের সাথে মনের সম্পর্ক নিবিড় হয়। তাছাড়া কবর মানুষকে ভোগ-বিলাসের প্রতি বিতৃষ্ণ করে। আখিরাতের জীবন সুখের করার জন্য আল্লাহর হুকুম পালন করে চলতে চেষ্টা করে। বড় কঠিন জায়গা কবর। তাই হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কবরের কাছে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদতেন।

١٢٦ - وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ
الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ ثُمَّ سَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَاِنَّهُ الْاٰنَ
يُسْئَلُ - رواه ابو داود

১২৬। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইয়্যেতের দাফন কাজ সেরে কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মানুষকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো ও দোয়া চাও (আল্লাহ তাআলা), যেনো তাকে এখন (ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে) ঈমানের উপর মজবুত থাকার শক্তি দান করেন। এখনই তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ মুর্দার দাফন সেরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে দাঁড়াতেন। এর থেকে স্পষ্ট বুঝা গেলো, দাফনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কবরের

কাছে অপেক্ষা করা উচিৎ। এরপর মুর্দার জন্য দোয়া করতে হবে। হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করে দাও। মুনকার-নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদের সময় ঈমানের উপর তাকে দৃঢ় রাখো। এই ব্যাপারে এটাই রাসূলের সুন্নাত। এখানে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করা যায়।

হাদীস অনুযায়ী কবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার প্রথম আয়াত থেকে চার পাঁচ আয়াত ও একই সূরার শেষের "আমানার রাসূলু বিমা উনযিলা ইলাইহে হতে - ফানসুরনা আলাল কাওমিল কাফেরীন অর্থাৎ সূরার শেষ পর্যন্ত পড়ার কথাও আছে। কবরের পাড়ে পূর্ণ কুরআন পড়তে পারলে আরো উত্তম। এছাড়া দাফনের আগে মুর্দার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তার মার নাম ধরে বলবে ঃ

يَا فُلاَنُ بْنُ فَلاَنَةٍ اُذْكُرِ الْعَهْدَ الَّذِىْ خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ قُلْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا وَّبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَّبِالْمُسْلِمِيْنَ اِخْوَانًا رَبِّىَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . تعليق الصبيح

"হে অমুকের পুত্র অমুক! তুমি কলেমায়ে শাহাদাতের যে ওয়াদা-অঙ্গীকার নিয়ে এ দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছো তা স্মরণ করো। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও রাসূল। অবশ্যই কিয়ামত সংঘটিত হবে, এতে নেই কোন সন্দেহ। যারা কবরে শুয়ে আছে আল্লাহ তাদের আবার উঠাবেন। (ফেরেশতাদের প্রশ্নের জবাবে) তুমি বলো, আল্লাহকে 'রব' হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে, হযরত মুহাম্মাদকে রাসূল হিসাবে, কাবাকে কিবলা হিসাবে, কুরআনকে ইমাম হিসাবে এবং মুসলমানদেরকে ভাই হিসাবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট। আল্লাহ আমার রব। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি মহান আরশেরও রব (তালীকুস সাবীহ)।

١٢٧ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِىْ قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ تِنِّيْنًا تَنْهَسُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ لَوْ اَنَّ تِنِّيْنًا مِّنْهَا نَفَخَ فِى الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ خَضِرًا - رواه الدارمى وَرَوَى التِّرْمِذِىُّ نَحْوَهُ وَقَالَ سَبْعُوْنَ بَدَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعُوْنَ .

১২৭। হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাফিরদের উপর তাদের কবরে নিরানব্বইটি আজদাহা সাপ ছেড়ে দেয়া হয়। এই সাপগুলো তাকে কিয়ামত পর্যন্ত কাটতে ও দংশন করতে থাকবে। (এই আজদাহা সাপের) কোন একটি সাপ যদি যমীনে নিঃশ্বাস ফেলে তবে এই যমীনে আর কোন সবুজ ঘাস-তৃণলতা উৎপাদিত হবে না (দারামী) তিরমিযীও এই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এতে নিরানব্বইটির জায়গায় সত্তরের উল্লেখ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٨ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُضِعَ فِيْ قَبْرِهٖ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيْلاً ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهٗ حَتّٰى فَرَّجَهُ اللّٰهُ عَنْهُ ۔ رواه احمد

১২৮। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করলে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর জানাযায় হাযির হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায পড়ালেন। তারপর তাকে কবরে রাখা হলো। মাটি সমান করে দেয়া হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওখানে (দীর্ঘক্ষণ) তাসবীহ পাঠ করলেন। আমরাও তাঁর সাথে অনেক সময় তাসবীহ পড়লাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বললেন। আমরাও তাকবীর বললাম। এ সময়ে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেনো এভাবে তাসবীহ পড়লেন, এরপর তাকবীর বললেন? তিনি উত্তরে বললেন, এই নেক ব্যক্তির কবর খুব সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো (তাই আমি তাসবীহ ও তাকবীর পড়লাম)। এতে আল্লাহ তাআলা তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ তাসবীহ ও তাকবীর পড়া খুবই উত্তম কাজ। তাসবীহ অর্থ আল্লাহ তাআলার পাক-পবিত্রতা বর্ণনা করা। আর তাকবীর অর্থ আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত বর্ণনা করা। এর দ্বারা আল্লাহর রাগ বা ক্রোধ মায়ায় রূপান্তরিত হয়। এরূপ কলেমার দ্বারা আল্লাহর রহমত ও নেয়ামতের দরজা খুলে যায়। আল্লাহর কাছে হযরত মুআযের কোন ত্রুটি (আল্লাহ ভালো জানেন) হয়ে থাকতে পারে অথবা

সকলের জন্যই এই অবস্থা হতে পারে। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়েছিলেন ও তাসবীহ-তাকবীর পড়েছেন। এতে কবর প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিলো। নেক ব্যক্তির কবরও সংকুচিত হয়ে যেতে পারে। এ ধরনের ভয়াবহ বিপদের ও ভীতির সময় তাসবীহ ও তাকবীর পড়া মুস্তাহাব। যতো হৃদয় নিংড়ানো আবেগের সাথে তাসবীহ-তাকবীর পড়া হবে ততো আল্লাহর রহমত বেশী বেশী পেতে থাকবে।

١٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الَّذِىْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ ۔ رواه النسائى

১২৯। হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ এই সা'দ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু যার মৃত্যুতে আরশও কেঁপে উঠেছিলো। অর্থাৎ তার পবিত্র রূহ আরশে পৌঁছলে আরশবাসী খুশীতে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলো। তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিলো। তার জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা হাজির হয়েছিলেন। তার কবর সংকীর্ণ করা হয়েছিলো। (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার বরকতে) পরে তা প্রশস্ত হয়ে গিয়েছে (নাসাঈ)।

١٣٠ - وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِىْ يُفْتَنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً ۔ رواه البخارى هٰكَذَا وَزَادَ النَّسَائِىُّ حَالَتْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَنْ اَفْهَمَ كَلَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيْبٍ مِّنِّىْ اَىْ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ مَاذَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اٰخِرِ قَوْلِهٖ قَالَ قَدْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا مِّنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ۔

১৩০। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ওয়াজ করার জন্য দাঁড়ালেন। কবরের ফিতনা সম্পর্কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা দিলেন, মানুষ কবরে যে ফিতনার সম্মুখীন হয়। হুযুরের বর্ণনা শুনে লোকজন ভয়ে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলো। ইমাম বুখারী এভাবে বর্ণনা

করেছেন। আর ইমাম নাসাঈর বর্ণনায় আরো আছে ঃ (কবরের ফিতনার কথা শুনে ভয়ে ভীত বিহ্বল হয়ে) মুসলমানরা চীৎকার দিতে থাকলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (মুখ থেকে বের হওয়া) শব্দগুলো শুনতে পাইনি। চীৎকার বন্ধ হবার পর অবস্থা শান্ত হলে আমি আমার নিকটে বসা একজন লোককে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তোমায় বরকত দিন (তোমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন), শেষের দিকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইরশাদ করেছেন? সেই ব্যক্তি জবাবে বললেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উপর এই ওহী এসেছে যে, তোমাদেরকে কবরে ফিতনায় ফেলা হবে। আর এই ফিতনা দাজ্জালের ফিতনার কাছাকাছি হবে।

ব্যাখ্যা ঃ দাজ্জালের ফিতনা যেরূপ ভয়াবহ, ধ্বংসাত্মক ও বিপদজনক হবে, এভাবে কবরের ফিতনাও ভয়াবহ ও বিপদজনক হবে। কবরের ফিতনা অর্থ হলো ফেরেশতাদের ভয় ও তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন। এসব প্রশ্নে উত্তর ঠিকমতো দিতে না পারলে বিপদ। তাই কবর আযাব থেকে রক্ষা, সওয়ালের সঠিক জবাব দিতে পারার ক্ষমতা পাবার জন্য আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া করতে হবে। ওখানে শয়তানের কোন ফিতনা থাকবে না।

١٣١ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُ دَعُوْنِيْ أُصَلِّيْ - رواه ابن ماجة

১৩১। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন (মুমিন) মুর্দাকে কবরে দাফন করা হয়, তার মনে হয় যেন সূর্য ডুবছে। তখন সে হাত দিয়ে চোখ মলতে মলতে উঠে বসে আর বলে, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি নামায আদায় করবো (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ মুমিন বান্দাহ যেমন দুনিয়াতে ইবাদত-বন্দেগী, বিশেষ করে নামায হতে গাফেল থাকে না, ঈমান ও ইসলামের উপর দৃঢ় থাকে, তদ্রূপ কবরেও মুমিন ইবাদতের কথা স্মরণ করে। সর্বপ্রথম কবরে তার নামাযের কথা স্মরণ হয়। মুনকার-নাকীর সওয়ালের জন্য আসার পরও সে নামায আদায় করার কথা বলে। বলে, আগে নামায পড়তে দাও। পরে তোমার কি জানার তা জিজ্ঞেস করো। সওয়াল-জবাবের পর তার মনে হয় সে যেনো পরিবার-পরিজনের সাথে বসে আছে। তার খেয়ালে প্রথম নামাযের কথা উঠে। মনে হবে, সে এখনো দুনিয়াতেই আছে। এই মাত্র ঘুম থেকে উঠলো। আল্লাহর যে বান্দা পাক্কা নামাযী হবে, যার নামায কোন দিন কাযা হয়নি, দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী কবরেও প্রথমত তার নামায আদায় করার কথা স্মরণ হবে।

١٣٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ عَنِ الـنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيْرُ اِلَى الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ الـرَّجُلُ فِىْ قَبْـرِهٖ غَيْـرَ فَزِعٍ وَّلاَ مَشْغُوْبٍ ثُمَّ يُقَالُ فِيْمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ كُنْتُ فِىْ الْاِسْـلاَمِ فَيُقَالُ مَا هٰـذَا الـرَّجُلُ فَيَقُـوْلُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَاَيْتَ اللّٰهَ فَيَقُوْلُ مَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّرَى اللّٰهَ فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الـنَّارِ فَيَنْظُرُ اِلَيْهِ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ اُنْظُرْ اِلٰى مَا وَقَاكَ اللّٰهُ ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّـةِ فَيَنْظُرُ اِلٰى زَهْـرَتِـهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَـهُ هٰذَا مَقْعَـدُكَ عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْـهِ تُبْعَثُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيُجْلِسُ الـرَّجُلُ الـسَّوْءُ فِىْ قَبْرِهٖ فَزِعًا مَّشْغُوْبًا فَيُقَالُ لَهُ فِيْمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ فَيُقَالُ لَهُ مَا هٰذَا الـرَّجُلُ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ الـنَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ اِلٰى زَهْـرَتِـهَا وَمَا فِيْـهَا فَـيُقَالُ لَـهُ اُنْظُـرْ اِلٰى مَا صَـرَفَ اللّٰهُ عَنْـكَ ثُمَّ يُفَـرَّجُ لَـهُ اِلَى الـنَّارِ فَيَنْظُـرُ اِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَـهُ هٰذَا مَقْعَدَكَ عَلَى الـشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْـهِ مُتَّ وَعَلَيْـهِ تُبْعَثُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

رواه ابن ماجة

১৩২। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ মুর্দা যখন কবরের ভিতরে পৌছে (অর্থাৎ তাকে দাফন করা হয়) তখন (নেক) বান্দাহ কবরের ভেতর নির্দিধায় উঠে বসে, যারা একটুও ভীত হয় না, ঘাবড়িয়ে যায় না। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন দীনে ছিলে? সে বলে, আমি দীন ইসলামে ছিলাম। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে? সে বলে, এই ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের (হিদায়াতের জন্য) স্পষ্ট দলিল নিয়ে এসেছেন। আমরা তাঁকে (পরিপূর্ণ) বিশ্বাস করেছি। তারপর তাকে প্রশ্ন করা হয়, তুমি আল্লাহকে কখনো দেখেছো কি? সে উত্তরে বলে, দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর দোযখের দিকে তার জন্য একটি ছিদ্রপথ খুলে দেয়া হয়। সে ওদিকে তাকায়। দেখে, আগুনের লেলিহান শিখা একে অপরকে

দলিত মথিত করে তোলপাড় করছে। তখন তাকে বলা হয়–দেখো, তোমাকে কি ভয়াবহ বিপদ থেকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। তারপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেয়া হয়। এখন সে জান্নাতের শোভা-সৌন্দর্য ও এর ভোগ-বিলাসের প্রতি তাকায়। তাকে তখন বলা হয়, এটা তোমরা স্থান (এখানে তুমি থাকবে)। তুমি দুনিয়ায় ঈমান নিয়ে থেকেছো, ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছো। ইনশাআল্লাহ ঈমানের সাথেই তুমি কিয়ামতের দিন উঠবে। আর বদকার বান্দা তার কবরের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসবে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন দীনে ছিলে? উত্তরে সে বলবে, আমি তো কিছু জানি না। আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে? উত্তরে সে বলবে, আমি মানুষদেরকে যা বলতে শুনেছি তা-ই আমি বলেছি। তারপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেয়া হবে। এই পথ দিয়ে সে জান্নাতের সৌন্দর্য ও এতে সুখশান্তির সব উপায়-উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম দেখ। তখন তাকে বলা হবে, এসব জিনিসের দিকে তাকাও যেসব জিনিস হতে আল্লাহ তোমাকে ফিরিয়ে রেখেছেন। তারপর তার জন্য আর একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। আর সে ওদিকে দেখবে। আগুনের লেলিহান শিখা একে অপরকে দলিত মথিত করে, তোলপাড় করছে। তাকে তখন বলা হবে, এটা তোমার নিবাস। ওই সন্দেহের বিনিময়, যাতে তুমি লিপ্ত ছিলে, যে সন্দেহে তুমি মৃত্যুবরণ করেছো এবং এই সন্দেহ সহকারেই তোমাকে উঠানো হবে, যদি আল্লাহ চান (ইবনে মাজা)।

(৫) بَابُ الْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়িয়ে ধরা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٣٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - متفق عليه

১৩৩। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ নতুন উদ্ভাবন অর্থ "বেদাআত"। "যা এতে নেই", অর্থ যে কাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নাহতে নেই। ইজমা ও কিয়াসের

মাধ্যমে যেসব জিনিস দীনে প্রমাণিত সত্য তাও পরোক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারাই প্রমাণিত। এসব দীনের বাইরের কোন জিনিস নয়, তাই তা বেদয়াত নয়।

١٣٤ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَّشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - رواه مسلم

১৩৪। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ অতঃপর অবশ্য অবশ্যই সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব। আর সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো দীনে নতুন (মনগড়া) জিনিস সৃষ্টি করা। এরূপ সব নতুন জিনিসই গোমরাহী (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ বেদায়াত হলো এমন কিছু নতুন জিনিস দীনের মধ্যে চালু করা যার অস্তিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলো না, বরং তাঁর পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে থাকে।

বেদাআত দুই প্রকার। (১) বেদাআতে 'হাসানা'। (২) বেদাআতে 'সায়্যেআ'। যদি এমন কোন জিনিস উদ্ভাবন করা হয় যা ইসলামের মূলনীতি ও নিয়মনীতি অনুযায়ী হয়, কুরআন ও হাদীসের খেলাফ না হয়, এমন জিনিসকে "বেদাআতে হাসানা" বলা হয়। আর যেসব জিনিস শরীয়াতের উদ্দেশ্যর পরিপন্থী, কুরআন ও হাদীসেরও বিপরীত তাকে বলা হয় "বেদায়াতে সায়্যেআ।" এই শেষোক্ত বেদাআতটাকেই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা বলা হয়েছে। এটা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অসন্তুষ্টি উৎপাদনের কারণ। "কুল্লু বেদাআতিন দালালাতুন" বলতে এই বিদাআতকেই বলা হয়েছে। এই ধরনের বেদাআত থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কিতাব ও সুন্নাহর নীতির আলোকে যা সৃষ্টি করা হয়, তা আভিধানিক অর্থে বেদাআত হলেও শরীয়াতের অর্থে বেদাআত নয়, এই সৃষ্টি গোমরাহী নয়। বরং এরূপ কোন কোন নতুন সৃষ্টি করা জরুরীও হয়ে পড়ে। যেমন 'আরবী ব্যাকরণ', 'অভিধানের বই', উসূলে ফিক্‌হ, উসূলে হাদীস ও তাফসীর ইত্যাদি শাস্ত্রের সৃষ্টি করা, এগুলোর উপর দীন বুঝা নির্ভর করে। আবার কোন কোন নতুন সৃষ্টি মুস্তাহাব, যেমন 'তারাবীহর নামায' জামাআতের সাথে আদায় করা। রাসূলের যুগে এভাবে নিয়মিত তারাবীহর নামায পড়ার রীতি ছিল না। আবার কোন নতুন সৃষ্টি 'মোবাহ'। মাইকসহ বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের ফলে চালু রেলগাড়ী, মোটরযান প্লেন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন বেদাআত 'মাকরূহ'। যেমন কুরআন মজীদ মসজিদ ইত্যাদি কারুকার্য করা।

١٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ ثَلاَثَةٌ مُلْحِدٌ فِى الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبٌ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيْقَ دَمَهُ - رواه البخارى

১৩৫। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বির্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত। (১) যে ব্যক্তি মক্কার হারাম এলাকার মধ্যে নিষিদ্ধ ও গুনাহর কাজ করে। (২) যে ব্যক্তি ইসলামে থেকে ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়াত যুগের নিয়ম মেনে চলে। (৩) যে ব্যক্তি কোন অপরাধ ছাড়াই শুধু রক্তপাতের উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানের রক্ত ঝরায় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ মক্কা শরীফের হারাম এলাকায় যেমন ভালো কাজের সওয়াব বেশী, তেমনি গুনাহর কাজেরও গুনাহও অসীম। তাই 'হারামের সীমায়' নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যেমন ওখানে যুদ্ধবিগ্রহ ও ঝগড়াঝাটি করা, শিকার করা, শরীয়তের বিরোধী কাজ করা।

জাহিলিয়াতের যুগের পদ্ধতি, যেমন মুর্দারের জন্য জাহেলী যুগের ন্যায় 'মাতম' করা, বিপদ-মুসিবতে জামা ফেড়ে শোক করা, নওরোজ অর্থাৎ বছরের প্রথম দিনকে বরণ করা, অলীদের কবরে 'ওরস' করা, আলোকসজ্জা করা, কবরে বাতি জ্বালানো, গায়রুল্লাহর নামে নজর দেয়া, মহররম ও শবে বরাতে নাজায়েয রেওয়াজ পালন করা।

١٣٦ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ اَبٰى قِيْلَ وَمَنْ اَبٰى قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى ۰ رواه البخارى

১৩৬। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে সে ব্যতীত। জিজ্ঞেস করা হলো, কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যারা আমার আনুগত্য ও ফরমারদারী করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করবে সে-ই (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করলো (বুখারী)।

١٣٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالُوْا اِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلاً فَاضْرِبُوْا لَهُ مَثَلاً قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ

نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَّالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوْا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِىْ دَارًا وَجَعَلَ فِيْهَا مَاْدُبَةً وَّبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ اَجَابَ الدَّاعِىَ دَخَلَ الدَّارَ وَاَكَلَ مِنَ الْمَاْدُبَةِ وَمَنْ لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِىَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارِ وَلَمْ يَاْكُلْ مِنَ الْمَاْدُبَةِ فَقَالُوْا اَوِّلُوْهَا لَهُ يَفْقَهُهَا قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَّالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوْا الدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِىْ مُحَمَّدٌ فَمَنْ اَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصٰى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ - رواه البخارى

১৩৭। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতক ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। এসময়ে হুযুর শুয়ে ছিলেন (ঘুমাচ্ছিলেন)। ফেরেশতাগণ পরস্পর বলাবলি করলেন, তোমাদের সাথী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একটি উদাহরণ আছে। এই উদাহরণটি তাঁর সামনেই তাঁকে বলো। একজন বললেন, তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন। আর একজন বললেন, তাঁর চোখ ঘুমাচ্ছে, মন জেগে আছে। তাঁর উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যিনি একটি ঘর বানিয়েছেন। মানুষকে আহার করানোর জন্য দস্তরখান বিছালেন, তারপর মানুষকে ডাকবার জন্য লোক পাঠালেন। যারা আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিলো তারা ঘবে প্রবেশ করলো ও খাবার খেলো। আর যারা আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিলো না সে না ঘরে প্রবেশ করলো আর না খাবার খেলো। এসব কথা শুনে ফেরেশতাগণ পরস্পর বললেন, একথাটার তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করো যাতে তিনি কথাটা বুঝে নিতে পারেন। এবারও কেউ বললেন, তিনি তো ঘুমিয়ে। আর কেউ বললেন, তাঁর চোখ ঘুমিয়ে থাকলেও অন্তর জেগে আছে। তারা বললেন, 'ঘরটি' হলো জান্নাত। আর আহবায়ক হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর ও মেহমানদারী প্রস্তুতকারী হলেন আল্লাহ তাআলা)। অতএব যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করলো সে আল্লাহর নাফরমানী করলো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মানুষের মধ্যে (মুসলমান ও কাফির) পার্থক্য নিরূপণকারী মানদণ্ড (বুখারী)।

١٣٨ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْئَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا بِهَا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَفَرَ

اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا
وَقَالَ الْاُخَرُ اَنَا اَصُوْمُ النَّهَارَ اَبَدًا وَّلاَ اُفْطِرُ وَقَالَ الْاُخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ
فَلاَ اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ
قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ
وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ - متفق
عليه

১৩৮। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের নিকট তাঁর ইবাদতের অবস্থা জানার জন্য এলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের খবর শুনে তারা যেন তাঁর ইবাদাতকে কম মনে করলেন। পরস্পর আলাপ করলেন তাঁরা, হুযুরের তুলনায় আমরা কি? আল্লাহ তাআলা তাঁর আগের-পিছের (গোটা জীবনের) সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। (তারপর) তাদের একজন বললেন, (এখন থেকে) আমি সারা রাত নামায পড়বো। দ্বিতীয়জন বললেন, (এখন থেকে) আমি দিনে রোযা রাখবো, আর কখনো তা ত্যাগ করবো না। তৃতীয়জন বললেন, আমি নারী থেকে দূরে থাকবো, কখনো বিয়ে করবো না। তাদের এই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পড়লেন এবং বললেন, তোমরা কি এ ধরনের কথাবার্তা বলেছিলে? খবরদার! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি, তোমাদের চেয়ে বেশী তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু এরপরও আমি কোন দিন রোযা রাখি আবার কোন দিন রোযা রাখা ছেড়ে দেই। রাতে নামায পড়ি আবার ঘুমও যাই। নারীদেরকে বিয়েও করি। এটাই আমার পথ। তাই যে ব্যক্তি আমার পথ ছেড়ে দিয়েছে সে আমার (উম্মতের মধ্যে) গণ্য হবে না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ যে তিনজন সাহাবা হুযুরের স্ত্রীদের নিকট তাঁর ইবাদতের হাল – হাকীকত জানতে এসেছিলেন তারা হলেন ঃ হযরত আলী, ওসমান ইবনে মাযউন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুম। হুযুরের ইবাদতের কথা শুনার পর তাদের যে ধারণা হলো তা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেয়েছেন। তাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। হুযুর ইবাদতের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বনের জন্য তাদের হিদায়াত দিয়েছিলেন। এটাই ইসলামের নিয়ম। আল্লাহ এটাই পসন্দ করেন। যে কোন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি খারাপ। কোন জিনিস খুব বেশী করা যেমন ঠিক নয়, এভাবে খুব কম করাও ঠিক নয়। একটা জিনিস বেশী করলে তার বিপরীতটার হক আদায় হবে না। আবার আর একটা জিনিস কম

করলেও অপরটার হক আদায় হবে না। কাজেই ভারসাম্য রক্ষা করে কাজ করার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মাতদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন।

١٣٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ اَصْنَعُهُ فَوَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً - متفق عليه

১৩৯। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ করলেন (অর্থাৎ সফরে রোযা ভাংলেন), অন্যদেরকেও একাজ করার জন্য অনুমতি দিলেন। কিন্তু কতক লোক তা করলো না (অর্থাৎ রোযা ভাঙ্গলো না)। এ খবর শুনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিলেন, হামদ-সানা পড়ার পর বললেন, হে লোকসকল! তোমাদের হাল কি? তারা এমন কাজ হতে বিরত থাকছে যা আমি করছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে তাদের চেয়ে অধিক জানি ও তাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি। (তাই আমি যে কাজ করতে ইতস্তত করি না তারা তা করতে ভাববে কেনো) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ "হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ করলেন" হযরত আয়েশার একথার অর্থ হয়তো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বিবিকে রোযা অবস্থায় চুমু খেয়েছেন অথবা সফরে রোযা ভঙ্গ করেছেন। যেহেতু এই দু'টো কাজই করার অনুমতি আছে। কিন্তু কতক লোক বেশী সতর্কতা অবলম্বন করে এ কাজগুলো করতেন না। হুযুর এ খবর জানতে পেরে অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল। আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি। তাঁকে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি। কি করা ভালো আর কি করা ঠিক নয় তা আমার চেয়ে ভালো কে জানে? আমাকে যে জিনিসের 'রোখসাত' (করা বা না করার অবকাশ) দেয়া হয়েছে, যার উপর আমি আমল করি তা কেনো তোমরা করবে না। মোটকথা যেখানে 'রোখসাতের' উপর আমল করা উত্তম সেখানে তা করা চাই। যেখানে যা করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল খুশী হন তা করতে হবে, তা করাই ইবাদত।

١٤٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُاَبِّرُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوْا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوْهُ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا

بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِّنْ اَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهٖ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِّنْ رَّأْىٍ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ - رواه مسلم

১৪০। হযরত রাফে ইবনে খাদীজ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় মদীনায় (হিজরত করে) আসলেন, তখন মদীনার লোকেরা খেজুর গাছে ‘তাবীর’ করতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এমন করছো কেনো? মদীনাবাসী জবাব দিলো, আমরা সব সময় এমনি করে আসছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মনে হয় তোমরা এমন না করলেই ভালো হতো। তাই মদীনাবাসীরা একাজ করা ছেড়ে দিলো। কিন্তু ফসল (এ বছর) কম হলো। বর্ণনাকারী বলেন, একথা হুযুরের কানে গেলে তিনি বললেন, ‘নিশ্চয় আমি একজন মানুষ। তাই আমি যখন তোমাদেরকে তোমাদের দীন সম্পর্কে আমার মত অনুযায়ী কিছু বলবো, তোমরা আমরা কথা শুনবে। আর আমি যখন তোমাদেরকে দুনিয়ার বিষয় সম্পর্কে কিছু বলবো তখন মনে করবে, আমি একজন মানুষ (দুনিয়ার ব্যাপারে আমারও ভুল হতে পারে) (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ খেজুর গাছ নরও হয়, আবার মাদীও হয়। এই নর গাছের কেশর বা ফুল মাদী গাছে লাগানোকেই তাবীর বলে। তাবীর করলে যে ফলন বেশী হয় তা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না। এটা জানা নবুওয়াতের দায়িত্বের মধ্যেও গণ্য ছিলো না। হুযুর তা না করার জন্য বলেছিলেন। মানবীয় ধারণা থেকে তিনি তা বলেছিলেন। তিনি ওহী ছাড়া কোন কথা বলেন না, কুরআনের এ কথার অর্থ দীনের ব্যাপারে। ফলন ওই বছর কম হয়েছে শুনে তিনি বলে দিলেন, দুনিয়ার ব্যাপারে আমার কথা শুনা তোমাদের জন্য জরুরী নয়।

নর খেজুরের কেশর মাদী খেজুরের কেশরের সাথে লাগানোকে হুযুরের কাছে জাহেলী যুগের কাজ বলে মনে হয়েছিলো। এর দ্বারা ফলন কম-বেশী হতে পারে তা হুযুরের কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়নি। তাঁর ধারণা ছিলো এসব আল্লাহর তরফ থেকে হয়। কিন্তু ফলন কম হলে তিনি দুনিয়াদারীর ব্যাপারে তাঁর পরামর্শের উপর সব সময় আমল না করতে বলে দিলেন।

١٤١ - وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتٰى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ وَاِنِّىْ اَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ فَاَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ فَاَدْلَجُوْا فَانْطَلَقُوْا عَلٰى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَاَصْبَحُوْا

مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهٖ وَمَنْ عَصَانِىْ وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهٖ مِنَ الْحَقِّ - متفق عليه

১৪১। হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার এবং যে ব্যাপারটি নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো এমন, যেমন এক ব্যক্তি তার জাতির কাছে এসে বললো, হে আমার জাতি! আমি আমার এই দুই চোখে শত্রু বাহিনী দেখে এসেছি।

আমি হচ্ছি তোমাদের একজন নাংগা (নিঃস্বার্থ) সাবধানকারী। অতএব তোমরা শীঘ্র তোমাদের নাজাতের পথ তালাশ করো (তাহলে নাজাত পাবে)। এ কথা শুনে জাতির একদল লোক তার কথা (বিশ্বাস করে) মানলো। রাতেই তারা (শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য) ধীরে-সুস্থে চলে গেলো। তারা মুক্তি পেলো। জাতির আর একদল তাঁকে মিথ্যুক মনে করলো (তাই ভোর পর্যন্ত এখানেই থাকলো)। ভোরে অতর্কিতে শত্রুসৈন্য এসে তাদের উপর আক্রমণ চালালো। তাদের গ্রেফতার করে সমূলে ধ্বংস করে দিলো। এই হলো সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আমার কথা মেনেছে, আমি যে পয়গাম নিয়ে এসেছি তার আনুগত্য করেছে। আর ওই ব্যক্তির এই উদাহরণ যে আমার কথা মানেনি। আমি যে সত্য নিয়ে (দীন ও শরীয়ত) তাদের কাছে এসেছি, তাকে তারা মিথ্যা মনে করেছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ 'নাংগা সাবধানকারী'র তাৎপর্য হলো, আরবে নিয়ম ছিলো যখন কোন ব্যক্তি কোন শত্রু পক্ষকে জাতির উপর অতর্কিতে হামলা করার জন্য আসতে দেখতো, তখন নিজের জাতিকে সাবধান করার জন্য পরনের কাপড় খুলে মাথার উপর দিয়ে ঘুরাতে থাকতো। এটা ছিলো জাতির জন্য নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক হবার লক্ষণ। নাংগা হবার তাৎপর্য ছিলো, জাতিকে বাঁচাবার জন্য হেন কোন কাজ নেই যা সে করতে পারবে না। এটা তার কথার সত্যতা প্রমাণ করতো। জাতি বেঁচে যেতো শত্রুর আক্রমণ হতে। কোন ভীতিপ্রদ অতর্কিত হামলা বা ঘটনা থেকে বাঁচার জন্য এটা একটা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো।

١٤٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِىْ تَقَعُ فِى النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيْهَا فَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَاَنْتُمْ تَقَحَّمُوْنَ فِيْهَا - هٰذِهِ رِوَايَةُ الْبُخَارِىِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهَا وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهَا قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ اَنَا اٰخِذٌ

بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُوْنِىْ تَقَحَّمُوْنَ فِيْهَا -
متفق عليه

১৪২। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো যে আগুন জ্বালালো। আগুন যখন তার চারদিক আলোকিত করে ফেললো তখন ওই সকল পোকা যেগুলো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দলে দলে প্রজ্বলিত আগুনে এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে লাগলো। আগুন প্রজ্বলনকারী সেগুলোকে বাধা দিতে লাগলো। কিন্তু তারা বাধা উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়তেই থাকলো। ঠিক সেরূপ আমিও (হে মানবজাতি!) তোমাদেরকে পেছন থেকে তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য টানছি। আর তোমরা দলে দলে ওই আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছো। এটা ইমাম বুখারীর বর্ণনা। ইমাম মুসলিম সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তবে শেষের দিকে তিনি আরো বলেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটাই হলো আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত। আমি তোমাদেরকে (পেছন থেকে) কোমর ধরে আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য টানছি ও বলছি, এসো আমার দিকে, দূরে থাকো আগুন থেকে, এসো আমার দিকে দূরে থাকো আগুন থেকে। কিন্তু তোমরা আমাকে পরাজিত করে আগুনে ঝাপ দিয়ে পড়ছো (বুখারী - মুসলীম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছেন তাহলো, আমি তোমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তোমাদের মূল গন্তব্যস্থলের কথা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছি। দায়িত্বও বলে দিয়েছি তোমাদের। নিষিদ্ধ ও হারাম কাজগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি। কিন্তু কীট-পতঙ্গ যেভাবে বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে আগুনে ঝাঁপ দেয়, ঠিক সেভাবে তোমাদেরকে ভয়াবহ বিপদের পথ থেকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাবার পরও তোমরা সেদিকেই ঝোঁকছো ও ঝাপিয়ে পড়ছো। নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জাহান্নামের প্রজ্জলিত আগুনের দিকেই ঝাঁপ দেবার জন্য চেষ্টা করছো।

١٤٣ - وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَاَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً اُخْرٰى اِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ

كَلاَ فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَّمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَاْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ - متفق عليه

১৪৩। হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে আল্লাহ (তোমাদের মুক্তির জন্য) যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হলো, জমিনে মুষলধারে বৃষ্টি। এ বৃষ্টি কোন ভূখণ্ডে পড়েছে। সে ভূখণ্ডের এক অংশ ছিলো উৎকৃষ্ট, যা বৃষ্টিকে চুষে নিয়েছে। প্রচুর উদ্ভিদ ও শ্যামল সবুজ গাছ-গাছালি, ঘাস জন্ম নিয়েছে। আর অপর অংশ ছিলো কঠিন গভীর, পানি (শোষণ করেনি কিন্তু) আটকিয়ে রেখেছে। এর দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়েছে। লোকে তা পান করেছে, অন্যকে পান করিয়েছে। এর দ্বারা ক্ষেত-খামারে সেচের কাজ করেছে। আর কিছু বৃষ্টি ভূখণ্ডের সমতল ও কঠিন জায়গায় পড়েছে, যা পানি আটকিয়ে রাখেনি বা শোষণ করেনি। তাই তরতাজা গাছপালা জন্মায়নি। এটা হলো ওই ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দীন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছে, যার জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। এটা তার কল্যাণ সাধন করেছে। সে তা শিক্ষা করেছে ও (মানুষকে) শিক্ষা দিয়েছে। আর সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে এর দিকে মুখ তুলে তাকায়নি যে হিদায়াত আমার কাছে পাঠিয়েছেন তা-ও গ্রহণ করেনি (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই প্রকার মানুষের উল্লেখ করেছেন। এক প্রকার মানুষ দীন থেকে কল্যাণ লাভ করেছে। আর এক প্রকার মানুষ দীন হতে কল্যাণ হাসিল করেনি। এই জিনিসটি সুন্দরভাবে বুঝাবার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীনকেও দুই ধরনের বলে বর্ণনা করেছেন। এক ধরনের 'জমি' পানি দ্বারা উপকার সাধন করে। আর এক প্রকার জমি আছে, পানি দ্বারা উপকার সাধন করে না। উপকার সাধনকারী জমিও আবার দুই প্রকার। এক প্রকার হলো ফসলাদি উৎপাদনকারী। আর এক প্রকার হলো - ফসলাদি উৎপাদনকারী নয়।

ঠিক এভাবে রাসূলের হিদায়াত ও দীনের জ্ঞান থেকে কল্যাণ লাভকারী লোকেরাও দুই প্রকার। প্রথমতঃ যারা আলেম, আবেদ, ফকীহ ও শিক্ষক। এদের সাথে জমির ওই অংশের তুলনা করা যায়, যে অংশ পানিকে নিজের মধ্যে চুষে নিয়ে নিজেও কল্যাণ লাভ করেছে আর অপরেরও কল্যাণ করেছে, গাছ-গাছালিও জন্মিয়েছে। ঠিক এভাবে ওই ব্যক্তিও হিদায়াত ও ইলমে দীন থেকে নিজে উপকৃত হয়েছে অন্যকেও এর থেকে ফায়দা পৌঁছিয়েছে। দ্বিতীয় হলো ওই ব্যক্তি যে আলেম হয়েছে মুয়াল্লেম হয়েছে, আবেদ ও ফকীহ হয়নি। সে নফল কাজসহ অন্যান্য কাজ

করেনি। নিজের অর্জিত জ্ঞান দ্বারা ব্যাপক সমঝ-বুঝ হাসিল করেনি। তার দৃষ্টান্ত হলো জমির ওই অংশের মতো, যে অংশে পানি জমেছে। মানুষেরা এই পানি ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছে, অথবা জমিনের ওই অংশ যা পানি শোষণ করেছে, গাছপালা জন্মিয়েছে, এটা হলো ওই জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে দীনের অনেক ব্যাপারে সমস্যার সমাধান দিয়েছে, এর দ্বারা নিজেও উপকৃত হয়েছে, অন্যকে উপকৃত করেছে।

আর ভূখণ্ডের ওই অংশের উদাহরণ, যাতে পানি জমেছে, তারা ইলমে হাদীস হাসিল করেছে, এই হাদীসের জ্ঞানকে মানুষদের নিকট পৌঁছিয়েছে। এই দুই ধরনের লোকের মোকাবিলায় তৃতীয় এক ধরনের লোক আছে যারা অহংকার ও গর্ববোধে আল্লাহর দীনের কাছে নিজেরাও মাথা নত করেনি, ইসলামের জ্ঞানের দিকেও কোন ভ্রুক্ষেপ করেনি, আর করেনি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পয়গামের প্রতিও কর্ণপাত, না করেছে এর উপর আমল। আর না জ্ঞানের আলো পৌঁছিয়েছে মানুষের কাছে। সে দীনে মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত হোক আর না হোক অথবা কাফির হোক তার দৃষ্টান্ত হলো কঠিন জমির মতো যে জমি না পানি চুষে নিয়েছে, না জমা করেছে, আর না তার উপর কিছু উৎপাদন করেছে।

এ হাদীসের মর্ম হলো, মুসলমানদেরকে শুধু নিজের বাঁচার উপায় বের করলেই চলবে না, তদেরকে পথ প্রদর্শক হিসাবে দুনিয়ায় সকলকে বাঁচাবার চেষ্টাও করতে হবে।

١٤٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ وَقَرَاَ اِلٰى وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُولُوا الْاَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتِ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ - متفق عليه

১৪৪। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلاَّ اللّٰهُ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُولُوا الْاَلْبَابِ - ال عمران : ٧

“তিনিই তোমার উপর এই কিতাব নাযিল করেছেন, যার কতক আয়াত মুহকাম এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ। যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন

প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্য জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা তাতে ঈমান এনেছি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত। আর বোধশক্তিসম্পন্নরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (আল ইমরান ঃ ৭)।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এই আয়াত পড়ার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে সময় তুমি দেখবে, মুসলিমের বর্ণনায় আছে, 'যখন তোমরা দেখো যে, লোকেরা কুরআনের 'মোতাশাবেহ' আয়াতের অনুসরণ করছে, তখন মনে করবে, এরাই সে সকল লোক যাদের আল্লাহ তাআলা বাঁকা হৃদয়ের লোক বলে অভিহিত করেছেন। তাদের থেকে সতর্ক থাকবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আপনার কাছে তিনিই কিতাব নাযিল করেছেন। এর কিছু আয়াত 'মোহকাম' সেগুলো হচ্ছে উম্মুল কিতাব। আর কিছু হচ্ছে মোতাশাবেহ। কিন্তু যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনার ইচ্ছায় ও অসংগত তাবীল বা ব্যাখ্যার উদ্দেশে এই মোতাশাবেহ আয়াতের পিছে ঘুরে বেড়ায়। অথচ তাবীল বা ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যারা বিরাট আলেম, অনেক জ্ঞানের অধিকারী তারা বলেন, আমরা এই মোতাশাবেহ আয়াতে বিশ্বাসী। এসব আয়াতে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন তা সব সত্য। যদিও আমরা এর রহস্য বুঝতে পারছি না। প্রত্যেক আয়াতই আমাদের পরওয়ারদিগারের নিকট হতে। জ্ঞানীজন ছাড়া কেউই তার উপদেশ গ্রহণ করে না।

মোহকাম ঃ এর অর্থ, যার অর্থের মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। আয়াতের মধ্যে এগুলোই হচ্ছে উম্মুল কিতাব (কুরআনের মূল)। দীন বুঝবার জন্য এগুলোর উপর নির্ভর করতে হয় এবং এগুলোর মধ্যে শরঈ বিধান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে।

মোতাশাবেহ ঃ যার অর্থ লোকদের কাছে দুর্বোধ্য। যেমন হরফে 'মুকাত্তাআত'। সূরার প্রথম দিকের বর্ণসমূহ। এ সকল বর্ণ কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা শুধু আল্লাহই জানেন। আমাদের শুধু এই বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহ যে অর্থে এগুলো ব্যবহার করেছেন তা সত্য। কারো কারো মতে, গভীর জ্ঞানের অধিকারী লোকরাও 'মোতাশাবেহাতের' অর্থ বুঝেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) ও শাফিয়ী (রাহিমাহুল্লাহু 'আনহু) এই মত পোষণ করতেন বলে জানা যায়।

١٤٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ هَجَّرْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ اَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اِخْتَلَفَا فِىْ اٰيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِىْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِى الْكِتَابِ - رواه مسلم

১৪৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন দুপুর বেলা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌঁছিলাম। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, হুযুর তখন দুইজন লোকের কথার আওয়াজ শুনলেন। তারা একটি (মুতাশাবিহ)' আয়াত সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করছিলো (অর্থাৎ এই আয়াতের অর্থ নিয়ে ঝগড়া করছিলো)। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন। এসময় তাঁর চেহারায় রাগের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিলো। হুযুর বললেন, তোমাদের আগের লোকেরা আল্লাহর কিতাব নিয়ে মতভেদ করে ধ্বংস হয়ে গেছে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই মতভেদ অর্থ এমন আলোচনা যাতে মন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়, ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। পরস্পর ফেতনা-ফাসাদ ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়। কুফর ও বিদায়াতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর কিতাবের অর্থ বুঝা বা এর আহকাম নির্দেশ করার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের আলোচনা দূষণীয় নয়, বরং প্রয়োজনীয়। কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান। কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথেষ্ট। কেন তর্ক-বিতর্ক। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করেছিলেন।

١٤٦ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَاَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ اَجْلِ مَسْاَلَتِهٖ - متفق عليه

১৪৬। হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বড় গুনাহগার যে ব্যক্তি এমন কোন জিনিসের প্রশ্ন করে যা হারাম ছিলো না। কিন্তু তার প্রশ্ন করার ফলে তা হারাম হয়ে গেছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই শাস্তির কথা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের ব্যাপারে বলেছেন, যারা বিদ্রোহ ও হঠকারিতার জন্য প্রশ্ন করতো। আগেকার কালের নবীদেরও এ ধরনের প্রশ্ন করা হতো। কোন কিছু জানার জন্য প্রশ্ন করা নিষেধ নয়। বনি ইসরাঈল গাভীর ব্যাপারে হযরত মূসা (আ)-কে প্রশ্ন করেছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো বিদ্রোহ ও টালবাহানা করা। যতো প্রশ্ন করেছে ততো শর্ত বাড়ানো হয়েছে। অথচ কোন প্রশ্ন না করে প্রথম হুকুম মতো কাজ করলেই হয়ে যেতো।

١٤٧ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَاْتُوْنَكُمْ مِّنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْهُ اَنْتُمْ وَلاَ اٰبَاؤُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّوْنَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُوْنَكُمْ - رواه مسلم

১৪৭। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যমানায় এমন ফাঁকিবাজ মিথ্যুক দাজ্জাল লোক হবে যারা তোমাদের কাছে এমন হাদীস নিয়ে আসবে যা তোমরা শুনোনি, তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনেনি। অতএব এদের থেকে সাবধান থাকো, যাতে তারা তোমাদেকে গোমরাহ্ করতে বা বিপদে ফেলতে না পারে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ দাজ্জাল শব্দের অর্থ হলো, যে সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটায়। হাদীসের মর্ম হলো ঃ শেষ যমানায় এমন ফেরেববাজ, ধোঁকাবাজ লোকের জন্ম হবে, যারা তাকওয়ার আড়ালে লোকদেরকে ধোঁকায় ফেলবে। মানুষকে বলবে, আমরা আলেম ও দীনদার মানুষ। তোমাদেরকে আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জানাতে এসেছি। তারা নিজের তরফ থেকে জাল হাদীস বানিয়ে রাসূলের হাদীস বলে প্রচার চালাবে। অতীতের মহামানবদের নামে অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করে মানুষকে ধোঁকা দিবে, ভুল আকীদার বীজ ছড়াবে। তাই এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। তাদের খপ্পর থেকে অন্যদেরকেও রক্ষা করার জন্য কাজ করবে।

মোটকথা দীনের জ্ঞান অর্জন করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। তাছাড়াও বেদায়াতী ও এমন লোকদের হাত থেকে বাঁচতে হবে, যারা আত্মস্বার্থ ও প্রকৃতির তাড়নায় ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারণা করে। এদের সাথে কোন সম্পর্কে রাখা উচিৎ নয়।

١٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَاؤُنَ التَّوْرٰةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيِّ لِاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الْاٰيَةَ - رواه البخارى

১৪৮। "হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবরা তাওরাত কিতাব হিব্রু ভাষায় তিলাওয়াত করতো (এটা ছিলো ইয়াহুদীদের ভাষা)। আর মুসলমানদেরকে তা আরবী ভাষায় বুঝাতো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে সাহাবাদেরকে বললেন, তোমরা

আহলি কিতাবকে সত্য মনে করো না, আবার মিথ্যাও বলো না। (শুধু) বলবে, "আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর ও ওই জিনিসের উপর যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে" (বুখারী)।'

ব্যাখ্যা ঃ পুরা আয়াতটি হলো ঃ

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَيَقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ •

"তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, আর যে কিতাব আমাদের উপর নাযিল হয়েছে, আর যে সহীফা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূব ও তার বংশধরগণের উপর নাযিল হয়েছে এগুলোর উপর, আর যেসব কিতাব মূসা ও ঈসাকে দান করা হয়েছে এগুলোর উপর, আর যা অন্যান্য পয়গাম্বরগণকে তাদের পরওয়ারদিগারের কাছ থেকে দেয়া হয়েছে ওসবের উপরও ঈমান এনেছি। আমরা নবীদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল" (সূরা বাকারা ঃ ১৩৬)।

আহলে কিতাবরা তওরাতের কোন অংশ পড়লে বা ব্যাখ্যা করলে তাকে মিথ্যাও বলো না আবার সত্যও মনে করো না, বরং (কুরআনের উপরে উদ্ধৃত) আয়াতটি পড়ো। কারণ তারা তাদের কিতাবের পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে ফেলেছে। হতে পারে তাদের পঠিত অংশ পরিবর্তিত। আবার মিথ্যা এজন্য মনে করো না যে, এটা তো আল্লাহর কিতাব। হতে পারে যে অংশ তারা পড়েছে তা সহীহ।

١٤٩ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ - رواه مسلم

১৪৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোকের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (খোঁজখবর নেয়া ছাড়াই) তা-ই বলে বেড়ায় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ-যদি সে মিথ্যা কথা না-ও বলে, কিন্তু যদি কোন কথা শুনার পর তা কতটুকু ঠিক কি বেঠিক তা অনুসন্ধান না করেই বলাবলি শুরু করা তার অভ্যাস হয় তাহলে এটাই মিথ্যা বলার নামান্তর। কোন কথা শুনলেই তা অনুসন্ধান ছাড়া ছড়ানো অনেক অঘটনের সূচনা করতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজকে মিথ্যা বলার শামিল বলেছেন, কুরআনে পাকেও কোন কথা শুনে অনুসন্ধান না করে প্রচার করা নিষেধ করা হয়েছে।

١٥٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَّبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِىْ اُمَّتِهٖ قَبْلِىْ اِلاَّ كَانَ لَهٗ فِىْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَّاْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَّقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لاَ يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ - رواه مسلم

১৫০। হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমার পূর্বে কোন নবীকে ওই উম্মাতের মধ্যে পাঠাননি যাঁর কোন সাহায্যকারী ও বন্ধু ওই উম্মাতে ছিলো না। তারা এই নবীর পথ অবলম্বন করেছে, তার (জারীকৃত) হুকুম আহকাম মেনে চলেছে। এরপর এমন লোক তাদের স্থলে এলো যারা অন্যদেরকে তা বলতো যা নিজেরা করতো না। আর তারা ওই সব কাজ করতো যা করার জন্য (শরীয়াত) তাদেরকে আদেশ দেয়নি। (আমার উম্মাতের মধ্যেও এমন ধরনের লোক থাকতে পারে)। তাই যে নিজের হাত দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সে পূর্ণ মুমিন। আর যে মুখের দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মুমিন। আর যে অন্তর দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সে-ও মুমিন। এরপর আর দানা পরিমাণ ঈমানও নেই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র দীন একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এ দীন প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। আর না থাকলে একে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করতে হবে। এটাই পরিপূর্ণ মুমিনের কাজ। এই হাদীসে কে কতটুকু মুমিন তার একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দীন কায়েম করা ফরয। তাই একজন মুমিন তখনই পূর্ণ মুমিন যখন দীন প্রতিষ্ঠার বা সংরক্ষণের কাজে সে তার পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবে। হাত দ্বারা রাসূল এটাই বুঝিয়েছেন। আর যে দীন প্রতিষ্ঠার জন্য দীন সম্পর্কে বক্তৃতা বক্তব্যের মাধ্যমে কাজ করবে সেও মুমিন। আর যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে অথবা মৌখিকভাবে দীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে পারছে না কিন্তু তার হৃদয় সংগ্রামী ও জেহাদী লোকদের সাথে থাকবে, সেও মুমিন। এর বাইরে কেউ মুমিন নয়। আজ সমাজের চিত্র দেখে দীন প্রতিষ্ঠার কাজে কে কতটুকু জিহাদ করে, মুমিনের কোন পর্যায়ে আছে তা এই হাদীসের নিরীখে চিন্তা করে দেখা দরকার।

١٥١ – وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا – رواه مسلم

১৫১। হযরত আবু হোরাইরা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে সৎপথের দিকে ডাকে, তার জন্য অতটুকু সওয়াব যতটুকু সওয়াব অনুসারীরা পাবে, অথচ তাদের সওয়ার হতে একটুও কমানো হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকে পথভ্রষ্টতার দিকে ডাকে, তার জন্য অতটুকু গুনাহ হবে যতটুকু গুনাহ তার অনুসরণকারীদের হবে। এতে তাদের গুনাহ থেকে একটুও কমানো হবে না (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজ করবে, সওয়াবের কাজ করবে, কোন লোককে নেক কাজের দিকে আহবান জানাবে, এরপর যারা তার আহবানে সাড়া দিয়ে ভালো কাজ করবে ও ভালো মানুষ হয়ে যাবে, তাদেরকে আল্লাহ পাক বিনিময়ে সওয়াব দিবেন। যে ব্যক্তি তাদের দাওয়াত দিয়ে ভালো পথে আনলেন, আল্লাহ তাকেও এদের সম-পরিমাণ সওয়াব দেবেন। যারা তার কথা শুনলো ও নেক কাজ করলো তাদের সওয়াবের অংশ একটু কমবে না।

ঠিক যার কারণে কেউ খারাপ কাজ করে তারও একই অবস্থা। যারা খারাপ কাজ করবে ও খারাপ পথে যাবে তারা তো গুনাহগার হবেই। আর যে ব্যক্তির প্ররোচনায় তারা খারাপ কাজ করলো সেও তাদের সম-পরিমাণ গুনাহগার হবে। অনুসারীদের গুনাহর বোঝা তাতে কম হবে না।

١٥٢ – وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَاَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَاَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ – رواه مسلم

১৫২। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলাম গরীবী অবস্থায় শুরু হয়েছে এবং তা পরিশেষে গরীবী অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। তাই গরীবদের জন্য শুভ সংবাদ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম অর্থ এই হাদীসে ইসলাম ও মুসলমান উভয় অর্থই হতে পারে। ইসলাম অর্থ গ্রহণ করা হলে অর্থ হবে ইসলাম মক্কা হতে যখন মদীনায় যাত্রা শুরু করে তখন তার সাহায্যকারী ও অনুসরণকারীর সংখ্যা খুবই কম ছিলো। ঠিক

একইভাবে শেষ যমানায়ও এর সাহায্যকারী ও অনুসরণকারীর সংখ্যা খুবই কম হবে। দীন অবহেলিতভাবে আবার মক্কা-মদীনার দিকে ফিরে যাবে।

ইসলাম অর্থ মুসলমান হলে এর অর্থ দাঁড়াবে, প্রথম যুগে যেমন মুসলমান সংখ্যায় কম ছিলো, ছিলো অসহায়, শেষ যমানায়ও মুসলমানদের অবস্থা তা-ই হবে। হাদীসের শেষের অংশ এই অর্থই বুঝায়। অতএব যে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান শেষ কালের এই সঙ্গিন অবস্থায় ইসলামের উপর মজবুত থাকবে তাদের জন্য শুভ সংবাদ। তাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে।

١٥٣ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَأْرِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا - متفق عليه وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فِىْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَحَدِيْثَىْ مُعَاوِيَةَ وَجَابِرٍ لَاَ يَزَالُ مِنْ اُمَّتِىْ وَلَاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ فِىْ بَابِ ثَوَابِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ·

১৫৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মদীনার দিকে ইসলাম এভাবে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ পরিশেষে তার গর্তে ফিরে আসে (বুখারী ও মুসলিম)। হযরত আবু হোরাইরা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর হাদীস কিতাবুল মানাসিকে, হযরত মুয়াবিয়া এবং জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর হাদীস দুইটি "লা ইয়াযালু মিন উম্মাতি" এবং "লা ইয়াযালু তায়েফাতুম মিন উম্মাতি" "সাওয়াবু হাজিহিল উম্মাতে" অধ্যায়ে বর্ণনা করবো ইনশাল্লাহ।

ব্যাখ্যা ঃ এ অবস্থার উদ্ভব শেষ যমানায় দাজ্জাল বের হবার সময় সংঘটিত হবে। মদীনা মুনাওয়ারা ছাড়া তখন অন্য কোথাও দীনের জ্ঞান ও মুসলমানী থাকবে না প্রায়। এই দুইটি হাদীসেই বুঝানো হচ্ছে যে, শেষ যমানায় কুরআন ও সুন্নাহ আকড়িয়ে থাকার লোক সংখ্যায় খুব নগণ্য হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٥٤ -عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ قَالَ اُتِىَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ لَهُ لِتَنَمْ عَيْنُكَ وَلِتَسْمَعْ اُذُنُكَ وَلِيَعْقِلْ قَلْبُكَ قَالَ فَنَامَتْ عَيْنِىْ وَسَمِعَتْ اُذُنَاىَ وَعَقَلَ قَلْبِىْ قَالَ فَقِيْلَ لِىْ سَيِّدٌ بَنٰـى دَارًا فَصَنَعَ فِيْهَا مَاْدُبَةً وَّاَرْسَلَ

دَاعِيًا فَمَنْ اَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَاَكَلَ مِنَ الْمَاْدُبَةِ وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ وَمَنْ لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَاْكُلْ مِنَ الْمَاْدُبَةِ وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ قَالَ فَاللّٰهُ السَّيِّدُ وَمُحَمَّدٌ الدَّاعِيُ وَالدَّارُ اَلْاِسْلَامُ وَالْمَاْدُبَةُ الْجَنَّةُ -

رواه الدارمى

১৫৪। হযরত রবীয়া আল-জোরাশী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে ফেরেশতা দেখানো হলো। তাঁকে বলা হলো (ফেরেশতারা বললেন) আপনার চোখ ঘুমে থাকুক, কান শুনতে থাকুক এবং হৃদয় বুঝতে থাকুক। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার চোখ দুইটি ঘুমালো, আমার কান দুইটি শুনলো এবং আমার হৃদয় বুঝলো। এরপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন আমাকে বলা হলো (অর্থাৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ ফেরেশতারা আমার সামনে বর্ণনা করলেন) যেনো একজন সম্মানিত ব্যক্তি একটি ঘর বানালো এবং জিয়াফতের ব্যবস্থা করলো, এরপর লোকজনকে ডাকার জন্য একজন আহবানকারীকে পাঠালো। অতএব যে ব্যক্তি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিলো, সে ঘরে প্রবেশ করলো এবং আহার করলো। বাড়ীর মালিক তার প্রতি সন্তুষ্ট হলো। আর যে ব্যক্তি আহবানকারীর আহবান কবুল করলো না, সে ঘরেও ঢুকলো না, খাবারও খেলোনা। আর বাড়ীর মালিকও তার উপর সন্তুষ্ট হলো না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই উপমায় সর্দার বা মালিক হলেন আল্লাহ, আহবানকারী হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঘর হলো ইসলাম। আর খাবারের স্থান হলো জান্নাত (দারেমী)।

١٥٥ - وَعَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهِ يَاْتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِيْ مِمَّا اَمَرْتُ بِهِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لَاَ اَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ اِتَّبَعْنَاهُ - رواه احمد وابو داود والترمذى وابن ماجة والبيهقى فى دلائل النبوة ٠

১৫৫। হযরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমি তোমাদের কাউকেও যেনো এই অবস্থায় না দেখি যে, সে তার গদিতে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। আর তার নিকট আমার নির্দেশাবলীর কোন নির্দেশ পৌঁছবে, যাতে আমি কোন বিষয় আদেশ করেছি অথবা কোন বিষয় নিষেধ করেছি। তখন সে বলবে, আমি এসব কিছু জানি

না, যা কিছু আমি আল্লাহর কিতাবে পাবো তার আনুগত্য করবো (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও বায়হাকীর দালাইলুন নুবুওয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ গদিতে হেলান দেয়ার অর্থ হলো গর্ব ও অহংকারবোধে মত্ত থাকা, জ্ঞানচর্চা ও ইলমে হাদীস হাসিল করার চেষ্টা না করা। দীনী ইলম ছেড়ে দেয়া। অজ্ঞতার কারণে আমার এমন কোন হুকুমের ব্যাপারে যা কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি, সে ব্যাপারে বলবে, আল্লাহর কিতাব ছাড়া আমি কিছু মানবো না। আর কুরআন ছাড়া অন্য কোন জিনিসের পায়রবীও করবো না। এই হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরনের মূর্খ জাহেল অহংকারী লোকদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যারা এই আহকামের উপর আমল করার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করবে অথবা এসবের আনুগত্য করতে অবহেলা করবে।

তারা মনে করে, দীন ও শরীয়তের আহকাম শুধু কুরআনের উপরই নির্ভরশীল। তারা জ্ঞানপাপী। অনেক হুকুম আহকাম কুরআনে নেই। শুধু হাদীসে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হলো, শরীয়তের হুকুম-আহকামের জন্য যেভাবে কুরআন দলীল, ঠিক একইভাবে হাদীসও দলীল। কুরআন যেভাবে আল্লাহর তরফ থেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে, একইভাবে হাদীসের জ্ঞানও আল্লাহর তরফ থেকেই হুযুরের কাছে এসেছে। দুটোই ওহী। হাদীসকে কুরআনের তাফসীর বলা হয়।

١٥٦ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اِنِّيْ اُوْتِيْتُ الْقُرْاٰنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلٰى اَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ فَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَاَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ اَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْاَهْلِيُّ وَلاَ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَلاَ لُقْطَةُ مُعَاهِدٍ اِلاَّ اَنْ يَّسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ اَنْ يَّقْرُوْهُ فَاِنْ لَّمْ يَقْرُوْهُ فَلَهُ اَنْ يُّعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ - رواه ابو داود وروى الدارمى نَحْوَهُ وكَذَا اِبْنُ مَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهِ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ .

১৫৬। হযরত মিকদাম ইবনে মাদীকারিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপ জিনিসও। সাবধান! অচিরেই

কোন উদরভর্তি বড় লোক তার পালংকে বসে বলবে, এই কুরআনকেই শুধু তোমরা গ্রহণ করবে। এতে যা হালাল পাবে তাকেই হালাল মানবে। আর যা এতে হারাম পাবে তাকেই হারাম মানবে। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম বলেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারই অনুরূপ। সাবধান! গৃহপালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয়। শিকারী দাঁতওয়ালা কোন হিংস্র পশুও তোমাদের জন্য হালাল নয়। মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকের কোন হারানো জিনিস তোমাদের জন্য হালাল নয়, তবে সে যদি সেটির মুখাপেক্ষী না হয় তাহলে ভিন্ন কথা। কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের নিকট পৌছলে তার মেহমানদারি করা তাদের কর্তব্য। তারা তার মেহমানদারি না করলে সে জোরপূর্বক তাদের নিকট থেকে তার মেহমানদারির সম-পরিমাণ আদায় করে নিতে পারবে (আবু দাউদ, দারিমী, ইবনে মাজা)।

١٥٧ - وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَيَحْسَبُ اَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهِ يَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا اِلاَّ مَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ اَلاَ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ قَدْ اَمَرْتُ وَوَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ اَشْيَاءَ اِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْاٰنِ اَوْ اَكْثَرُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلاَّ بِاِذْنٍ وَلاَ ضَرْبَ نِسَاءِهِمْ وَلاَ اَكْلَ ثِمَارِهِمْ اِذَا اَعْطَوْكُمُ الَّذِىْ عَلَيْهِمْ - رواه ابو داود وَفِىْ اِسْنَادِهِ اَشْعَثُ ابْنُ شُعْبَةَ الْمِصِّيْصِىُّ قَدْ تُكُلِّمَ فِيْهِ ·

১৫৭। হযরত ইরবাদ ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবা দিতে উঠে বললেন, তোমাদের কেউ কি নিজের পালংকে ঠেস দিয়ে বসে একথা ভাবছে যে, আল্লাহ তাআলা যা কিছু এই কুরআনে হারাম করেছেন তাছাড়া আর কিছু হারাম নয়? সাবধান! আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আমি আদেশ দিয়েছি, আমি নসিহত করেছি এবং নিষেধ করেছি এমন অনেক জিনিস সম্পর্কে যার হুকুম কুরআনের হুকুমের মতো অথবা এর চেয়েও বেশী হবে । তোমরা মনে রাখবে, অনুমতি ছাড়া আহলে কিতাবদের বসবাস করার ঘরে প্রবেশ করা, তাদের নারীদের গায় হাত তোলা ও তাদের ফসল বা শস্য খাওয়াকেও আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য হালাল করেননি, যদি তারা তাদের উপর ধার্যকৃত কর আদায় করে দেয় (এইসব বিষয় কুরআনে উল্লেখ নেই, আমার দ্বারা আল্লাহ এসব হারাম করেছেন) (আবু দাউদ)। এই হাদীসের সনদে আশআছ ইবনে শোবা মিস্‌সীসী সম্পর্কে সমালোচনা আছে।

ব্যাখ্যা ঃ যারা শুধু কুরআনের উল্লেখিত হুকুম ছাড়া রাসূলের হুকুম-আহকাম, ওয়াজ-নসিহত মানতে অনীহা প্রকাশ করছে তাদের জবাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট কয়েকটি হুকুমের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এগুলো তো আমার হুকুম যার নির্দেশ কুরআনে নেই। যেমন আহলে কিতাবদের বসবাসের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা, তাদেরে উত্যক্ত ও পেরেশান করা, তাদের নারীদের নির্যাতন করা, তারা জিযিয়া আদায় করলে আর কোন কিছু তাদের থেকে না নেয়া। মূল উদ্দেশ্য কুরআনের হুকুম ছাড়া আমার নিজ থেকে জারী করা হুকুম মানাও মুমিনের জন্য অপরিহার্য।

١٥٨ - وَعَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَاَوْصِنَا فَقَالَ أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَاِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - رواه احمد وابو داود والترمذى وابن ماجة الاّ اَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا الصَّلٰوةَ ·

১৫৮। হযরত ইরবাদ ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়ালেন, এরপর আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে গেলেন। অত্যন্ত প্রভাবিত ভাষায় আমাদেরকে নসীহত করলেন। আমাদের চোখ গড়িয়ে পানি বইতে লাগলো। মনে সৃষ্টি হলো ভয় মনে হচ্ছিলো বুঝি নসীহতকারীর এটাই জীবনের শেষ নসীহত। এক ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে আরো নসীহত করুন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করার, নেতৃ-আদেশ শোনার ও মান্য করার নসীহত করছি, সে নেতা হাবশী গোলাম হোক না কেনো? তোমাদের যে ব্যক্তি আমার পরে বেঁচে থাকবে সে অনেক মতভেদ দেখবে। এ অবস্থায় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের পথ ও পন্থাকে আকড়িয়ে ধরা। এই পথ ও পন্থার উপর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে মজবুতভাবে থাকবে। দীনের ভেতরে নতুন নতুন কথার (বেদায়াত) উদ্ভব ঘটানো হতে বেঁচে থাকবে। কারণ প্রত্যেকটা নতুন কথাই বিদায়াত। আর প্রত্যেকটা

বেদায়াতই ভ্রষ্টতা (আহমাদ, আবুদ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)। কিন্তু এই বর্ণনায় তিরমিযী ও ইবনে মাজা নামায পড়ার কথা উল্লেখ করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণনাকারীর বর্ণনা "মনে হচ্ছিলো এটা তাঁর জীবনের শেষ নসীহত", এ কথার মর্ম হলো জীবন সায়াহ্নে এসে মানুষ যেমন বুঝে তার যাবার সময় হয়ে গেছে, তখন তার উত্তরসুরিদের জন্য শেষ নসীহত করে যায়। রাসূলের এই হাদীসে উদ্ধৃত বিষয়ের ব্যাপারেও তাই মনে হচ্ছিলো।

এ হাদীস থেকে আরো জানা গেলো মুসলিম জাতির নেতাকে মানা জরুরী। যদি নেতা আল্লাহর কিতাবমত নির্দেশ দেন। মানার উপর গুরুত্ব দেবার জন্য বলা হয়েছে, 'যদি নেতা হাবশী গোলামও হয়।'

শেষ যমানায় উম্মতের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হবে। সেই সময় খুব সন্তর্পনে চলবে। আল্লাহর কুরআন, রাসূলের সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদার পদাংক অনুসরণ করে চললে সঠিক পথে থাকবে।

দুনিয়ায় বর্তমানে দীনকে ধ্বংস করে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার বিশ্ব ষড়যন্ত্র চলছে। তাতে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সুন্নাতে অংশগ্রহণ করলে সার্বিকভাবে রাসূলের প্রতিষ্ঠিত করা সকল সুন্নাতই জারী হয়ে যাবে। কাজেই দীনের আন্দোলনে অংশগ্রহণকরা সব চেয়ে বড় সওয়াব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে দীন প্রতিষ্ঠার সুন্নাতের কাজটিই সর্বপ্রথম করেছেন।

١٥٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ثُمَّ قَالَ هٰذَا سَبِيْلُ اللهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوْطًا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ هٰذِهِ سُبُلٌ عَلٰى كُلِّ سَبِيْلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَّدْعُوْ اِلَيْهِ وَقَرَاَ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ اَلْاٰيَةَ - رواه احمد والنسائى والدارمى

১৫৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদেরকে বুঝাবার জন্য) একটি (সরল) রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহর পথ। এরপর তিনি এই রেখার ডানে ও বামে আরো কয়টি রেখা টানলেন এবং বললেন, এগুলোও পথ। এসব পথের উপর শয়তান বসে থাকে। এরা (মানুষকে) তাদের পথের দিকে ডাকে। তারপর তিনি তাঁর কথার প্রমাণস্বরূপ কুরআনের এই আয়ত পাঠ করলেন ঃ "নিশ্চয় এটা আমার সহজ সরল পথ। অতএব তোমরা এই পথের অনুসরণ করে চলো...." (সূরা আন'আম ঃ ১৬৩)। আয়াতের শেষ পর্যন্ত (আহমাদ, নাসাঈ, দারেমী)।

২২—

ব্যাখ্যা ঃ যে সরল রেখাটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টেনেছেন সেটা হলো সিরাতুল মুস্তাকীম, আল্লাহর পথ। এর অর্থ হলো, এটাই সঠিক বিশ্বাসের পথ, নেক আমল করার পথ। আর বাকী সব ছোট ছোট ও বাঁকাটেরা পথ হলো শয়তানের পথ। এসব পথ হলো গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার পথ।

١٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ ・ رواه فى شرح السنة وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ اَرْبَعِيْنِهٖ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَايْنَاهُ فِيْ كِتَابِ الْحُجَّةِ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ ・

১৬০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ততোক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবে না যতোক্ষণ তার মনের প্রবৃত্তি আমার আনা দীন ও শরীয়তের অনুসারী না হবে (শরহে সুন্নাহ)। ইমাম নববী তার 'আরবাঈন' গ্রন্থে বলেছেন, এটা সহীহ হাদীস। আমরা কিতাবুল হুজ্জাত-এ হাদীসটি সহীহ সনদসহ বর্ণনা করেছি।

ব্যাখ্যা ঃ প্রবৃত্তির তাড়না ও আকর্ষণের সময় মানুষ চার রকম হতে পারে। (১) দীনে হকের উপর পরিপূর্ণ ঈমান পোষণ করে। (২) বিশ্বাস করে দীন ইসলামই একমাত্র দীন, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নার সাথে এটে উঠতে পারে না, খারাপ জানার পরও প্রবৃত্তির তাড়নায় বদ আমল করে। যেমন হারাম কাজকে হারাম জানার পরও তা করে বসে। (৩) দীনকে হক বলে মনেই করে না, পরিপূর্ণভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। এব্যক্তি পূর্ণ কাফির। (৪) দীনের যেসব জিনিস প্রবৃত্তি অনুযায়ী হয় তাকে হক মনে করে। আর তা না হলে দীনকে হক বলে মনে করে না। এই ব্যক্তিও কাফির। আসলে এর দীন হলো তার প্রবৃত্তির চাহিদা পুরণ করা।

١٦١ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْيٰى سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِيْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِيْ فَاِنَّ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَّمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةٍ لَاَ يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا - وراه الترمذى وَرَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ

১৬১। হযরত বিলাল ইবনে হারিস মুযানী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কোন একটি সুন্নাতকে জিন্দা করেছে (অর্থাৎ জারী করেছে), যে সুন্নাত আমার পরে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো, তার এতো সওয়াব হবে যতো সওয়াব এই সুন্নাত আমলকারীদের হবে, কিন্তু সুন্নাতের উপর আমলকারীদের সওয়াবে কোন কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর নতুন (বেদায়াত) পথ বের করবে, যার উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল খুশী নন, তাহলে তারও এতো গুনাহ হবে যতো গুনাহ হবে ওই বেদায়াতের উপর আমলকারীদের, এতে তাদের গুনাহে কোন কমতি করা হবে না (তিরমিযী)। এই বর্ণনাটিকে ইবনে মাজা (র) কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে, তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ মর্মার্থ হলো, আল্লাহ সুন্নাতের উপর আমলকারীদের জন্য যে সওয়াব আল্লাহ নির্দ্ধারিত করেছেন তা-ই থাকবে। আমলকারীদের সওয়াবের পরিমাণ ঠিক রেখে আল্লাহ তায়ালা এই সুন্নাতটি জারীকারীকে আলাদাভাবে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব দান করবেন।

ঠিক একইভাবে যে ব্যক্তি দীনে কোন পথভ্রষ্টতা ও বেদাআতের প্রচলন করে, সে নিজের গুনাহ ছাড়াও এই পথ অনুসারীদের সম-পরিমাণ পাপের বোঝা বহন করবে। এতে আমলকারীদের গুনাহতেও কোন কম-বেশী করা হবে না। এখানে সুন্নাত বলতে বুঝানো হয়েছে দীনের কাজ, তা ফরয হোক বা ওয়াজিব হোক, দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সংগ্রাম হোক। তবে দুনিয়ায় বর্তমানে দীনকে ধ্বংস করার এবং মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার যে বিশ্ব ষড়যন্ত্র চলছে তাতে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সুন্নাতে অংশগ্রহণ করলে সার্বিকভাবে রাসূলের প্রতিষ্ঠিত করা সকল সুন্নাতই জারী হয়ে যাবে। দীনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাই সবচেয়ে উত্তম সওয়াব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীদেরকে নিয়ে এই দীন প্রতিষ্ঠার সুন্নাতের কাজটিই সর্বপ্রথম করেছেন।

١٦٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدِّيْنَ لَيَأْرِزُ اِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّيْنُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْاُرْوِيَّةِ مِنْ رَّأْسِ الْجَبَلِ اِنَّ الدِّيْنَ بَدَاَ غَرِيْبًا وَّسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَاَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يَصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ - رواه الترمذى

১৬২। হযরত আমর ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ নিঃসন্দেহে

দীন (ইসলাম) হিজাজের দিকে এমনভাবে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ তার গর্তের দিকে ফিরে আসে। দীন হেজাযেই আশ্রয় নিবে যেভাবে পর্বতের মেষ পর্বত শিখরে আশ্রয় নিয়ে থাকে। দীন নিঃসঙ্গ প্রবাসীর মতো যাত্রা শুরু করেছে। আবার তা ফিরে আসবে যেভাবে যাত্রা শুরু করেছিলো। তাই সে সকল প্রবাসীর জন্য শুভ সংবাদ রয়েছে। তারা ওই সকল লোক যারা আমার পর, যেসব সুন্নাতকে লোকেরা বিলুপ্ত করে দিয়েছে সে সকল সুন্নাতকে পুনঃ জারী করবে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের আগে ১৫৩ নং হাদীসে দীন মদীনায় ফিরে যাবে বলা হয়েছে। হিজাজ ব্যাপক শব্দ। অর্থাৎ মদীনাসহ আশেপাশের কয়েকটি দেশ। হিযাজের মধ্যে মদীনা শামিল।

١٦٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَاْتِيَنَّ عَلٰى أُمَّتِىْ كَمَا اَتٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ حَتّٰى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَّنْ اَتٰى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَّكَانَ فِىْ أُمَّتِىْ مَنْ يَّصْنَعُ ذٰلِكَ وَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِىْ عَلٰى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلاَّ مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ - رواه الترمذى وَفِىْ رِوَايَةِ اَحْمَدَ وَاَبِىْ دَاوُدَ عَنْ مُّعَاوِيَةَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ وَاِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِىْ أُمَّتِىْ اَقْوَامٌ تَتَجَارٰى بِهِمْ تِلْكَ الْاَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقٰى مِنْهُ عِرْقٌ وَّلاَ مَفْصِلٌ اِلاَّ دَخَلَهُ .

১৬৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের উপর এমন একটি সময় আসবে যেমন বনি ইসরাঈলের উপর এসেছিলো। যেমন দুইটি জুতা এক সমান হয়ে থাকে। এমনকি বনি ইসরাঈলের মধ্যে যদি কেউ তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে কুকাজ করে থাকে, তাহলে আমার উম্মাতের মধ্যেও এমন লোক হবে যারা এমন কাজ করবে। আর বনি ইসরাঈল 'বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। আমার উম্মাত 'তিয়াত্তর' ফিরকায় বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে একটি ছাড়া সব ফিরকা জাহান্নামে যাবে। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতী ফিরকা কারা? জবাবে তিনি বললেন, যার উপর আমি ও আমার সাহাবারা প্রতিষ্ঠিত আছি (তিরমিযী)।

আহমাদ ও আবু দাউদে হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত আছেঃ বাহাত্তর ফিরকা জাহান্নামে যাবে। আর একটি ফিরকা জান্নাতে যাবে। আর সে হলো জামায়াত। আর আমার উম্মাতে কয়েকটি দল সৃষ্টি হবে যাদের শরীরে এমন কুপ্রবৃত্তি ছড়াবে যেভাবে জলাতংক রোগ রোগীর সব শরীরে সঞ্চারিত হয়। তার কোন শিরা-উপশিরা এর থেকে বাদ থাকে না, যাতে তা সঞ্চারিত হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ বনি ইসরাঈল আর এই উম্মাতকে একজোড়া জুতার সাথে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে বনি ইসরাঈলের লোকেরা তাদের সময়ে বেঈমানী নাফরমানীতে লিপ্ত ছিলো, ঠিক একইভাবে এই কালেও আমার উম্মাতের লোকেরা বনি ইসরাঈলীদের মতো হবে। তাদের আকীদা-আমলের সাথে এরা একেবারেই এক হয়ে যাবে। এখানে মায়ের কথা বলা হয়েছে। মা অর্থ-সৎমা মা, আপন মা নয়। আপন মায়ের সাথে এ ধরনের বদ কাজ সম্ভব নয়। শরীয়তের প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এটা করতে পারে না।

এই উম্মাত বলতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাত মুসলমানদেরকে বুঝিয়েছেন। সকলেই ভুল আকীদা-বিশ্বাস ও বদ আমলের কারণে জাহান্নামী হবে। যাদের আকায়েদ-ঈমান কুফরীর সীমায় এসে না পৌছবে তাদেরকে আল্লাহর রহমতে শাস্তির সময়কাল শেষ হবার পর জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। জান্নাতী ফিরকাকে জামায়াত বলা হয়েছে। অর্থাৎ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। এরাই হকপন্থী। এরাই জান্নাতী।

١٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَجْمَعُ اُمَّتِىْ اَوْ قَالَ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلٰى ضَلاَلَةٍ وَّيَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِىْ النَّارِ - رواه الترمذى

১৬৪। হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার গোটা উম্মাতকে অথবা তিনি বলেছেন, উম্মাতে মুহাম্মাদীকে কোন গোমরাহীর উপর একত্র করবেন না। আল্লাহ তাআলার হাত জামায়াতের উপর। যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে আলাদা হবে (যে ব্যক্তি জান্নাতীদের জামায়াত থেকে আলাদা থাকবে) সে জাহান্নামে যাবে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস একটি কথা উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য স্থায়ী দলিল হিসাবে পেশ করছে। তা হলো শরীয়তে একটি উৎস 'ইজমা'। কোন ভুল সিদ্ধান্ত ও গোমরাহীর উপর উম্মাত একমত হবে না। আর উম্মাতের আহলুর রায় যে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করবেন তা একটি দলিল। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাত ভুলের উপর একত্র হতে পারে না।

আর "আল্লাহর হাত দলের উপর" অর্থাৎ মুসলমানরা একতাবদ্ধ ও দলবদ্ধ হয়ে থাকলে তাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রসহ সব ব্যাপারেই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল মুসলমানদেরকে জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

١٦٥ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِى النَّارِ - رواه ابن ماجة من حديث انس

১৬৫। হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বড় দলের অনুসরণ করো। কারণ যে ব্যক্তি দল থেকে পৃথক হলো, সে বিচ্ছিন্ন হয়ে দোযখে যাবে (ইবনে মাজা এই হাদীসটি কিতাবুস সুন্নাহ হতে আনাস ইবনে মালেক রিওয়ায়াত করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ আলেমের নিকট যা সত্য সেই মতামতের উপর আমল করার হিদায়াত দেয়াই এই হাদীসের উদ্দেশ্য। এইভাবে এসব কথাবার্তা, কাজকর্ম কবুল করা চাই যা জমহূরে ওলামার দ্বারা প্রমাণিত। এ দুনিয়ার মুসলামনদের যতো দল উপদল আছে তাদের মধ্যে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত হচ্ছে বৃহত্তম দল। এই দলের মতামতই বরহক।

١٦٦ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَىَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِىَ وَلَيْسَ فِىْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَىَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِىْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ - رواه الترمذى

১৬৬। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে বৎস! তুমি যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কারো প্রতি তোমার হিংসা-বিদ্বেষহীন অবস্থায় কাটাতে পারো তাহলে তাই করো। এরপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বৎস! এটা আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসে সে আমাকেই ভালোবাসে, আর যে আমাকে ভালোবাসে সে জান্নাতে থাকবে আমার সাথে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও তাঁর তরীকাকে পছন্দ করা ও একে ভালোবাসা হুযুরকে ভালোবাসার প্রমাণ। আর যে ব্যক্তি হুযুরকে ভালোবাসবে সে জান্নাতে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবে ও জান্নাতের মতো বড় নেয়ামতের অধিকারী হবে। তাঁর সুন্নাতকে ভালোবাসলে এতো বড় পুরস্কার পাওয়া যাবে।

١٦٧ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ - رواه البيهقى

১৬৭। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিপর্যয়ের সময় আমার সুন্নাতকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরবে তার জন্য রয়েছে এক শত শহীদের সওয়াব (বায়হাকী এই হাদীসকে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে কিতাবুল জিহাদে বর্ণনা করেছেন, আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে নয়)।

ব্যাখ্যা ঃ এক শত শহীদের সওয়াব পাবার মতো বড় সৌভাগ্যের কারণ হলো, একজন শহীদ দীনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, এর শান-শওকত বাড়াবার জন্য যতো বিপদাপদ আছে সবই অম্লান বদনে সহ্য করে যায়। এমনকি নিজের জীবন কুরবান করতেও দ্বিধা করে না। ঠিক একইভাবে দীন যখন শত্রুদের চতুর্মুখী হামলায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে, মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথহারা করে দেবার জন্য নানা কূট-কৌশল শুরু করে, এ সময়ে মুসলমানরাও ঈমান, আকীদা ও ঈমানী দর্শন সম্পর্কে সন্ধিগ্ধ হয়ে পড়ে। এ অবস্থাটা গোটা উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য একটা বড় বিপর্যয়ের সময়, ফেতনা ফাসাদের সময়। এ সময়ে (জীবন চলার পদ্ধতিসমূহের) রাসূলের ১টি সুন্নাতকে বিকৃতির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলেও অগণিত প্রতিবন্ধকতা, বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীতে এসে রাসূলের প্রতিষ্ঠিত জীবন পদ্ধতিকে (সুন্নাত) বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীর সব জায়গায় আল্লাহর যেসব মুজাহিদ বান্দা কাজ করছেন তারা হাজারো ধরনের বাধা-বিপত্তি, ধন-সম্পদের ক্ষতি, এমনকি জীবনের ঝুঁকির নিয়েই কাজ করছেন। আল্লাহর নবী তাঁর নবুওয়াতের জ্ঞানের মাধ্যমে দুনিয়ায় ইসলামের এই বিপর্যয়ের কথা জানতেন বলেই সুন্নাত সংরক্ষণের এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এক শত শহীদের সওয়াব প্রাপ্তির শুভ সংবাদ দিয়েছেন।

١٦٨ - وَعَنْ جَابِـرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَتَـاهُ عُمَرُ فَقَالَ اِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْثَ مِنْ يَّهُوْدَ تُعْجِبُنَا اَفَتَرٰى اَنْ نَّكْتُبَ بَعْضَهَا فَقَالَ اَمُتَهَوِّكُـوْنَ اَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُـوْدُ وَالنَّصَارٰى لَقَـدْ جِئْتُكُمْ بِـهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَّا وَسِعَهُ اِلاَّ اِتِّبَاعِىْ - رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان

১৬৮। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরয করলেন, আমরা ইয়াহুদীদের কাছে তাদের অনেক ধর্মীয় কথাবার্তা শুনি। এসব আমাদের কাছে চমৎকার মনে হয়। এসব কথার কিছু কি লিখে রাখার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিবেন? (উমারের একথা শুনে) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইয়াহুদী ও নাসারারা যেভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তোমরাও কি (তোমাদের দীন সম্পর্কে) এভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছো? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের নিকট একটি অতি উজ্জল ও স্বচ্ছ দীন নিয়ে এসেছি। হযরত মূসাও যদি আজ দুনিয়ায় বেঁচে থাকতেন, আমার আনুগত্য করা ছাড়া তাঁর পক্ষেও অন্য কোন উপায় থাকতো না (আহমাদ)। বায়হাকীও এই হাদীসটি তার শুআবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত উমারের প্রশ্নের উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাবের অর্থ হলো, ইয়াহুদী ও নাসারারা যেভাবে তাদের উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাবের সত্যিকারের তালীম বাদ দিয়ে তাদের ইচ্ছা-আকাঙক্ষা অনুযায়ী কাজ করছে, এভাবে তোমরাও কি তোমাদের নবীর উপর অবতীর্ণ কুরআন বদলিয়ে ফেলবে? তোমাদের দীনকে অপরিপূর্ণ মনে করবে? না, বরং আমার আগমনের পর শেষ নবী হিসাবে আমার আগের নবীদের শরীয়ত ও কিতাব বাতিল। এখন আমার উপর অবতীর্ণ কুরআনের উপর আমল করতে হবে। কথাটা ভালো করে বুঝাবার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আজ যদি হযরত মূসা (আ) বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁকেও আমার উম্মত হিসাবে আমার আনীত শরীয়াতের অনুসরণ করতে হতো। আমার কথা অনুযায়ী চলতে হতো। যে ভালো কথা ইয়াহুদীদের কাছে পাওয়া যায় তার সব ভালোই আমার শরীয়াতে চলে এসেছে। ওদের কাছে আছে এখন শুধু ভ্রষ্টতা। কাজেই তাদের কোন কথা লিখে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। আমার উপর অবতীর্ণ কুরআন ও আমার সুন্নাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

١٦٩ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكَلَ طَيِّبًا وَّعَمِلَ فِىْ سُنَّةٍ وَّاَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهٗ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا الْيَوْمَ لَكَثِيْرٌ فِى النَّاسِ قَالَ وَسَيَكُوْنُ فِيْ قُرُوْنٍ بَعْدِىْ - رواه الترمذى

১৬৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হালাল (রিযিক) খাবে, সুন্নাতের উপর আমল করবে এবং তার অনিষ্ট হতে মানুষ নিরাপদ থাকবে,

সে জান্নাতে যাবে। এক ব্যক্তি বললো, এ ধরনের লোক তো আজকাল প্রচুর। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (ইনশাআল্লাহ) আমার পরবর্তী যুগেও এরূপ লোক থাকবে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ মুমিনের জিন্দেগীতে হালাল রিযিকের গুরুত্ব অপরিসীম। হালাল রিযিক বা হালাল কামাইর অর্থ হলো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যে উপায়ে বৈধভাবে রুজি-রোজগারের নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সে পন্থায়ই রুজী কামাই ও হালাল রিজিক যোগাড় করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বৈধ নীতি অবলম্বন করবে। কাউকে ঠকিয়ে নিজে লাভবান হবার সকল পথ ও পন্থাই ত্যাগ করতে হবে। সূদ হারাম। কোন অবস্থায় সূদের কারবার করতে পারবে না। এভাবে হালাল রিজিক দ্বারা পরিচালিত মানুষ ও পরিবারের সদস্যগণের স্বভাব-চরিত্র, আমল-আখলাক সবই ভিন্ন প্রকৃতির হবে। এমনকি সমাজ ও রাষ্ট্রেও এর প্রভাব প্রতিপত্তি ভিন্ন রকমের হবে। চেহারা সুরতেও হালাল রুজী-রোজগারে প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

١٧٠ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ فِىْ زَمَانٍ مَّنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهٖ هَلَكَ ثُمَّ يَاْتِىْ زَمَان مَّنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهٖ نَجَا - رواه الترمذى

১৭০। হযরত আবু হোরাইরা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা এমন যুগে আছো, যে যুগে তোমাদের কেউ তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক-দশমাংশও ছেড়ে দিলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর এমন এক যুগ আসবে, যখন কেউ তার প্রতি নির্দেশিত ব্যাপারের এক-দশমাংশ আমল করেও মুক্তি পাবে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে নির্দেশিত বিষয় অর্থে 'আমর বিল মা'রূফ' অর্থাৎ ভালো কাজের নির্দেশ ও "নাহি আনিল মোনকার" "মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার কাজ"কে বুঝানো হয়েছে। এই কাজের জন্য হুযুরের কালের মদীনার যুগের পরিবেশ ভালো ছিলো। পরবর্তী যুগের পরিবেশ ওইরূপ থাকেবে না বলেই হুযুরের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে। তাই সময়ের পার্থক্যের কারণে কোন ব্যক্তি যদি তার উপর নির্দেশিত হুকুমের এক-দশমাংশও আমল করে তাহলে এটাই তার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে।

١٧١ - وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ اِلَّا اُوْتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰـذِهِ الْاٰيَةَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ · رواه احمد والترمذى وابن ماجة

১৭১। হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হেদায়াত পাবার এবং হেদায়াতের উপর কায়েম থাকার পর কোন জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তারা পথভ্রষ্ট হয়নি। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "তারা বাক-বিতণ্ডা করার উদ্দেশেই আপনার নিকট তা উত্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে বাক-বিতণ্ডাকারী লোক" (সূরা যুখরুফ ঃ ৫৮) (আহাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো দীনের ব্যাপারে কোন বিষয় নিয়ে বাক বিতণ্ডা ঝগড়া বিবাদ করা খুবই গর্হিত কাজ। বিগত দিনের অনেক হেদায়াতপ্রাপ্ত জাতি এই ধরনের ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে গোমরাহ্ হয়ে গেছে। আর নফসের দাসেরা এসব কাজ করেছে। এর দ্বারা দীনের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, মানুষরা পরস্পর লড়াই ঝগড়া শুরু করেছে। এসব ঝগড়া-ফাসাদে দীনে হকের শিকড় আলগা হয়ে গেছে।

পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের ধর্মীয় নেতারা ধর্মীয় বাক-বিতণ্ডায় এতো চরমে উঠেছেন যে, সামান্য সামান্য বিষয় নিয়েও তাদের অনুসারীরাসহ তারা লাঠালাঠিতে মেতে উঠে। কেউ কারো জেদ ছেড়ে দিয়ে নতি স্বীকার করছে না। অথচ যে বিষয়টি নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত তা হয় মোস্তাহাব অথবা মাকরূহ। আর এভাবে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া হারাম। মিল্লাতে ইসলামীয়াকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবার শামিল।

١٧٢ - وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ لاَ تُشَدِّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِى الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ - رواه ابو داود

১৭২। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ তোমরা নিজেদের নফসের উপর ইচ্ছা করে কঠোরতা আরোপ করো না। পাছে না আবার আল্লাহ তোমাদের উপর কঠোরতা চাপিয়ে দেন। একটি জাতি অর্থাৎ বণী ইসরাঈল নিজেদের সত্তার উপর কঠোরতা আরোপ করেছিলো। তাই আল্লাহ তায়ালাও তাদের উপর কঠোরতা

আরোপ করে দিলেন। গির্জায় ও ধর্মশালায় যে লোকগুলো আছে এরা তাদেরই উত্তরসুরি। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য বৈরাগ্যবাদ প্রবর্তন করেছিলো। আমি তাদের উপর এই বিধান জারী করিনি" (সূরা হাদীদ ঃ ২৭) (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ অনাহুত নিজের উপর নিজ থেকে কোন বোঝা না চাপাবার নির্দেশ দিয়েছেন প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে। রিয়াজাত ও মুজাহাদায় এমন তরীকা অবলম্বন করা ঠিক নয় যা নিজের শক্তি বহন করতে না পারে। আবার এমন জিনিসকেও হারাম মনে করো না যা মোবাহ করা হয়েছে।

রাহবানিয়াত হলো ইবাদতে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। ঘর-বাড়ী, সংসার-ধর্ম আত্মীয়-স্বজন সমাজ-নামায পরিত্যাগ করে বনে জঙ্গলে চলে যাওয়া হলো রাহবানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদ। বিয়ে শাদী না করা, পৌরুষ নষ্ট করে দেয়া, চট পরা, বেড়ী পরা, প্রভৃতি ধরনের বাড়াবাড়ি নিজের উপর চাপানো নিষেধ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

١٧٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى خَمْسَةِ اَوْجُهٍ حَلَالٍ وَّحَرَامٍ وَّمُحْكَمٍ وَّمُتَشَابِهٍ وَّاَمْثَالٍ فَاَحِلُّوْا الْحَلَالَ وَحَرِّمُوا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَاٰمِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوْا بِالْاَمْثَالِ . هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَرَوَى الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَلَفْظُهُ فَاعْمَلُوْا بِالْحَلَالِ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ .

১৭৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি বিষয়সহ কুরআন শরীফ নাযিল হয়েছে ঃ (১) হালাল, (২) হারাম, (৩) মোহকাম, (৪) মোতাশাবিহ ও (৫) আমছাল। অতএব তোমরা হালালকে হালাল জানবে, হারামকে হারাম মানবে। মোহকামের উপর আমল করবে, মোতাশাবেহার উপর ঈমান পোষণ করবে। আর আমছাল (কিস্‌সা-কাহিনী) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। এটা হলো মাসাবীহের মূলপাঠ। বায়হাকী শুআবুল ঈমানে যে বর্ণনা নকল করেছেন তার ভাষা হলো ঃ হালালের উপর আমল করো, হারাম থেকে বেঁচে থাকো এবং মুহকামের অনুসরণ করো।

ব্যাখ্যা ঃ এর আগে ১৪৪ নং হাদীসে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা এসেছে। কুরআন মজীদে পাঁচ রকমের আয়াত নাযিল হয়েছে। (১) এমন সব আয়াত যার মধ্যে হালাল সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। হালালের হুকুম-আহকামের কথা বলা হয়েছে।

(২) এমন সব আয়াত আছে যেখানে হারাম সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, হারামের হুকুম-আহকামের বর্ণনা হয়েছে। (৩) এমন সব আয়াত কুরআনে আছে যার অর্থ বা বক্তব্য স্পষ্ট। এতে অস্পষ্টতার লেশমাত্রও (ইবহাম) নেই। বরং তা নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে। যেমন 'নামায আদায় করো এবং যাকাত দাও'। এসব হুকুমকেই এই হাদীসে মোহকাম বলা হয়েছে। (৪) এমন সব আয়াত যার অর্থ স্পষ্ট নয়। এর অর্থ কারো উপর প্রকাশ করে দেয়া হয়নি। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর"। হাদীসে এসব আয়াতকে 'মোতাশাবেহ' বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ সকল আয়াতের অর্থ ও মর্ম খোঁজার পেছনে লেগে যেয়ো না। এসব আয়াতের উপর শুধু ঈমান আনবে। এসবের অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন। মানুষের বোধগম্যের বাইরে এসব আয়াত। (৫) এমন সব আয়াত যাতে অতীত দিনের অবস্থা-ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। অর্থাৎ উত্তম জাতিগুলোর কামিয়াবী, গোমরাহ জাতিগুলোর ধ্বংসলীলার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এসব বর্ণিত ঘটনা হতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে। দেখবে ও চিন্তা করবে, আল্লাহ সালেহ কাওমকে কিভাবে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিয়েছেন। তাঁর নিয়ামত দিয়ে কিভাবে পুরস্কৃত করেছেন তাদের। আর পর্যদুস্ত করেছেন কিভাবে গোমরাহ জাতিকে।

١٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاَمْرُ ثَلَاثَةٌ اَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَاَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَاَمْرٌ اُخْتُلِفَ فِيْهِ فَكِلْهُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - رواه احمد

১৭৪। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ শরীয়াতের নির্দেশাবলী তিন রকমের ঃ (১) ওই নির্দেশ, যার হিদায়াত স্পষ্ট। এই নির্দেশ মেনে চলো। (২) ওই নির্দেশ যার ভ্রষ্টতাও স্পষ্ট, এর থেকে বেঁচে থাকো। (৩) আর যে নির্দেশ মতভেদপূর্ণ তা মহান আল্লাহর হাতে ছেড়ে দাও (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ তিনটি আমর বা নির্দেশের প্রথমটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শরীয়াতের যেসব নির্দেশ সত্য ও বরহক হবার ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই, বরং প্রকাশ্য দিবালোকের মতো সত্য। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা তা প্রমাণিত। যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি। এসবের ব্যাপারে বলা হয়েছে, এসব পালন করে চলো। ঠিক এভাবে দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, যেসব না করার জন্য স্পষ্ট নিষেধ আছে, যেগুলোর ভ্রষ্টতা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট, যেগুলো বাতিল ও ফাসেদ হবার ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে জানা, যেমন যেনা-ব্যভিচার, সূদ, অন্যায় নরহত্যা ইত্যাদি। এসব থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আর তৃতীয় নির্দেশ হলো সন্দেহযুক্ত। এ হুকুমের মধ্যে মতভেদ আছে। যে হুকুম স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না, বরং এর অর্থ গোপন ও সন্দিগ্ধ। যেমন মোতাশাবেহ আয়াতের অর্থ। এই ব্যাপারে নির্দেশ হলো, নিজের উদ্ভাবন দিয়ে কিছু বলো না। এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহর জানা। অতএব তা তাঁর উপর ছেড়ে দাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٧٥ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَاْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ - رواه احمد

১৭৫। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মেষপালের (শত্রু) নেকড়ে বাঘের ন্যায় শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে বাঘ। পালের যে মেষটি দল হতে আলাদা হয়ে যায় অথবা যেটি খাবারের খোঁজে দূরে সরে পড়ে অথবা যেটি অলসতা করে এক কিনারায় পড়ে থাকে, নেকড়ে সেটিকে শিকার করে নিয়ে যায়। অতএব সাবধান! তোমরা কখনো (দল ছেড়ে) গিরিপথে চলে যাবে না, আর জামায়াতবদ্ধ হয়ে জনগণের সাথে থাকবে (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম সমাজের জন্য এই হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে তাঁর মদীনার যিন্দিগীতে প্রথমভাগে মুসলিম মিল্লাতকে একতাবদ্ধ হয়ে থাকার যে নির্দেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছিলেন "তোমরা সকলে আল্লাহ রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (সূরা আল ইমরান ঃ ১০৩), এর ব্যাখ্যা এ হাদীস। মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যের বড় প্রয়োজন। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম মিল্লাতকে গড়ার সূচনা লগ্নেই বলে দিয়েছেন, শয়তান তোমাদের এমন এক বড় শত্রু যেমন বড় শত্রু নেকড়ে বাঘ মেষ পালের জন্য। মেষপাল একত্র হয়ে একসাথে থাকলে, পাল থেকে কোনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়লে নেকড়ে যেমন শিকার করতে পারে না, তেমনি তোমরা দলবদ্ধ হয়ে থাকলে মতভেদ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়লে তোমাদের বড় শত্রু শয়তানও তোমাদেরকে শিকার করে শতধাবিভক্ত করে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিতে পারবে না। আজ বিংশ শতাব্দী পার হয়ে একবিংশ শতাব্দী শুরু হয়েছে। গোটা পৃথিবীর মিল্লাতে ইসলামীয়ার প্রতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, কুফরী জাতীয়তাবাদী ও ভ্রান্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মিল্লাতকে ছিন্নভিন্ন করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। এই অবস্থায় মুসলিম মিল্লাতের একতাবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

١٧٦ - وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ - رواه احمد وابو داود

১৭৬। হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত (দল) হতে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে গিয়েছে, সে ইসলামের রশি (বন্ধন) তার গলা হতে খুলে ফেললো (আহমাদ ও আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ একতাবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য হুজুরে পাকের এটিও একটি নসিহতপূর্ণ হাদীস। কোন অবস্থাতেই দলচ্যুত হওয়া যাবে না। যে ব্যক্তি দল হতে পৃথক হয়ে যাবে সে যেনো ইসলামের শর্ত-শরায়েত হতে বেরিয়ে গেলো। আর এ অবস্থায় তার মন-মানসিকতার জোর ও ঈমানের কার্যকর শক্তি সে হারিয়ে ফেললো। দীন ও শরীয়ত থেকে বেরিয়ে গেলো। একজন মুমিনের এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, বরং সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় একতাবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

١٧٧ - وَعَنْ مَالِك بْنِ اَنَسٍ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ - رواه فى الموطأ

১৭৭। হযরত মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহু 'আনহু হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দুইটি জিনিস আকড়ে থাকবে, গোমরাহ হবে না ঃ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ (ইমাম মালেক মোয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন)।

١٧٨ - وَعَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثُّمَالِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلاَّ رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ - رواه احمد

১৭৮। হযরত গোদাইফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখনই কোন জাতি একটি বেদাআত সৃষ্টি করেছে তখনই একটি সুন্নাত লোপ পেয়েছে। অতএব একটি সুন্নাতের উপর আমল করা (তা যতো ক্ষুদ্রই হোক) একটি বেদাআতের জন্ম দেয়া অপেক্ষা উত্তম (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ একটি ছোট সুন্নাত পালন করাও বেদাআত সৃষ্টি করা ও বেদাআতের উপর আমল করার চেয়ে অনেক উত্তম, যদি তা বেদাআত হাসানাও হয়। সুন্নাতে নববী পালনের দ্বারা এক রকমের জ্বালা সৃষ্টি হয়, যার নূরে হৃদয় ও মন আলোকিত হয়ে উঠে। এর বিপরীতে বেদাআতের উপর আমল দ্বারা অন্ধকার ছেয়ে আসে, গোমরাহী প্রবেশ করার অনেক উপকরণ সৃষ্টি হয়।

আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বেদাআত সম্পর্ক সুন্দর একটি কথা বলেছেন ঃ তোমরা দেখছো না অলসতা বিমুঢ়তার কারণে যদি কেউ কোন সুন্নাত ছেড়ে দেয় তাহলে সে ভর্ৎসনা ও শাস্তিযোগ্য হয়ে যায়। আর কোন সুন্নাতকে নগণ্য মনে করে তা পালন না করা গুনাহ ও আল্লাহর আযাবের কারণ হয়। সুন্নাত ত্যাগ করা খুবই ক্ষতি ও ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়। কিন্তু কোন বেদাআত ছেড়ে দিলে কোন খারাপ প্রভাব পড়ে না। তাই যতো ছোটই হোক সুন্নাতে রাসূলের উপর আমল করা সফলতা লাভ ও সৌভাগ্যের কারণ হয়।

١٧٩ - وَعَنْ حَسَّانَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِىْ دِيْنِهِمْ اِلاَّ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِّثْلَهَا ثُمَّ لاَ يُعِيْدُهَا اِلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - رواه الدارمى

১৭৯। হযরত হাস্‌সান ইবনে আতিয়্যা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন জাতি দীনের মধ্যে নতুন কথার (অর্থাৎ বেদায়াতে সাইয়্যেআ, যা সুন্নাতের প্রতিবন্ধক হয়) সৃষ্টি করলে আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে সেই পরিমাণ একটি সুন্নাত উঠিয়ে নেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই সুন্নাত আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয় না (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও সুন্নাতের গুরুত্ব ও বেদায়াত ছড়াবার কুফল সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, বেদাআত পরিহার করার জন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে।

١٨٠ - وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الاِسْلاَمِ - رواه البيهقى فى شعب الايمان مرسلا

১৮০। হযরত ইবরাহীম ইবনে মাইসারা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বেদায়াতীকে সম্মান দেখালো সে নিশ্চয় ইসলামের বিপর্যয় সাধনে সাহায্য করলো (বায়হাকী তার শুআবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ কোন বেদায়াতীকে সম্মান প্রদর্শন করার অর্থ হলো, এর বিপরীতে একটি সুন্নাতের ইহতেরামের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা, বরং একটি সুন্নাতকে অবহেলা

ও তুচ্ছ মনে করা। আর সুন্নাতের হেকারাত করার অর্থ হলো, ইসলামের ইমারতকে উজাড় করে দেয়া। তাই বেদায়াত সৃষ্টিকারীর প্রতি অসম্মান দেখানো, তাকে খারাপ জানা কর্তব্য। সুন্নাতকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, জীবন দিয়ে ভালোবাসা প্রয়োজন।

١٨١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللّٰهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيْهِ هَدَاهُ اللّٰهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِى الدُّنْيَا وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوْءَ الْحِسَابِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ مَنِ اقْتَدٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ لاَ يَضِلُّ فِى الدُّنْيَا وَلاَ يَشْقٰى فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقٰى ٠ رواه رزين

১৮১। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান অর্জন করলো, এরপর এই কিতাবের মধ্যে যা আছে তা মেনে চললো, এই ব্যক্তিকে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা পথভ্রষ্টতা হতে বাঁচিয়ে এনে হিদায়াতের পথে চালাবেন এবং কিয়ামতের দিন তাকে নিকৃষ্ট হিসাবের কষ্ট হতে রক্ষা করবেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, যে আল্লাহ তাআলার কিতাবের অনুসরণ করবে, দুনিয়াতে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং আখিরাতে হতভাগ্য হবে না। এই কথার প্রমাণস্বরূপ তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقٰى

"যে ব্যক্তি আমার হিদায়াত গ্রহণ করলো, সে গোমরাহ হবে না এবং হবে না ভাগ্যাহত" (সূরা তহা ঃ ১২৩) (রযীন)।

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে মানবতার মুক্তি সনদ। হেদায়াত বা জীবন বিধান। এই কুরআন তিলাওয়াত করা সৌভাগ্যের কারণ। আর এর উপর আমল করা হলো মুক্তির উপায়। তাই যে ব্যক্তি কুরআনকে বুঝে-শুনে অধ্যয়ন করে, এতে যেসব হুকুম-আহকাম নির্দেশিত হয়েছে তার উপর আমল করে, তার জন্য কুরআন দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্য, রহমত ও কল্যাণের দরজা খুলে দিবে। কুরআনের উপর আমল করার জন্য আখেরাতের আদালতে তার হিসাব আল্লাহ সহজ করে দিবেন।

١٨٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا وَّعَنْ جَنْبَتَىِ الصِّرَاطِ سُوْرَانِ فِيْهِمَا اَبْوَابٌ مُّفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْاَبْوَابِ سُتُوْرٌ مُّرْخَاةٌ وَعِنْدَ رَاْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَّقُوْلُ اِسْتَقِيْمُوْا عَلَى الصِّرَاطِ وَلاَ تَعَوَّجُوْا وَفَوْقَ ذٰلِكَ دَاعٍ يَّدْعُوْ كُلَّمَا هَمَّ عَبْدٌ اَنْ

يُفْتَحَ شَيْئًا مِّنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ قَالَ وَيْحَكَ لاَ تَفْتَحْهُ فَاِنَّكَ اِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ ثُمَّ فَسَّرَهُ فَاَخْبَرَ اَنَّ الصِّرَاطَ هُوَ الْاِسْلاَمُ وَاَنَّ الْاَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللّٰهِ وَاَنَّ السُّتُوْرَ الْمُرْخَاةَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَاَنَّ الدَّاعِىَ عَلٰى رَاْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْاٰنُ وَاَنَّ الدَّاعِىَ مِنْ فَوْقِهِ هُوَ وَاعِظُ اللّٰهِ فِىْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ · رواه رزين وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَكَذَا التِّرْمِذِىُّ عَنْهُ اِلاَّ اَنَّهُ ذَكَرَ اَخْصَرَ مِنْهُ ·

১৮২। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তা হলো একটি সোজা সরল পথ আছে। এর দু'দিকে দু'টি প্রাচীর। এসব প্রাচীরে রয়েছে খোলা দরজা, এসব দরজায় পর্দা ঝুলানো রয়েছে। রাস্তার মাথায় একজন আহবায়ক দাঁড়িয়ে আছে। সে ডেকে বলছে, এসো সোজা রাস্তা দিয়ে। এই পথে সোজা চলে যাও। ভুল ও টেরা পথে যেয়ো না। এই আহবানকারীর উপরে আছেন আর একজন আহবানকারী। যখন কোন বান্দা ওই খোলা দরজাগুলোর কোন একটি দরজা খুলতে চায় তখন ওই দ্বিতীয় আহবানকারী তাকে ডেকে বলেন, তোমর জন্য দুঃখ হয়! এই দরজা খুলো না। যদি তুমি এটা খুলো তাহলে ভিতরে ঢুকে যাবে (যেখানে ভীষণ কষ্ট হবে)। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন ঃ সোজা পথ অর্থ হলো 'ইসলাম' (সে পথ ধরে জান্নাতে চলে যায়)। আর খোলা দরজা অর্থ হলো ওই সব জিনিস যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। দরজার মধ্যে লাগানো পর্দার অর্থ হলো আল্লাহর কায়েম করা সীমারেখা। রাস্তার মাথায় আহবায়ক হচ্ছে কুরআন। আর তার সামনের আহবায়ক হচ্ছে প্রত্যেক মুমিনের দিলে বিদ্যমান আল্লাহর তরফ থেকে নসিহতকারী ফেরেশতা (রযীন)। ইমাম আহমাদ ও বায়হাকী শুয়াবুল ঈমানে এই বর্ণনাটিকে নাওয়াস ইবনে সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরিমিযীও একই সাহাবী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তভাবে।

ব্যাখ্যা ঃ শরঈ আহকাম প্রধানত দুই প্রকার। হালাল ও হারাম। এই দু'টোকে শরীয়ত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছে। যা হালাল তা ঘোষণা দিয়ে দেয়া হয়েছে। আর যা হারাম তা বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া হয়েছে। হালাল কাজ করলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে, আর হারাম কাজ করলে শাস্তি পাবার যোগ্য হবে। যা হারাম করা হয়েছে তাও বান্দার মধ্যে আল্লাহ তাআলা একটা সীমা নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। মানুষ যেনো এই সীমা ডিংগিয়ে হারাম কাজ করতে না পারে। এই

হারাম জিনিস ও সীমারেখাকে এই দৃষ্টান্তের মধ্যে দরজা ও পর্দার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

এই দৃষ্টান্ত এভাবে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মু'মিনের মনে একজন ফেরেশতা আছে, যে কলবের মুহাফিজ। সে সব সময় বান্দাহকে নেক ও কল্যাণের কাজের দিকে পথ দেখাবার চেষ্টা করে। এটাকেই আল্লাহর সাহায্য বলা হয়ে থাকে। আল্লাহর এই সাহায্য বা তাওফিক না থাকলে মানুষ যতই চাক না কেনো হেদায়াতের পথে এগুতে পারবে না। তাই এই দৃষ্টান্তে কুরআনকে পথপ্রদর্শক বলা হয়েছে। কুরআনের হিদায়াত লাভ কার্যকর হতে পারে না যে পর্যন্ত আল্লাহর তাওফিক লাভ করতে না পারে।

١٨٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَاِنَّ الْحَيَّ لاَ تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا اَفْضَلَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَّاَعْمَقَهَا عِلْمًا وَاَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اِخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَلِاِقَامَةِ دِيْنِهٖ فَاَعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلٰى اَثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ اَخْلاَقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَاِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ - رواه رزين

১৮৩। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কারো কোন তরীকা মেনে চলতে চায় সে যেনো তাদের পথ অবলম্বন করে যারা মৃত্যুবরণ করেছে। কারণ জীবিত মানুষ (দীনের ব্যাপারে) ফেতনা হতে মুক্ত নয় (বাকী জীবনে হয়তো কোন দীনী ফিতনায় পড়ে পথভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে)। এই মৃত ব্যক্তিরা হলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ। তারা ছিলেন এই উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ, অন্তঃকরণের দিক থেকে সবচেয়ে নেক ও পবিত্র, জ্ঞানের দিক দিয়ে গভীর ও পরিপূর্ণ, ছিলেন অকৃত্রিম। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর প্রিয় রাসূলের সাথী হিসাবে ও দীন কায়েমের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তাই তোমরা তাদের মর্যাদা বুঝে নাও, তাদের পদাংক অনুসরণ করো এবং যতটুকু সম্ভব তাদের আখলাক ও জীবন পদ্ধতি মজবুত করে আকড়ে ধরো। কারণ তারাই ছিলেন (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে নির্দেশিত) সহজ-সরল পথের পথিক (রযীন)।

ব্যাখ্যা ঃ মৃত ব্যক্তি বলতে সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে হুজুরের পরে তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান লোক ছিলেন সাহাবীগণ। হেদায়াতের নূর গ্রহণের ব্যাপারে তাদের অন্তর ছিলো অধিক প্রশস্ত ও উপযুক্ত। তাদের জ্ঞানের

ভাণ্ডার ছিলো কানায় কানায় ভরা। কৃত্রিমতা তাদের মধ্যে ছিলই না বলা যায়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর সাথী হিসাবে এমন মর্যাদাবান লোক (অর্থাৎ সাহাবাদেরকে) নির্বাচন করেছেন। অতএব কেউ যদি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের পর কোন মানুষের আদর্শকে অনুসরণ করতে চায়, তবে তাদের আদর্শকে অনুসরণ করা উচিৎ। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুও একজন মর্যাদাবান সাহাবী। তাদের মর্যাদার সাক্ষ্য কুরআনই তো দিচ্ছে ঃ "তাদের অন্তঃকরণকে আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন" (সূরা হুজুরাত ঃ ৩)। "আর তাদেরকে তাকওয়ার অনুসারী করলেন এবং তারাই এর অধিক উপযুক্ত ও যোগ্য ছিলেন" (সূরা ফাতহ ঃ ২৬)।

١٨٤ - وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِّنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه هٰذِه نُسْخَةٌ مِّنَ التَّوْرَاةِ فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرٰى مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ عُمَرُ اِلٰى وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰه مِنْ غَضَبِ اللّٰه وَغَضَبِ رَسُوْلِه رَضِيْنَا بِاللّٰه رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَوْ بَدَا لَكُمْ مُّوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَّاَدْرَكَ نُبُوَّتِيْ لَاتَّبَعَنِيْ - رواه الدارمى

১৮৪। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাওরাতের একটি পাণ্ডুলিপিসহ এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা হলো তওরাতের পাণ্ডুলিপি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খামুশ থাকলেন। এরপর উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাওরাত পড়তে শুরু করলেন। (এদিকে রাগে) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হতে লাগলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, উমার! তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি হুজুরের বিবর্ণ চেহারা মোবারক দেখছো না? উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুরের চেহারার দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর গযব ও তাঁর রাসূলের অসন্তোষ হতে পানাহ চাই। আমি 'রব' হিসাবে আল্লাহ তাআলার উপর, দীন হিসাবে ইসলামের উপর এবং নবী হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের উপর সন্তুষ্ট। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লহর কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! যদি মূসা (আ) তোমাদের মধ্যে প্রকাশ পেতেন তাহলে তোমরা তাঁর আনুগত্য করতে আর আমাকে ত্যাগ করতে, (ফলে) তোমরা সহজ-সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে। (অথচ) মূসা (আ) যদি এখন জীবিত থাকতেন ও আমার নবুওতের কাল পেতেন তাহলে তিনি নিশ্চিত আমার আনুগত্য করতেন (দারিমী)।

ব্যাখ্যা ঃ এর আগেও এই হাদীস ১৬৮ নং ক্রমিকে সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত আল্লাহ প্রদত্ত ও প্রদর্শিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শরীয়ত। দীন ইসলামের বিধানের ব্যাপারে এ শরীয়ত আর কোন শরীয়ত বা দীনের মুখাপেক্ষী নয়। তাই তাওরাত বা মূসা (আ)-এর শরীয়তের এখন আর কোন প্রয়োজন নেই। মূসা (আ) আল্লাহর নবী। তাঁর উপর পূর্ণ ঈমান রাখার পর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তই সর্বশেষ শরীয়ত জারী থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। তাই তিনি উমারের উপর রাগ করেছেন। হযরত উমর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হুজুরকে বলেছেন, রব হিসাবে আল্লাহ, দীন হিসেবে ইসলাম এবং নবী হিসাবে মুহাম্মদের উপর আমি সন্তুষ্ট।

١٨٥ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامِىْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللّٰهِ وَكَلَامُ اللّٰهِ يَنْسَخُ كَلَامِىْ وَكَلَامُ اللّٰهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا .

১৮৫। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার কথা আল্লাহর কথাকে মানসূখ (রহিত) করতে পারে না এবং আল্লাহর কথা আমার কথাকে মানসূখ বা রহিত করে। কুরআনের কতকাংশ কতকাংশকে মানসূখ করে (দারু কুতনী)।

ব্যাখ্যা ঃ এক হুকুমকে আর একটি হুকুম দ্বারা রহিত বা বাতিল করার নাম শরীয়তের ভাষায় 'নাস্‌খ'। অর্থাৎ পূর্বের হুকুমকে বলবৎ অযোগ্য করে তদস্থলে নতুন হুকুম নাযিল করা। রহিতকারী আদেশকে বলে 'নাসিখ' এবং রহিতকৃত আদেশকে বলে 'মানসূখ'।

এই 'নাসখ' বা রহিতকরণ চার প্রকার।(১) আল্লাহর কালাম দ্বারা আল্লাহর কালাম 'নাস্‌খ' বা রহিত করা। (২) এক হাদীস দ্বারা অপর হাদীসকে 'নাস্‌খ' করা। (৩) আল্লাহর কালাম দ্বারা হাদীসকে নাস্‌খ (রহিত) করা এবং (৪) হাদীস দ্বারা আল্লাহর কালামকে 'নাস্‌খ' (রহিত) করা।

কুরআনের কোন হুকুমকে হাদীস দ্বারা মানসুখ করা যায় কিনা এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলেমের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ আছে।

١٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَادِيْثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرْاٰنِ ·

১৮৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমার কোন হাদীস অপর হাদীসকে রহিত (মানসুখ) করে, যেমন কুরআনের কোন অংশকে অপর অংশ রহিত করে।

١٨٧ - وَعَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا - روى الاحاديث الثلاثة الدار قطنى ·

১৮৭। হযরত আবু সালাবা আল-খুশানি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা কিছু জিনিসকে ফরয হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন, সেগুলি ছেড়ে দেবে না। তিনি কিছু জিনিসকে হারাম করেছেন সে (হারাম) কাজগুলো করবে না। আর কতগুলো (জিনিসের) সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেই সীমা লংঘন করবে না। আর কিছু বিষয়ে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই নীরব রয়েছেন, সে সকল বিষয়ে বিতর্ক-বাহাসে লিপ্ত হবে না। উপরের তিনটি হাদীসই দারু কুতনী বর্ণনা করেছেন।

২

كتاب العلم

(ইলম)

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٨٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو تَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ - رواه البخارى

১৮৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পক্ষ হতে (মানুষের নিকট) একটি বাক্য হলেও পৌঁছিয়ে দাও। বনি ইসরাঈল হতে শুনা কথা বলতে পারো। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি সজ্ঞানে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, সে যেনো তার বাসস্থান জাহান্নামে ঠিক করে নিলো (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রচার কাজ চালিয়ে তিনি দীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই দীন প্রচারের গুরুত্ব বর্ণনা করার জন্য তিনি মানুষকে ব্যাপকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন দীনের দাওয়াতী কাজ করার জন্য। অর্থাৎ তোমরা খামুশ বসে থেকো না। দীনের ব্যাপারে আমার একটি বাক্য হলেও মানুষের কাছে তা পৌঁছে দাও। আসল উদ্দেশ্য হলো, ব্যাপকভাবে কাজ করা। দীন ইসলামের প্রচারকাজ নবীর সকল উম্মতের পবিত্র দায়িত্ব।

এখানে ইয়াহুদীদের উপদেশমূলক গল্প-কাহিনী শুনাবার কথা বলা হয়েছে। এর আগে ১৬৮ ও ১৮৪নং হাদীসে ইয়াহুদী ও তাওরাতের যেসব কথা শুনতে নিষেধ করা হয়েছে তাহলো তাদের শরীয়াতের আহকাম সম্পর্কিত, যে সকল আহকাম আমাদের শরীয়াতে মুহাম্মদীতেও আছে। ওই শরীয়াত শরীয়াতে মুহাম্মাদী দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। রাসূলের নামে মিথ্যা কথা প্রচার গর্হিত অপরাধ, এটা কুফরী। শরীয়াতের সত্যতা নির্ভর করে হাদীস বর্ণনার উপর। তাই তিনি তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের জাহান্নামের ঠিকানার ঘোষণা দিয়েছেন।

١٨٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ
الْكَاذِبِيْنَ - رواه مسلم

১৮৯। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব ও মুগীরা ইবনে শোবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলে, যা সে জানে যে, তা মিথ্যা, সে মিথ্যাবাদীদের একজন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ যদি কেউ কোন হাদীস মানুষের সামনে বর্ণনা করে যা হুজুরের হাদীস নয়, বরং তাঁর নামে এই হাদীস বানানো হয়েছে তাহলে সে মিথ্যাবাদী। আর যে ব্যক্তি এ হাদীসটি মিথ্যা জেনেও মানুষের কাছে বলে সেও মিথ্যাবাদী। মিথ্যা হাদীস রচনাকারী এই মিথ্যা কাজের জন্য যেমন আল্লাহর আযাব ও গজবের মধ্যে পতিত হবে, তেমনি মিথ্যা হাদীস প্রচারকারীও রচনাকারীর সাহায্য করায় আখিরাতে জবাবদিহির সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর আযাব ও গজবে নিপতিত হবে।

١٩٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ
اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَّاللّٰهُ يُعْطِىْ - متفق عليه

১৯০। হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যাকে কল্যাণ দান করতে চান, তাকে দীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন। বস্তুত আমি শুধু বণ্টনকারী। আর আল্লাহ তাআলা আমাকে দানকারী (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে আলেম ও ইলমের মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাকে আল্লাহ পাক কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে চালাতে চান তাকে তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার দান করেন। আর এই জ্ঞান আল্লাহর খুব বড় নেয়ামত। দীনের ব্যাপারসমূহ বুঝা, তরীকত ও হাকিকতের রহস্য অনুধাবন করা অনেক বড় কথা। আর এই জ্ঞান, হিদায়াত প্রাপ্তি, সঠিক পথ নির্ণয়ও কল্যাণের সবচেয়ে বড় রাজপথ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে দীনের যেসব কথা আমি পাই, শুধু সেসব কথাই আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। কিন্তু এর উৎস আল্লাহ তাআলা। এসব বুঝবার শক্তি দান করেন তিনিই। হাদীসে 'ফিক্হ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ সুষ্ঠু ও সূক্ষ্ম জ্ঞান, মেধা। এই জ্ঞানের মাধ্যমেই ইসলামের অতীত দিনের মনীষিগণ দীনের সঠিক ধারণা পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছেন। জ্ঞানের সঠিক সন্ধান পাবার জন্য সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করা দরকার।

١٩١ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنَّاسُ مَعَادِنِ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقُهُوْا - رواه مسلم

১৯১। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনা-রূপার খনির মতো মানব জাতিও খনিবিশেষ। যারা জাহেলিয়াতের যুগে উত্তম ছিলো, তারা আজ ইসলামের যুগেও উত্তম, যখন তারা দীনের জ্ঞান লাভ করলো।

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস খনিতে পাওয়া যায়, যাকে 'খনিজ দ্রব্য' বলা হয়। মানবজাতি আশরাফুল মাখলুকাত, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ ধন, মূল্যবান সম্পদ। এটা কত মূল্যবান সৃষ্টি তা বুঝাবার জন্য আল্লাহর রাসূল মানুষকে সোনা রূপার খনির সাথে তুলনা করেছেন।

খনিজ দ্রব্যেও পার্থক্য আছে। তুলনামূলকভাবে ধাতুর মান কম-বেশী আছে। গুণাগুণের দিক দিয়ে মানুষের মধ্যেও এই পার্থক্য আছে। আখলাক, আদত, সিফাত, কামালাত, ধারণ ক্ষমতা, যোগ্যতা ইত্যাদি দিক দিয়ে পার্থক্য আছে মানুষের মধ্যেও।

হাদীসের শেষের দিকে বলা হয়েছে, এই মৌলিক মানবীয় গুণ কোন মানুষের মধ্যে থাকলে তা সব জায়গায়ই বিকশিত হয়, হয় প্রস্ফুটিত। এসব গুণের অধিকারী যারা ছিলো জাহেলিয়াতের যুগে তারা ইসলাম গ্রহণ করার পরও এসব গুণের দ্বারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তবে দীনের স্পর্শ ও ছোয়া গায়ে না লাগলে তারা এত বিকশিত হতে পারতেন না। সকল সাহাবাই এর উজ্জল নমুনা। আবু বকর, উমার, খালিদ, তারিক, এই ইতিহাসের উজ্জল দৃষ্টান্ত।

١٩٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَسَدَ الاَّ فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اُتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا - متفق عليه

১৯২। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে হাসাদ (ঈর্ষা) করা ঠিক নয়। (প্রথম হলো) ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, সাথে সাথে তা সত্যের পথে (ফী সাবীলিল্লাহ) খরচ করার জন্য তাকে তাওফিকও দিয়েছেন। দ্বিতীয় হলো ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা জ্ঞান ও

প্রজ্ঞা দান করেছেন। সেই ব্যক্তি এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করে কাজ করে এবং অন্যদেরকেও তা শিখায় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাসাদ শব্দটি ইসলামের দৃষ্টিতে একটি দূষণীয় ও নিন্দিত শব্দ। হাসাদ অর্থ হিংসা। অর্থাৎ অন্যের কাছে যে সম্পদ ও সুযোগ আছে তা নিজের কাছে নিয়ে আনার বাসনা করা। যার ছিলো তার যেনো আর কিছু না থাকে। সে যেন 'নাই' হয়ে যায়। এই নিয়তে ও এই উদ্দেশ্যে হাসাদ বা হিংসা করা হারাম।

আর একটা শব্দ আরবীতে প্রচলিত আছে তাহলো 'গিব্‌তা'। 'গিব্‌তা' করা জায়েয। তাহলো, যার যা আছে তার তা থাকুক। তবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার সমান হওয়ার চেষ্টা-সাধনা ও আকঙ্খা করা হলো গিবতা।

হাদীসের উদ্দেশ্য হলো-হাসাদ করা নাজায়েয। তবে হাসাদ করা যদি জায়েয হতো তবে নিচের ২টি বিষয়ে হাসাদ জায়েয হতো। এক. ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ-আল্লাহর পথে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে বেশী বেশী খরচ করা। দুই. আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও হিকমত। এই জ্ঞান ও হিকমত হাসিলের জন্য ও অপরকে সে জ্ঞান ও হিকমাত শিক্ষা দেবার জন্য প্রতিযোগিতা করা। এইসব ক্ষেত্রে "গিব্‌তা" জায়েয।

١٩٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ اَشْيَاءٍ مِّنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُّنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَّدْعُوْ لَهُ - رواه مسلم

১৯৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ মরে গেলে তার থেকে তার কর্যক্রম বিচ্ছিন্ন (নিঃশেষ) হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব অব্যাহত থাকে ঃ (১) সদকায়ে জারিয়ার কাজের সওয়াব, (২) এমন জ্ঞান (রেখে যায়) যার থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকে এবং (৩) এমন সন্তান রেখে যায় যে (সব সময়) তার জন্য দোয়া করে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের দুনিয়ার আমল বা কাজের সম্পর্ক দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দুনিয়াই মানুষের কার্যক্ষেত্র। এইজন্যই বলা হয়েছে "দুনিয়াই আখিরাতে শস্যক্ষেত্র"। এ দুনিয়াতে যে শস্য বুনবে আখিরাতে তা পাবে। আখিরাতের জীবনে সওয়াব পাবার আমল দুনিয়াতেই করে নিবে। পরকালে নেক আমল করাও যাবে না, কোন সওয়াবও পাওয়া যাবে না। কিন্তু দুনিয়ায় করা তিনটি আমলের সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকবে।

প্রথমটি হলো ঃ সদকায়ে জারীয়া। এমন কোন ভালো কাজ করে যাওয়া, মানুষ যার থেকে সব সময় উপকৃত হতে থাকে। যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ বা নির্মাণের জন্য জমি দেয়া, ফলবান বৃক্ষ রোপণ করা, আল্লাহর রাহে জায়গা-জমি ওয়াক্‌ফ করা। কুঁয়া বা পুকুর খনন করা যার থেকে মানুষ পানি পান করতে পারে। মাদ্রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় হলো ঃ ইলমে নাফে (উপকারী জ্ঞান)। বই-পুস্তকের মাধ্যমে এমন জ্ঞান ও বিদ্যা রেখে যাওয়া যা লেখাপড়া করে জ্ঞানচর্চা করে পরবর্তী লোকেরা উপকৃত হতে পারে। অথবা এমন ছাত্র রেখে যাওয়া যারা পরবর্তী কালে অন্য মানুষকেও জ্ঞান শিক্ষা দিবে। এইরূপে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে জ্ঞান চর্চার কাজ।

তৃতীয় হলো ঃ নেক আওলাদ বা সৎ সন্তান রেখে যাওয়া। অর্থাৎ মানুষের জন্য সৎ সন্তান রেখে যাওয়া বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার গৌরবের বিষয়। নেক সন্তানরা দুনিয়ায় শুধু মা-বাপের চোখের শান্তি, মনের তৃপ্তি ও নির্ভরযোগ্য স্থলই নয়, বরং মৃত্যুর পরও নেক সন্তানরা মা-বাবার মাগফিরাতের জন্য চোখের পানি ফেলে দোয়া করে। যাঁরা এই ধরনের নেক সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করে তারা মৃত্যুর পরও কবরে সওয়াব পেতে থাকে।

١٩٤ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَّسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاُخِرَةِ وَاللّٰهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهٖ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهُ - رواه مسلم

১৯৪। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির পার্থিব বিপদসমূহের একটি বিপদ দূর করে দিলো, আল্লাহ তার আখেরাতের বিপদসমূহের একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মুমিনের কষ্টসমূহের একটি কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তায়ালা তার ইহকাল ও পরকালের কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দোষ ঢেকে রাখবে (প্রকাশ করবে না),

আল্লাহ পাক তার দুনিয়া ও পরকালের দোষ ঢেকে রাখবেন, প্রকাশ করবেন না। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাহদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণের জন্য পথের সন্ধান করে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন। যখন কোন দল আল্লাহর কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং জ্ঞানচর্চা করে, তাদের উপর আল্লাহর তরফ থেকে প্রশান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমাত তাদেরকে বেষ্টন করে নেয় এবং ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে। তাছাড়াও আল্লাহ নিকটবর্তী ফেরেশতাদের সাথে তাদের ব্যাপারে আলোচনা করেন।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসাবে একটি স্থায়ী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনের সব প্রক্রিয়া বলে দিয়েছে এই হাদীসে। এই হাদীস ইসলামের নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

গোটা মানব সমাজে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, মানবীয় সহানুভূতি, সাহায্য-সহযোগিতা, শিষ্টাচারের উন্নত স্পিরিট ইত্যাদি সৃষ্টি করতে চায় ইসলাম তার শিক্ষার মাধ্যমে। এতেই সমাজে শান্তি-নিরাপত্তা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। মানুষ মানুষের হক আদায় করতে পারবে।

তাই বলা হয়েছে মানুষের কষ্ট দূর করার জন্য, বিপদ হতে উদ্ধার করার জন্য, কারো উপর কোন কঠোরতা এলে তা সহজ করে দিতে। কারো কোন দোষ চোখে পড়লে তা গোপন রাখতে, মানুষের কাছে হেয় না করতে, কেউ কোন সাহায্য পাবার মতো অবস্থায় পড়ে গেলে তাকে সাহায্য করতে। এসব কাজ দুনিয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা সুন্দর পরিবেশ ইত্যাদির জন্য বড় প্রয়োজন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব নসিহত মেনে চললে দুনিয়া শান্তিময় হয়ে উঠবে। প্রত্যেকটি কাজের জন্য কঠিন দিন কিয়ামতে আল্লাহ তাকে তার বিনিময় দান করবেন, যে দিনের বিনিময়ের মূল্য অনেক বেশী।

١٩٥ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُوْتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُّ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِىْءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاُوْتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَاْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ

قَالَ كَذَبْتَ وَلٰـكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ اِنَّكَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى الـنَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنَ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلاَّ اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰـكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِىَ فِى النَّارِ - رواه مسلم

১৯৫। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রথম এক শহীদ ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা দেয়া হবে। হাশরের ময়দানে তাকে পেশ করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে দেয়া তার সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। তার এসব নেয়ামতের কথা স্মরণ হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি এসব নেয়ামত পাবার পর তার কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কি কি কাজ করেছো? সে উত্তরে বলবে, আমি তোমার রাস্তায় (কাফেরদের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছি, এমনকি আমাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি লড়েছো তোমাকে বীর বাহাদুর বলার জন্য। তা বলা হয়েছে (তাই তোমার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে)। তখন তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি যে জ্ঞানার্জন করেছে, অন্যকেও জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছে, কুরআন পড়েছে, তাকে উপস্থিত করা হবে। তাকে দেয়া সব নেয়ামত তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। এসব নেয়ামত তার স্মরণ হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এসব নেয়ামতের তুমি কি শোকর আদায় করেছো? সে জবাবে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছি, মানুষকে ইলম শিক্ষা দিয়েছি, তোমার জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তোমাকে আলেম বলা হবে, কারী বলা হবে, তাই তুমি এসব কাজ করেছো। তোমাকে দুনিয়ায় এসব বলা হয়েছে। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে মুখের উপর উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ধরনের মাল দিয়ে সম্পদশালী করেছেন, তাকেও আল্লাহর সামনে আনা হবে। আল্লাহ তাকে দেয়া সব নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। এসব তারও মনে পড়ে যাবে। আল্লাহ তাকে এবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব নেয়ামতের শুকরিয়া কি আমল দিয়ে আদায় করেছো? সে ব্যক্তি উত্তরে বলবে, আমি এমন কোনো খাতে খরচ করা বাকী রাখিনি যে খাতে খরচ করলে আপনি খুশী হন। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা

বলছো, তুমি খরচ করেছো মানুষ তোমাকে দানবীর বলার জন্য। সে খেতাব তুমি পেয়ে গেছো দুনিয়ায়। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

ব্যাখ্যা ঃ কোন কাজে বা আমলে নিয়তের যে কত গুরুত্ব, এই হাদীসে সেই কথাই বলা হয়েছে। আমলের জন্য খালেস নিয়ত খুবই প্রয়োজনীয়। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, মানুষ যত বড় নেক ও গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুঁকির কাজই করুক না কেনো, তাতে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না, মুক্তি পাওয়া যাবে না পরকালে, যদি এই কাজের জন্য স্বচ্ছ নিয়ত ও এখলাস না থাকে। সব কাজের ফল ও সওয়াব পাওয়া নির্ভর করবে নিয়তের উপর। নিয়ত খারাপ হলে ভয়ংকর আযাবেরও সম্ভাবনা আছে।

١٩٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَّقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا - متفق عليه

১৯৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (শেষ যমানায়) আল্লাহ তাআলা 'ইলম' বা জ্ঞানকে তাঁর বান্দাদের মন হতে টেনে হেঁছড়ে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন না, বরং (জ্ঞানের অধিকারী) আলেমদেরকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিয়ে যাবার (মৃত্যু) মাধ্যমে ইলেম বা জ্ঞানকে উঠিয়ে নেবেন। এরপর (দুনিয়ায়) যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, মানুষ অজ্ঞ মূর্খ লোকদেরকে নেতা মানবে। তারপর তাদের নিকট মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য যাবে। তখন তারা বিনা ইলমেই 'ফাতাওয়া' জারী করবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে (বুখারী ও মুসলিম)।

١٩٧ - وَعَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ يُّذَكِّرُ النَّاسَ فِيْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُّ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اِنَّهُ يَمْنَعُنِيْ مِنْ ذٰلِكَ اَنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاِنِّيْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا - متفق عليه

১৯৭। তাবেয়ী হযরত শাকীক রাহিমাহুল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক বৃহস্পতিবার লোকজনের সামনে ওয়াজ-নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমরা চাই, আপনি এভাবে প্রতিদিন আমাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করুন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটা আমি পছন্দ করবো না। কারণ এভাবে প্রতিদিন (ওয়াজ-নসীহত) করলে তোমরা বিরক্ত হয়ে উঠবে। ওয়াজ-নসীহত করার ব্যাপারে আমি তোমাদের আগ্রহের প্রতি (যাতে বিরক্ত না হও) এমনভাবে লক্ষ্য রাখি যেমনিভাবে আমাদেরকে নসীহত করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য রাখতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, কোন কাজেই বাড়াবাড়ি করতে নেই। সীমা ছাড়া কাজের ফল ভালো হয় না। ওয়াজ-নসীহত, দাওয়াত, তাবলীগ-সহ সব দীনী কাজের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সব সময় সব জায়গায় ওয়াজ-নসীহত করা সমীচীন নয়। অনেক সময় বেশী কথা বিরক্তি উৎপাদন করে। মানুষ এর থেকে এড়িয়ে চলতে চায়। মন বসিয়ে কথা শুনতে পারে না।

তাই আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিদিন ওয়াজ-নসীহত শুনাবার দাবি নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক যেভাবে ও যে নিয়মে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, আমিও সে একই পন্থা অবলম্বন করবো।

١٩٨ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ وَاِذَا اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا - رواه البخارى

১৯৮। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন, তিনবার বলতেন, যাতে মানুষেরা ভালো করে কথাটা বুঝতে পারে। যখন তিনি কোন সম্প্রদায়ের কাছে যেতেন, তাদের সালাম করতেন এবং তিনবার সালাম করতেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ "তিনবার করে কথা বলতেন, একথার অর্থ এই নয় যে, সব জায়গায় ও সব সময় তিনি এরূপ করতেন। বরং অর্থ হলো যখন তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন অথবা কোন বিশেষ ব্যাপারকে খুব স্পষ্ট করে বলে দিতে চাইতেন অথবা দীনের কোন বড় হুকুম বর্ণনা করতে চাইতেন, চাইতেন ব্যাপারটি শ্রোতাদেরকে বিশেষভাবে শুনাতে অথবা যখন তিনি মনে করতেন, উপস্থিত লোকেরা কথাটি

ভালো করে শুনেনি, তখন তিনি তিনবার করে কথা বলতেন যেনো ভালো করে কথা শুনে।

তিনি সাধারণত একবারই সালাম করতেন। তিনবার সালাম করার অর্থ হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো বাড়ীতে গেলে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে সালাম করতেন, কোন উত্তর না এলে আবার সালাম দিতেন। এরপরও উত্তর না এলে তৃতীয়বার সালাম দিতেন। এবারও কোন জবাব না এলে তিনি ফিরে চলে আসতেন। কোন বাড়ীতে গেলে সালাম দিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইবার নিয়ম তখন ছিলো। এখনো আছে। এটা মাসনুন তরিকা। কুআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অপর কারো ঘরে ঘরবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না করে প্রবেশ করো না..." (সূরা নূরা ঃ ২৭-২৮)।

١٩٩ - وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ اُبْدِعَ بِىْ فَاحْمِلْنِىْ فَقَالَ مَا عِنْدِى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا اَدُلُّهُ عَلٰى مَنْ يَّحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ - رواه مسلم

১৯৯। হযরত আবু মাসউদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সওয়ারী চলতে পারছে না। আপনি আমাকে একটি সওয়ারী দান করুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললো, আমার কাছে তো তোমাকে দেবার মতো কোন সওয়ারী নেই। এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে এমন এক লোকের সন্ধান দিতে পারি, যে তাকে সওয়ারী দিতে পারে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে কল্যাণের দিকে পথ দেখায়, সেও এর বিনিময়ে সওয়াব পাবে যতটুকু সওয়াব কল্যাণকারী লোকটি পাবে (মুসলিম)।

٢٠٠ - وَعَنْ جَرِيْرٍ قَالَ كُنَّا فِىْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ اَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ مِّنْ مُّضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِّنْ مُّضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَّا رَاٰى بِهِمْ مِّنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَاَمَرَ بِلَالاً فَاَذَّنَ وَاَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ

وَّاحِدَةٍ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَـةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا وَالْاٰيَـةَ الَّتِىْ فِى الْحَشْرِ اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَـدٍ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهٖ مِنْ دِرْهَمِهٖ مِنْ ثَوْبِهٖ مِنْ صَاعِ بُرِّهٖ مِنْ صَاعِ تَمْرِهٖ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجِزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَاَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتّٰى رَاَيْتُ وَجْـهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَاَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ - رواه مسلم

২০০। হযরত জারীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা দিনের প্রথম প্রহরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। এ সময়ে কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে একদল লোক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে পৌঁছলো। তাদের শরীর প্রায় উলঙ্গ, কালো ডোরা চাদর বা আবা দিয়ে কোন রকমে শরীর ঢেকে রেখেছিলো। তাদের অধিকাংশ লোক, বরং সব লোকই ছিলো 'মুদার' গোত্রের। তাদের চেহারায় ক্ষুধার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিলো। এ দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি তাদের জন্য খাবারের খোঁজে ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর কিছু না পেয়ে বেরিয়ে এলেন এবং বিলাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে আযান দিতে বললেন। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আযান ও ইকামত দিলেন। সকলকে নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন, অতঃপর খুতবা দিলেন এবং এই আয়াত পড়লেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۔

“হে মানুষেরা! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এরপর এই জোড়া হতে বহু নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর (নিজেদের অধিকার) দাবি করে থাকো এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কেও সতর্ক থাকো। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন” (সূরা নিসা ঃ ১)।

তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা হাশরের এই আয়াত পড়লেন ঃ

اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۔

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের প্রত্যেকে ভেবে দেখুক আগামী কালের জন্য (কিয়ামাত) কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে” (সূরা হাশর ঃ ১৮)।

লোকজন তাদের দীনার, দেরহাম, কাপড়-চোপড়, গমের ভাণ্ডার ও খেজুর দান করলো। পরিশেষে তিনি বললেন, যদি খেজুর এক টুকরাও হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আনসারদের এক ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে এলো, যা (ভারের কারণে) সে বহন করতে পারছিলো না। এরপর লোকেরা একের পর এক জিনিসপত্র আনতে লাগলো। এমনকি আমি দেখলাম, শস্যের ও কাপড়-চোপড়ো দুইটি স্তুপ জমা হয়ে গেছে। তারপর আমি দেখলাম, আনন্দে হুজুরের চেহারা ঝকমক করছে। এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলামে যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ চালু করলো সে এই চালু করার সওয়াব তো পাবেই, তার পরের লোকেরা যারা এই নেক কাজের উপর আমল করবে তারও সম-পরিমাণ সওয়াব সে পাবে। অথচ এদের সওয়াবে কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন কুপ্রথা জারী করলো, তার জন্য তো এ কাজের গুনাহ আছেই। এরপর যারা এই কুপ্রথার উপর আমল করবে তার জন্যও গুনাহ তার ভাগে আসবে, অথচ এতে আমলকারীদের গুনাহ কম করা হবে না (মুসলিম)।

٢٠١ -- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِّنْ دَمِهَا لِاَنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ - متفق عليه

২০১। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হোক, তার খুনের গুনাহর একটি অংশ প্রথম হত্যাকারী আদমের প্রথম

ছেলে কাবিলের ভাগে হবে। কারণ সে-ই প্রথম হত্যার প্রচলন করেছিলো। (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের জুলুম-নির্যাতনের শুরু বাবা আদম (আ)-এর ছেলে কাবিলের জীবন থেকেই হয়েছে। এই কাবিল নিতান্তই একটি ব্যক্তিগত তুচ্ছ ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য নিজের ছোট ভাই হাবিলকে হত্যা করে ফেললো। মানব ইতিহাসে এটাই প্রথম মানব হত্যার ঘটনা। অন্যায়ভাবে হত্যা করার ঘটনার সূচনা এটাই।

আগেই বলা হয়েছে, কোন মানুষ যখন একটি নেক কাজ চালু করে তখন এই নেক কাজের সওয়াব সে তো পাবেই, উপরন্তু এরপর থেকে অনাগত ভবিষ্যতে যত লোক (কিয়ামত পর্যন্ত) এই নেক কাজটি করবে ততো দিন এই নেক কাজের সূচনাকারী তার সওয়াব পেতে থাকবে। অথচ যারা এই নেক কাজ করবে তাদের সওয়াবের কোন অংশ কেটে নেয়া হবে না। এইভাবে তার বিপরীত কাজেরও একই উল্টো ফল হবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি কোন বদ রেওয়াজ, যা দীন ও শরীয়াত অনুমতি দেয় না, জারী করে, তার এই বদ কাজ জারীর জন্য তার গুনাহ হবে। যারা পরবর্তী কালে এই কাজ জারী রাখবে ও করতে থাকবে, তার গুনাহর একটি অংশ সূচনাকারীর ভাগে এসে যোগ হবে যতো দিন তা জারী থাকে। অথচ যারা এই খারাপ কাজ জারী রাখতে থাকবে তাদের গুনাহ হতে কিছু কমানো হবে না। তাই বলা হয়, এ দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে যতো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে কিয়ামত পর্যন্ত, এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের গুনাহ ও দায়ভারের একটি অংশ প্রথম হত্যাকাণ্ড উদ্ভাবনকারী হাবিলের আমলনামায় লিখা হতে থাকবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٠٢ - وَعَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِى الدَّرْدَاءِ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اِنِّىْ جِئْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًى لِّطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ

الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَادِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ - رواه احمد والترمذى وابو داؤد وابن ماجة والدارمى وسماه الترمذى قيس بن كثير ٠

২০২। হযরত কাসির ইবনে কায়েস (রাহিমাহুল্লাহ 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে বসা ছিলাম। এ সময় তার নিকট একজন লোক এসে তাকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর মদীনা থেকে আপনার কাছে এসেছি একটি হাদীস জানার জন্য। আমি জেনেছি আপনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই হাদীস বর্ণনা করছেন। এই ছাড়া আর কোন গরজে আমি আপনার কাছে আসিনি। তার এই কথা শুনে হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এক কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলমে দীন অর্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের পথে চালান। আর ফেরেশতাগণ ইলম অনুসন্ধানকারীর পথে তার আরামের জন্য পালক বা ডানা বিছিয়ে দেন। আর আলেমদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মাছসমূহও। আলেমদের মর্যাদা (বে-ইলম) আবেদের চেয়ে অনেক বেশী। যেমন পূর্ণিমা চাঁদের মর্যাদা তারকারাজির উপর। আর আলেমগণ হচ্ছেন নবীদের ওয়ারিস। নবীগণ কোন দীনার বা দেরহাম (ধন সম্পদ) উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যান না। তাঁরা মিরাস হিসাবে রেখে যান শুধু ইলম। তাই যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করেছে সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারেমী)। আর তিরমিযী বর্ণনাকারীর নাম কায়েস ইবন কাসির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কাসির ইবনে কায়েসই সঠিক (যা মিশকাতের সংকলকও নকল করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ দীনের ইলম হাসিল করাই ছিলো আবু দারদার রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট আগমনকারী ছাত্রটির মূল উদ্দেশ্য। দামিশক শহর মদীনা হতে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে। তখন আজকের মতো যানবাহনের সুবিধা-সুযোগ ছিলো না। তাই স্পষ্ট বুঝা গেলো তখনকার সময়ের মানুষের মনে দীনের ইলম হাসিলের কতো উদগ্র বাসনা ছিলো।

তালেবুল ইলম অর্থাৎ ছাত্র জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য ঘর থেকে বের হলে ফেরেশতারা তাদের চলার পথে ডানা বিছিয়ে দেন। অর্থাৎ তাদের মর্যাদার চোখে দেখে আদর সোহাগ করেন। তাদের যেনো জ্ঞান অনুসন্ধানে কোন কষ্ট না হয়। এও হতে পারে যে, ফেরেশতারা তাদের জ্ঞানের আলাপ-আলোচনা শুনে

চলাফিরা বন্ধ করে ওখানেই বসে পড়েন। উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান চর্চার মর্যাদা প্রমাণ করা।

এক হাদীসে এসেছে যতো দিন দুনিয়ায় আল্লাহর নাম অবশিষ্ট থাকবে, কিয়ামত হবে না। আর ইলমের দ্বারাই আল্লাহর নাম দুনিয়াতে অবশিষ্ট আছে। ইলম আলেমদের কারণেই দুনিয়াতে জারী আছে। ইলম অনুসন্ধানকারী ছাত্রদের জন্য মাছ পর্যন্ত দোয়া করে। দুনিয়াও এখনো কায়েম আছে ইলমের বরকতেই।

٢٠٣ - وَعَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَّالاٰخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ ـ رواه الترمذى ورواه الدارمى عن مكحول مرسلا ولم يذكر رجلان وقال فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِى عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ وَسَرَدَ الْحَدِيْثَ اِلٰى اٰخِرِهِ ـ

২০৩। হযরত আবু উমামা আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দুই ব্যক্তির উল্লেখ করা হলো। এদের একজন ছিলেন আবেদ, আর দ্বিতীয়জন ছিলেন আলেম। তিনি বললেন, আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা হলো যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান ও জমীনের অধিবাসীরা, এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে ও মাছ পর্যন্ত ইলম শিক্ষাকারীর জন্য দোয়া করে (তিরমিযী)। দারেমী এই বর্ণনাটিকে মাকহূল (র) থেকে মুরসাল হিসাবে নকল করেছেন এবং দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, আবেদের তুলনায় আলেমের ফজিলত এমন যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপর আমার ফজিলত। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথার প্রমাণে কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ـ

"নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই তাঁকে ভয় করে" (সূরা ফাতির ঃ ২৮)। এ ছাড়া তার হাদীসের বাকী অংশ তিরমিযীর বর্ণনার অনুরূপ।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেলো আলেমের মর্যাদা ও তাঁর গুরুত্ব অনেক বেশী। আবেদের চেয়ে আলেমের মান-মর্যাদা খুবই বেশী। আলেম ও আবেদের মর্যাদার যে পার্থক্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ করেছেন তা খুবই অসাধারণ। তিনি বলেছেন, আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় যেমন, আলেমের মর্যাদাও একজন আবেদের তুলনায় তাই।

٢٠٤ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّ رِجَالاً يَّأْتُوْنَكُمْ مِّنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ فَاِذَا اَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا - رواه الترمذى

২০৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকেরা (আমার পরে) তোমাদের (সাহাবা) অনুসরণ করবে। আর তারা দূর-দূরান্ত হতে দীনের জ্ঞান লাভের জন্য তোমাদের কাছে আসবে। সুতরাং তারা তোমাদের নিকট এলে তোমরা তাদেরকে ভালো কাজের নসীহত করবে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথা বলেছেন তার অর্থ হলো, আমি জীবিত থাকা পর্যন্ত মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় আমার নিকট থেকে জেনে নেবে। আর আমার অবর্তমানে এ দায়িত্ব বর্তাবে তোমাদের উপর। বিভিন্ন দেশ ও দূর-দূরান্ত হতে মানুষ দীনের জ্ঞান ও হাদীস শিক্ষার জন্য তোমাদের কাছে কষ্ট করে আসবে। তোমরা তাদের সাথে ভালো আচরণ করবে। তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তালীম-তরবিয়াত দিবে। তাদের হৃদয়কে দীনের ইলম দিয়ে ভরে দেবে।

٢٠٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا - رواه الترمذى وابن ماجة وقال الترمذى هذا حديث غريب وابراهيم بن الفضل الراوى يضعف فى الحديث .

২০৫। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মু'মিনের হারানো ধন। অতএব যে লোক যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার অধিকারী (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। তাছাড়াও এর অপর বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনে ফজলকে দুর্বল (জয়ীফ) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ কেউ কোন হারানো জিনিস পেলে যেমন সে তা গোপন করে রাখতে পারে না, মালিক অনুসন্ধান পেয়ে গেলেই তাকে সাথে সাথে তা ফেরত দিতে হয়, ঠিক এভাবে যদি কোন জ্ঞানীর কাছে জ্ঞানের কথা থাকে, তাকেও সে গোপন করে রাখতে পারে না। অনুসন্ধানী ব্যক্তির সন্ধান পাবার সাথে সাথে জ্ঞানী ব্যক্তি তাকে তা দিয়ে দিবে। মোটকথা হারানো বস্তু যেমন মালিকের খোঁজ করে তাকে ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করতে হয়, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তির উচিৎ অজ্ঞানীকে খুঁজে খুঁজে জ্ঞান দান করা।

٢٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ - رواه الترمذى وابن ماجة

২০৬। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন ফকীহ (আলেমে দীন) শয়তানের কাছে হাজার আবেদ (ইবাদতকারী) হতেও বেশী ভয়ংকর (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ আলেম বা ফকীহ অর্থই হলো, যার কাছে দীনের জ্ঞান আছে, যিনি কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস বুঝেন। দীনের মাসআলা-মাসায়েল জানেন। শরীয়াত সম্পর্কে জ্ঞান আছে। আর আবেদ হচ্ছে ইবাদতকারী, নামায-রোযা ইত্যাদি করে। কিন্তু কুরআন-হাদীস, ফিকহ, শরীয়াত ইত্যাদি জানে না। এই দুই দলের কার মর্যাদা কি এই হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

দুইজন প্রতিযোগীর মধ্যে তিনিই বিজয়ী হন যিনি শক্তিশালী হবার সাথে সাথে কুস্তীর কলা কৌশলও ভালো করে রপ্ত করেছেন। শুধু শারীরিক বল দিয়ে কাজ হয় না। একজন আলেম বা ফকীহ ও আবেদের মধ্যেও এই পার্থক্য। আবেদ শুধু ইবাদত করতে জানে। কিন্তু মানুষের নিত্য শত্রু শয়তানের মুকাবিলা করার জন্য তার না আছে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান, না আছে শরীয়াত ও এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান। ফলে শয়তানের সাথে কুস্তিতে আবেদ একজন আলেমের মতো বাহাদুরির সাথে কুস্তি লড়তে পারে না। শয়তানের ফেরেববাজি ও ধোঁকা কুরআন-হাদীস জানার কারণে আলেম বা ফকীহ সহজেই বুঝে ফেলেন। একজন আবেদ এ শয়তান চেনার কৌশল বুঝতে পারে না।

কোন কোন সময় শয়তান হিতাকাঙক্ষী হয়ে ভালো মানুষ সেজে আবেদ বা নামাযীকে বলে, কই তোমার তো 'হুজুরে কলব' (উপস্থিত মন) আসলো না। হুজুরে কলব ছাড়া তো নামায পড়ে লাভ নেই। এই নামায তো প্রাণহীন মরা মানুষ। এই নামাযে আল্লাহ্‌র কোন কাজ নেই। এমন নামায না পড়াই উচিৎ। বে-ইলম আবেদ

শয়তানের এই ধোঁকার কৌশল ধরতে পারে না; বরং দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু একজন আলেমের কাছে শয়তান এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে না, বরং তিনি বলেন, দূর হও শয়তান। মোটেও না হবার চেয়ে কিছু হওয়া উত্তম। 'হুজুরে কলব' নামাযকে মজবুত করে। আল্লাহর নিকটে নিয়ে যায়। কিন্তু হুজুরে কলব ছাড়া নামায বাতিল হয়ে যায় না। নামাযের মূল হুকুম পালন হয়ে যায়। শরীয়তের নির্দেশিত নামায আদায়ের সীমা আমার জানা। তুই দূর হও। আবেদ শরীয়ত জানা না থাকার কারণে এই উত্তর দিতে পারে না। সহজেই শয়তানের মারপ্যাচে পড়ে নামাযও ছেড়ে দেবার সম্ভাবনা থাকে। তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন ফকীহ বা আলেম শয়তানের কাছে এক হাজার আবেদ অপেক্ষাও বেশী ভয়ভীতির কারণ। এক হাজার আবেদ অপেক্ষা একজন আলেম শয়তানের বড় প্রতিপক্ষ ও শক্তিশালী শত্রু। বে-ইলম হবার কারণে আবেদকে শয়তান ধোঁকায় ফেলে দিতে পারে বলে পাত্তা দেয় না।

٢٠٧ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ . رواه ابن ماجة ورواه البيهقى. فى شعب الايمان طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ . وقال هذا حديث متنه مشهور واسناده ضعيف وقد روى من اوجه كلها ضعيفة .

২০৭। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। আর অপাত্রে অযোগ্য মানুষকে ইলম শিক্ষা দেয়া শূকরের গলায় মনিমুক্তা বা সোনার হার পরাবার শামিল (ইবনে মাজা)। বায়হাকী এই বর্ণনাটি শুয়াবুল ঈমানে 'মুসলিম' শব্দ পর্যন্ত নকল করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদীসের মতন (মূল পাঠ) মশহুর, আর সনদ জয়ীফ। বিভিন্ন সনদে এই হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, এসবই জয়ীফ।

ব্যাখ্যা ঃ জ্ঞানার্জন করা ফরয। এলম অর্থ দীন সম্পর্কে জরুরী সব বিষয়কে জানা'। আর তা সকল নরনারীর জন্য এক সমান ফরয। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই দায়িত্ব দীনের জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়। এ দুনিয়াতে রাসূলের আগমনের উদ্দেশ্য, দীন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অনুসৃত কর্মপদ্ধতি, অবদান, এই অবদানকে ধরে রাখার জন্য, আমৃত্যু দীন প্রতিষ্ঠিত না থাকলে তা প্রতিষ্ঠার এবং প্রতিষ্ঠিত থাকলে তা ধরে রাখার জিহাদ বা সংগ্রামে সদা নিয়োজিত থাকা এই জ্ঞান অর্জন ছাড়া সম্ভব নয়। 'ইশকে রাসূল' বা

আশেকীনে রাসূল মুখে মুখে দাবি করলে ও কয়েকটি কাসিদা পড়লে এই ইশকের হক আদায় হয় না। দীন আজ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত নেই। এই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের নিত্য সাথী হয়ে সাহাবাগণ যেভাবে দীন প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন সেটাই হলো মূল 'ইশকে রাসূল' বা রাসূলকে ভালোবাসা। ইলম বা দীনের জ্ঞানার্জন ছাড়া এই দীন কেনো, এই ইশকে রাসূলও বুঝা অসম্ভব। তাই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের জ্ঞান তথা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। এই কারণেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবেদ থেকে আলেমের মর্যাদা এক হাজার গুণ বেশী বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

٢٠٨ – وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِىْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَّلاَ فِقْهُ فِى الدِّيْنِ - رواه الترمذى

২০৮। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের মধ্যে দুইটি অভ্যেস একত্র হতে পারে না ঃ নেক চরিত্র ও দীনের জ্ঞান (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে দুইটি বিশিষ্ট গুণ সৃষ্টির অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। যে গুণগুলো কোন মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না। এর প্রথমটি হলো নৈতিক চরিত্র। মুমিনের মধ্যে সব সময় উত্তম গুণের সমাহার ঘটবে। আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহর 'দীন-ইসলাম' সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। এই দুইটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য মুমিন জীবনের ভূষণ। মুনাফিকরা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নয়। ইসলামের লেবাস পরে সকল সুবিধা ভোগ করার জন্য প্রদর্শনী করে। কাজেই মুমিন মুসলমানের মতো মজবুত ঈমান ও দীনের প্রতি আন্তরিকতা তাদের মধ্যে আসতে পারে না। আর আসতে পারে না বলেই ওই সব গুণ তাদের মধ্যে একত্র হয় না।

"তাফাক্কুহ ফিদ্দীন" সম্পর্কে আল্লামা তাওরিশী বলেছেন, এটা হলো হৃদয়ের গভীরে দীনের পরিচয়, পরিচিতি স্থাপিত হওয়া, দীনের জ্ঞান ও বোধশক্তি প্রখর হওয়া এরপর তা মুখ দিয়ে প্রকাশ হওয়া, বুঝ অনুযায়ী কাজ করা, এই বুঝ অনুযায়ী লোক গঠন করা। আর এটা হলেই মানুষের মনে আল্লাহর ভয়, তাঁর কাছে জবাবদিহিতার মনোভাব সৃষ্টি হবে।

٢٠٩ – وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ ۔ رواه الترمذى والدارمى

২০৯। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য বাড়ী হতে বের হয়েছে, সে বাড়ীতে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মর্মার্থ হলো-নিজের মাতা-পিতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর মায়া ছিন্ন করে, বাড়ীঘরে থাকার মতো আরাম-আয়েশ ছেড়ে দিয়ে দীনের ইলম বা জ্ঞান হাসিল করার জন্য কষ্ট করতে তৈরি হওয়া। এটা কোন ছোট কাজ নয়। অনেক বড় ও মহৎ কাজ। এই দীনের জ্ঞান অর্জন করা ফরয। এজন্য যত দূর-দূরান্তরে যাবার প্রয়োজন যেতে হবে যেতে হয়। তাই আল্লাহর প্রিয় রাসূল দীনের ইলম হাসিলকারীকে এই শুভ সংবাদ দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, এই নিয়তে যদি কেউ ঘর থেকে বের হয়, বাড়ী ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে আছে বলেই তাকে হিসাব করতে হবে।

٢١٠ - وَعَنْ سَخْبَرَةَ الاَزْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى ۰ رواه الترمذى والدارمى وقال الترمذى هذا حديث ضعيف الاسناد وابو داؤد الرواى يضعف

২১০। হযরত সাখবারা আযদী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানানুসন্ধান করে তা তার অতীত সময়ের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায় (তিরমিযী, দারেমী)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে জয়ীফ। কারণ এর একজন রাবী দাউদ নকী ইবনে হারিসকে জয়ীফ বলা হয়ে থাকে।

٢١١ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَّشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَّسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ - رواه الترمذى

২১১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি কল্যাণকর কাজে অর্থাৎ জ্ঞানার্জনে পরিতৃপ্ত হয় না। সে ইলম শিখতে শিখতে (শেষ পর্যন্ত) জান্নাতে পৌঁছে যায়।

ব্যাখ্যা ঃ ইলম বা জ্ঞান আল্লাহর এক অফুরন্ত নূর। শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের উচ্চ শিখরে পৌঁছে যেতে চায়। এই ইঙ্গিতই এই হাদীসে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে মুমিনের জ্ঞানাহরণের শেষ নেই। যতো জ্ঞান অর্জন করে তৃপ্তি আসে না, আরো অর্জন করতে চায়। অথচ জ্ঞানার্জনের কোন সীমা-সরহদ নেই। যতো পড়বে ততো

জানবে। জানার শেষ নেই। এইজন্য অনেক মনীষী জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করেছেন।

٢١٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ - رواه احمد وابو داؤد والترمذى ورواه ابن ماجة عن انس

২১২। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে এমন কোন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যা সে জানে, অথচ গোপন রাখে (বলে না), কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম লাগানো হবে (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)। ইবনে মাজা এই হাদীসটিকে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে জ্ঞানার্জনকারী বা আলেমের ব্যাপারে শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে। জ্ঞানার্জন করে মানুষকে তা শুনাতে হবে। তা মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। এটাই জ্ঞানের দাবি বা সদ্ব্যবহার। যদি কেউ তা না করে, বরং তাকে কোন ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তার তা জানা থাকার পরও জবাব দেয় না, ব্যাপারটা জানায় না, বরং গোপন করে, এমন জ্ঞানী বা আলেমের মুখে আগুনের লাগাম লাগিয়ে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফরয-ওয়াজিব জিনিসের ব্যাপারে এই হুকুম, সুন্নাত ও মোবাহর ব্যাপারে নয়।

٢١٣ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ - رواه الترمذى ورواه ابن ماجة عن ابن عمر

২১৩। হযরত কা'ব ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে জ্ঞানী পণ্ডিতদের উপর গৌরব করার জন্য অথবা মূর্খদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের প্রতি আকর্ষিত করার জন্য, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন (তিরমিযী)। ইবনে মাজা এই হাদীসটি হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ ইলম বা জ্ঞানার্জন করা একটি খালেস ইবাদত। দীন-দুনিয়া উভয় জগতের জন্য এই জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। আলেম ব্যক্তি নামের জন্য, গৌরবের জন্য

অথবা মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য অথবা অর্থ উপার্জনের জন্য ইলম শিখলে তার সুফল কিছু হবে না, বরং উল্টো জাহান্নামে যাবে। কাজেই জ্ঞানার্জন হবে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের উপকারের জন্য। বিনিময়ে আল্লাহর কাছে নাজাত পাবার জন্য।

٢١٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْـهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَـى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ اِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّـةِ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا - رواه احمد وابو داؤد وابن ماجة

২১৪। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ইলম বা জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, কেউ সেই জ্ঞান পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের অভিপ্রায়ে অর্জন করলে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ উপকারী জ্ঞান শিখার আসল উদ্দেশ্য হতে হবে নিঃস্বার্থতা। দুনিয়ার কোন স্বার্থ সিদ্ধি এর উদ্দেশ্য হলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। ধন-দৌলত কামানো, মান-ইজ্জত বাড়ানো, প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি ইলমে দীন হাসিলের উদ্দেশ্য হওয়া কখনো উচিৎ নয়। তবে দীনের ইলম হাসিলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ একান্ত খালেসভাবে হলে, আল্লাহর সন্তুষ্টি উপার্জন করা যায়। জান্নাত পাওয়া যায়। এরপর দুনিয়ার কোন লাভালাভ আল্লাহ যদি দান করেন তা পেতে বা ভোগ করতে কোন দোষ নেই। জ্ঞানার্জন নিখুঁতভাবে আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে।

দুনিয়ার কোন জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য, জীবিকা নির্বাহের উপায় বা দুনিয়া লাভ করা হলে, অনেকে তা নাজায়েয মনে করেন না। তবে এই ইলম যদি দীনের পরিপন্থী কোন ইলম বা জ্ঞান হয় এবং তা অর্জন করার উদ্দেশ্য দীনের ক্ষতি করা ও এর বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা হয়, তবে সে ইলম অর্জন করা হারাম।

٢١٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْـهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَـهُ مِنْـهُ ثَلاَثٌ لاَّ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ اِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَالنَّصِيْحَـةُ لِلْمُسْلِمِيْـنَ وَلُـزُوْمُ جَمَاعَتِهِمْ فَاِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مَنْ وَّرَاءَهُمْ - رواه الشافعى والبيهقى فى المدخل ورواه احمد

والترمذى وابو داؤد وابن ماجة والدارمى عن زيد بن ثابت الا ان
الترمذى وابا داؤد لم يذكرا ثلاث لا يغل عليهن الى اخره ·

২১৫। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ওই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন যে আমার কোন কথা শুনেছে, এই কথাকে স্মরণ রেখেছে এবং যা শুনেছে হুবহু তা মানুষকে শুনিয়েছে। কারণ জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার কেউ কেউ এমন আছে যারা নিজেরা জ্ঞানী হলেও, নিজের তুলনায় বড় জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। তিনটি ব্যাপারে মুসলমানের মন বিশ্বাসঘাতকতা (অবহেলা) করতে পারে না ঃ (১) আল্লাহর উদ্দেশে নিষ্ঠার সাথে কাজ করা, (২) মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা এবং (৩) মুসলমানের জামায়াতকে আকড়িয়ে ধরা। কারণ মুসলমানদের দোয়া বা আহবান তাদের পশ্চাতকেও (অনুপস্থিতদেরও) পরিবেষ্টন করে রাখে (শাফিয়ী)। বায়হাকী তাঁর মাদখাল গ্রন্থে, ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও দারেমী এই হাদীসটি হযরত যায়েদ ইবন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিরমিযী ও আবু দাউদ ثلاث لا يغل হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ সকল মানুষের হিফজশক্তি, বুঝশক্তি এক সমান হয় না। কেউ নিজে খুব বেশী বুঝে না। আবার কেউ বেশ ভালো বুঝে। যার কাছে হাদীস পেশ করা হয়, হতে পারে তিনি তার চেয়ে বেশী সমঝদার। এইজন্য হাদীস যেভাবে নিজে শুনবে ঠিক এভাবেই অন্যকে শুনাবে, যাতে যাকে হাদীস শুনানো হচ্ছে তিনি ভালো করে হাদীসের মর্ম বুঝেন।

হাদীসে যে তিনটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে তা মুমিনের গুণ-বৈশিষ্ট্য। এ গুণ বৈশিষ্ট্যগুলো যেনো মুমিনের মধ্যে থাকে সেজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছের। এ গুণবিশিষ্ট লোকের চেহারা আল্লাহ উজ্জ্বল করে দেন।

٢١٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَاً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ · رواه الترمذى وابن ماجة ورواه الدارمى عن ابى الدرداء ·

২১৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই অন্যের কাছে তা পৌছে দিয়েছে। অনেক সময়

যাকে পৌছানো হয় সে শ্রোতা থেকে অধিক স্মরণকারী হয় (তিরমিযী, ইবনে মাজা)। কিন্তু দারেমী এই হাদীস হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন ;

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীস শুনা, এসব হাদীসের আহকামের উপর আমল করা, মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া খুবই সৌভাগ্য ও বরকতের কাজ। এই কাজ দীন-দুনিয়ার কামিয়াবী ও কল্যাণের উপায়। গোটা উম্মতে মুসলিমার এ কথার উপর পূর্ণ ঈমান ও আকীদা আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের তালীম নেয়া ও তালীম দেয়া এই উভয় কাজই উভয় জগতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও খোশনসিব হবার কারণ হয়ে দাড়াঁয়।

٢١٧ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّىْ اِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - رواه الترمذى ورواه ابن ماجة عن ابن مسعود وجابر لم يذكر اتبعوا الحديث عنى الا ما علمتم ·

২১৭। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। যে পর্যন্ত হাদীস আমার বলে তোমরা নিশ্চিত হবে তা বর্ণনা করবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা (হাদীস) আরোপ করেছে সে যেনো তার ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক করে নিয়েছে (তিরমিযী)। ইবনে মাজা এই হাদীসকে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণনা করেছেন এবং প্রথম অংশ 'আমার পক্ষ হতে হাদীস নিশ্চিত না জেনে' অংশটুকু বর্ণনা করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ মূল উদ্দেশ্য হলো, হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সত্যিকারে হাদীসটি রাসূলুল্লাহর কি না নিশ্চিতভাবে না জেনে যেনো মানুষের কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করা না হয়। যদি কেউ জেনে-বুঝে কোন কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের হাদীস বলে বর্ণনা করে ও প্রচার চালায়, যা হাদীস নয়, তাহলে তার উপর আল্লাহ তা'আলার কঠিন শাস্তি নির্ধারিত হয়ে আছে।

٢١٨ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَاْيِهٖ فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - وفى رواية مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - رواه الترمذى

২১৮। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কোন রায় দিয়েছে সে যেনো তার বাসস্থান জাহান্নামে খুঁজে নেয়। আর এক বর্ণনার শব্দগুলো হলো, যে লোক কুরআন সম্পর্কে নিশ্চিত ইলম ছাড়া (মনগড়া) কোন কথা বলে, সে যেনো তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয় (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করার কথা কঠিনভাবে বলে দেয়া হয়েছে, ঠিক একইভাবে কুরআনের তর্জমা, এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারেও আল্লাহর রাসূল কড়াকড়িভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কুরআনের কোন জায়গার শব্দ বা আয়াতের ব্যাখ্যা করবে, তাকে খোঁজ করতে হবে, এ ব্যাপারে হুজুরে পাকের কোন কথা আছে কি না, থাকলে সে কথাই কুরআনের ব্যাখ্যা। কুরআন যেহেতু আল্লাহ তাঁর উপরই নাযিল করেছেন, তাঁর চেয়ে বেশী কেউ কুরআনের কথা জানবেন এটা একেবারেই অবান্তর। এরপর দেখতে হবে এ ব্যাপারে সাহাবাদের কোন ব্যাখ্যা আছে কি না। কারণ তাদের সময়েই হুজুরের উপর কুরআন নাযিল হয়েছে। নাযিল হবার পরপরই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তা শুনিয়েছেন, তাদের শিখিয়েছেন। তাদের ভাষায় তা নাযিল হয়েছে। সাহাবাদেরকে নিয়েই হুজুর কুরআনের চর্চা করেছেন। তাদের নিয়েই তিনি কুরআনের হুকুম-আহকাম সমাজে বাস্তব রূপ দান করেছেন। কাজেই হুজুরের পর কুরআন সম্পর্কে তাদের চেয়ে বেশী ভালো আর কে জানবে?

এরপর দেখতে হবে তাবেয়ীদের কারো এ সর্ম্পকে কোন ব্যাখ্যা আছে কি না। কারণ তাঁরাই সাহাবীদের সাহচর্য পেয়েছেন সবচেয়ে বেশী। তাদেরও ভাষা আরবীই ছিলো। এরপর ধীরে ধীরে আরবী ভাষার রীতি-নীতির পরিবর্তন ঘটে। লোকদের পক্ষে শুধু আরবী ভাষা জানা থাকার কারণেই কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সহজ কাজ নয়। সুতরাং পরিপূর্ণভাবে কুরআনের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে, নিজে বানিয়ে বানিয়ে আন্দাজ করে কোনো কথা বলতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকিদ দিয়ে বারণ করেছেন। যদি কেউ করে সে নিশ্চিত জাহান্নামী।

٢١٩ - وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَاْيِهِ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَاَ - رواه الترمذى وابو داؤد

২১৯। হযরত জুনদুব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে নিজ মত মতো কোন কথা বললো এবং সে কথাটা ঠিকও হলো, এরপরও (নিজ মতে কথা বলে) সে ভুল করলো (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এ কথাটাও সুস্পষ্ট যে, কোন লোক কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলো, অথচ এ ব্যাখ্যা সে হাদীসের অনুসরণ করে বলেনি, উম্মতের বড় বড় আলেমদের থেকে শুনেনি, শুধু নিজের রায় ও ধারণা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তার এই ব্যাখ্যা সঠিক হয়েছে এবং প্রকৃত ঘটনার সাথেও তার ব্যাখ্যার মিল রয়েছে। আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যায় কোন ভুল হয়নি। তারপরও সে যেহেতু নিজের বুদ্ধি ও রায় খাটিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুমানের ভিত্তিতে বলেছে। সব ঘেটে ঘুটে, হাদীস থেকে নিশ্চিত না হয়ে তাফসীর করেনি। একাজ তার ঠিক হয়নি। নিজের মতমতো কথা বলাতে ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিলো। তাই এটাও নিষিদ্ধ।

٢٢٠ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمِرَاءُ فِى الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ ۔ رواه احمد وابو داؤد

২২০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কুরআনের কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা কুফরী কাজ (আহমাদ ও আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ 'মিরাউন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো কুরআনের কোন কথা নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হওয়া। যেহেতু এটা আল্লাহর কালাম, কাজেই এতে মতবিরোধ থাকার অবকাশ নেই। মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে কোন ব্যাপারে তার জানার বা বুঝার দুর্বলতা থাকতে পারে। কাজেই কারো কিছু না জানার কারণে কুরআনের ব্যাপারে মতভেদ বা ঝগড়া-বিবাদ করে কোন হুকুম দেয়া নিঃসন্দেহ কুফরী। একাজ থেকে মুমিনের বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। তবে কুরআনের অর্থ বুঝার জন্য পারস্পরিক দলীল উপস্থাপন করা নিষেধ নয়।

٢٢١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَءُوْنَ فِى الْقُرْاٰنِ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهٰذَا ضَرَبُوْا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَاِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَلَا تُكَذِّبُوْا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُوْلُوْا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوْهُ اِلٰى عَالِمِهٖ ۔ رواه احمد وابن ماجة

২২১। হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দল সম্পর্কে শুনলেন, তারা পরস্পর কুরআন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে, ঝগড়া করছে। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের আগের লোকেরা এ ধরনের

কাজের দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের দ্বারা রহিত করার চেষ্টা করেছিলো। অথচ আল্লাহর কিতাব নাযিল হয়েছে তার এক অংশ অপর অংশের পরিপুরক হিসাবে ও সত্যতা প্রমাণ করার জন্য। তাই তোমরা এর এক অংশকে অপর অংশের দ্বারা মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করো না। বরং তোমরা তার যতটুকু জানো শুধু তা-ই বলো, আর যা তোমরা জানো না তা কুরআনের আলেমের নিকট সোপর্দ করো (আহমাদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ এর আগের হাদীসে যেমন বলা হয়েছে, যাদের জ্ঞান-গরিমা অপরিপূর্ণ, যাদের ঈমান-আকীদা দুর্বল, চিন্তাধারা ও বিচার-বিবেচনায় ত্রুটি ও কমতি আছে, তারাই আল্লাহর আয়াতে পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করে। আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের মতমতো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। এরপর নিজের মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গির বুনিয়াদ রচনা করে।

এ ব্যাপারেই এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, যদি কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহলে একটিকে আর একটি দ্বারা রহিত করো না, কোনটাকেই বেঠিক মনে করো না। তোমাদের জ্ঞান এই দুইটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলে নিজের দুর্বল বিচার-বুদ্ধির তীর না চালিয়ে এর প্রকৃত অর্থ জানার জন্য আলেমের দ্বারস্থ হও।

٢٢٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ لِكُلِّ اٰيَةٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَّبَطْنٌ وَّلِكُلِّ حَدٍّ مُّطَّلَعٌ - رواه فى شرح السنة

২২২। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কুরআন করীম সাত হরফে নাযিল হয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যেক আয়াতের প্রকাশ্য ও অপ্রকশ্য দিক রয়েছে। প্রত্যেকটি দিকের একটি সীমা রয়েছে। আর প্রত্যেকটি সীমার একটি অবগতির স্থান রয়েছে (শরহুস সুন্নাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষা বা আরবী সাহিত্য পৃথিবীর সেরা ভাযা বা সাহিত্য। প্রত্যেক ভাষারই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ফাসাহাত বালাগাত বা বাক্য রীতিনীতি বাগধারা বাগবিধি আছে। ঠিক এভাবে আরবী ভাষায়ও সাতটি লোগাত বা কিরায়াত বিখ্যাত। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, কুরআন সাতটি লোগাত বা কিরায়াতে নাযিল হয়েছে। তাহলো লোগাতে কুরাইশ, লোগাতে তায়, লোগাতে হাওয়াজেন, লোগাতে আহলে ইয়েমেন, লোগাতে সাকিফ, লোগাতে হোজাইল, লোগাতে বনি তামীম।

কুরআনে কারীম প্রথমে 'লোগাতে কুরাইশ' অনুযায়ী নাযিল হয়েছে। এটা হুজুরে করীমের নিজের লোগাত (কথ্যভাষা)। আরবের সকল গোত্রে এই লোগাত

অনুযায়ী কুরআন পড়া কঠিন হয়ে গেলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অসুবিধা দূর করার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহ প্রত্যেক গোত্রের লোগাত অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি দিলেন। হযরত ওসমানের খিলাফাত কাল থেকে এভাবেই চললো।

হাদীসের শেষের অংশে বলা হয়েছে, প্রত্যেক আয়াতের 'জাহের' ও 'বাতিন দু'টি দিক আছে। অর্থাৎ প্রত্যেক আয়াতের একটি প্রকাশ্য বা জাহেরী অর্থ আছে যা সকলে বুঝে। আর একটি অর্থ আছে অপ্রকাশ্য বা বাতেনী, যা গভীর জ্ঞানের অধিকারীরাই বুঝেন।

٢٢٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ اٰيَةٌ مُّحْكَمَةٌ اَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ وَّمَا كَانَ سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ ۰ رواه ابو داؤد وابن ماجة

২২৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইলম বা জ্ঞান তিন প্রকার—(১) আয়াতে মুহকামের জ্ঞান; (২) সুন্নাতে কায়েমার জ্ঞান এবং (৩) ফারিযায়ে আদেলার জ্ঞান। এর বাইরে যা আছে তা অতিরিক্ত (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মূল মর্ম হলো, দীনের ইলমের বুনিয়াদ তিনটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। প্রথম হলো 'আয়াতে মুহকাম', যাতে শরীআতের বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় হলো 'সুন্নাতে কায়েমা'। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত, যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা, কাজকর্ম বা সমর্থন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তৃতীয় হলো 'ফরিযায়ে আদেলা'। এর দ্বারা ইঙ্গিত হলো 'কিয়াস' ও 'ইজমার' দিকে। অর্থাৎ উম্মাতের মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন হুকুম ঠিক করেছেন। পরের দু'টি ইলমও কিতাব ও সুন্নাহর প্রথম ইলমটির মতো পালনীয় ও গ্রহণযোগ্য। তাহলে শরীয়াতের মূল ভিত্তি হলো তিনটি জ্ঞান, (১) কুরআন, (২) সুন্নাহ, (৩) (ক) ইজমা ও (খ) কিয়াস।

٢٢٤ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقُصُّ اِلاَّ اَمِيْرٌ اَوْ مَاْمُوْرٌ اَوْ مُخْتَالٌ ۰ رواه ابو داؤد رواه الدارمى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفى رواية او مراء بدل او مختال ۰

২২৪। হযরত আওফ ইবন মালেক আশযায়ী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি বাগাড়ম্বর করে ঃ (১) শাসক, (২) শাসকের অধস্তন ব্যক্তি, (৩) অথবা কোন অহংকারী লোক (আবু দাউদ)। দারেমী এই হাদীসটি আমর ইবনে শোয়াইব থেকে তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের অপর বর্ণনায় শব্দ مختال -এর পরিবর্তে مراء উক্ত আছে।

ব্যখ্যা ঃ শাসক গোষ্ঠী বাস্তবে যতটুকু ভালো কাজ করে, বক্তৃতা-বিবৃতিতে তার চেয়ে অধিক প্রচার করে। অনুগত কর্মচারীরাও চাটুকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাতে সমর্থনের তালি বাজাতে থাকে। অনুরূভাবে অংহকারী ব্যক্তিরাও বাগাড়ম্বর প্রদর্শন করে। হাদীসে এই জাতীয় বাচালতার নিন্দা করা হয়েছে।

٢٢٥ - وَعَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اُفْتِیَ بِغَیْرِ عِلْمٍ کَانَ اِثْمُهُ عَلٰی مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلٰی اَخِیْهِ بِاَمْرٍ یَّعْلَمُ اَنَّ الرُّشْدَ فِیْ غَیْرِهٖ فَقَدْ خَانَهُ - رواه ابو داؤد

২২৫। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে ভুল ফাতওয়া দেয়া হয়েছে অর্থাৎ বিনা ইলমে ফাতওয়া দেয়া হয়েছে এর গুনাহ তার উপর বর্তাবে যে তাকে ফাতওয়া দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে এমন কোন কাজের পরামর্শ দিয়েছে যার ফল শুভ হবে না বলে সে জানে, সে বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করেছে (আবু দাউদ)।

٢٢٦ - وَعَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی عَنِ الْاُغْلُوْطَاتِ - رواه ابو داؤد

২২৬। হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য হলো সতর্ক করে দেয়া। এমন কোন ব্যাপারে কোন আলেমকে জিজ্ঞেস করা উচিৎ হবে না যা কঠিন ও খুব প্যাচের, এতে যাকে জিজ্ঞেস করা হলো, বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে। আসলে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যই হলো খারাপ। ভুলে ফেলে দেয়া। এমন প্রশ্ন বা কথাবার্তা হতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। সমাজে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হয় এসব কারণে। তাই এসব কাজ হতে বিরত থাকতে হবে।

٢٢٧ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَاِنِّىْ مَقْبُوْضٌ - رواه الترمذى

২২৭। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার নিকট হতে ফারায়েজ ও কুরআন শিখে নাও এবং লোকদেরকেও তা শিখিয়ে দাও। কারণ আমি মরণশীল (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন শরীয়াতের মূল উৎস। দীনের ব্যাপারে তিনিই হলেন বিশ্ববাসীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তাই তিনি জীবিত থাকতেই সমস্ত ফরয কাজ ও কোরআনের শিক্ষা শিখে রাখার জন্য তিনি উপদেশ দিয়েছেন। তিনি যেহেতু মানুষ। তাঁর জীবনও সীমাবদ্ধ। অন্যান্য নবী-রাসূলগণ যেভাবে ইনতিকাল করেছেন, এ নবীও করবেন। তাই তাঁর ইনতিকালের পূর্বেই যা জেনে রাখা সম্ভব জেনে রাখতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন।

٢٢٨ - وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَشَخَصَ بِبَصَرِهٖ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا اَوَانُ يُّخْتَلَسُ فِيْهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ
حَتّٰى لاَ يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلٰى شَىْءٍ - رواه الترمذى

২২৮। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের সাথে ছিলাম। তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠালেন, এরপর বললেন, এটা এমন সময় যখন ইলমকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোন সামর্থ্যই থাকবে না।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আমার মৃত্যুর কারণে ওহী বন্ধ হয়ে যাবে। মানুয ধীর ধীরে দীনের জ্ঞান ত্যাগ করে বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত হবে।

٢٢٩ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً يُّوْشِكُ اَنْ يَّضْرِبَ النَّاسُ اَكْبَادَ الْاِبِلِ
يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَلاَ يَجِدُوْنَ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ - رواه الترمذى
وفي جامعه قال ابن عيينة انه مالك بن انس ومثله عن عبد الرزاق قال
اسحاق ابن موسى وسمعت ابن عيينة انه قال هو العمرى الزاهد واسمه
عبد العزيز بن عبد الله ·

২২৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এমন সময় খুব বেশী দূরে নয়, মানুষ যখন জ্ঞানের খোঁজে উটের কলিজা ফেড়ে ফেলবে। কিন্তু মদীনার আলেমদের চেয়ে বড় কোন আলেম কাউকে কোথাও খুঁজে পাবে না (তিরমিযী)। জামে তিরমিযীতে ইবনে উআইনা হতে বর্ণিত হয়েছে, মদীনার সেই আলেম মালিক ইবন আনাস। আবদুর রাজ্জাকও এ কথা লিখেছেন। আর ইসহাক ইবন মূসার বর্ণনা হলো, আমি ইবনে উআইনাকে এ কথা বলতে শুনেছি, মদীনার সে আলেম হলো ওমারী জাহেদ। অর্থাৎ উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর খান্দানের লোক। তার নাম হলো আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি হাদীসে 'মারফু'। আবু হোরাইরা সরাসরি হুজুর থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হযরত আবু হোরাইরার ছাত্র যেহেতু আবু হোরাইরার 'শব্দগুলো' মনে রাখতে পারেন নাই, তাই তিনি হাদীসটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

'উটের কলিজা ফেড়ে ফেলবে' অর্থ হলো - জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষ ছুটাছুটি করবে। ইলম আহরণের জন্য আগ্রহ বেড়ে যাবে। তাই তারা দূর দূরান্তরে পাড়ি জমাবে। জ্ঞানার্জনের জন্য গোটা দুনিয়া ঘুরাঘুরি করবে। উটকে দ্রুত চালাবে কিন্তু সত্যিকার জ্ঞানী পাবে না।

মদীনার আলেমের চেয়ে বড় কোন আলেম পাওয়া যাবে না। মদীনার এই আলেম কে?

হাদীসের বিখ্যাত ইমাম হযরত আবদুর রাজ্জাক বলেন, এই হাদীসে মদীনার যে আলেমের কথা বলা হয়েছে এর অর্থ হলো, হযরত ইমাম মালিক (র)।

কিন্তু হযরত ইবনে উআইনার ছাত্র হযরত ইসহাক ইবনে মূসা বলেন, আমি ইবনে উআইনাকে বলতে শুনেছি যে, 'আলেমে মদীনার অর্থ 'হযরত উমারী জাহেদী', যার মূল নাম হলো আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ। যেহেতু তিনি উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বংশধর, তাই তাকে 'উমারী' বলা হয়। আর 'যাহেদ' হলো তার ডাকনাম। তার সাজরা হলো : আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হাকম ইবনে আসেম ইবন উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের হাদীসের নিগুঢ় তত্ত্ব বোধ হয় এটাই যে, তাঁর পর ইলম বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার পরও শেষ যমানায় তা মদীনায় গিয়ে সীমাবদ্ধ হবে। অন্যান্য হাদীস থেকেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন?

٢٣٠ - وَعَنْهُ فِيْمَا اَعْلَمُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَاْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَّنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا - رواه ابو داؤد

২৩০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জেনেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের (কল্যাণের) জন্য প্রত্যেক এক শত বছরের মাথায় এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদের দীনকে তাজা করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ 'তাজদীদ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে হাদীসে। এর অর্থ হলো, নষ্ট হয়ে যাওয়া বা হারানো জিনিসকে নতুন করা। এ কাজ যিনি করেন তাকে মুজাদ্দিদ বলা হয়। দীনকে কুসংস্কার ও বিদাআতের আবর্জনা থেকে মুক্ত করার চেষ্টাই তাঁর কাজ। প্রত্যেক শতাব্দীতে উম্মাতের মধ্যে জ্ঞান-গরিমায় উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন এক ব্যক্তির জন্ম হয় যিনি একাজ করেন। সেই আলেমে দীনের প্রচেষ্টায় দীন ইসলামকে পুন প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হয়।

٢٣١ - وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعُذْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ - رواه البيهقى فى مدخله مرسلا ·

২৩১। হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান আল-উজরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক আগত জামায়াতের মধ্যে একজন নেক, তাকওয়া সম্পন্ন নির্ভরযোগ্য মানুষ এই জ্ঞান (কিতাব ও সুন্নাহ) হাসিল করবেন। আর তিনিই এই জ্ঞানের মাধ্যমে (কুরআন-সুন্নাহ) সীমা অতিক্রমকারীদের পরিবর্তনকে, বাতিলদের মিথ্যা অপবাদকে এবং জাহিল অজ্ঞদের ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে বিদূরীত করবেন। এই হাদীসকে বায়হাকী (র) তাঁর কিতাব 'মাদখাল'-এ বাকিয়া ইবনে ওয়ালিদ হতে নকল করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ 'প্রত্যেক এক শত বছরের মাথায়' অর্থ শতাব্দীর প্রথমেও হতে পারে, শেষেও হতে পারে। আবার এর অর্থ এ নয় যে, শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন মুজাদ্দিদের জন্ম হবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٣٢ - وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْاِسْلاَمَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَّاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ - رواه الدارمى

২৩২। হযরত হাসান বসরী (র) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার মৃত্যু এসে পৌছেছে তখনও তিনি ইসলামকে জীবন্ত করার লক্ষ্যে ইলম বা জ্ঞান অর্জনে লিপ্ত, জান্নাতে তার সাথে নবীদের মাত্র একধাপ পার্থক্য থাকবে (দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে একজন মুজাদ্দিদের দীনের সংগ্রামে অতিবাহিত ব্যস্ত জীবনের দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। একজন মুজাদ্দিদ জীবন সায়াহ্নেও দীনকে বাঁচাবার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস জ্ঞান তাপসের মতো কাজ করেন, চিন্তা করেন, কলম ধরেন। এই মহামর্যাদাবান মানুষের মর্যাদার পরিমাপ দুনিয়ায় কেউ করুক আর না করুক, আল্লাহ্‌র রাসূল তার মর্যাদা নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে তার আর নবীদের পার্থক্য হবে এক ধাপ মাত্র।

٢٣٣ - وَعَنْهُ مُرْسَلاً قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْاٰخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ اَيُّهُمَا اَفْضَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ هٰذَا الْعَالِمِ الَّذِىْ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِىْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِيْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ - رواه الدارمى

২৩৩। হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহু আনহু হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের কাছে বনি ইসরাঈলের দু'জন লোকের মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তাদের একজন ছিলেন আলেম, যিনি ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করার পর বসে বসে মানুষকে তালীম দিতেন। আর দ্বিতীয়জন দিনে রোযা রাখতো, গোটা রাত ইবাদত করতো। (হুজুরকে জিজ্ঞেস করা হলো) এই দুই ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে উত্তম কে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করার পরপরই বসে বসে যে ব্যক্তি তালীম দেয়, সেই ব্যক্তি যে দিনে রোযা রাখে ও রাতে ইবাদত করে তার

চেয়ে বেশী মর্যাদাবান যেমন, তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদা (দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ বনি ইসরাঈলের উল্লেখিত দু'জন আলেম জ্ঞান-গরিমার দিক দিয়ে এক পর্যায়েরই ছিলেন। পার্থক্য ছিলো, একজন জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন ইবাদত-বন্দেগীকে। তাই দিন রাতই ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন। আল্লাহর বান্দাদেরকে দীনের ইলম শিখিয়ে এদের সংশোধন ও সত্যপথে চালাবার দিকে কোন লক্ষ্য ছিলো না।

আর দ্বিতীয় আলেম ফরয ইবাদত পরিপূর্ণভাবে আদায় করে সময়ের বাকী অংশ মানুষের সংশোধন ও সঠিক পথের তালীম দেবার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুইজনের মধ্যে দীনের তালীম দেবার আলেমকেই মর্যাদার দিক দিয়ে উত্তম বলে ঘোষণা দিলেন। তিনি নিজে তালীমের উপর আমল করছেন, আবার অন্যদেরকেও তালীম দিচ্ছেন।

٢٣٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِى الدِّيْنِ اِنْ اُحْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَاِنِ اسْتُغْنِىَ عَنْهُ اَغْنٰى نَفْسَهُ - رواه رزين

২৩৪। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম ব্যক্তি হলো সে যে দীন ইসলামের জ্ঞানে সমৃদ্ধ। তার কাছে যদি লোকজন মুখাপেক্ষী হয়ে আসে তাহলে সে তাদের প্রয়োজন পূরণ করে। আর যখন তার কাছে মানুষের প্রয়োজন থাকে না, সেও নিজেকে তাদের কাছ থেকে সরিয়ে রাখে (রাযীন)।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের সামনে নিজেকে মুখাপেক্ষী ও ছোট করে রাখা কোন ব্যক্তিত্বশীল আলেমের কাজ নয়। নিজের কোন স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যও কারো মুখপেক্ষী হওয়া হীনমন্যতার পরিচায়ক। আবার কোন ব্যক্তিত্বশীল ও মর্যাদাবান আলেমকে কোন স্বার্থবাদী মানুষ বা দল ব্যবহার করে কোন হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থও করতে পারে না। বরং দীনের আদর্শে অটল আলেমরা কোন হুমকী-ধমকী, অর্থ, তোহফা ও পদবীর কাছে মাথা নত করেন না। দুনিয়ার ইতিহাসে আমাদের অনুকরণীয় এমন অনেক আলেম অতীত হয়েছেন এবং বর্তমানেও আছেন।

এর বিপরীতে সামান্য স্বার্থেও অনেক আলেমের ঈমান বিক্রি করার নজীর দুনিয়ায় আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে সঠিক আলেমের বৈশিষ্ট্য পেশ করেছেন।

٢٣٥ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّث النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ
اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلاَ تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْاٰنَ وَلاَ
اُلْفِيَنَّكَ تَاْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِىْ حَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ
عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَا اَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ
وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَاِنِّىْ عَهِدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهُ لاَ يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ - رواه البخارى

২৩৫। তাবিয়ী হযরত ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন ঃ ইকরিমা! প্রত্যেক জুমাবারে সপ্তাহে মাত্র একদিন মানুষকে ওয়াজ-নসীহত শুনাবে। যদি একবার ওয়াজ-নসীহত করা যথেষ্ট নয় মনে করো তাহলে সপ্তাহে দু'বার। এর চেয়েও যদি বেশী করতে চাও তাহলে সপ্তাহে তিনবার ওয়াজ-নসীহত করো। তোমরা এই কুরআনকে মানুষের নিকট বিরক্তিকর করে তুলো না। কোন জাতি যখন তাদের কোন ব্যাপারে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকে তখন তোমরা সেখানে পৌঁছলে তাদের আলোচনা ভেঙ্গে দিয়ে তাদের কাছে ওয়াজ-নসীহত করতে যেনো আমি কখনো তেমাদেরকে দেখতে না পাই। এ সময় তোমরা খামুশ থাকবে। তবে তারা যদি তোমাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করার জন্য বলে তখন তাদের আগ্রহ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে হাদীস শুনাও। ইনিয়ে-বিনিয়ে দোয়া করা পরিত্যাগ করবে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে। কেনোনা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে দেখেছি, তারা এরূপ করতেন না (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে উল্লেখিত কিছু কথা আগের কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগের কিছু হিকমত বা কৌশলের কথা বলা হয়েছে এতে। রাসূলের আমলও ছিলো এরূপই। ওয়াজ-নসীহত বেশী সময় ও বেশী দিন করলে মানুষ বিরক্ত হয়ে উঠতে পারে। তাই ঝোঁক-প্রবণতা বুঝে ওয়াজ-নসীহত করতে হবে। কোথাও কোন মজলিসে গেলে সাথে সাথে তাদের কথার রেশ কেটে দিয়ে ওয়াজ-নসীহত শুরু করা কোন বুদ্ধিমান লোকের কাজ নয়। হাঁ তারা যদি হুকুম দেয় তখন তা করতে পারবে।

অনেক আলেম ইনিয়ে বিনিয়ে দোয়া করে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের বিরক্তি উৎপাদন যেনো না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। দোয়া চিত্তাকর্ষক ভাষায় সুন্দর করে খুব কম কথায় শেষ করবে।

٢٣٦ - وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ وَاَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْاَجْرِ فَاِنْ لَّمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْاَجْرِ - رواه الدارمى

২৩৬। হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম তালাশ করেছে ও অর্জন করতে পেরেছে তার সওয়াব দুই গুণ। আর যদি সে ইলম অর্জন করতে না পেরেও থাকে, তাহলেও তার সওয়াব (চেষ্টা করার জন্য) এক গুণ (দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ দুই সওয়াব হলো দুই পৃথক কাজের জন্য। প্রথম হলো, জ্ঞানের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছা ও পরিশ্রম স্বীকারের জন্য। আর দ্বিতীয় হলো, জ্ঞানার্জনে সফলতা লাভের কারণে। যদি কেউ জ্ঞানার্জনে সফলতা লাভ করতে না পারে তাহলে তার জন্য একটি সওয়াব পরিশ্রম স্বীকার করে জ্ঞানের অনুসন্ধানে বের হয়ে যাবার মতো কষ্ট বরণ করার জন্য।

٢٣٧ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ اَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ اَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْ نَهْرًا اَجْرَاهُ اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَّالِهِ فِىْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تُلْحِقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ - رواه ابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان .

২৩৭। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিনের ইন্তিকালের পর তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের সওয়াব তার নিকট সব সময় পৌছতে থাকবে, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান, যা সে শিখেছে, প্রচার করেছে। দ্বিতীয় হলো নেক সন্তান যাকে দুনিয়ায় ছেড়ে গেছে। তৃতীয় হলো কুরআন, যা উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে। চতুর্থ হলো মসজিদ যা সে বানিয়ে গেছে। পঞ্চম হলো মুসাফিরখানা যা সে নির্মাণ করে গেছে, পথিক মুসাফিরদের জন্য। ষষ্ঠ হলো কূপ বা ঝর্ণা খনন করে গেছে মানুষের পানি ব্যবহার করার জন্য। সপ্তম হলো দান-খয়রাত, যা সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব নেক কাজের সওয়াব সে পেতে থাকবে (ইবনে মাজা, বায়হাকী)।

ব্যাখ্যা : ওলামায়ে কিরামের অভিমত, হাদীসে উল্লেখিত কুরআনের মধ্যে দীন ও শরীয়তের উপর লিখিত অন্যান্য কিতাবসমূহও গণ্য। ঠিক এভাবে মসজিদ নির্মাণের হুকুমের মধ্যে মানুষের প্রতিষ্ঠা করা মাদরাসা, যেখানে আল্লাহর যিকির ও দীনের তালীম হয়, 'খানকাহ' যেখানে আল্লাহর যিকির ও দীনের তালীম হয়, আত্মশুদ্ধির সবক দেয়া হয়, এসবই শামিল।

٢٣٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَوْحٰى اِلَيَّ اَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيْمَتَيْهِ اَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَفَضْلٌ فِيْ عِلْمٍ خَيْرٌ مِّنْ فَضْلٍ فِيْ عِبَادَةٍ وَمِلَاكُ الدِّيْنِ الْوَرَعُ - رواه البيهقى فى شعب الايمان

২৩৮। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার জন্য কোন পথ ধরবে, আমি তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবো। আর যে ব্যক্তির দুই চোখ আমি নিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ যে অন্ধ হয়ে গেছে তার বিনিময় আমি তাকে জান্নাত দান করবো। ইবাদতের পরিমাণ বেশী হবার চেয়ে ইলমের পরিমাণ বেশী হওয়া উত্তম। দীনের মূল হলো তাকওয়া ও ধার্মিকতা (বায়হাকী)।

ব্যাখ্যা : এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর যে ওহী হয়েছে বলেছেন তা হলো ওহী খফি, যা কুরআনে উল্লেখ হয়নি। যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য ঘরের শান্তি-সুখ ছেড়ে দিয়ে পথের ক্লান্তিসহ সব রকমের কায়ক্লেশ অবলম্বন করে, জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আল্লাহর দীনকে বুঝে, সেভাবে দুনিয়াকে আলোকিত করার জন্য প্রাণপণ কাজ করে। তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন। যারা বাহ্যত ইলম অর্জন করেছে দেখা যায়, কিন্তু দীনের ধারণা নিতে পারেনি, বরং প্রকৃত দীন প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহর হাতে। নিশ্চয় এ শুভ সংবাদ তাদের জন্য নয়।

আল্লাহর যে বান্দাহ এ দুনিয়ায় দু'টি চোখের মতো দু'টি নেয়ামতের অধিকারী ছিলো, আল্লাহ কোন হিকমতের কারণে সেই দু'টি চোখের আলো নিয়ে যাবার পর যে বান্দাহ আল্লাহর হুকুমের উপর সন্তুষ্ট থাকলো, সবর অবলম্বন করলো, তাকেও এই কর্মনীতির জন্য আল্লাহ জান্নাত দান করবেন।

একজন আবেদ থেকে একজন আলেম উত্তম একথাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক জায়গায় বলেছেন। আবেদ তার মুক্তির জন্য ব্যস্ত থাকে। আর আলেম তার নিজের মুক্তিসহ গোটা উম্মতের মুক্তির জন্য অসংখ্য আবেদ-মুজাহিদ সৃষ্টির কাজে অহরহ কাজ করেন ব্যস্ত থাকেন। কাজেই আলেমের মর্যাদার সাথে আবেদের মর্যাদার তুলনা হতে পারে না।

٢٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْر مِّنْ اِحْيَاءِهَا - رواه الدارمى

২৩৯। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের কিছু সামান্য সময় দীনের জ্ঞানালোচনা করা গোটা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেবার চেয়ে উত্তম (দারেমী)।

٢٤٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِيْ مَسْجِده فَقَالَ كِلاَهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِه اَمَّا هٰؤُلاَءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَاَمَّا هٰؤُلاَءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ اَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ - رواه الدارمى

২৪০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত দুইটি মজলিসের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি বললেন, উভয়েই উত্তম কাজ করছে। কিন্তু এদের এক দল অন্য দল অপেক্ষা উত্তম। একটি দল ইবাদতে লিপ্ত। তারা আল্লাহর নিকট দোয়া করছে। তাঁর প্রতি তাদের অনুরাগ প্রকাশ করছে। তাই যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাদের দান করতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারেন। আর দ্বিতীয় দলটি হলো ফকীহ ও আলেমদের। তারা ইলম অর্জন করছে, মূর্খ অজ্ঞ লোকদেরকে ইলম শিখাচ্ছে। বস্তুত এরাই উত্তম দল। আমাকেও শিক্ষকরূপে পাঠানো হয়েছে। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দলের সাথে বসে গেলেন (দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটিতেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানের আলোচনাকে উত্তম ঘোষণা করেছেন। দুই দল মসজিদে নববীতে ছিলেন। একদল যিকির-আযকার ও দোয়ায় রত ছিলেন, আর একদল জ্ঞানের আলোচনায়। হুজুর উভয় মজলিসকে উত্তম বলে দ্বিতীয়টিতে বসে গেলেন এবং বললেন যে, জ্ঞানচর্চা ও আলোচনার মজলিসটি সবচেয়ে উত্তম।

٢٤١ - وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَدُّ الْعِلْمِ الَّذِىْ اِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا فَقَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ اَمْرِ
دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَّشَهِيْدًا - رواه
البيهقى فى شعب الايمان وقال قال الامام احمد هذا متن مشهور فيما بين
الناس وليس له اسناد صحيح ۔

২৪১। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! ইলমের সীমা কি? কোন সীমায় পৌছলে একজন লোক ফকীহ বা আলেম বলে গণ্য হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের কল্যাণের জন্য দীন সংক্রান্ত চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করেছে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন ফকীহ হিসাবে কবর হতে উঠাবেন। আর আমি তার জন্য কিয়ামাতের দিন শাফায়াত করবো ও তার আনুগত্যের সাক্ষ্য দেবো।

হাদীসটি বায়হাকী শুয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, ইমাম আহমাদ (র) আবু দারদার হাদীস সম্বন্ধে বলেছেন, এই হাদীসের বক্তব্য লোকদের কাছে প্রসিদ্ধ কিন্তু এর কোন সহীহ সনদ নেই। মিশকাতের অনুবাদক মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (র) তার অনুবাদের টীকায় লিখেছেন, ইমাম নববী বলেছেন, হাদীসটি যয়ীফ সত্য, তবে তার বিভিন্ন সনদ থাকায় এ হাদীস অনেকটা শক্তি অর্জন করেছে (আশিআতুল লুমআত)।

٢٤٢ - وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ
تَدْرُوْنَ مَنْ اَجْوَدُ جُوْدًا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ اَجْوَدُ جُوْدًا ثُمَّ اَنَا
اَجْوَدُ بَنِىْ اٰدَمَ وَاَجْوَدُهُمْ مِّنْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اَمِيْرًا وَحْدَهُ اَوْ قَالَ اُمَّةً وَّاحِدَةً - رواه البيهقى

২৪২। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বলতে পারো, দান-খায়রাতের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় দানশীল কে? সাহাবাগণ উত্তরে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে বেশী জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দান-খয়রাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় দাতা হলেন আল্লাহ তাআলা। আর বনি

আদমের মধ্যে সবচেয়ে বড় দাতা আমি। আমার পরে সেই ব্যক্তি হলো বড় দানশীল যে ইলম শিখলো এবং এই ইলমের প্রসার ঘটালো। কিয়ামতের দিন সে একজন 'আমীর' অথবা বলেছেন, একটি উম্মত হয়ে উঠবে (বায়হাকী)।

ব্যাখ্যা ঃ ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে এই হাদীসেও বলা হয়েছে। উম্মতের মধ্যে রাসূলের পরেই আলেম ব্যক্তি সবচেয়ে বড় দাতা। তিনি শিখেনও আবার শিখানও। এই ব্যক্তি একজন আমীরের ন্যায় কিয়ামতের দিন উঠবেন। অর্থাৎ একটা অনন্য বৈশিষ্ট্যসূচক মর্যাদার মালিক হবেন। তিনি কারো অধীন হবেন না। তার অধীন থাকবে অনেকে। এই ব্যক্তি বিরাট দলবল নিয়ে উঠবেন অর্থাৎ মর্যাদার অধিকারী হবেন।

٢٤٣ - وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ مَنْهُومٌ فِى العِلْمِ لاَ يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُومٌ فِى الدُّنْيَا لاَ يَشْبَعُ مِنْهَا - رواه البيهقى فى شعب الايمان

২৪৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জন লোভী ব্যক্তির পেট কখনো ভরে না। একজন জ্ঞানপিপাসু লোক। ইলম দ্বারা তার পেট কখনো ভরে না। দ্বিতীয়জন হলো দুনিয়া পিপাসু। দুনিয়ার ব্যাপারে সে কখনো পরিতৃপ্ত হয় না (বায়হাকীর শুয়াবুল ঈমান)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উল্লেখিত এই দুই পিপাসা হলো জ্ঞানের পিপাসা ও ধনের পিপাসা, দু'টিরই সীমা-পরিসীমা নেই। যতো পায় ততই বেশী পেতে চায়, আরো পেতে চায়। তবে জ্ঞানের পিপাসা সর্বদা কল্যাণমুখী। ধনের পিপাসা সব সময় কল্যাণ বয়ে আনে না। দ্বিতীয়টির ব্যাপারে সাবধান হতে হবে।

٢٤٤ - وَعَنْ عَونٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰه بْنُ مَسْعُودٍ مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلاَ يَسْتَوِيَانِ اَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضًى لِلرَّحْمٰنِ وَاَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادى فِى الطُّغْيَانِ ثُمَّ قَرَاَ عَبْدُ اللّٰه كَلاَّ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى قَالَ وَقَالَ لِلْاٰخَرِ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۰ رواه الدارمى

২৪৪। তাবিয়ী হযরত আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন ঃ দুই লোভী বা পিপাসু ব্যক্তির কখনো পেট ভরে না। তার একজন হলেন আলেম আর অপরজন

দুনিয়দার। কিন্তু দু'জন মর্যাদায় সমান নয়। কেনোনা আলেম ব্যক্তি, তার প্রতি তো আল্লাহর সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর দুনিয়াদার তো (ধীরে ধীরে) আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে এগুতে থাকে। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দুনিয়াদার ব্যক্তি সম্পর্কে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

كَلاَّ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ٠

"কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ নিজকে (ধনে জনে মানে) স্বয়ংসম্পূর্ণ ভেবে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে থাকে" (সূরা ইকরা ঃ ৬-৭)।

বর্ণনাকারী বলেন, অপর ব্যক্তি আলেম সম্পর্কে তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ٠

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিশ্চয় আলেমরাই তাঁকে ভয় করে" (সূরা ফাতের ঃ ২৮) (দারেমী)।

٢٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ أُنَاسًا مِّنْ أُمَّتِىْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَقُوْلُوْنَ نَاْتِى الْاُمَرَاءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا وَلاَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ كَمَا لاَ يُجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ اِلاَّ الشَّوْكُ كَذٰلِكَ لاَ يُجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ اِلاَّ ٠ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَاَنَّهُ يَعْنِى الْخَطَايَا - رواه ابن ماجة

২৪৫। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের কতক লোক দীনের ইলম অর্জন করবে, কুরআন অধ্যয়ন করবে। তারা বলবে, আমরা আমীর-ওমারাদের কাছে যাবো এবং তাদের পার্থিব স্বার্থে কিছু ভাগ বসিয়ে আমাদের দীন নিয়ে আমরা সরে পড়বো। কিন্তু কখনো এমন হবার নয়। যেমন কাটা গাছ থেকে শুধু কাটাই পাওয়া যায়। ঠিক এভাবে আমীর-ওমারা তাদের সুবিধামত ফতোয়া উসুল করে নেয়া ছাড়া আর কোন উপকার তাদের থেকে আদায় করা যায় না। মুহাম্মদ ইবনুস (র) সাব্বাহ বলেন, 'কিন্তু' শব্দ দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেনো গুনাহর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ার স্বার্থবাদী আলিমদের একটি চিত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আগের হাদীস-গুলোতে নিঃস্বার্থ আলেমদের উল্লেখ করার পর তিনি স্বার্থবাদী আলেমদের কথা

বলেছেন। ইলম হাসিলের মূল উদ্দেশ্য হলো ঃ আল্লাহ, দীন, শরীয়ত, রাসূলের মিশনের উদ্দেশ্য, আদর্শ, লক্ষ্য বুঝে সেভাবে চলা। মানুষকে সেদিকে আহবান করা। দুনিয়ার ধন-সম্পদের লোভে না পড়া। তিনি এই হাদীসে এক ধরনের আলেমের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তারা ইলম হাসিল করে পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোনো না কোন উপায় ধরে আমীর-ওমারা ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে ধর্ণা দেয়। কেউ কখনো তাদেরকে তাদের এই গর্হিত কাজের প্রতি ইঙ্গিত দিলে বলে যে, তাদের পক্ষে কিছু রাষ্ট্রীয় ফতোয়া দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করে আমরা আমাদের দীনদারিসহ নিরাপদে ফিরে আসবো। এটা কখনো হবার নয়। এদের সাথে মেলা-মেশা করলে দীনদারি ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। তাই এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

٢٤٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ اَهْلِهِ لَسَادُوْا بِهِ اَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِاَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهٖ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَّاحِدًا هَمَّ اٰخِرَتِهٖ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِىْ اَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِىْ اَىِّ اَوْدِيَتِهَا هَلَكَ - رواه ابن ماجة ورواه البيهقى فى شعب الايمان عنِ ابن عمر قوله من جعل الهموم الى اخره ·

২৪৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলেমগণ যদি ইলমের হিফাযত ও মর্যাদা রক্ষা করতেন, উপযুক্ত ও যোগ্য লোকদের কাছে ইলম সোপর্দ করতেন তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাদের ইলমের কারণে দুনিয়াদারদের নেতা হয়ে যেতেন। (কিন্তু তারা তা না করে) দুনিয়াদারদের কাছে তা বিলিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা তাদের কাছ থেকে দুনিয়ার কিছু স্বার্থ উদ্ধার করতে পারেন। তাই তারা দুনিয়াদারদের নিকট মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছেন। আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি নিজের সকল মকসুদকে একমাত্র আখিরাতের মকসুদে পরিণত করবে, আল্লাহ তার দুনিয়ার সমস্ত মকসুদ পূরণ করে দিবেন। অপরদিকে যার উদ্দেশ্য বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হবে নানা দিকে, তার জন্য আল্লাহ্‌র কোন পরওয়া নেই। চাই সে কোন জঙ্গলে (দুনিয়ায় যে কোন অবস্থায়) ধ্বংস হোক (ইবনে মাজা; বায়হাকী এই হাদীসকে শুয়াবুল ঈমানে ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও আলেমদের প্রকৃত মর্যাদার উৎসের প্রতি দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইলমে দীন যে উন্নত মন-মানসিকতার বাহক, আলেমগণকেও সে

মান রক্ষার জন্য উন্নত মানের পবিত্র হতে হবে। দুনিয়ার স্বার্থের দিকে ঝুঁকে পড়লেই সব খোয়া যাবে। দুনিয়া বড় কথা নয়। এ দুনিয়া বড় অস্থায়ী। চিরস্থায়ী দুনিয়ার সঞ্চয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাই বড় মানের আল্লাহওয়ালা আলেমের কাজ। যারা আলেমের মর্যাদা বুঝবে, যারা আলেমদের ব্যাপারে সচেতন, তারাই তাদের সহচর হওয়া উচিৎ। নাম-ধাম, শান-শওকত, ধন-দৌলত পাবার জন্য দুনিয়াদার যালেম নেতাদের কাছে যাওয়া ইলমের বড় অমর্যাদা ও আলেমের জন্য বড় লাঞ্ছনার ব্যাপার।

খাঁটি ইলম, নির্ভীক আলেমের মর্যাদা দুনিয়ার ধনী সম্পদশালী ব্যক্তি ও নেতার অনেক উপরে। কুরআন এ কথার বড় সাক্ষী। আল্লাহ বলছেন ঃ “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদার ক্ষেত্রে অনেক উন্নত করবেন” (সূরা মুজাদালা ঃ ১১)।

আখেরাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে চললে দুনিয়ার সুখ-শান্তিও আল্লাহ প্রশস্ত করেন।

٢٤٧ - وَعَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَاِضَاعَتُهُ اَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ اَهْلِهِ - رواه الدارمى مرسلا

২৪৭। তাবিয়ী হযরত আমাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইলমের জন্য বিপদ হলো (ইলম শিখে) তা ভুলে যাওয়া (তাই যে সকল কাজ করলে ইলম ভুলে যায় তা না করা উচিৎ)। অযোগ্য লোক ও অপাত্রে ইলমের কথা বলা বা জ্ঞান দেয়া ইলমকে ধ্বংস করার শামিল (দারেমী মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে ঃ لِكُلِّ شَيْئٍ اٰفَةٌ وَلِلْعِلْمِ اٰفَاتٌ

“প্রতিটা জিনিসের একটা আপদ আছে, কিন্তু ইলমের আছে অনেক আপদ”। ইলম অর্জনের পর মারাত্মক আপদ হলো ভুলে যাওয়া। আর এটা নিশ্চিত কথা যে, কোন জিনিস লাভ করার পর তা হারিয়ে যাওয়া এবং কোন জিনিস আত্মস্থ করার পর তা মুছে যাওয়া বা ভুলে যাওয়া বড় ধরনের মানসিক শাস্তি। এই হাদীসে তাকিদ দেয়া হয়েছে, যেসব কাজের কারণে মানুষ ভুলে যায় সেসব কাজ পরিহার করে চলা একান্ত উচিৎ। অর্থাৎ গুনাহ ও অপরাধ থেকে বাঁচা। ওইসব কাজে মন লাগাবে না যেসব কাজ মনকে অলস করে দেয় বিমূঢ় করে ফেলে।

٢٤٨ - وَعَنْ سُفْيَانَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِكَعْبٍ مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ - رواه الدارمى

২৪৮। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) হতে বর্ণিত। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হযরত কা'ব (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, প্রকৃত আলেম কে? কা'ব (র) বললেন, যারা অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করে। হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার জিজ্ঞেস করলেন, আলেমের মন থেকে ইলমকে বের করে দেয় কোন জিনিস? কা'ব (র) বললেন, লোভ-লালসা (দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মর্মও আগের হাদীসের মতোই। আলেমের মান-মর্যাদার কথা বলা হয়েছে এতে। হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু যে কা'বকে জিজ্ঞাসিত কথাগুলো জানতেন না তা নয়। তিনি কা'বকে জিজ্ঞেস করে উত্তর বের করে এর প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

٢٤٩ - وَعَنِ الْاَحْوَصِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ لاَ تَسْئَلُوْنِىْ عَنِ الشَّرِّ وَسَلُوْنِىْ عَنِ الْخَيْرِ يَقُوْلُهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ اَلاَ اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ وَاِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ - رواه الدارمى

২৪৯। হযরত আহওয়াস ইবনে হাকীম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মন্দলোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, বরং ভালো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ সাবধান! খারাপ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হলো খারাপ আলেমরা। আর ভালো লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হলো ভালো আলেমরা (দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ আলেমদেরকে মানুষ মেনে চলে ও অনুসরণ-অনুকরণ করে। আলেমরা সমাজের উদাহরণ। তাই আলেমরা ভালো হয়ে চললে, দীনের সঠিক পথ মানুষদেরকে নির্দেশ করলে তারা তা শুনবে ও মেনে চলবে। আবার বিপরীত দিকে তারা খারাপ হলে, দীনের পথে না চললে, তারা যা করবে মানুষও তাই করবে। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেমদেরকে ভালো থাকার জন্য সাবধান করে দিয়েছেন।

٢٥٠ - وَعَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لاَ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ - رواه الدارمى

২৫০। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদায় সবচেয়ে মন্দ সেই ব্যক্তি হবে, যে তার ইলম উপকারী কাজে ব্যবহার করতে পারেনি (দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ এর মর্ম দুটো হতে পারে। হয় এর দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থ করেছেন - ওই আলেম যে এমন ইলম শিখেছে যার দ্বারা কল্যাণ লাভ করা যায় না। অর্থাৎ শরীয়ত বিরোধী ইলম। যে ইলম থেকে কোন কল্যাণ লাভ হয় না। অথবা এর অর্থ ওই ধরনের আলেম যারা শরীয়ত ও দীনের ইলমই শিখেছে, কিন্তু এর উপর কোন আমল করেনি বা অপরের কোন উপকারও করেনি।

٢٥١ - وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ قَالَ لِىْ عُمَرُ هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْاسْلَامَ قُلْتُ لاَ قَالَ يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْاَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ - رواه الدارمى

২৫১। তাবিয়ী হযরত যিয়াদ ইবনে হোদাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো ইসলাম ধ্বংস করবে কোন জিনিসে? আমি বললাম, আমি বলতে পারি না। হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আলেমদের পদস্খলন, আল্লাহর কিতাব কুরআন নিয়ে মুনাফিকদের বাক-বিতাণ্ডা এবং পথভ্রষ্ট শাসকদের শাসনই ইসলামকে ধ্বংস করবে (দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকার জন্য দীন ইসলামের মতো একটি সুরম্য ইমারত তৈরি করে দিয়েছেন। দীনের এই অট্টালিকা ধ্বংস করে দেয়ার অর্থ হলো, ইসলামের বুনিয়াদী ভিত্তি কলেমায়ে তৌহিদ, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ এসব বেকার হয়ে যাওয়া। আলেমরা যখন নিজেদের সত্যিকারের দায়িত্ব "আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের" কাজ বাদ দিয়ে নিজের আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে ভেট, তোগমা, পদবী, অর্থ গ্রহণ করবে, তোষামোদী হবে তখন এই সব বুনিয়াদী কাজ ঢিলা হয়ে যাবে। পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে, প্রত্যেকে নিজকে ঠিক দাবি করে অপরকে বেঠিক ঘোষণা দিবে।

ঠিক এভাবে মুনাফিকরা প্রকাশ্যে ইসলামকে মানবে কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইসলামের শিকড় কেটে ফেলবে। বেদায়াত ও কুফরী ছড়াবে। মুসলমানদের শাসক হবে ইসলাম ও শরীয়ত সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞ। তখনই ইসলামের ধ্বংস অনিবার্য।

٢٥٢ - وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِى الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذٰلِكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ - رواه الدارمى

২৫২। হযরত হাসান বসরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইলম দুই প্রকার। এক প্রকার ইলম হলো অন্তরে। (এটাই হলো প্রকৃত ইলম) যা উপকারী। আর

অপর প্রকার ইলম হলো মুখে মুখে (শরঈ বিধান)। আর এই ইলম হলো আল্লাহর পক্ষে বনি আদমের বিরুদ্ধে দলীল (দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত হাসান বসরী (র) ইলম দুই প্রকার বলেছেন। প্রথম ইলম হলো মনে অর্থাৎ বাতেন ইলম। আর দ্বিতীয় ইলমে হলো মুখে। এটা জাহেরী ইলম, যতক্ষণ পর্যন্ত জাহের বা প্রকাশ্য দিক ঠিক না হবে ইলম বাতেন দিয়ে কোন কাজ হবে না। এভাবে বাতেন দিক ঠিক না হলে জাহির বা প্রকাশ্য দিক পরিপূর্ণ হবে না। একটার সাথে আর একটা জড়িত। শরীয়তের দৃষ্টিতে বিচার হবে জাহেরের।

٢٥٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَائَيْنِ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيْكُمْ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُوْمُ يَعْنِىْ مَجْرَى الطَّعَامِ - رواه البخارى

২৫৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুই পাত্র (প্রকারের ইলম) শিখেছি। এর এক পাত্র তো আমি তোমাদের মধ্যে বিস্তার করে দিয়েছি। আর দ্বিতীয় পাত্রের ইলম, তা যদি আমি তোমাদেরকে বলে দেই তাহলে আমার এই গলা কেটে দেয়া হবে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম ইলম অর্থ হলো জাহের বা প্রকাশ্য ইলম। এর সম্পর্ক হলো মানুষের বাহ্যিক বা প্রকাশ্য কাজের সাথে। যথা আহকাম, আখলাক ইত্যাদির সাথে। আর দ্বিতীয় প্রকার ইলমকে দুই অর্থে ধরা যেতে পারে। প্রথমতঃ এর অর্থ হলো বাতেনী ইলম। যে ইলমের ভেদ রহস্য অর্থ সাধারণ মানুষের বোধগম্যের বাইরে। এর অর্থ গোপন। এই ইলম গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলেম ও আরেফদের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হোরাইরাকে বলে থাকতে পারেন ঃ আমার পরে কোন একটি দলের বা জাতির পক্ষ থেকে একটি বড় ফিতনার সৃষ্টি হবে। এদের থেকে দীনের মধ্যে বিদায়াতের সৃষ্টি হবে। হয়তো বা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নাম আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলে দিয়েছেন। 'আমার গলা কাটা যাবে' দ্বারা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হয়তো বুঝাতে চেয়েছেন, যদি আমি এসব নাম বলে দেই তাহলে আমার জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই তিনি নাম উল্লেখ করেননি।

এই দ্বিতীয় ইলম বা দ্বিতীয় পাত্রের ব্যাপারে কারো কারো মত হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যেসব জালেম শাসক শাসন করবে তাদের

প্রতি ইঙ্গিত ছিলো। গোলমালের ভয়ে আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এদের কথা প্রকাশ করেননি। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

٢٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهٖ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ تَقُوْلَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اَللّٰهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهٖ قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ -

متفق عليه

২৫৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোকেরা! তোমাদের যে যা জানে তা-ই যেনো বলে। আর যে কিছু জানে না সে যেনো বলে আল্লাহই অধিক জানেন আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। কারণ যে ব্যাপারে তোমার কিছু জানা নেই সে ব্যাপারে "আল্লাহই সবচেয়ে বেশী অবগত আছেন" একথা বলাই তোমার জ্ঞান। কুরআনে আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ "আপনি বলুন, আমি (দীন প্রচারের বিনিময়ে) তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না। আর যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই" (সূরা সাদ ঃ ৮৬) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে দিয়েছেন, "হে নবী! লোকদেরকে আপনি বলে দিন, আল্লাহ যা কিছু 'ইলম' আমাকে দিয়েছেন, আর যা কিছু আমাকে শিখিয়েছেন, তারপর এই ইলমকে প্রসারিত করার জন্য যে হুকুম দিয়েছেন তা মানুষকে আমি পৌঁছিয়েছি, শিখিয়েছি। এছাড়া আমি আমার তরফ থেকে আর কিছু দাবি করিনি। আর ওই সব ব্যাপারেও আমি কোন আলাপ-আলোচনা করি না যা দুর্বোধ্য ও কঠিন হবার কারণে জনগণের বোধগম্যের বাইরে। কারণ এরকম করলে খামাখা মানুষকে কষ্ট দেয়া হয়।

٢٥٥ - وَعَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَاْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ - رواه مسلم

২৫৫। তাবিয়ী হযরত ইবনে সীরীন (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় এই (কিতাব ও সুন্নাতের) ইলম হচ্ছে দীন। অতএব তোমরা লক্ষ্য রাখবে যে, তোমরা তোমাদের দীন কার কাছ থেকে গ্রহণ করছো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুরের এই ইরশাদের উদ্দেশ্য হলো হুঁশিয়ার করে দেয়া যে, তুমি যখন কোন ইলম হাসিল করার ইচ্ছা পোষণ করো, হাদীস শিখতে চাও, ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে নাও, যার থেকে ইলম শিখছো, হাদীস

পড়ছো তিনি কি ধরনের মানুষ। সে নির্ভরযোগ্য কি অনির্ভরযোগ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আলেম বা বর্ণনাকারীর অবস্থা ভালো করে না জানবে, তার স্মরণশক্তি, পরহেজগারী, দীনদারী সম্পর্কে অবগত না হবে, তাকে ওস্তাদ বানাবে না। যে কোন ব্যক্তি হতে হাদীস বর্ণনা করবে না। বিশেষত বিদাআতপন্থী ও নফসের দাস, তাকওয়াহীন মানুষ হতে ইলম ও হাদীস শিখবে না।

٢٥٦ – وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيْمُوْا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيْدًا وَّاِنْ اَخَذْتُمْ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلاَلاً بَعِيْدًا - رواه البخارى

২৫৬। হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে কারীগণ (কুরআন বিশেষজ্ঞগণ)! সোজা সরল পথে চলো। কেনোনা (প্রথমে দীন গ্রহণ করার কারণে পরের লোকদের তুলনায়) তোমরা অনেক এগিয়ে আছো। অপরপক্ষে যদি তোমরা ডান ও বামের পথ অবলম্বন করো, তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে অনেক দূরে চলে যাবে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ 'কারীগণ' বলতে এখানে কুরআনের বাণী বাহক ও কুরআনের বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শীগণকে বুঝানো হয়েছে। তারা হলেন প্রথম পর্যায়ের সাহাবা, যারা রাসূলের প্রথম দিকের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যেহেতু তারা প্রথমেই কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরেছিলেন, তাই তারা ঈমানের পরিপূর্ণতায় ও মর্যাদায় পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের তুলনায় এগিয়ে ছিলেন। পরবর্তী লোকগণ পূর্ববর্তীদের মর্যাদায় এসে পৌঁছতে পারবে না।

মোটকথা, এইসব মর্যাদাবান সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, তোমরা শরীয়ত তরীকত' হাকীকতের পথে ইস্তেকামাতের সাথে (স্বচ্ছ ও মজবুত) থাকো। কারণ ইস্‌তেকামাত' হাজার 'কারামাত' থেকেও উত্তম। মজবুত আকীদা-বিশ্বাসের সাথে কল্যাণকর ইলম (জ্ঞান) ও আমলে সালেহ্‌র উপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান থাকার নাম হলো ইস্‌তেকামাত।

٢٥٧ – وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَّدْخُلُهَا قَالَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُنَ بِاَعْمَالِهِمْ - رواه الترمذى وكذا ابن ماجة وزاد فيه

وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِ الْقُرَّاءِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْاُمَرَاءَ قَالَ الْمُحَارِبِىُّ يَعْنِىْ الْجَوْرَةَ ·

২৫৭। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবা কিরামদের উদ্দেশে) বললেন, তোমরা 'জুব্বুল হোযন' থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জুব্বুল হোয্‌ন কি? তিনি বলেন, এটা হলো জাহান্নামের একটি গর্ত। এই গর্ত হতে বাঁচার জন্য (জাহান্নামবাসী তো দূরের কথা) জাহান্নাম নিজেই দৈনিক চারশ' বার আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। জিজ্ঞেস করা হলো, এতে (এই গর্তে) কারা যাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রদর্শনীমূলক আমলকারী কুরআন অধ্যয়নকারী (তিরমিযী ও ইবনে মাজা) ইবনে মাজার বর্ণনায় আরো আছে ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন, কুরআন অধ্যয়নকারীদের মধ্যে তারাই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত, যারা আমীর-ওমারার সাথে বেশী বেশী মেলামেশা করে।

ব্যাখ্যা ঃ "যুব্বুল হোযন" হলো দোযখের একটি ঘাঁটির নাম। এটা খুবই গভীর। বড় আকারের গভীর কূপের মতো। এই 'যুব্বুল হোযন' এতো ভয়ংকর ও ভীতিজনক যে, জাহান্নামের অধিবাসী তো দূরের কথা, স্বয়ং জাহান্নামও এর ভয়ে ভীত। সে এর ভয়াবহ দগ্ধিভূত আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। কুরআন আল্লাহ তাআলার কিতাব। মানুষের পরকালীন মুক্তির জন্য, ইহকালীন সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা রয়েছে এই কুরআনে। কাজেই কুরআনকে মনে-প্রাণে, বুঝে-শুনে, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যও দুনিয়ায় এর বিধান কায়েম করার নিয়তে অধ্যয়ন করতে হবে একান্ত অনাবিল মনে খালেসভাবে। এর বিপরীতে যারা মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে এই কোরআন অধ্যয়ন ও এর উপর আমল করে, সেই রিয়াকারের জন্য এই ভয়াবহ জাহান্নাম। কুরআনের উপর সঠিক আমল করে এই আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে মিনতি জানাতে হবে।

٢٥٨ - وَعَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْتِىَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَاَ يَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلاَّ اِسْمُهٗ وَلَاَ يَبْقٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلاَّ رَسْمُهٗ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَّهِىَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدٰى عُلَمَاءُهُمْ شَرٌّ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ - رواه البيهقى فى شعب الايمان

২৫৮। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অচিরেই মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন শুধু নাম ব্যতীত ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কুরআনের শুধু অক্ষরই বাকী থাকবে। তাদের মসজিদগুলো তো দৃশ্যত আবাদ থাকবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিদায়াত থেকে শূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ হবে আকাশের নীচে আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক। (জালেমদেরকে তাদের সাহায্য সহযোগিতার কারণে) ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে। এরপর এই ফিতনা তাদের দিকেই ফিরে আসবে (বায়হাকী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে ওই সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যখন বিশ্বে ইসলাম তো বিদ্যমান থাকবে কিন্তু মুসলমানদের মনে ইসলামের প্রকৃত রূহ বা প্রাণশক্তি থাকবে না। দেখতে ও বলতে তো মুসলমান বলা যাবে, কিন্তু এদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত দাবি ও উদ্দেশ্য যা, তা থাকবে না। কুরআন তো মুসলমানদের একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এর এক একটি শব্দ মুসলমানদের দীন-দুনিয়ার জীবনের পথপ্রদর্শক। অথচ এই সময়ে এই কুরআন শুধু বরকতের জন্য তিলাওয়াত করা হবে। এখানে 'রুসমে কুরআন' অর্থাৎ প্রথাগত কুরআন তথা তাজবীদ ও কিরায়াতের সাথে কুরআন পড়া হবে কিন্তু কুরআন অনুধাবন হতে মন থাকবে নিষ্ঠাশূন্য। মসজিদ অনেক হবে। নামাযীও দেখা যাবে। কিন্তু নামাযীদের যে বৈশিষ্ট্য, নামাযের যে আবেদন তা তাদের মধ্যে থাকবে না।

এভাবে আলেমদেরকে রূহানী ও দীনী পথপ্রদর্শক বলা হলেও তারা তাদের প্রকৃত দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে দূরে সরে পড়বে। ধর্মের নামে বিভিন্ন ফিরকার সৃষ্টি করবে। জালেম ও অত্যাচারীদের সহযোগিতা করবে। এর ফলে সমাজে ফিতনা ফাসাদের বীজ বপিত হবে।

٢٥٩ - وَعَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ اَوَانِ ذِهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَنُقْرِءُهُ اَبْنَاءَنَا وَيُقْرِءُهُ اَبْنَاءُنَا اَبْنَاءَهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ زِيَادُ اِنْ كُنْتُ لَاَرَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ اَوَ لَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى يَقْرَؤُنَ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ لاَ يَعْمَلُوْنَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيْهِمَا ـ

رواه احمد وابن ماجة وروى الترمذى عنه نحوه وكذا الدارمى عن ابى امامة ٠

২৫৯। হযরত যিয়াদ ইবনে লাবীদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিষয় নিয়ে আলাপ করলেন। তিনি বললেন, সেটা ইলম উঠে যাবার সময় সংঘটিত হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি করে ইলম উঠে যাবে? আমরা তো কুরআন পড়ছি, আমাদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছি। আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ ধারাবাহিকভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে থাকবে! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যিয়াদ! তোমার মা তোমার জন্য ভারাক্রান্ত হোক। আমি তো তোমাকে মদীনার একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি মনে করতাম। এসব ইয়াহুদী ও নাসারাগণ তো তাওরাত ও ইঞ্জিল পড়ছে। অথচ তারা তদনুযায়ী কাজ করছে না (আহমদ, ইবনে মাজা)। ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ হযরত যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারেমীও আবু উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিয়াদকে বললেন, তুমি আমার কথা না বুঝেই কথা বলছো। কুরআন শুধু পড়া ও এতে যে ইলম আছে তা জানাই যথেষ্ট নয়। কুরআন পড়তে হবে, এর ইলম হাসিল করতে হবে, এর উপর পরিপূর্ণ আমল করতে হবে। মূল উদ্দেশ্যই আমল বা বাস্তবায়ন করা। যদি বাস্তবায়নই করা না হয় তাহলে কুরআন উঠে যাওয়া হলো না? কুরআনের উপর বাস্তব আমল করতে হবে। আমল করতে হলেই আগের দু'টো কাজ অধ্যয়ন ও এর ইলম হাসিল করতে হবে।

٢٦٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ فَاِنِّى امْرُءٌ مَّقْبُوْضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِىْ فَرِيْضَةٍ لاَّيَجِدَانِ اَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا - رواه الدارمى والدارقطنى

২৬০। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তোমরা ইলম শিখো, (মানুষকে) শিখাও। অবশ্য পালনীয় বিষয়গুলো (বা ফরায়েয) শিখো, অন্যকেও শিখাও। এভাবে কুরআন শিখো, মানুষকেও শিখাও। নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ। আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে। ইলমও উঠিয়ে নেয়া হবে এবং ফেতনা-ফাসাদ প্রকাশ পাবে, এমনকি দুই ব্যক্তি একটি অবশ্য পালনীয় ব্যাপারে

মতভেদ করবে। এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে এই দুইজনের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে পারে।

٢٦١ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ عِلْمٍ لاَّ يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لاَّ يُنْفَقُ مِنْهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - رواه احمد والدارمى .

২৬১। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ইলম বা জ্ঞান দ্বারা কারো কোন কাজ হয় না এমন ইলম বা জ্ঞান ওই ধনভাণ্ডারের মতো যা থেকে আল্লাহর পথে খরচ করা হয় না (আহমাদ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ ধনভাণ্ডারের ধন আল্লাহর দেয়া নেয়ামত। তা এই নেয়ামতদানকারী আল্লাহর রাহে খরচ করা উচিৎ। যারা তা করে না তাদের মতোই হলো ওই লোকেরা যারা ইলম অর্জন করেও ইলম থেকে উপকৃত হয় না।

৩

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

(পাক-পবিত্রতার বর্ণনা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٦٢ - عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاٰنِ اَوْ تَمْلَاُ مَا بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا - رواه مسلم وَفِىْ رِوَايَةٍ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تَمْلَاٰنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ . لَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِىِّ وَلَا فِىْ الْجَامِعِ . وَلٰكِنْ ذَكَرَهَا الدَّارِمِىُّ بَدَلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ .

২৬২। হযরত আবু মালেক আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাক-পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক। 'আলহামদু লিল্লাহ' মানুষের আমলের পাল্লাকে ভরে দেয়। 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল-হামদু লিল্লাহ' সওয়াবে ভরে দেয় অথবা বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তা পরিপূর্ণ করে দেয়। নামায হলো নূর। দান-খয়রাত হলো দলীল। সবর হলো জ্যোতি। কুরআন হলো তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক লোক ভোরে ঘুম হতে উঠে নিজের জীবনকে তাদের কাজে বিক্রি করে দেয়। তাই সে তার জানকে হয় আযাদ করে দেয় অথবা জীবনকে ধ্বংস করে দেয় (মুসলিম)।

আর এক বর্ণনায় এসেছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সব ভরে দেয়। মিশকাতুল মাসাবীহের সংকলক

বলছেন, আমি এই বর্ণনাটি বুখারী-মুসলিমের কোথাও পাইনি। কিংবা হোমাইদী বা জামেউল উসুলেও পাইনি। অবশ্য দারেমী এই বর্ণনাটিকে সুবহানাল্লাহে আলহামদু লিল্লাহ্-র জায়গায় ব্যবহার করেছন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে 'তাহারাত' বা পাক-পবিত্রতার অসীম গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা উল্লেখ হয়েছে। 'পাক-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক', হুজুরের একথা হতেই এর গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈমান আনার পর সকল ছোট-বড় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর উজু দ্বারা শুধু ছোট ছোট গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। তাই তাহারাত বা পাক-পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে।

ব্যাক্যটির অর্থ হচ্ছে 'সোবহানাল্লাহে ওয়ালহামদু লিল্লাহে' পড়া ও 'ওজিফা' আকারে আমল করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ। এ দু'টি শব্দকে এক দেহের মতো যদি মনে করা হয় তাহলে এটা এতো বৃহৎ যে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে তা ভরে দেবে।

বলা হয়েছে, নামায হলো 'নূর'। নামায এমন ইবাদত, যা কবরের ঘোর অন্ধকারে ও কিয়ামতের দিশেহারা সময়ে নূর বা আলোক রশ্মির কাজ দেবে অথবা এমন এক আলো যা মুমিনকে গুনাহ্ ও খারাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। নেক কাজ সওয়াব ও কল্যাণের দিকে পথ দেখায়। অথবা এইজন্য নামাযকে নূর বলা হয়েছে যে, নামায আল্লাহকে চেনার ও জানার জন্য মুমিনের 'কলবে' বা মনে আলোর ফোকাস করে। আল্লাহ্র অন্যান্য ইবাদত বন্দেগীর প্রতি আকর্ষণ যোগায়। মনোযোগের নামাযে মুমিনের চেহারায় সৌভাগ্যের পরশমনিরূপে ঝলঝল করে উঠে।

'সদাকার' কথাও এই হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন। কারণ সদাকা বা দান-খয়রাত মুমিনের ঈমানের দাবির সত্যতা প্রমাণ করে। তার মনে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার স্বীকৃতি বুঝায় অথবা কিয়ামতের দিন তাঁর ধন-সম্পদ খরচের খাতের ব্যাপারে যখন প্রশ্ন করা হবে তখন এই সদাকা তার খরচের সৎ নিয়তের সাক্ষী হবে। প্রদর্শনী বা দুনিয়ার অন্য কোন উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা হয়নি তার প্রমাণ হবে।

'সবর' বা ধৈর্য ধারণকে 'জ্যোতি' বলা হয়েছে। বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ, বিশেষ করে ঈমানের পথে অবিচল থাকতে গেলে যেসব বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট, নিপীড়ন-নির্যাতন আসে সে সময় ধৈর্য ধারণ করে অটল থাকা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে সদা প্রস্তুত ও গুনাহখাতা হতে বাঁচার জন্য ধৈর্য ধারণকেও বুঝায়। এসব অবস্থায় দৃঢ় থাকার জন্য 'সবর' জ্যোতি হিসাবে কাজ করে।

কুরআন তোমার পক্ষে দলীল হবে অর্থ যদি তুমি কুরআনের বিধি অনুযায়ী খালেস মনে কাজ করো, তোমার চূড়ান্ত হিসাবের দিন এই কুরআন তোমার

পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে, দলীল হবে। আর না করলে তোমার বিপক্ষে দলীল হবে।

'জীবনকে ক্রয়-বিক্রয়' করে দেবার অর্থ হলো, কোন কাজে মানুষের লেগে যাওয়া, আত্মনিয়োগ করা নিজেকে সপে দেয়া। বাক্যটির অর্থ হলো, মানুষ দিনের শুরুতে ঘুম থেকে উঠেই কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাজেকর্মে লেগে যায়। তার এই কাজ যদি আল্লাহর নির্দেশিত রেখার উপর দিয়ে চলে, আখিরাতের মুক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করে, তাহলে সে নিজের জীবনকে পরকালীন আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিলো। আর যদি এর বিপরীত পদ্ধতিতে কাজে মশগুল হয়ে যায়, পরকালীন মুক্তি লক্ষ্য না হয় তাহলে সে নিজেকে ধ্বংস করে দিলো। আযাবে আখিরাতে নিজেকে ফেলে দিলো।

٢٦٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهَ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وكَثْرَةُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسْاجِدِ وَاِنْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةَ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ رَدَّدَ مَرَّتَيْنِ - رواه مسلم وفى رواية الترمذى ثلاثا .

২৬৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদের উদ্দেশ করে) বললেন ঃ তোমাদেরকে কি আমি এমন জিনিসের কথা বলবেনা যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন আর এসব কাজ (জান্নাতেও) তোমাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেবে? সাহাবাগণ আরয করলেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, কষ্ট হলেও (অসুখ বা শীতে) ওজু পরিপূর্ণভাবে করবে। (নিজের বাড়ী হতে মসজিদ দূরে হবার কারণে) মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ রাখবে। এক বেলা নামায আদায়ের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে। আর এটাই হলো 'রেবাত' অর্থাৎ প্রস্তুতি গ্রহণ। মালিক ইবনে আনাসের বর্ণনায়, 'এটাই রেবাত, এটাই রেবাত' দুইবার বলা হয়েছে (মুসলিম)। আর তিরমিযীতে তা তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে এমন কিছু কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে অসীম মেহেরবানী ও মর্যাদা দান করবেন। এ কাজগুলোর প্রথম হলো উজু। উজু তো নামাযের জন্য প্রথম শর্ত। কাজেই নামায আদায় করতে হলে উজু করতে হবে। হাদীসে এই উজুর প্রতি বিশেষ বিশেষ সময়ে

বেশী লক্ষ্য আরোপ করার কথা বলা হয়েছে। যেমন প্রচণ্ড শীতের সময় ও অসুস্থতার সময় সাধারণত উজুর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হয়। এটা হওয়া উচিৎ নয়। এসব সময়ে উজুর পরিপূর্ণতার প্রতি বেশী লক্ষ্যারোপ করবে।

দ্বিতীয় হলো মসজিদের দিকে বেশি বেশি যাতায়াত, এটা মসজিদ তথা আল্লাহর ঘরের প্রতি পবিত্রতার আকর্ষণের লক্ষণ। যদি বাড়ী হতে মসজিদ দূরে হয় তাহলে জামায়াত বা নামায পাবার জন্য হেঁটে মসজিদে পৌঁছলে অশেষ সওয়াবের মালিক হবে।

এক বেলা নামায মসজিদে আদায় করার পর দ্বিতীয় বেলা নামাযের জন্য মসজিদে অপেক্ষা করা অসীম সওয়াবের কাজ। যদি কোন কারণে মসজিদ থেকে বের হয়েও যায় তবু মনের সম্পর্ক থাকে মসজিদের সাথে। কখন আবার ফিরে যাবে পরের নামায পড়তে সেজন্য উদ্বিগ্ন থাকে মন। এর অনেক সওয়াব ও মর্যাদা। এটাকেই হাদীসে 'রিবাত' বলা হয়েছে। রিবাত হলো ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে শত্রু পক্ষের হামলা থেকে দেশকে নিরাপদ রাখাতে প্রহরা দেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকা। কুরআনে পাকে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ٠

"হে ঈমানদারেরা! (বিপদাপদে) সবর অবলম্বন করো, মোকাবেলা হলেও সবর করো। শত্রুপক্ষের হামলা প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত থাকো" (সূরা আল ইমরান ঃ ২০০)।

এখানে রেবাত অর্থ হলো, এক ওয়াক্ত নামায আদায় করার পর পরের ওয়াক্ত নামাযের জন্য মানসিকভাবে তৈরী ও উদ্বিগ্ন থাকা। ওখানে শত্রু পক্ষ হতে রক্ষার জন্য, আর এখানে শয়তান থেকে বাঁচার জন্য প্রস্তুতি নেয়া।

٢٦٤ - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهٖ - متفق عليه

২৬৪। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উজু করে এবং উত্তমভাবে উজু করে, তার শরীর হতে তার সকল গুনাহখাতা বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিচ হতেও তা বের হয়ে যায় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও উজুর ফযীলাত ও তাহারাতের সওয়াবের কথা বলা হয়েছে। নামাযের আগে কুরআন তেলওয়াতের আগে উজু করতে হয় এবং তা

ফরয ওয়াজিব থেকে শুরু করে মুস্তাহাব কাজগুলো পর্যন্ত অতি উত্তমভাবে করলে তার শরীরের সব গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন। যে যত বেশী উজু করবে, যতো ভালো করে উজু করবে তার গুনাহখাতা ততো বেশী মাফ করে দেয়া হবে। গুনাহ মাফের আধিক্য বুঝবার জন্য হাদীসে বলা হয়েছে, এমনকি তার নখের নিচের গুনাহও মাফ হয়ে যায়। অর্থাৎ উজু দ্বারা এক ব্যক্তির শুধু প্রকাশ্য গুনাহই মাফ হয় না, অপ্রকাশ্য (বাতেনী) গুনাহও মাফ হয়ে যায়।

٢٦٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَّجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَّظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَّشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ - رواه مسلم

২৬৫। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান অথবা মুমিন বান্দাহ উজু করে এবং তার চেহারা ভালো করে ধুয়ে নেয়। এতে তার চেহারা হতে পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোটার সাথে তার চোখের দ্বারা কৃত গুনাহ বের হয়ে যায়। যখন সে তার দুই হাত ধোয় তখন তার দুই হাত দিয়ে করা তার সকল গুনাহ পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। ঠিক তেমনি সে যখন তার দুই পা ধোয়, তার পা দ্বারা করা সকল গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোটার সাথে বের হয়ে যায়। অতএব সে (উজুর জায়গা হতে উঠার সময়) সব গুনাহখাতা হতে পাক-সাফ হয়ে যায় (মুসলিম)।

٢٦٦ - وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرِءٍ مُّسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَّكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا اِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِّمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ- رواه مسلم ٠

২৬৬। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফরয নামাযের সময় হলে উত্তমভাবে উজু করে, বিনয় ও ভীতি সহকারে রুকূ করে (নামায পড়ে তার এই

নামায), তা তার নামাযের আগের গুনাহর কাফফারা হয়ে যায়, যদি সে গুনাহ কবিরা না করে থাকে। এইভাবে চলতে থাকবে সব সময় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ খুশু ও খুজু হলো নামাযের মূল স্পিরিট। এই নামাযই একজন মানুষের আযেযী, ইনকেসারী, বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। নামাযে 'খুশু-খুজু' যতো বেশী হবে, নামায ততোবেশী উঁচু মানের হিসাবে আল্লাহর কাছে কবুল হবে। নামাযের যতো প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (যাহের-বাতেন) কাজ আছে সব কাজ সুন্দর ও বিনম্রভাবে আদায় করবে। হৃদয় নরম রাখবে। খুব ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াবে। সেজদার জায়গায় নজর নিবদ্ধ রাখবে। নামায ছাড়া অন্য কোন কিছু চিন্তা করবে না। শরীর, কাপড়-চোপড় ও দাড়ি ইত্যাদি নাড়াচাড়া করবে না। ডানে-বামে তাকাবে না। চোখ বন্ধ করে রাখবে না। এভাবে নামায পড়লেই 'হুজুরে কলব' সৃষ্টি হবে। 'হুজুরে কলবের' সাথে নামায আদায় করলে তা আল্লাহ কবুল করেন।

٢٦٧ - وَعَنْهُ اَنَّهُ تَوَضَّاَ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَىْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - متفق عليه ولفظه للبخارى ·

২৬৭। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি উজু করলেন, প্রথমত তিনবার নিজের দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুইলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন। নাক ঝেড়ে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করলেন। তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত তিনবার ডান হাত ধুইলেন। এভাবে বাম হাতও কনুই পর্যন্ত ধুইলেন। এরপর মাথা মাসেহ করলেন। তারপর ডান পা তিনবার ও বাম পাও তিনবার করে ধুইলেন। এরপর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি যেভাবে উজু করলাম এইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উজু করতে দেখেছি। তারপর নবী (সা) বললেন, যে ব্যক্তি আমার মতো উজু করবে ও দুই রাকয়াত (নফল) নামায পড়বে, মনের সাথে কোন কথা না বলে নামায পড়বে, তার পেছনের সব গুনাহখাতা মাফ করে দেয়া হবে (বুখারী ও মুসলিম)। এই বর্ণনার শব্দসমূহ বুখারীর।

ব্যাখ্যা ঃ উজুর স্থানসমূহ তিনবার করে ধোয়া সুন্নাত। তিনবারের চেয়ে বেশী ধোয়া সকল আলেমের মতেই মাকরূহ। উজুর পরে তাহিয়াতুল উজুর নামে দুই রাকয়াত নামায পড়াও সুন্নাত।

নামায 'হুজুরে কলব' সহকারে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। বাজে চিন্তা-ধান্ধা যেনো মনে উদ্রেক না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

٢٦٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلاً عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ - رواه مسلم

২৬৮। হযরত ওকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমান উজু করে এবং খুব ভালো করে উজু করে, এরপর দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে দুই রাকয়াত নামায আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বলা হয়েছে উজু করার কথা। উত্তমভাবে উজুর সব নিয়ম কানুন আদায় করে উজু করার পর তাহিয়াতুল উজু দুই রাকয়াত নামায আদায় করা খুবই সওয়াবের কাজ। এখন এভাবে সব সময় আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করা নিশ্চিত হয়ে যাবে।

٢٦٩ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ . هٰكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ وَالْحُمَيْدِيُّ فِيْ اَفْرَادِ مُسْلِمٍ وَكَذَا ابْنُ الْاَثِيْرِ فِيْ جَامِعِ الْاُصُوْلِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ مُحْيُ الدِّيْنِ النَّوَوِيُّ فِيْ اٰخِرِ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ عَلٰى مَا رَوَيْنَاهُ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَالْحَدِيْثُ الَّذِيْ رَوَاهُ مُحْيُ السُّنَّةِ فِي الصِّحَاحِ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ

الْوُضُوْءَ اِلَى اٰخِرِهِ . رواه التِّرْمِذِىُّ فِىْ جَامعه بِعَيْنِهِ الاَّ كَلِمَةَ اَشْهَدُ قَبْلَ اَنَّ مُحَمَّدًا .

২৬৯। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে ব্যক্তি উজু করবে এবং উত্তমভাবে অথবা পরিপূর্ণভাবে উজু করবে এরপর বলবে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল"। আর এক বর্ণনায় আছে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল"। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে। এসব দরজার যেটি দিয়ে তার খুশী সে তাতে প্রবেশ করতে পারবে।

ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম হুমাইদী তার আফরাদে মুসলিম গ্রন্থে, ইবনুল আসীর জামেউল উসুল গ্রন্থে এরূপ ও শায়খ মহিউদ্দিন নববী মুসলিম-এর হাদীসের শেষে আমি যেরূপ বর্ণনা করেছি এরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত দোয়ার পরে আরো বর্ণনা করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারীদের মধ্যে শামিল করো এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে গণ্য করো"। মুহিউস সুন্নাহ তার সিহাহ গ্রন্থে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, "যে উজু করলো ও উত্তমভাবে তা করলো শেষ ... পর্যন্ত। তিরমিযী তার জামে কিতাবে হুবহু এটাই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তিনি "আন্না মুহাম্মাদান" শব্দের পূর্বে "আশহাদু" শব্দটি বর্ণনা করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ মর্যাদা হিসাবে জান্নাত আটভাগে বিভক্ত। এখানে আটটি দরজার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ প্রকৃতই আটটি দরজা নয়। প্রত্যেক জান্নাতকে দরজা হিসাবেই গণ্য করা হয়েছে।

"হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করার" অর্থ হলো আমি যদি মানবীয় দুর্বলতার কারণে কখনো অন্যায় করে ফেলি সাথে সাথেই তওবা করে

আমার ফিরে আসার তৌফিক দান করো! আল্লাহ বলেছেন ঃ তাওবাকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন।

٢٧٠ - وَعَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُمَّتِیْ یُدْعَوْنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِیْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ یُّطِیْلَ غُرَّتَهُ فَلْیَفْعَلْ - متفق علیه

২৭০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতকে (বেহেশেত যাবার জন্য) এই অবস্থায় ডাকা হবে যখন তাদের চেহারা উজুর কারণে ঝক্‌ঝক্ করতে থাকবে, সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চমকাতে থাকবে। অতএব তোমাদের যে ব্যক্তি এই উজ্জলতাকে বাড়াতে সক্ষম সে যেনো তাই করে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ 'গুররুন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে হাদীসে। এর বহুবচন 'আগাররুন'। অর্থ চকচকে চেহারা। 'মুহাজ্জাল' বলা হয় ওই ব্যক্তিকে যার হাত-পা সাদা ধবধবে। অর্থ হলো যারা সুন্দরভাবে উজু করবে, কিয়ামতের দিন এই উজুর কারণে তাদের সারা দেহ রৌশন হয়ে যাবে। হাশরের ময়দানে নামাযীদেরকে জান্নাতে যাবার জন্য ডাকা হবে। এদের মধ্যে এরাই উজ্জল চেহারা নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে প্রথমে।

٢٧١ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَبْلُغُ الْحِلْیَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَیْثُ یَبْلُغُ الْوَضُوْءُ - رواه مسلم

২৭১। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (জান্নাতে) মুমিনের অলংকার অর্থাৎ উজুর চিহ্ন সেই পর্যন্ত পৌঁছবে যে পর্যন্ত উজুর পানি পৌঁছেবে (তাই উজু সুন্দরভাবে করবে) (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম হলো, যেসব জায়গায় উজুর পানি পৌঁছাতে হয় উজু করার সময়, সেসব স্থানে যদি ভালো করে পানি পৌঁছিয়ে ধুয়ে নেয়া হয়, তাহলে এই উজুর প্রতি যত্ন নেয়া ও এর প্রতি সতর্ক থাকার কারণে জান্নাতে দেহের এসব অংশে জান্নাতের অলংকার পরিয়ে ঝকঝক তকতক করে রাখা হবে। উজু যত বেশী পরিপূর্ণ হবে, সুন্নাত পদ্ধতি অনুসরণ করবে, জান্নাতে এর পুরস্কার ততো বেশী মূল্যবান ও সুন্দর হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৭২ - عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلاَّ مُؤْمِنٌ - رواه مالك واحمد وابن ماجة والدارمى ٠

২৭২। হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (হে মুমিনগণ!) তোমরা দীনের উপর যথারীতি থাকবে। (কিন্তু এরপরও) তোমরা সকল (কাজ) পারবে না। মনে রাখবে তোমাদের সকল কাজের মধ্যে নামাযই হচ্ছে সর্বোত্তম মুমিনরা ছাড়া উজুর সব নিয়ম-কানুনের প্রতি অন্য কেউ লক্ষ্য রাখে না (মালেক, আহমাদ, ইবনে মাজা, দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ সঠিক সোজা থাকার অর্থ হলো, নেক কাজের ব্যাপারে অটুট থাকা। সিরাতুল মুস্তাকীমে চলা। এদিকে-ওদিকে খারাপ পথের দিকে তাকাবে না। একাজ কিন্তু এতো সহজ নয়। বেশ কঠিন। তাই বলা হয়েছে, 'লান তুহসু' পরিপূর্ণ ও মজবুতির সাথে টিকে থাকতে পারবে না। আল্লাহ তাআলাও একথা রাসূলকে বলেছেন ঃ

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ٠

"আপনি সঠিক থাকুন, যেভাবে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যারা আপনার সাথে তওবা করেছে তারাও" (সূরা হূদ ঃ ১১২)।

এই নির্দেশানুসারেই আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদেরকে সকল আমলে সব সময় সঠিক থাকার ও সঠিকভাবে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। পরে নামাযের কথা বলা হয়েছে। নামাযের জন্য উজু ও পাক-পবিত্রতা প্রয়োজন। তাই এই হাদীসে বলা হয়েছে উজুর পরিপূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য রাখা মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য। কারণ কামিল মুমিনদের মন ও মগজ আল্লাহ তাআলার জ্যোতিতে সব সময় জ্যোর্তিময় থাকে।

২৭৩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاَ عَلٰى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ - رواه الترمذى

২৭৩। হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উজু থাকতে উজু করে তার জন্য অতিরিক্ত দশটি নেকী রয়েছে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ একে তো উজুতেই অনেক সওয়াব। যে ব্যক্তি একবার উজু করে কোন আমল করে অর্থাৎ কোন ফরয, ওয়াজিব, নফল নামায ইত্যাদি আদায় করে, এরপর উজু থাকা অবস্থায়ই আবার কোন ইবাদত, নামায ইত্যাদি পড়ার সময় হলে নতুন করে উজু করে, আল্লাহ তাকে দশ গুণ সওয়াব দান করবেন। তবে একবার উজু করার পর কোন নামায না পড়ে এই উজু থাকা অবস্থায় আবার উজু করাকে অনেক আলেম মাকরূহ বলেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٧٤ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ ـ رواه احمد

২৭৪। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের চাবি হলো নামায। আর নামাযের চাবি হলো উজু (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ তালাবদ্ধ দরজা যেমন চাবি ছাড়া খোলা যায় না। তেমনি উজু ছাড়াও নামায আদায় হয় না। আর নামায আদায় করা ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না। নামাযের হিফাযতের কথা তাকিদ দিয়ে বলা হয়েছে এই হাদীসে।

٢٧٥ - وَعَنْ شَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ رَوْحٍ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَاَ الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يُّصَلُّوْنَ مَعَنَا لَاَ يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ وَاِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ اُوْلٰٓئِكَ . رواه النسائى

২৭৫। হযরত শাবীব ইবনে আবু রাওহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলে করীমের কোন এক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়লেন। এতে তিনি সূরা রূম তিলাওয়াত করলেন। নামাযের মধ্যে তিলাওয়াতে তাঁর সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেলো। নামাযশেষে তিনি বললেন, মানুষের কি হলো! তারা আমার সাথে নামায পড়ছে অথচ উজু ভালো করে করছে না। এরাই নামাযে আমার কিরায়াতে সন্দেহ সৃষ্টি করায় (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে কোন ইবাদত বা আমলের সুন্নাত বা আদব পালন করলে তার ফল শুধু পালনকারী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং অন্যান্য শরীকদের কাছেও এর ফল পৌছে। আবার বিপরীত দিকে এতে কোন ত্রুটি

হলে তারও খারাপ প্রভাব অন্যান্যদের উপর পড়ে। এর থেকে পরিষ্কার বুঝা গেলো, মোক্তাদীর তাহারাত বা উজুতে কোন গড়বড় হলে তার প্রভাব ইমামের উপরও পড়ে। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে পর্যন্ত সন্দেহ হয়। অতএব নামাযীকে অতি উত্তমভাবে পাক-পবিত্রতা অর্জন করে নামাযে অংশগ্রহণ করা উচিৎ।

٢٧٦ - وَعَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ عَدَّهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ يَدِىْ اَوْ فِىْ يَدِهٖ قَالَ اَلتَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَاءُهٗ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَاُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ - رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن ·

২৭৬। সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি (যিনি সাহাবী ছিলেন) বলেন, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি কথা আমার হাতে অথবা তাঁর নিজের হাতে গুনে গুনে বললেন। 'সুবহানাল্লাহ' বলা হলো পাল্লার অর্ধেক। আর 'আলহাম দুলিল্লাহ' বলা হলো পাল্লাকে পূর্ণ করা। 'আল্লাহু আকবার' বলা হলো আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার সবকিছু পূর্ণ করে দেয়া। 'রোযা' হলো সবরের অর্ধেক এবং পাক-পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে উল্লেখিত পাঁচটি জিনিসের মর্যাদার কথা বলেছেন। হাদীসে 'রোযাকে' সবরের অর্ধেক বলা হয়েছে। কারণ পূর্ণ 'সবর' তো হলো আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে চলা। অর্থাৎ হুকুম-আহকাম মানা ও গুনাহ-খাতা থেকে মুক্ত থাকা। আর রোযা হলো শুধু নফস বা প্রবৃত্তিকে আনুগত্য করতে বাধ্য করা। তাই 'রোযা'-কে অর্ধেক 'সবর' বলা হয়েছে।

٢٧٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ وَاِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَنْفِهٖ فَاِذَا غَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَّجْهِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ فَاِذَا مَسَحَ بِرَاْسِهٖ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَّاْسِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ اُذُنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا

مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلاَتُهُ نَافِلَةً لَّهُ - رواه مالك والنسائى

২৭৭। হযরত আবদুল্লাহ সুনাবেহী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মুমিন বান্দাহ উজু করে কুলি করে, তার মুখ থেকে গুনাহ বের হয়ে যায়। যখন নাক ঝাড়ে তখন তার নাক থেকে গুনাহ বের হয়ে যায়। যখন মুখমণ্ডল ধোয়, গুনাহ তার মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, এমনকি চোখের পলকের নীচের গুনাহও বের হয়ে যায়। যখন নিজের দু'টি হাত ধোয়, তার হাত হতে গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার হাতের নখের নীচ থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়। যখন মাথা মাসেহ করে, মাথা হতে গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি দুই কান থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়। যখন নিজের পা দুটো ধোয়, তার দুইপায়ের গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার পায়ের নখের নীচের গুনাহও বের হয়ে যায়। এরপর মসজিদের দিকে চলা এবং তার নামায হয় তার জন্য অতিরিক্ত অর্থাৎ অধিক সওয়াবের কারণ (মালেক ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, যখন মাথা মাসেহ করে, তার মাথা হতে গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুই কান হতেও গুনাহ বের হয়ে যায়। এর দ্বারা বুঝা যায় কান মাথার মধ্যে গণ্য। তাই মাথার হুকুম যা কানের হুকুমও তা। এটা হানাফী মাযহাবের কথা। মাথা মাসেহ করার জন্য যে পানি নিবে সেই পানি দিয়েই কানও মাসেহ করবে। কানের জন্য পৃথকভাবে পানি নিতে হবে না। হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে তার নামায হবে তার জন্য অতিরিক্ত। অর্থাৎ নামাযের আগে উজু করার সময়ই তো তার সব গুনাহ শেষ হয়ে গেছে। কাজেই নামাযের সওয়াব অতিরিক্ত। অর্থাৎ সওয়াব অনেক বেশী হবে।

٢٧٨ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ وَدِدْتُّ اَنَّا قَدْ رَاَيْنَا اِخْوَانَنَا قَالُوْا اَوَلَسْنَا اِخْوَانَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ وَاِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَاْتُوْا بَعْدُ فَقَالُوْا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَّمْ يَاْتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً لَّهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُّحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ اَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّهُمْ يَاْتُوْنَ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ - رواه مسلم

২৭৮। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে অর্থাৎ জান্নাতুল বাকীতে দোয়ায়ে মাগফিরাতের জন্য এলেন। ওখানে তিনি বললেন, "হে মুমিনের দল! তোমাদের প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক" অর্থাৎ তিনি কবরবাসীদের প্রতি সালাম জানালেন। তিনি আরো বললেন, "আমরা ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আশা করি আমি আমার ভাইদেরকে দেখবো"। সাহাবারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা আমার বন্ধু। আমার ভাই তারা যারা এখনো দুনিয়ায় আসেনি। সাহাবারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মাতদের যারা এখনো আসেনি, তাদের আপনি কিয়ামতের দিন কিভাবে চিনবেন? উত্তরে তিনি বললেন, বলো দেখি, যদি কোন ব্যক্তির একদল কালো রঙ্গের ঘোড়ার মধ্যে ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা সম্পন্ন ঘোড়া থাকে সে কি তার ঘোড়াগুলো চিনবে না? তারা বললেন, হাঁ অবশ্যই চিনতে পারবে হে আল্লাহর রাসূল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আমার উম্মত উজুর কারণে কিয়ামতের দিন সাদা ধবধবে কপাল ও সাদা হাত-পা নিয়ে উপস্থিত হবে। আমি হাওযে কাওসারের নিকট তাদের অগ্রগামী হিসাবে উপস্থিত থাকবো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীসহ পরবর্তী মুমিনদের মধ্যে পার্থক্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায়ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি সাহাবাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবী। এরপর যারা আসবে তারা আমার ভাই। অর্থাৎ তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক দুই ধরনের। প্রথমত, তোমরা আমার নিত্য দিনের বন্ধু, আবার ভাইও। আর তোমাদের পরবর্তীতে যারা দুনিয়ায় আসবে তারা আমার ইসলামের ভাই।

হাদীসে 'ফারাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো কোন যাত্রীবাহিনীর সর্দার। সে আগে আগে গিয়ে বাহিনীর থাকা-খাওয়া ও আরামের ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ দুনিয়া হতে আগে চলে গিয়ে হাশরের ময়দানে হাওযে কাওসারের নিকট তোমাদের জন্য আমি 'ফারাত' হিসাবে উপস্থিত থাকবো। হাওযের পানি দ্বারা তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করবো।

২৭৯ - وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوَّلُ مَنْ يُّؤْذَنُ لَهُ بِالسُّجُوْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يُّؤْذَنُ لَهُ اَنْ يَّرْفَعَ رَاْسَهُ فَاَنْظُرُ اِلٰى مَا بَيْنَ يَدَىَّ فَاَعْرِفُ اُمَّتِىْ مِنْ بَيْنِ الْاُمَمِ وَمِنْ خَلْفِىْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ يَّمِيْنِىْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ شِمَالِىْ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَعْرِفُ اُمَّتَكَ مِنْ بَيْنَ الْاُمَمِ فِيْمَا بَيْنَ نُوْحٍ اِلٰى اُمَّتِكَ قَالَ هُمْ غُرٌّ

مُحَجَّلُوْنَ مِنْ اَثَـرِ الْوُضُوْءِ لَيْسَ اَحَـد كَذٰلِكَ غَيْـرُهُمْ وَاَعْرِفُهُمْ اَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِاَيْمَانِهِمْ وَاَعْرِفُهُمْ تَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ - رواه احمد

২৭৯। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমিই প্রথম ব্যক্তি, যাকে কিয়ামতের দিন সিজদা করার অনুমতি দেয়া হবে। এভাবে আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে সিজদা হতে মাথা উঠাবার অনুমতি দেয়া হবে। এরপর আমি আমার সামনে (উম্মতদের জনসমুদ্রের প্রতি) নযর দিবো। সকল নবী-রাসূলদের উম্মতদের মধ্যে আমার উম্মতদেরকে চিনে নিবো। এভাবে আমার পেছনের দিকে ডান দিকে, বাম দিকেও নযর দিবো। আমার উম্মতগণকে চিনে নিবো। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আপনি এত লোকের মধ্যে আপনার উম্মত চিনে নিবেন? উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতগণ উজুর কারণে ধবধবে সাদা কপাল ও ধবধবে হাত-পা সম্পন্ন হবে। অন্য কোন উম্মাত এমন হবে না। তাছাড়া তাদের ডান হাতে আমলনামা থাকবে, তাই তাদেরকে আমি চিনবো এবং তাদের অপ্রাপ্ত বয়সের সন্তানরা তাদের সামনে দৌড়াদৌড়ি করবে। এসব কারণে আমি তাদেরকে চিনতে পারবো (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হাশরের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের শাফাআতের জন্য আল্লাহর দরবারে সিজদায় চলে যাবেন। এক সপ্তাহ তিনি এই সিজদায় পড়ে থাকবেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে মাথা উঠাবার জন্য বলবেন। বলবেন, কি চাও বলো। আমি তোমার কথা শুনবো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উম্মতের নাজাতের ফরিয়াদ জানাবেন।

হাদীস থেকে একথাও সুস্পষ্ট বুঝা গেছে যে, হাশরের ময়দানে উম্মতে মুহাম্মদীর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় থাকবে। এই পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য দিয়েই তিনি তাঁর উম্মতদেরকে চিনতে পারবেন। আর সেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে উজুর কারণে।

(١) بَابُ مَا يُوْجِبُ الْوُضُوْءَ

(যে কারণে উজু করা ফরয হয়)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٨٠ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الـلّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الـلّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ - متفق عليه

২৮০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যার উজু ছুটে গেছে তার নামায কবুল হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে উজু না করে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই ব্যাপারটি হলো ওই ব্যক্তির জন্য যার কাছে পানি আছে, আর পানি ব্যবহার করতেও সে সমর্থ। তার জন্য নামায পড়তে উজু শর্ত। উজু ছাড়া তার নামায হবে না। পানিও নেই, পানি ব্যবহার করতেও অসমর্থ, এ ধরনের লোকদের পাক-পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করলেই চলবে।

যে ব্যক্তির কাছে পনিও নেই, নেই পাক-পবিত্র মাটিও আর এগুলো থাকলেও সে ব্যবহার করতে পারতো না, এধরনের লোককে শরীয়াতের পরিভাষায় বলে 'ফাকেদুত্ তুহুরাইন' অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জনে অসমর্থ। এই ব্যক্তি নামায পড়বে না। পানি পাওয়া গেলে উজু করে নামায পড়বে। এই মাসআলার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী বলেন, নামাযের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উজু ও তায়াম্মুম ছাড়াই এই অবস্থায়ও নামায পড়তে হবে। পানি বা মাটি পাওয়া গেলে উজু বা তায়াম্মুম করে নামায কাযা পড়তে হবে।

٢٨١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَّلاَ صَدَقَةٌ مِّنْ غُلُوْلٍ - رواه مسلم

২৮১। হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাক-পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল করা হয় না। আর হারাম ধন-সম্পদের দান-খয়রাত কবুল করা হয় না (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হারাম পথে উপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে দান করা যেহেতু দান সদকার অমর্যাদা করা হয়; তাই একাজ খুবই ঘৃণিত কাজ বলে বিবেচিত। আলেমগণ তো এতটুকুও বলেছেন, যে ব্যক্তি এই ধরনের দান করে সওয়াব পাবার আশা পোষণ করে সে মুসলমান থাকে না।

٢٨٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَّذَّاءً فَكُنْتُ اَسْتَحْيِىْ اَنْ اَسْاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ - متفق عليه

২৮২। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অত্যধিক 'মযি' বের হতো। যেহেতু আমি জামাই ছিলাম, তাই এই ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু জিজ্ঞেস করতে আমার লজ্জানুভব হতো।

তাই আমি মাসয়ালাটি জানার জন্য হুজুরকে জিজ্ঞেস করতে হযরত মেকদাদকে বললাম। তিনি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই অবস্থায় সে পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে ও উজু করে নিবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে 'মযি' বের হবার ব্যাপারটি উল্লেখিত হয়েছে। 'মযি' হলো এমন জিনিস যা কামভাবের সৃষ্টি হলে পুরুষাঙ্গ দিয়ে শুক্র নির্গত হওয়ার আগে বের হয়। এর হুকুম হলো পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলা ও নতুন করে উজু করা। এর দ্বারা গোসল ফরয হয় না।

এই হাদীস হতে আরো একটি জিনিস শিক্ষা হলো যে, লজ্জাজনক এমন কিছু ব্যাপার আছে যা হালাল হলেও মুরব্বিদের কাছে জিজ্ঞেস করা যায় না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাই ব্যাপারটি হুজুরকে শ্বশুর হবার কারণে জিজ্ঞেস না করে হযরত মিকদাদের মাধ্যমে জেনে নিলেন।

٢٨٣ – وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَوَضَّؤُا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ – رواه مسلم قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ الْاَجَلُّ مُحىُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذَا مَنْسُوْخٌ بِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ۔ متفق عليه

২৮৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আগুন দিয়ে পাকানো কোন জিনিস খেলে তোমরা উজু করে নেবে (মুসলিম)। ইমাম মহিউস সুন্নাহ (র) বলেন, এই হাদীসের হুকুম হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস দ্বারা মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর রানের (পাকানো) গোশত খেয়ে নামায পড়লেন কিন্তু উজু করেননি (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম উল্লেখিত হুকুমটি তো ইবনে আব্বাসের বর্ণনার দ্বারা রহিত হয়েছে। এরপরও এই ব্যাপারে বলা হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উজু করতে বলেছেন, তা উজু অর্থে নয়, বরং হাত ধোয়ার অর্থে। অর্থাৎ চর্বি জাতীয় জিনিস খেলে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

٢٨٤ – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأَ وَاِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوَضَّأْ

قَالَ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الاِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الاِبِلِ قَالَ اُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اُصَلِّىْ فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ قَالَ لاَ-رواه مسلم ۔

২৮৪। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমরা কি বকরীর গোশত খাবার পর উজু করবো? তিনি বললেন, তুমি চাইলে করতে পারো, না চাইলে না করো। এই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলো, উটের গোশত খাবার পর কি উজু করবো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, উটের গোশত খাবার পর উজু করো। এই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলো, বকরীর খোঁয়াড়ে কি নামায পড়বো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ পড়তে পারো। তারপর ওই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, উটের বাথানে কি নামায পড়বো? তিনি বললেন, না, পড়বে না (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) যেহেতু হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করেন, তাই তিনি এই হাদীসের হুকুম অনুযায়ী উটের গোশত খাবার পর উজু করার কথা বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা, শাফিয়ী ও মালেক রাদিআল্লাহু আনহুমের মতে উটের গোশত খেলে উজু ভঙ্গ হয় না। এসব হযরতগণ উজু বলতে অভিধানিক অর্থ বুঝিয়েছেন, পারিভাষিক অর্থ নয়। উট জাতীয় জন্তু-জানোয়ারের গোশতে যেহেতু তেল ও চর্বি বেশী, তাই উটের পাকানো গোশত খাবার পর ভালো করে হাত-মুখ ধোয়ার কথা বলেছেন। বকরীর গোশতে এত তৈল-চর্বি থাকে না। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার খুশী, চাইলে ধুইতে পারো, না চাইলে না ধোও।

উটের বাথানে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ উট থাকার জায়গায় নামায পড়তে মন বসে না। তাছাড়া উট বড় জানোয়ার হবার কারণে এর থেকে লাথি-গুতার বা বিপদ ঘটার আশংকা আছে। তাই নিষেধ করেছেন। বকরীর থাকার জায়গায় এমন ধরনের কোন ভয় নেই। ছোট ও নিরীহ পশু এরা।

٢٨٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِىْ بَطْنِهِ شَيْئًا فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ اَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا - رواه مسلم

২৮৫। আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার পেটের মধ্যে কিছু শব্দ পায়, এরপর তার সন্দেহ হয় যে, যখন তার পেট হতে কিছু (বায়ু) বের

হয়েছে কিনা? সে যেনো তখন (উজু) নষ্ট হয়ে গেছে ভেবে মসজিদ হতে বের না হয়ে যায়, যে পর্যন্ত সে বায়ু বের হবার কোন শব্দ না শুনে বা গন্ধ না পায়।

ব্যাখ্যা ঃ শরীয়ত কোন সন্দেহে পতিত হওয়াকে নিরুৎসাহিত করে, স্পষ্টভাবে সন্দেহমুক্ত না হয়ে রায় কায়েম করা অনুমোদন করে না। এইজন্য পেটের ভেতর থেকে বায়ু বের হবার স্পষ্ট কোন প্রমাণ না পেলে উজু নষ্ট হবে না। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো একথা বলা যে, পেট হতে বায়ু বের হওয়া যদি নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় তাহলে শব্দ শোনা যাক আর না যাক অথবা গন্ধ পাক আর না পাক উজু নষ্ট হয়ে যাবে।

٢٨٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا - متفق عليه

২৮৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করলেন, এরপর কুলি করলেন এবং বললেন, দুধের মধ্যে চর্বি থাকে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হতে জানা গেলো চর্বি জাতীয় কিছু খাওয়ার পর কুলি করা মুস্তাহাব। কুলি না করলে চর্বি দাঁতের সাথে আটকিয়ে থাকতে পারে। তাতে দাঁতের ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে। তাই এ জাতীয় কিছু পানাহারের পর দাতন করে নেয়া উত্তম।

٢٨٧ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ وَّمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَّمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فَقَالَ عَمَدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ - رواه مسلم

১৮৭। হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক উজুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়লেন এবং মোজার উপর মসেহ করলেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, আজ আপনি এমন কিছু করলেন যা আর কখনো করেননি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওমর! আমি ইচ্ছা করেই এ কাজ করেছি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এক উজুতে কয়েক বেলা নামাযও পড়া যায়, যদিও এর আগে প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুনভাবে উজু করার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এটাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করে তার উম্মতকে শিখিয়ে গেলেন। মোজার ব্যাপারটিও তাই। অর্থাৎ কেউ ইচ্ছা করলে মোজার উপর মাসেহ করতে পারে।

উম্মতের শিক্ষার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করেই একাজ করেছেন।

٢٨٨ - وَعَنْ سُوَيْدِ ابْنِ النُّعْمَانِ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ اَدْنٰى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعٰى بِالاَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلاَّ بِالسَّوِيْقِ فَاَمَرَ بِهٖ فَثُرِّيَ فَاَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - رواه البخارى

২৮৮। হযরত সুয়াইদ ইবনে নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বর যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তারা খায়বারের অতি নিকটে 'সাহ্বা' নামক স্থানে পৌছলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়লেন, অতঃপর আহার পরিবেশন করতে বললেন। কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। তিনি নির্দেশ দিলেন। তাই পানি দিয়ে ছাতু নরম করা হলো। এই ছাতু তিনি নিজেও খেলেন আমারাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। তিনি শুধু কুলি করলেন। আমরাও কুলি করলাম। এ অবস্থায় তিনি নামায পড়লেন, নতুনভাবে উজু করলেন না (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটি আগের হাদীসগুলোর অনুরূপ। আগুন দিয়ে পাকানো কোন খাবার খেলে উজু নষ্ট হয় না, শুধু কুলি করলেই চলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٨٩ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وُضُوْءَ اِلاَّ مِنْ صَوْتٍ اَوْ رِيْحٍ - رواه احمد والترمذى

২৮৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আওয়াজ অথবা গন্ধ পেলেই কেবল উজু করতে হবে (আহমাদ ও তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হলো সন্দেহ বা সংশয় দ্বারা উজু ভঙ্গ হয় না, যতক্ষণ নিশ্চিত হওয়া না যাবে যে, পেট থেকে বায়ু নির্গত হয়েছে।

٢٩٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ مِنَ الْمَذْيِ الْوَضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ - رواه الترمذى

২৯০। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মযি' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'মযির' কারণে উজু আর 'মনির' কারণে গোসল করতে হবে (তিরমিযী)।

٢٩١ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ - رواه ابو داود والترمذى والدارمى ورواه ابن ماجة عنه وعن ابى سعيد ·

২৯১। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের চাবি হলো 'উজু'। আর নামাযের 'তাহরীম' হলো 'তাকবীর' (অর্থাৎ আল্লহু আকবার বলা)। আর নামাযের 'তাহলীল' হলো সালাম ফিরানো (আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী)। ইবনে মাজা এই হাদীসটিকে 'আলী ও আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ 'তাকবীর' হলো আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করা। তখন নামাযের বাইরের সব কাজ হারাম হয়ে যায়। এইজন্য এই তাকবীরকে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলা হয়। সালাম ফিরালে নামায শেষ হয়ে যায়। এর অর্থ হলো নামায শুরু করার পর যা হারাম ছিলো তা সব এখন হালাল। এ কথাটাকেই বলা হয়েছে নামাযের তাহরীম হলো তাকবীর, আর নামাযের তাহলীল হলো সালাম ফিরানো।

٢٩٢ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّا وَلَا تَاْتُوا النِّسَاءَ فِيْ اَعْجَازِهِنَّ - رواه الترمذى وابو داود

২৯২। হযরত আলী ইবনে তলক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন বায়ু ছাড়ে অর্থাৎ শব্দবিহীন বায়ু বের হয়, তখন আবার উজু করতে হবে। আর তোমরা নারীদের গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করবে না (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

٢٩٣ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَاِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ - رواه الدارمى ·

২৯৩। হযরত মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চোখ দু'টো হলো

গুহ্যদ্বারের ঢাকনাস্বরূপ। সুতরাং চোখ যখন ঘুমায় ঢাকনা তখন খুলে যায় (দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ জেগে থাকলে তার পেছনের রাস্তা বন্ধ থাকে। এইজন্য তখন বায়ু বের হয় না, বরং বায়ুকে ফিরিয়ে রাখে। আর যদি বায়ু বেরই হয় তাহলে সে টের পায়। মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে অনুভূতিহীন হয়ে যায়। শরীরের জোড়া ঢিলা হয়ে যায়। তখন বায়ু বের হবার সম্ভাবনা থাকে। সে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না। এই কারণে 'ঘুম' উজু ভঙ্গকারী।

٢٩٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَّامَ فَلْيَتَوَضَّأْ - رواه ابو داؤد وَقَالَ الشَّيْخُ الاِمَامُ مُحِيُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ هٰذَا فِيْ غَيْرِ الْقَاعِدِ لِمَا صَحَّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُءُوْسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّأُوْنَ رواه ابو داؤد والترمذى الاَّ اَنَّهُ ذَكَرَ فِيْهِ يَنَامُوْنَ بَدَلَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُوْسُهُمْ ·

২৯৪। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গুহ্যদ্বারের ঢাকনা হলো চক্ষুদ্বয়। তাই যে ব্যক্তি ঘুমাবে সে যেনো উজু করে (আবু দাউদ)। শায়খ মহিউস সুন্নাহ বাগাবী (র) বলেন, যে ব্যক্তি বসে বসে ঘুমায় তার জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নয়। কেনোনা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ইশার নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকতেন। এ সময় ঘুমের আমেজে তাদের মাথা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়তো। এরপর তারা নামায পড়তেন, নতুন উজু করতেন না (আবু দাউদ, তিরমিযী)। তবে ইমাম তিরমিযী "ইশার নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকতেন"-এর জায়গায় "ঘুম যেতেন" শব্দ উল্লেখ করেছেন।

٢٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْوُضُوْءَ عَلٰى مَنْ نَّامَ مُضْطَجِعًا فَاِنَّهُ اِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ - رواه الترمذى وابو داؤد

২৯৫। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উজু নিশ্চয় ওই ব্যক্তির জন্য

ওয়াজিব যে কাত হয়ে ঘুমায়। কারণ কাত হয়ে ঘুমালে শরীরের বন্ধনগুলো শিথিল হয়ে পড়ে (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসগুলোর মর্ম হলো, কাত হয়ে শুইলে বা কোন কিছুর অবলম্বন নিয়ে শুইলে শরীর ঢিলা হয়ে যায়। জোড়াগুলো বন্ধনহীন হয়ে শিথিল হয়ে পড়ে। এ কারণে পেট হতে বাতাস সহজে বের হতে পারে। এ অবস্থা হলে নতুনভাবে উজু করতে হবে। অপরদিকে বসে বসে বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমালে শরীরের জোড়াগুলো সাধরণত শিথিল হয়ে পড়ে না। গভীর ঘুমও হয় না। তাই পেট থেকে বাতাস বের হবার সম্ভাবনা কম থাকে। সুতরাং এসব অবস্থায় নতুন করে উজু করার প্রয়োজন নেই।

٢٩٦. وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ - رواه مالك واحمد وابو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى ·

২৯৬। হযরত বুসরা বিনতে সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাহলে তাকে উজু করতে হবে (মালেক, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে উজু করার ব্যাপারে মতভেদ আছে, এমনকি সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মত ছিলো। ইমামগণও মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফিয়ীর (র) মতে খালি হাতে কেউ নিজের পুরুষাঙ্গ ধরলে তার উজু ভেঙ্গে যাবে। এই হাদীসই তার দলীল। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উজু ভঙ্গ হবে না। পরের (২৯৭ নং) হাদীসটি তাঁর দলীল।

ইবনে হুমাম বলেন, দুইটি হাদীসই এ সম্পর্কে পাওয়া যায়। একটি বুসরা হতে। এটি ইমাম শাফিয়ীর দলিল। আর একটি তালক ইবনে আলীর হাদীস, যা সামনে আসছে। এই হাদীসটি ইমাম আবু হানীফার দলিল। এটি হাসান হাদীস। তবে তালকের হাদীস বুসরার হাদীসের চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। কারণ তালক পুরুষ। বুসরা নারী। শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরুষ বেশী নির্ভরযোগ্য।

٢٩٧ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلاَّ بَضْعَةٌ مِّنْهُ · رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى وروى ابن ماجة نَحْوَهُ وَقَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ

مُحِيُ السُّنَّةِ هٰذَا مَنْسُوْخٌ لِاَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَسْلَمَ بَعْدَ قُدُوْمِ طَلْقٍ وَّقَدْ رَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَفْضٰى اَحَدُكُمْ بِيَدِهٖ اِلٰى ذَكَرِهٖ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّاْ - رواه الشَّافِعِيُّ وَالدَّارُ قُطْنِيْ وَرَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ بُسْرَةَ اِلاَّ اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ ۔

২৯৭। হযরত তালক ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, উজু করার পর কেউ যদি তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাহলে এর হুকুম কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটা তো মানুষের শরীরের একটি টুকরাই (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)। ইবনে মাজাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মহিউস সুন্নাহ (র) বলেছেন, এই হাদীসটি মানসুখ (রহিত)। কারণ হযরত আবু হোরাইরা হযরত তালক ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মদীনা আসার পরই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর হযরত আবু হোরাইরা হতে পরে হুজুরের এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ঃ "তোমাদের কারো হাত নিজের পুরুষাঙ্গের উপর লাগলে এবং হাত ও পুরুষাঙ্গের মধ্যে কোন আবরণ না থাকলে তাকে উজু করতে হবে" (শাফেয়ী দারু কুতনী)। নাসায়ী (র) বুসরা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ হাত ও পুরুষাঙ্গের মধ্যে কোন আবরণ নাই) এই শব্দগুলো নাই।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাবের মর্ম হলো, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত, পা, কান, নাক, ইত্যাদির মতোই এটাও একটা অঙ্গ বা শরীরের অংশ। শরীরের অন্যান্য অংশে হাত লাগলে যদি উজু করতে না হয়, পুরুষাঙ্গে হাত লাগলে কেনো উজু করতে হবে? "পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা" উজু ভঙ্গের কারণ নয়। ইমাম আবু হানীফার দলীল এই হাদীস। শাফেয়ীসহ অন্যান্য ইমামগণ আগের হাদীসটি দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই দুই হাদীসের মতভেদ নিরসনের জন্য অন্যান্য বড় বড় সাহাবা হযরত আলী, ইবনে মাসউদ, আবূ দারদা, হোযাইফা, আমের প্রমুখ (রা) সাহাবাদের কথার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা উজু ভঙ্গের কারণ নয়।

٢٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهٖ ثُمَّ يُصَلِّيْ وَلاَ يَتَوَضَّأُ - رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لاَ يَصِحُّ عِنْدَ اَصْحَابِنَا بِحَالٍ اِسْنَادُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

وَاَيْضًا اِسْنَادُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْهَا وَقَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا مُرْسَل وَاِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ ·

২৯৮। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমু খেতেন, এরপর উজু ছাড়াই (আগের উজুতে) নামায আদায় করতেন (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা)। তিরমিযী বলেছেন, আমাদের হাদীসবেত্তাদের মতে কোন অবস্থাতেই উরওয়ার সনদ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে, এমনকি ইবরাহীম তাইমী (র)-র সনদও হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে সহীহ্ হতে পারে না। আবু দাউদ বলেছেন, এই হদীসটি মুরসাল। কারণ ইবরাহীম তাইমী (র) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে শুনেননি।

ব্যাখ্যা ঃ এ ব্যাপারটিতেও আলেমদের মতভেদ আছে। উজু করার পর কোন গায়রে মাহরাম নারীকে স্পর্শ করলে উজু নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম শাফিয়ী ও আহমাদের এই মত। ইমাম মালেক বলেন, শাহওয়াতের (যৌনাগ্রহ) সাথে ধরলে উজু ভঙ্গ হবে, নতুবা নয়। ইমাম আবু হানীফা বলেন, উজু ভঙ্গ হবে না। তার দলীল এই হাদীস। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অন্য হাদীসে বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের সময় আমার দুই পা সরিয়ে সিজদা করতেন।

(অথবা اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ কুরআনে পাকের একটি আয়াত (৪ ঃ ৪৩ ; ৫ ঃ ৬) তোমরা নারীদের স্পর্শ করে থাকো)। এখানে 'লামাস' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দু'টি অর্থ ঃ স্পর্শ করা ও সহবাস করা। হযরত উমর, ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম এখানে এর দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ 'সহবাস' গ্রহণ করেছেন। হযরত আলী, আয়েশা, আবু মূসা আশআরী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ নারীকে স্পর্শ করলে উজু থাকে না।

٢٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى · رواه ابو داؤد وابن ماجة

২৯৯। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ভেড়ার' বাজুর গোশত খেলেন, এরপর আপন হাতকে আপন পায়ের তলার চটে মুছে নিলেন, তারপর নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন, অথচ (নতুন করে) উজু করলেন না (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটি হানাফী মাসলাকে মজবুত করেছে। ইমাম আবু হানীফার মত হলো, আগুন দিয়ে পাকানো কোন খাবার খেলে উজু ভঙ্গ হবে না। এই হাদীস দ্বারা আরো জানা গেলো, খাবারের পর মুখে-হাতে চর্বি জাতীয় কিছু না লাগলে তা ধোয়া আবশ্যকীয় নয়।

٣٠٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا قَالَتْ قَرَّبْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَّشْوِيًا فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - رواه احمد

৩০০। হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহারের জন্য পাঁজরের ভুনা গোশত পেশ করলাম। তিনি তা থেকে কিছু খেলেন, তারপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, নতুন করে উজু করেননি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٣٠١ - عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ اَشْهَدُ لَقَدْ كُنْتُ اَشْوِيْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - رواه مسلم

৩০১। হযরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বকরীর পেটের গোশত (কলিজা প্রভৃতি) ভুনা করে দিতাম (তিনি তা খেতেন)। এরপর তিনি নামায পড়তেন, কোন উজু করতেন না (মুসলিম)।

٣٠٢ - وَعَنْهُ قَالَ اُهْدِيَتْ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا اَبَا رَافِعٍ فَقَالَ شَاةٌ اُهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَطَبَخْتُهَا فِي الْقِدْرِ قَالَ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ يَا اَبَا رَافِعٍ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ الْاٰخَرَ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ الْاٰخَرَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ الْاٰخَرَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِيْ ذِرَاعًا فَذِرَاعًا مَّا سَكَتَّ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ اَطْرَافَ اَصَابِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ عَادَ اِلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا بَارِدًا فَاَكَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَمَسَّ

مَاءً ۔ رواه احمد ورواه الدارمى عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ الاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ دَعَا
بِمَاءٍ اِلٰى اٰخِرِهِ ۔

৩০২। হযরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে একটি বকরী হাদিয়া দেয়া হলো। তিনি তা পাতিলে রান্না করছিলেন। এ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, এটা কি হে আবু রাফে? তিনি বললেন, আমাদেরকে একটি বকরী হাদিয়া হিসাবে দেয়া হয়েছে হে আল্লাহর রাসূল! পাতিলে তা পাক করেছি। হুজুর (সা) বললেন, হে আবু রাফে! আমাকে এর একটি বাহু দাও তো। আমি তাঁকে একটি বাহু দিলাম। এরপর তিনি বললেন, আমাকে আর একটি বাহু দাও। আমি তাকে আর একটি বাহু দিলাম। এরপর তিনি আবার বললেন, আমাকে আর একটি বাহু দাও। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! একটি বকরীর তো দু'টি বাহু হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আহ! তুমি যদি চুপ থাকতে, তাহলে 'বাহুর পর বাহু আমাকে দিতে পারতে, যে পর্যন্ত তুমি চুপচাপ থাকতে। এরপর হুজুর (সা) পানি চাইলেন। তিনি কুলি করলেন, নিজের আঙ্গুলের মাথা ধুয়ে নিলেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ালেন এবং নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি আবার তাদের কাছে ফিরে এলেন। এবার তাদের কাছে ঠাণ্ডা গোশত দেখতে পেলেন। তিনি তা খেলেন, এরপর মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং নামায পড়লেন। কিন্তু তিনি পানি ব্যবহার করলেন না অর্থাৎ উজু করলেন না (আহমাদ)। দারেমী আবু ওবাইদ হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দারেমী 'অতঃপর পানি চাইলেন হতে শেষ পর্যন্ত' বর্ণনা করেননি)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম রানের গোশত বেশী পসন্দ করতেন। কারণ বাহুর গোশত বেশ শক্তি যোগায়। এতে শারীরিক শক্তি সঞ্চয় করে আল্লাহর পথে বেশী বেশী কাজ করা যায়।

"যদি তুমি চুপ থাকতে তাহলে আমাকে বাহুর পর বাহু দিয়ে যেতে পারতে যতক্ষণ তুমি চুপ থাকতে।" এটা হলো আল্লাহর কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত। আল্লাহ তাঁর রাসূলের 'মোজযা' হিসাবে বাহুর পর বাহু তাঁর চাওয়ার সাথে সাথে সরবরাহ করে যেতেন। যদি তিনি 'নাই' না বলতেন।

٣٠٣ – وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاُبَىُّ وَاَبُوْ طَلْحَةَ جُلُوْسًا فَاَكَلْنَا لَحْمًا وَّخُبْزًا ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوْءٍ فَقَالاَ لِمَ تَتَوَضَّاُ فَقُلْتُ لِهٰذَا الطَّعَامِ الَّذِىْ اَكَلْنَا فَقَالاَ اَتَتَوَضَّاُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَمْ يَتَوَضَّاْ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ - رواه احمد

৩০৩। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, উবাই ইবনে কাব ও আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এই তিনজন এক জায়গায় বসেছিলাম। সেখানে গোশত রুটি খেয়ে আমরা উজু করার জন্য পানি চাইলাম। উবাই ইবনে কাব ও আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি উজু কেনো করবে? আমি বললাম, এই খাবারের কারণে? তারা উভয়ে বললেন, এই পাক-পবিত্র খাবারের কারণে কি উজু করবে? অথচ তোমার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম যিনি ছিলেন তিনি (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা আহারের পর উজু করেননি (আহমাদ)।

٣٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَاَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ وَمَنْ قَبَّلَ امْرَاَتَهُ اَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ - رواه مالك والشافعى ۰

৩০৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুমু খেলে অথবা তার নিজ হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করলে তা 'লামসের' স্পর্শের মধ্যে গণ্য। সুতরাং যে লোক তার স্ত্রীকে চুমু খাবে অথবা হাত দ্বারা স্পর্শ করবে তার জন্য উজু করা ওয়াজিব (মালেক ও শাফেয়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ এসব ব্যাপারে আগের হাদীসগুলোর ব্যাখ্যায় মোটামুটি আলোচনা হয়েছে। ফিকাহর কিতাবে এসবের বিস্তারিত আলোচনা আছে।

٣٠٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقُوْلُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَاَتَهُ الْوُضُوْءُ - رواه مالك

৩০৫। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে চুমু খেলে উজু করা অত্যাবশ্যক (মালেক)।

٣٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ اِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّأُ مِنْهَا ۰

৩০৬। হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, চুমু খাওয়া 'লামস'-এর অন্তর্গত (যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। অতএব চুমু খাবার পর উজু করবে।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত মা আয়েশার (২৯৮ নং) হাদীস এসব ব্যাপারে মীমাংসা করে দিয়েছে।

٣٠٧ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ رَوَاهُمَا الدَّارُ قُطْنِىْ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ وَلاَ رَاٰهُ وَيَزِيْدُ بْنِ خَالِدٍ وَّيَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُوْلاَنِ ٠

৩০৭। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তামীমুদ দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক বহমান রক্তের জন্যই উজু করতে হবে। দারু কুতনী হাদীস দুটো বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) এই হাদীসটি তামীমুদ দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে শুনেননি। তিনি তাঁকে দেখেনওনি। অপর রাবী ইয়াযীদ ইবনে খালিদ ও ইয়াযীদ ইবনে মুহাম্মাদ উভয়ই অজ্ঞাত ব্যক্তি।

ব্যাখ্যা ঃ শরীর হতে রক্ত বের হলে উজু ভঙ্গের ব্যাপারে সাহাবা, তাবেয়ী ও ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। হযরত আবু বকর, উমর, ওসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-সহ অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে প্রবহমান রক্তে উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। এই হাদীসটি তাদের দলীল। তাদের মতে মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য। রাবী দু'জনও 'মাজহুল' (অজ্ঞাত) হওয়া সর্ববাদী সম্মত নয়। অপরপক্ষে ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ ইমামদের মতে পায়খানা- পেশাবের রাস্তা দিয়ে যা বের হয় শুধু তাতেই উজু ভঙ্গ হয়, তা যা-ই হোক অথবা রক্ত হোক।

(٢) بَابُ اٰدَابِ الْخَلَاءِ

পায়খানা-পেশাবের নিয়ম

٣٠٨ - عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحِيُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِى الصَّحْرَاءِ وَاَمَّا فِى الْبُنْيَانِ فَلاَ بَاْسَ لِمَا رَوٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَرْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِىْ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقْضِىْ حَاجَتَـهُ مُسْتَدْبِـرَ الْقِبْلَـةِ مُسْتَقْبِلَ الـشَّامِ -

متفق عليه

৩০৮। হযরত আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন পায়খানায় যাবে তখন কিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে বসবে না, বরং পূর্বদিকে ফিরে বসবে অথবা পশ্চিম দিকে (বুখারী ও মুসলিম)।

শায়খ ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বলেছেন, এটা উন্মুক্ত প্রান্তরের হুকুম। দালান-কোঠা বা ঘরের মধ্যকার পায়খানায় অথবা ঘরের মত করে নির্মিত পায়খানায় এরূপ করা দোষের নয়। কারণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার কোন কাজে (আমার বোন উম্মুল মুমেনীন) হযরত হাফসার ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নীচে এক ঘেরাও করা জায়গায়) কেবলাকে পেছনে রেখে (উত্তরে) সিরিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে পায়খানা করছেন (বুখারী মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মদীনা যেহেতু মক্কার (খানায়ে কাবা) দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিতে নিষেধ করে পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে মুখ করে বসার কথা বলেছেন। তাহলে কেবলা হবে ডান দিকে অথবা বাম দিকে। কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ পড়বে না। হাদীসে উল্লেখিত 'পূর্ব দিক বা পশ্চিম দিক- এর অর্থ আমাদের জন্য কেবলা ডান দিকে বা বাম দিকে হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, পেশাব-পায়খানার সময় কোন অবস্থাতেই কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে বসা যাবে না। উন্মুক্ত প্রান্তরে হোক অথবা বাড়ি-ঘরের মধ্যকার পায়খানায় হোক। কারণ কেবলার সম্মান হলো উদ্দেশ্য। ইমাম শাফেয়ী বলেন, উন্মুক্ত ময়দানে হারাম, ঘর-বাড়ীতে যেখানে ঘেরা দেয়া আছে সেসব জায়গায় হারাম নয়।

٣٠٩ - وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ نَهَانَا يَعْنِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَّسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ اَنْ نَّسْتَنْجِىَ بِالْيَمِيْنِ اَوْ اَنْ نَّسْتَنْجِىَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ - رواه مسلم

৩০৯। হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কেবলার দিকে মুখ করে

পায়খানা-পেশাব করতে, ডান হাতে এস্তেঞ্জা করতে, তিনটির কম ঢিলা নিতে এবং শুকনা গোবর ও হাড় দিয়ে ঢিলা নিতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) এই হাদীস অনুযায়ী তিনটি ঢিলা নেবার কথাই বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বুখারীতে বর্ণিত হাদীস অনুসারে দুই ঢিলার কথা বলেছেন।

٣١٠ – وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ - متفق عليه

৩১০। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় গেলে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ·

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট নর ও নারী শয়তানদের থেকে আশ্রয় চাচ্ছি" (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ 'বায়তুল খালা' বা পায়খানা ও পেশাবখানায় প্রবেশ করার আগে উল্লেখিত দোয়াটি পড়া সুন্নাত। প্রবেশ করার আগে পড়তে মনে না থাকলে ভিতরে গিয়ে মনে মনে পড়ে নেবে।

٣١١ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لاَّ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَّطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَّاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا - متفق عليه

৩১১। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, কিন্তু বিরাট গুনাহর জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব করার সময় আড়াল নিতো না। মুসলিম শরীফের আর এক বর্ণনায় আছে, পেশাব করার পর উত্তমভাবে পাক-পবিত্রতা অর্জন করতো না। আর অপরজন একজনের কথা অপরজনের কানে লাগাতো

৩৫—

(চোগলখুরি করতো)। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের একটি তাজা ডাল ভেঙ্গে তা দুই ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরে তার একটি অংশ গেড়ে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এরূপ করলেন কেনো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে পর্যন্ত ডাল দু'টি শুকিয়ে না যাবে, হয়তো তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবে।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর প্রিয় রাসূল সম্ভবত এই দুই কবরবাসীর কবর-আযাব লাঘব করার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তা ডাল তাজা থাকার সময় পর্যন্ত তা মঞ্জুর করেছিলেন। অথবা গাছ, ডাল-পালা তাজা অবস্থায় আল্লাহর জিকির ও তাসবিহ করে। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের শাস্তি লাঘব করবেন, এই আশায় তিনি তা করেছেন।

٣١٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ قَالُواْ وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ فِىْ ظِلِّهِمْ - رواه مسلم

৩১২। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দু'টি অভিসম্পাত (লানত) থেকে বেঁচে থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই দু'টি অভিসম্পাত কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি মানুষের চলাচলের পথে অথবা কোন কিছুর ছায়ায় পায়খানা করে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ 'পথ' অর্থ যেসব পথে মানুষ সব সময় যাতায়াত করে, অনাবাদী কোন জায়গা বা পথ নয়, যেখানে মানুষের চলাচল খুবই কম। আর 'ছায়া' হলো কোন বড় গাছ বা ছাউনী বা পাঠশালা। যেখানে দূর-দূরান্তের পথিক-মুসাফির এসে আশ্রয় নিয়ে আরাম করে। এসব জায়গা নষ্ট করে রাখা বা আরাম করার অযোগ্য করে রাখা খুবই 'গর্হিত' কাজ। এমনকি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে অভিসম্পাতের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। এই ধরনের ঘৃণিত অরুচিকর ও অভিসম্পাত জনিত কাজ না করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকিদ দিয়েছেন।

٣١٣ - وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الاِنَاءِ وَاِذَا اَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ - متفق عليه

৩১৩। হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ পানি পান করার সময় যেনো পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে, শৌচাগারে গেলে ডান হাতে নিজের পুরুষাঙ্গকে না ধরে এবং নিজের ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য না করে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে দু'টি রুচিশীল ও স্বাস্থ্যসম্মত কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক, পানি পান করার সময় পানপাত্রে বা গ্লাসে নিঃশ্বাস ফেলব না। যদি ফেলতেই হয়, পানপাত্র মুখ থেকে সরিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবে। কারণ নিঃশ্বাসের সাথে নাক থেকে এসে পাত্রে কিছু পড়ে যেতে পারে। তাছাড়াও নিঃশ্বাসের বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের দ্বারা পানি দূষিত হয়ে যায়। দুই, শৌচাগারে ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ না ধরা, এই হাত যেহেতু খাবার-দাবারে ব্যবহৃত হয়। যে হাতে খাবার-দাবার করা হয়, সেটি শৌচকাজে ব্যবহার করা রুচি সম্মত নয়।

٣١٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ - متفق عليه

৩১৪। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি উজু করার সময় যেন ভালো করে নাক ঝেড়ে নেয় এবং বেজোড় সংখ্যায় যেন ঢিলা (তিন, পাঁচ ও সাত) ব্যবহার করে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে ধূলাবালি, রোগজীবাণু নাকের ভিতর প্রবেশ করে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুযায়ী এজন্য দিনে কয়েকবারই নাকে পানি দিতে হয়। নাক পারিষ্কার করতে হয়। এছাড়াও হাত-পা ও চুলের মাথা ধুয়ে পরিষ্কার রাখার কথাও বলা হয়েছে। একজন মুসলমান নামায পড়ার জন্য দিনে কয়েকবারই উজু করে। আর উজু করলেই এ কাজগুলো আপনা আপনিই সমাধা হয়ে যায়।

٣١٥ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَاَحْمِلُ اَنَا وَغُلَامٌ اِدَاوَةً مِّنْ مَّاءٍ وَّعَنَزَةً يَّسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ - متفق عليه

৩১৫। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যেতেন। আমি আর এক বালক পানির পাত্র ও বর্শাধারী একটি লাঠি নিয়ে যেতাম। সেই পানি দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৌচ করতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় গেলে তাঁর পেছনে পেছনে দুইজন খাদেম যেতো। একজন পানি নিতো। আর একজন হুজুরের লাঠি নিতো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক ধরনের লাঠি ব্যবহার করতেন। এক ধরনের লাঠির মাথায় বর্শা থাকতো। কোন কোন সময় খোলা জায়গায় নামায পড়াবার সময় তা সামনে গেড়ে রাখা হতো। আবার কোন সময় তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে নরম করা হতো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٣١٦ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ - رواه ابو داؤد والنسائى والترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْث حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَّقَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُّنْكَرٌ وَفِىْ رِوَايَتِهِ وَضَعَ بَدَلَ نَزَعَ

৩১৬। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশকালে নিজের হাতের আংটি খুলে রাখতেন (আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ, গরীব। ইমাম আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি 'মুনকার'। অধিকন্তু তিনি খুলে রাখতেন-এর পরিবর্তে 'রেখে দিতেন' বলেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ পায়খানায় যাবার সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের আংটি খুলে রেখে যাবার কারণ হলো, তাঁর আংটিতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখা ছিলো। পায়খানায় আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম সম্বলিত কোন কিছু নিয়ে যাওয়া নিষেধ।

٣١٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ الْبَرَازَ اِنْطَلَقَ حَتّٰى لاَ يَرَاهُ اَحَدٌ - رواه ابو داؤد

৩১৭। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানার ইচ্ছা করলে এত দূরে চলে যেতেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায় (আবু দাউদ)।

٣١٨ - وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ يَّبُوْلَ فَاَتٰى دَمِثًا فِىْ اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ - رواه ابو داؤد

৩১৮। হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি পেশাব করার ইচ্ছা করলে একটি দেয়ালের কাছে গিয়ে নরম জায়গায় পেশাব করলেন। এরপর বললেন, তোমাদের কেউ পেশাব করতে চাইলে এরূপ নরম স্থান তালাশ করবে (যাতে গায়ে ছিটা না আসে) (আবু দাউদ)।

٣١٩ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ - رواه الترمذى وابو داؤد والدارمى

৩১৯। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা-পেশাবের সময় মাটির কাছাকাছি হওয়ার পরই (অর্থাৎ বসার সময়ের আগে) কাপড় উঠাতেন (তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)।

٣٢٠ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا وَاَمَرَ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهٰى اَنْ يَّسْتَطِيْبَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهِ - رواه ابن ماجة والدارمى

৩২০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ (তালীম ও নসীহতের ব্যাপারে) আমি তোমাদের জন্য পিতা-পুত্রের মতো। আমি তোমাদেরকে তোমাদের দীন এমনকি পায়খানা-পেশাবের আদবও শিক্ষা দিয়ে থাকি। যখন তোমরা পায়খানায় যাবে কেবলার দিকে মুখ করে বসবে না, পিঠ দিয়েও বসবে না। পায়খানা করার পর তিনটি ঢিলা দিয়ে তিনি পাক-পবিত্র হবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং শুকনা গোবর ও হাড় দিয়ে (পাক-পবিত্র হতে) নিষেধ করেছেন। তিনি যে কোন ব্যক্তিকে তার ডান হাতে শৌচ করতেও নিষেধ করেছেন (ইবনে মাজা ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ অন্য এক জায়গায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি"। হুজুরকে যেহেতু মানব জীবনের সমগ্র বিধান নিয়ে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে, তাই তিনি এসব পায়খানা-পেশাবের মতো ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেরও নিয়ম-কানুন ও শিষ্টাচার উম্মাতকে বলে দিয়েছেন।

٣٢١ – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنٰى لِطُهُوْرِهِ وَطَعَامِهِ وكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرٰى لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ اَذًى - رواه ابو داؤد

৩২১। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান হাত ছিলো তাঁর পবিত্রতা অর্জন ও খাবারের জন্য। আর তাঁর বাম হাত ছিলো পায়খানা-পেশাবসহ নিকৃষ্ট কাজ করার জন্য (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাত দিয়ে উজু করতেন, খাবার খেতেন, হাদিয়া, সাদকা, যাকাত দিতেন, লেনদেন করতেন। বাম হাতে সমাধা করতেন শৌচকাজ এবং এ জাতীয় নিকৃষ্ট ঘৃণ্য কাজ। যেমন তিনি নাক ঝাড়তেন বাম হাত দিয়ে। এটা আদাবে ইসলামের মধ্যে গণ্য।

٣٢٢ – وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ يُّسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَاِنَّهَا تُجْزِءُ عَنْهُ - رواه احمد وابو داؤد والنسائى والدارمى

৩২২। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাবে, সে যেনো সাথে করে তিনটি ঢিলাও নিয়ে যায়। এই ঢিলাগুলো দ্বারা সে পাক-পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে (আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে তিনটি ঢিলা নিয়ে পায়খানায় যাবার কথা বলা হয়েছে। এখানে ঢিলা ব্যবহারের পর আর পানি ব্যবহারের কথা বলা হয়নি। এর দ্বারা বুঝা গেলো ঢিলা পানির বিকল্প। হাদীসে পানি ও ঢিলা একসাথে ব্যবহারের কথাও এসেছে। তবে পানি পাওয়া গেলে পানি দিয়েও ধুয়ে নেয়া অধিক উত্তম।

٣٢٣ – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ فَاِنَّهُ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ - رواه الترمذى والنسائى اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ .

৩২৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শুকনা গোবর

ও হাড় দিয়ে শৌচ করো না। কেনোনা এসব তোমাদের ভাই জিনদের খোরাক (তিরমিযী ও নাসায়ী)। কিন্তু ইমাম নাসায়ী 'জিনদের খোরাক' বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

٣٢٤ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِىْ فَاَخْبِرِ النَّاسَ اَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ اَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا اَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ اَوْ عَظْمٍ فَاِنَّ مُحَمَّدًا مِّنْهُ بَرِىْءٌ

رواه ابو داؤد-

৩২৪। হযরত রুওয়াইফে ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ হে রুওয়াইফে! তুমি আমার পরে হয়তো দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। তুমি তখন মানুষকে এই খবর জানাবে ঃ যে ব্যক্তি নিজের দাড়ি জট পাকাবে অথবা গলায় কবচ বাঁধবে অথবা জানোয়ারের গোবর বা হাড় দিয়ে শৌচ করবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ আইয়্যামে জাহেলিয়াতে মুশরিকরা বীরত্ব দেখাবার জন্য যুদ্ধকালীন সময়ে ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে দাড়িতে জট পাকিয়ে নিতো। এভাবে তারা কুদৃষ্টি হতে বাঁচার নিয়তে ঘোড়ার গলায় ধনুকের সুতা তাবিজ হিসাবে বাঁধতো। এ সকল কাজ জাহিলিয়াতের কাজ। এসব কাজ করতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

٣٢٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَّ فَلاَ حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَّ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ اَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيُلْفِظْ وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَّ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ اَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ اِلاَّ اَنْ يَّجْمَعَ كَثِيْبًا مِّنْ رَّمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِىْ اٰدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَّ فَلاَ حَرَجَ -

رواه ابو داؤد وابن ماجة والدارمى ·

৩২৫। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি সুরমা

লাগায়, সে যেনো বেজোড় সংখ্যায় লাগায়। যে এভাবে করলো সে ভালো করলো, আর যে এভাবে করলো না সে গর্হিত কাজ করলো না। আর যে ব্যক্তি পায়খানা-পেশাব করলো সে যেনো বেজোড় ঢিলা নেয়। যে ব্যক্তি এভাবে করলো সে ভালো করলো, আর যে ব্যক্তি করলো না সে গর্হিত কাজ করলো না। যে ব্যক্তি খাবার খেলো এবং (খাবারের পর) খেলাল দ্বারা দাঁত হতে কিছু বের করলো, সে যেনো তা মুখ থেকে ফেলে দেয়। আর যা জিহ্‌বা দিয়ে বের করে নেয় তা যেনো গিলে ফেলে। যে এভাবে করলো সে উত্তম করলো, আর যে এরূপ করলো না সে গর্হিত কাজ করলো না। যে লোক পায়খানায় যায় সে যেন পর্দা করে। পর্দা করার জন্য যদি সে বালুর স্তুপ ছাড়া কিছু না পায় তাহলে স্তুপের দিকে যেনো পিঠ দিয়ে বসে (কাপড় দিয়ে সামনের দিক ঢেকে রাখে)। কারণ শয়তান মানুষের বসার স্থান নিয়ে খেলা করে। যে এরূপ করে ভালো করলো, আর না করলে গর্হিত কিছু করলো না (আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরমা ব্যবহার করতেন। তিনি এক এক চোখে তিনবার করে সলাকা দিয়ে সুরমা লাগাতেন। কেউ আবার বলেন, প্রথম দুইবার ডান চোখে লাগাতেন তারপর দুইবার বাম চোখে লাগাতেন। তারপর আবার একবার ডান চোখে, একবার বাম চোখে লাগাতেন। তাহলে প্রতি চোখে তিনবার করেই সুরমা লাগানো হলো। যে কয়টি বিষয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে করতে বলেছেন, এর প্রত্যেকটির তিনবার করে করতে বলেছেন। তা করলে ভালো, না করলে খারাপ করলো না অর্থাৎ গুনাহর কাজ করলো না।

দাঁতের ফাঁকে ও গোড়ায় যা আটকে থাকে তা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই খিলালে যা বের হয় তা ফেলে দিতে হবে। কারণ এতে রক্ত বের হতে পারে। আর জিহবা দিয়ে টানলে যা বের হবে তাতে রক্ত বেরুবার সম্ভাবনা নেই। এজন্য বলেছেন, তা খেয়ে ফেলতে দোষ নেই।

শয়তান বসার স্থান নিয়ে খেলা করে কথার মর্ম হলো, শয়তান বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনা ছড়াতে চায় এবং লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে। লজ্জাজনক কাজকে উৎসাহিত করে। তাই শয়তান যেনো এ সুযোগ না পায় সেজন্য যথাসাধ্য পর্দার সাথে পায়খানা-পেশাবে বসার চেষ্টা করতে হবে।

٣٢٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّاُ فِيْهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ - رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى اِلاَّ اَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّاُ فِيْهِ ٠

৩২৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেনো গোসলখানায় পেশাব না করে, এরপর আবার এখানে গোসল করে ও উজু করে। কারণ মানুষের অধিকাংশ সন্দেহ-সংশয় এসব থেকেই উৎপন্ন হয় (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী, কিন্তু শেষের দুইজন, "এরপর সেখানে পেশাব করে ও উজু করে" উল্লেখ করেননি)।

ব্যাখ্যা ঃ গোসলখানায় পেশাব করা একটি খারাপ অভ্যাস। এটি বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

٣٢٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ جُحْرٍ - رواه ابو داؤد والنسائى

৩২৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেনো গর্তে পেশাব না করে (আবু দাউদ ও নাসাঈ)।

ব্যাখ্যা ঃ গর্তে পেশাব করতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কারণ এসব পোকা-মাকড় ও সাপের বাসস্থান। পেশাব করার পর গর্তে পানি প্রবেশ করলে এসব বের হয়ে এসে সংহার করতে পারে। আর যদি অনিষ্টকর কোন কিছু নাও হয় তাহলেও ওসবের কষ্ট হতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, গর্তে জিনও থাকে। সাহাবী হযরত সাদ ইবনে ওবাদা খাজরাজী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি হাররান শহরে এক গর্তে পেশাব করেছিলেন। ওই গর্তে জিন ছিলো। তার ক্ষতি হওয়াতে সে বের হয়ে এসে তাঁকে মেরে ফেললো। আবার কোন গর্ত যদি পরিকল্পিতভাবেই পেশাব করার জন্য বানানো হয়ে থাকে, মানুষও ওখানে সব সময় পেশাব করে, তাহলে ওইসব গর্তে পেশাব করা নিষেধ নয়।

٣٢٨ - وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ - رواه ابو داؤد وابن ماجة .

৩২৮। হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তিনটি অভিসম্পাত পাবার যোগ্য কাজ (১) পানির ঘাটে, (২) চলাচলের পথে ও (৩) কোন কিছুর ছায়াতলে পায়খানা করা হতে বেঁচে থাকবে (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উল্লেখিত এই তিনটি স্থান মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। নদী বা পুকুরের ঘাট যেখানে মানুষ সব সময় যায়, অতি প্রয়োজনীয় জায়গা। মানুষের সব সময়ের চলাচলের রাস্তা, যে রাস্তায় মানুষ জিন আসা যাওয়া করে। মানুষের কতো জরুরী জিনিস গাছের ছায়া অথবা কোন পান্থশালা, যেখানে মানুষ নিবিড় ছায়াঘেরা জায়গায় একটু বিশ্রামের জন্য দু'দণ্ড বসে। সেসব জায়গায় যদি কেউ পায়খানা-পেশাব করে রাখে, তাহলে চলাচলের পথের মানুষদের মনে কতো দুঃখ লাগে। কতো অভিসম্পাত বর্ষণ করে তারা এই হীন ও ঘৃণিত কাজ করার জন্য। তাই আল্লাহর প্রিয় নবী এতো বড় গর্হিত ও অভিসম্পাতের কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٢٩ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ - رواه احمد وابو داؤد وابن ماجة

৩২৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি একসঙ্গে যেনো পায়খানায় এমনভাবে না বসে যে, দু'জনেই দু'জনার লজ্জাস্থান দেখতে পায় এবং একে অপরের সাথে কথা বলে। কেনোনা এ ধরনের নির্লজ্জ কাজে আল্লাহ খুবই রাগান্বিত হন (আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একই হুকুম। এটা হারাম। একজন আর একজনকে দেখতে পায়, দেখতে পায় পরস্পরের লজ্জাস্থান। পরস্পরে এভাবে পায়খানায় বসা ও একজন আর একজনের সাথে কথা বলা খুবই ঘৃণ্য ও লজ্জাজনক কাজ। এতে আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক হয়। এই নিন্দনীয় কাজটি থেকে বাঁচতে হবে সকলকে।

٣٣٠ - وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةَ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ - رواه ابو داؤد وابن ماجة

৩৩০। হযরত যায়দ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ এসব পায়খানা স্থান হচ্ছে শয়তান জিন হাযির হবার স্থান। তোমাদের যারা পায়খানায় আসবে তারা যেনো এই দোয়া পড়ে ঃ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ·

“আমি নাপাক নর-নারী শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই” (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষকে পায়খানায় গেলে সতর খুলতে হয়, কাপড়-চোপড় উপরের দিকে উঠাতে হয়। এ সময় সে আল্লাহর যিকির করতে পারে না। তার মনে শয়তান নানা ওয়াসওয়াসা ও শুড়শুড়ি দিতে চেষ্টা করে। এইজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া পড়ে পায়খানায় যেতে বলেছেন। শয়তান আগ থেকেই দূরে সরে যায়।

٣٣١ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرُ مَا بَيْنَ اَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ اٰدَمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ اَنْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ - رواه الترمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَاِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ ·

৩৩১। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশ করবে তখন জিন শয়তানের চোখ আর বনি আদমের লজ্জাস্থানের মধ্যে পর্দা হলো “বিসমিল্লাহ” বলা। এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব, এর সনদ দুর্বল।

ব্যাখ্যা ঃ কথাগুলো আগেও বলা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ পায়খানায় গিয়ে সতর খুলে বসে। শয়তান তার লজ্জাস্থানের দিকে তাকায়। তাই মানুষকে পায়খানায় প্রবেশের আগেই শয়তানকে অস্ত্র ব্যবহার করে ভয় দেখিয়ে দূরে রাখতে হবে। সেই অস্ত্রই হলো দোয়া পড়া। দোয়ার প্রথমে ‘বিসমিল্লাহ’ পড়বে। এরপর পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ·

“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নারী ও পুরুষ শয়তানের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করো”।

٣٣٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ - رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى

৩৩২। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা হতে বের হতেন বলতেন ঃ “গুফরানাকা” (হে আল্লাহ তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি) (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ ওলামায়ে কিরাম এই ক্ষমা প্রার্থনার দুইটি কারণ বলেছেন। একটি হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে পাক হতে কোন সময়ই আল্লাহর যিকির ছুটে যেতো না, এসব সময় অর্থাৎ পায়খানা-পেশাব ও বিশেষ কোন জরুরী কাজের সময় ছাড়া। তাই অবসর হয়েই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতেন।

দ্বিতীয়টি হলো, মানুষ খাবার খেলে পরে তা পাকস্থলীতে পৌঁছে যায়। ওখানে এই খাবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়। এক অংশ রক্ত ধারণ করে শরীরে শক্তি-সামর্থ্য যোগান দেয়। আর দ্বিতীয় অংশ বেকার হয়ে পায়খানার আকারে বেরিয়ে আসে। এসব দিকে লক্ষ্য করলে মানুষ বুঝতে পারে আল্লাহর কতো বড়ো রহমত ও নেয়ামত মানুষের উপর। তাই দোয়ার মাধ্যমে তার শোক্‌র আদায় করবে।

٣٣٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَـلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَى الْخَلاَءَ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِىْ تَـوْرٍ اَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَـدَهُ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِاِنَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّاَ - رواه الدارمى والنسائى معناه ·

৩৩৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় গেলে আমি তাঁর পেছনে পেছনে কখনো 'তাওরে' করে আবার কখনো 'রাকওয়ায়' করে পানি নিয়ে যেতাম। এই পানি দ্বারা তিনি শৌচ করতেন। এরপর তিনি মাটিতে হাত ঘষে নিতেন। তারপর আমি আর এক ভাণ্ড পানি আনতাম। এই পানি দিয়ে তিনি উজু করতেন (আবু দাউদ, দারেমী ; নাসায়ী ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উল্লেখিত 'তাওর' হলো এক জাতীয় তামা বা পাথরের বাটি, এসব ভাণ্ডে প্রয়োজনে খাবার খাওয়া হতো। আবার উজুও করা হতো, প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজও করা যেতো। আর 'রাকওয়া' হলো চামড়ার ছোট পাত্র, যাতে পানি রাখা হয়।

শৌচকাজ সেরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটিতে ঘষে হাত পরিষ্কার করে নিতেন, অধিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভের জন্য, দুর্গন্ধ দূর করার জন্য। ঢিলা করলে বা আজকের যুগের টয়লেট পেপার ব্যবহার করলে এটা করা আর বেশী প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

٣٣٤ - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَالَ تَوَضَّاَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ - رواه ابو داؤد والنسائى

৩৩৪। হযরত হাকাম ইবনে সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করার পর উজু করতেন এবং নিজের পুরুষাঙ্গে পানি ছিটিয়ে দিতেন (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ পেশাব করার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পানি সতরের জায়গায় ছিটিয়ে দিতেন যেনো কাপড়ে পেশাবের ছিটা বলে মনে কোন খট্‌কার সৃষ্টি না হয়। মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়াও ভালো জিনিস নয়।

٣٣٥ - وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَـةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِّنْ عِيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ يَبُوْلُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ - رواه ابو داؤد والنسائى ·

৩৩৫। হযরত উমাইমা বিনতে রোকাইকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কাঠের গামলা ছিলো। এটা তাঁর খাটের নিচে রাখা হতো। রাতে তিনি এতে পেশাব করতেন (আবু দাউদ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ রাতে শীত ও অন্যান্য কারণে অসুবিধা হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাঠের গামলায় পেশাব করতেন। এই কাজের জন্যই এটা নির্দিষ্ট ছিলো। এটা উম্মতের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ ঘটনা। তা হলো কোন ধরনের ওযর থাকলে বা না থাকলেও এভাবে রাতে বাথরুমে না গিয়ে গামলায় বা অনুরূপ ধরনের কোন পাত্র বা আজকালকের হাসপাতালের রোগীদের জন্য ব্যবহৃত বেড্‌পেন ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা করা জায়েয।

٣٣٦ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ رَاٰنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَاَنَا اَبُوْلُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لاَ تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ - رواه الترمذى وابن ماجة قَالَ الشَّيْخُ الاِمَامُ مُحْىُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَدْ صَحَّ عَنْ حُذَيْفَـةَ قَالَ اَتَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا مُتَّفَق عَلَيْـهِ قِيْلَ كَانَ ذٰلِكَ لِعُذْرٍ ·

৩৩৬। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বললেন, ওমর! দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। এরপর আমি আর কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি (ইবনে মাজা, তিরমিযী)। ইমাম মহিউস সুন্নাহ বাগাবী (র) বলেন, হযরত হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন গোত্রের আবর্জনার স্তুপের কাছে এলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন (বুখারী ও মুসলিম)। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি কোন ওযরের কারণে তা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা সর্বসম্মতভাবে মাকরূহ। কেউ মাকরূহ তাহরিমীও বলেছেন। আবার কেউ বলেছেন, মাকরূহ তানজিহ। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হয় আয়্যামে জাহিলিয়াতের অভ্যাস অনুযায়ী দাঁড়িয়ে পেশাব করছিলেন অথবা অন্য কোন কারণে। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করার পর তিনি দাঁড়িয়ে আর পেশাব করেননি। এই হাদীসে হুজুরের ময়লার স্তুপে দাঁড়িয়ে পেশাব করার কারণও নিশ্চয়ই কোন ওযর ছিলো। হয় ওখানে বসার মতো কোন জায়গা ছিলো না অথবা কোন অসুখের কারণে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩৩৭ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ اِلاَّ قَاعِدًا - رواه احمد والترمذى والنسائى ·

৩৩৭। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন তার কথা তোমরা বিশ্বাস করো না। তিনি সব সময়ই বসে পেশাব করতেন (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটির সাথে উপরের হাদীসের বাহ্যত বিরোধ দেখা গেলেও মূলত কোন বিরোধ নেই। কারণ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর জানামতো কথা বলেছেন। তিনি ঘরের পরিবেশে কখনো তাঁকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখেননি। তাই বলেছেন, তাঁর দাঁড়িয়ে পেশাব করার কথা তোমরা বিশ্বাস করবে না। আর হযরত হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরের বাইরে তাঁকে কোন ওযরের কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখেছেন। তাই তার দাঁড়িয়ে পেশাব করার কথা বর্ণনা করেছেন।

৩৩৮ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ جِبْرِيْلَ اَتَاهُ فِىْ اَوَّلِ اُوْحِىَ اِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوْءِ اَخَذَ غُرْفَةً مِّنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ - رواه احمد والدار قطنى ·

৩৩৮। হযরত যায়দ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত জিবরীল আমীন যখন ওহী নযিল হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন তখনই তিনি হুজুরকে উজু করা

শিখালেন, এরপর শিখালেন নামায পড়া। তিনি উজু করা শেষ করে এক কোষ পানি (হাতে উঠিয়ে) নিলেন এবং নিজের লজ্জাস্থানের উপর তা ছিটিয়ে দিলেন (আহমাদ ও দারু কুত্‌নী)।

ব্যাখ্যা ঃ ওহী নাযিল হবার প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত জিবরীল (আ) মানুষের আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। তিনি প্রথমে তাঁর সামনে উজু করলেন, অতঃপর নামায পড়লেন। এভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু করা ও নামায পড়া শিখে নেন। হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম উজু করার পর লজ্জাস্থানের কাপড়ের উপর পানি ছিটিয়ে দিয়ে হুজুরকে শিখিয়ে দিলেন কোন সন্দেহ বা ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হলে তা কিভাবে নিরসন করতে হয়। অর্থাৎ পানির ছিটা দিয়ে সন্দেহ দূর করতেন। যেনো মনে হয়, এটা পেশাবের ছিটার পানি নয়, বরং নিজের ছিটানো পানি।

٣٣٩ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنِىْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِذَا تَوَضَّاْتَ فَانْتَضِحْ ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْث غَرِيْب وَسَمِعَتُ مُحَمَّدًا يَعْنِىْ الْبُخَارِىَّ يَقُوْلُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْهَاشِمِىُّ الرَّاوِىْ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ ۔

৩৩৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছে জিবরীল (আ) এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যখন উজু করবেন, সামান্য পানির ছিটা আপনার লজ্জাস্থানে সন্দেহ দূর করার জন্য ছিটিয়ে দিবেন (তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসের একজন রাবী হাসান ইবনে আলী হাশেমী মুনকার রাবী।

٣٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوْزٍ مِّنْ مَّاءٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عُمَرُ قَالَ مَاء تَتَوَضَّاْ بِهِ قَالَ مَا اُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ اَنْ اَتَوَضَّاَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً ۔ رواه ابو داؤد وابن ماجة ۔

৩৪০। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করলেন। তার পেছনে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পাণীর ভাণ্ড নিয়ে দাঁড়ালেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উমর! এটা কি? উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, পানি, আপনার উজু করার জন্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি

যখনই পেশাব করবো তখনই উজু করবো, এমনভাবে আমি আদিষ্ট হইনি। যদি আমি সব সময় এমন করি তাহলে এটা 'সুন্নাত' হয়ে দাঁড়াবে (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার মর্ম হলো, পেশাব করার পর সাথে সাথে উজু করার জন্য আমাকে বলা হয়নি। এটা আমার জন্য জরুরী নয়। আর আমি পেশাবের পর নিয়মিত এভাবে উজু করতে থাকলে এটা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা হয়ে যাবে। তবে সাধারণ মানুষের জন্য সব সময়ই উজু অবস্থায় থাকা সর্বসম্মতভাবে মুস্তাহাব।

এই হাদীস দ্বারা আর একটি ব্যাপার স্পষ্ট হলো যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজই করতেন বা যে কথাই বলতেন, আল্লাহর হুকুমেই করতেন ও বলতেন। তাই হুজুরের সুন্নাত পালনীয় কর্তব্য, যদিও তা ফরয নয়।

٣٤١ - وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ وَجَابِـرٍ وَاَنَسٍ اَنَّ هٰـذِهِ الْاٰيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ (فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَثْنٰى عَلَيْكُمْ فِى الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ قَالُوْا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذٰلِكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ ۔ رواه ابن ماجة

৩৪১। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী, জাবির ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম হতে বর্ণিত। "মসজিদে কোবায় এমন কিছু লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা লাভ করাকে ভালোবাসে। আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন" (সূরা তওবা ঃ ১০৯) এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আনসারগণ! এই আয়াতে আল্লাহ পবিত্রতার ব্যাপারে তোমাদের প্রশংসা করেছেন। তোমাদের পবিত্রতা কি? তারা বললেন, আমরা নামাযের জন্য উজু করি, নাপাকী হতে পবিত্র হবার জন্য গোসল করি, পানি দিয়ে শুচিতা গ্রহণ করে থাকি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই জিনিসই, যার জন্য আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা করেছেন। অতএব তোমরা সব সময় এইভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে থাকবে (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ আনসারদের পাক-পবিত্রতার প্রশংসা করে যখন আল্লাহ তাআলা হাদীসে উল্লেখিত 'কুরআনের এই আয়াত' নাযিল করেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাদের পবিত্রতার ধরন কি? তাদের উত্তর হুজুরের খুব মনপুত হয়েছে। এটাই আসল পবিত্রতা বলে তিনি

বুঝেছেন এবং বলেছেন যে, এভাবে তোমরা সব সময় পবিত্রতা অর্জন করতে থাকবে।

٣٤٢ - وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ يَسْتَهْزِئُ اِنِّىْ لاَرٰى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قُلْتُ اَجَلْ اَمَرَنَا اَنْ لاَّ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلاَ نَسْتَنْجِيَ بِاَيْمَانِنَا وَلاَ نَكْتَفِيَ بِدُوْنِ ثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ وَّلاَ عَظْمٌ - رواه مسلم واحمد واللفظ له ·

৩৪২। হযরত সালমান ফারিসী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের কেউ ঠাট্টা করে বসলো, তোমাদের বন্ধু তো দেখছি তোমাদেরকে পায়খানা-পেশাবের নিয়ম-কানুনও শিখিয়ে দিচ্ছেন। আমি বললাম, হাঁ (এটা তো তাঁর দয়া, দোষের তো কিছু নেই)। তিনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, আমরা যেনো পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ করে না বসি, ডান হাতে শৌচ না করি। পায়খানার পর তিনটি ঢিলার কম ব্যবহার না করি। গোবর ও হাড় দিয়ে ঢিলার কাজ না করি (মুসলিম, আহমাদ, মূল পাঠ আহমাদের)।

ব্যাখ্যা ঃ ছোটখাটো জিনিসের ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলেছেন দেখে মুশরিকরা মুসলমানদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, এই হাদীসে এই কথাই বুঝানো হচ্ছে। মূলত 'দীন ইসলাম' একটি পরিপূর্ণ জীবনের বিধান, তাই এখানে একজন মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবনেরও ছোটখাটো কাজকর্ম সম্পাদনের নিয়মনীতি, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার সবই বলে দেয়া হয়েছে। বলে দিয়েছেন আল্লাহর হুকুমে তার প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই মুশরিকের প্রশ্নের জবাবে সাহাবী হযরত সালমান ফারিসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, হাঁ! তাই তো। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন সব কিছু, এমনকি কেবলার দিকে মুখ করে পায়খানা না করতে। ডান হাতে শৌচ না করতে। ভালো করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবার জন্য তিন ঢিলার কম না নিতে। গোবর ও হাড় দিয়ে, যা স্বয়ং অপবিত্র, ঢিলা না নিতে।

٣٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ اِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ اُنْظُرُوْا اِلَيْهِ يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْاَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْحَكَ اَمَا عَلِمْتَ مَا اَصَابَ صَاحِبَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَهُمُ

الْبَوْلُ قَرَضُوْهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِيْ قَبْرِهِ - رواه ابو داؤد وابن ماجة ورواه النسائى عنه وعن ابى موسى ·

৩৪৩। হযরত আবদুর রহমান ইবনে হাসানা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে আসলেন। তাঁর হাতে ছিলো একটি ঢাল। তিনি ঢালটি তাঁর সামনে স্থাপন করে সেটির দিকে বসে পেশাব করলেন। কতক লোক বললো, তাঁর দিকে তাকাও, মেয়েদের মতো পেশাব করছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটা শুনলেন এবং বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়। তুমি কি ওই কথা জানো না যা বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তির ব্যাপারে ঘটেছিলো? অর্থাৎ বনি ইসরাঈল যখন পেশাব করতো, তাদের শরীরে ও কাপড়ে পেশাব লেগে গেলে কাঁচি দিয়ে তা কেটে ফেলতে হতো। তাই বনি ইসরাঈলের এক লোক (এই হুকুম মানতে) মানুষদেরকে ফিরিয়ে রাখলো। এই কারণে (মৃত্যুর পর) তাকে কবরের আযাবে লিপ্ত করে দেয়া হলো (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)। ইমাম নাসাঈ এই হাদীসটিকে আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ বনি ইসরাঈলের শরীয়তে বিধান ছিলো যে, পেশাব গায়ে লাগলে সে জায়গার চামড়া ছিলে ফেলতে হতো। কাপড়ে লাগলে ওই জায়গা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতে হতো। এদের এক বিদ্রোহী ব্যক্তি শরীয়াতের এই বিধান মানতে রাজী হলো না। বরং সে অন্যান্য বনি ইসরাঈলীকে এই হুকুম মানতে বারণ করতো। তাই তার মৃত্যুর পর তাকে আযাবে লিপ্ত করে দেয়া হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দিলেন এখানে।

٣٤٤ - وَعَنْ مَرْوَانَ الْاَصْفَرِ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُوْلُ اِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلَيْسَ قَدْ نُهِىَ عَنْ هٰذَا قَالَ بَلْ اِنَّمَا نُهِىَ عَنْ ذٰلِكَ فِىْ الْفَضَاءِ فَاِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَىْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَاْسَ - رواه ابو داؤد

৩৪৪। হযরত মারওয়ান আল-আসফার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখলাম, তিনি তার উটকে কেবলার দিকে ফিরায়ে বসালেন। তারপর নিজে বসলেন এবং উটের দিকে পেশাব করতে লাগলেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! এ কাজ কি নিষেধ করা হয়নি। উত্তরে তিনি বললেন, না, বরং খোলা জায়গায় তা নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু তোমার আর কেবলার মধ্যে কোন জিনিস আড়াল থাকলে এরূপ করতে দোষ নেই।

٣٤٥ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ - رواه ابن ماجة

৩৪৫। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা থেকে বের হতেন, এই দোয়া পড়তেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ .

"সব প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক জিনিস (পায়খানা) দূর করেছেন ও আমাকে নিরাপদ করেছেন" (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর হাজার হাজার নেয়ামত মানুষ ভোগ করে। তাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে মানুষ শেষ করতে পারবে না। এই পায়খানা-পেশাবের মতো একটা ছোট ব্যাপার অথচ তা মানুষের জীবনে বড় প্রয়োজন। তা জীবনে শান্তি আনে। এ কাজের পর মানুষ নিজে কতো সুখ ভোগ ও নিরাপদ অনুভব করে। তাই আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায়ের জন্য আল্লাহর প্রিয় রাসূল নসিহত করেছেন।

٣٤٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْهَ اُمَّتَكَ اَنْ يَّسْتَنْجُوْا بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثَةٍ اَوْ حُمَمَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ - رواه ابو داؤد

৩৪৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন জিনের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হলো তখন তারা তাঁর নিকট আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার উম্মতকে গোবর, হাড় ও কয়লা দিয়ে শৌচকাজ করতে নিষেধ করে দিন। আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে আমাদের খাদ্য হিসাবে নির্দ্ধারণ করেছেন। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো শৌচ ব্যবহার করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হাড় জিনের খাবার। তারা এগুলো খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। এভাবে গোবর এবং কয়লাও। জিনেরা স্বয়ং আল্লাহর নবীর কাছে এ কথা বলেছে এবং তাঁর উম্মত যেনো এগুলো ব্যবহার করে তাদের আহারের অনুপযোগী করে না ফেলে এজন্য ফরিয়াদ জানিয়েছে।

(٣) بَابُ السِّوَاكِ

মিসওয়াক করা

٣٤٧ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لِاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ - متفق عليه

৩৪৭। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে আমি তাদেরকে ইশার নামায দেরীতে পড়তে ও প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে অবশ্যই আদেশ দিতাম (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে দু'টি কথা বলা হয়েছে। একটি ইশার নামায বিলম্বে পড়ার কথা। আর দ্বিতীয়টি প্রতি বেলা নামাযের সময় মিসওয়াক করার কথা। ইশার নামায দেরীতে পড়া মুস্তাহাব। নামায আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য সবচেয়ে বেশী মোক্ষম ইবাদত। রাত বৃদ্ধির সাথে সাথে দিনের কোলাহল কমতে থাকে। বাড়তে থাকে রাতের নীরবতা ও নিবিড়তা। এই কোলাহলহীন নীরবতা-নিবিড়তা আল্লাহর ধ্যানে মানুষকে নিবিষ্ট চিত্তে আরাধনা করতে সহায়তা করে বেশী। তাই ইশার নামায দেরীতে পড়া ভালো। এটাকে উৎসাহিত করে হুজুর বলেছেন, উম্মতের কষ্ট হবে না জানলে আমি এই হুকুম দিয়ে এটাকে আশু করণীয় করে ফেলতাম। কষ্ট হবে তাই করলাম না। যারা করবে তারা অনেক সওয়াব পাবে।

٣٤٨ - وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىْءٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَاُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ - رواه مسلم

৩৪৮। তাবেয়ী হযরত শুরাইহ ইবনে হানী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে প্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন, মিসওয়াক (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সুরুচি ও অত্যন্ত শিষ্টাচার এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সম্পন্ন লোক ছিলেন। নিজের মুখের গন্ধ অন্য কেউ

পাবার আগেই তিনি ঘরে প্রবেশ করে মিসওয়াক করতেন। পরস্পর কথাবার্তা ও কারো সাথে মেলামেশা করার জন্যও তিনি মিসওয়াক করে নিতেন। কথিত আছে, মিসওয়াক করলে সত্তরটা উপকার হয়। এর সর্বোত্তম হলো মৃত্যুর পূর্বে কলেমা শাহাদাত স্মরণ থাকবে। শেষ পরিণতি কল্যাণকর হবে।

٣٤٩ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ - متفق عليه

৩৪৯। হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠেই মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

٣٥٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الْاِسْتِنْجَاءَ قَالَ الرَّاوِىُّ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةِ الْخِتَانُ بَدَلَ اِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ لَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلاَ فِى كِتَابِ الْحُمَيْدِىِّ وَلٰكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ وَكَذَا الْخَطَّابِىُّ فِىْ مَعَالِمِ السُّنَنِ عَنْ اَبِىْ دَاؤُدَ بِرِوَايَةِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ·

৩৫০। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দশটি বিষয় হলো প্রকৃতিগত স্বভাবের অন্তর্গত। (১) গোঁফ কাটা, (২) দাড়ি লম্বা করে রাখা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬)) আঙ্গুলের গিরাগুলো ধোয়া, (৭) বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা, (৮) গোপন অঙ্গের লোম কেটে ফেলা, (৯) শৌচ করা এবং (১০) রাবী বলেন, দশমটা আমি ভুলে গেছি, সম্ভবত তা হলো কুলী করা (মুসলিম)। অন্য এক বর্ণনায় (দ্বিতীয় জিনিসটি) দাড়ি বাড়াবার স্থলে খতনা করার কথা এসেছে।

মিশকাত শরীফের সংকলক বলেন, এই বর্ণনাটি বুখারী-মুসলিমেও আমি পাইনি, আর হুমাইদীতেও নয় (যা সহীহাইনের জামে)। অবশ্য এই রিওয়ায়াতকে সাহেবে জামে উসুল (নিজের কিতাবে) উল্লেখ করেছেন। এভাবে খাত্তাবী (র) মাআলেমুস সুনানে হাদীসটি আবু দাউদের বরাত দিয়ে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে নকল করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ যে দশটি বিশেষ কাজের উল্লেখ এই হাদীসে হয়েছে এসব কাজ বিগত দিনের সকল নবীদের শরীয়তেও সুন্নাত ছিলো। এইজন্য এই কাজগুলোকে 'সুন্নাতুল আম্বিয়া' বলা হয়। গোঁফ এভাবে কাটবে যাতে ঠোট পরিষ্কার দেখা যায়। দাড়ি অন্তত এক মুঠি পরিমাণ লম্বা থাকা উচিৎ বলে আলেমদের মত। এই ব্যাপারে হাদীস থেকে পরিমাণের কোন স্পষ্ট প্রমাণ নেই। এক মুঠির চেয়ে বেশী লম্বা হলে কোন দোষ নেই। তবে সীমার অতিরিক্ত লম্বা হওয়াও ঠিক নয়। কেউ কেউ বলেন, দাড়ি রেখেছে বলে কিছু দূর থেকে বুঝা যায়, এই পরিমাণ লম্বা হলেই চলে। দাড়ি কাটা হারাম বলে ওলামাদের মত। কারণ দাড়ি কাটলে বেদীনদের সাথে 'তাশবীহ' (সাদৃশ্য) হয়। কোন নারীর দাড়ি উঠলে তা কেটে ফেলা মুস্তাহাব।

মিসওয়াক করা ও নাকে পানি দেবার কথা আগেই আলোচনা হয়েছে। তবে ফরয গোসলে নাকে পানি দেয়া ফরয। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য নখ কাটা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অনুযায়ীও নখ কাটা আবশ্যক। ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে নখ কাটা শুরু করে ছোট আঙ্গুল পর্যন্ত কাটবে। তারপর বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুল হতে ছোট আঙ্গুল পর্যন্ত কাটবে। অতঃপর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবে, এটাই উত্তম। পায়ের নখ কাটতে ডান পায়ের ছোট আঙ্গুল হতে শুরু করে বাম পায়ের ছোট আঙ্গুল পর্যন্ত কাটবে। জুমাবারে নখ কাটা উত্তম। কাটা নখ মাটিতে পুতে রাখা মোস্তাহাব। পায়খানা-পেশাবের জায়গায় নখ ফেলা মাকরূহ।

মলদ্বার, বগল, লজ্জাস্থানের লোম লোমনাশক সাবান দ্বারাও সাফ করা যেতে পারে। সপ্তাহে একবার সাফ করবে। আঙ্গুলের গিরার প্যাঁচের ন্যায় কানের প্যাঁচ ও নাভি ধোয়ার একই নিয়ম। চল্লিশ দিনের বেশী অতিক্রম করা মাকরূহ।

'খতনা' 'শেআরে ইসলাম' মুসলিম ঐতিহ্য বলে এর গুরুত্ব খুবই বেশী। কোন এক এলাকার সকল মুসলমান খতনা না করলে কঠিন শস্তি বিধানের হুকুম রয়েছে। খতনা জন্মের দিন হতে বালেগ হবার আগে করে ফেলা উচিৎ। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে যত ছোট সময়ে খতনা করা যায়, ততই সহজ ও মঙ্গল। ক্ষত হবার আশংকা থাকে না। শিশু কিছু বুঝে না, হাত দিয়ে স্পর্শ করার বোধ সৃষ্টি হয় না ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٣٥١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ - رواه الشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ بِلاَ اِسْنَادٍ ·

৩৫১। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মিসওয়াক হলো মুখগহবর পরিষ্কারক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায় (শাফেয়ী, আহমাদ, দারিমী ও নাসাঈ)। ইমাম বুখারী হাদীসটি সনদসূত্র বাদ দিয়ে তার আস-সাহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

٣٥٢ - وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلْحَيَاءُ وَيُرْوَى الْخِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ - رواه الترمذى

৩৫২। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চার জিনিস নবী-রাসূলদের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ঃ (১) লজ্জাশীলতা, আর এক বর্ণনায় এর জায়গায় খতনার কথা বলা হয়েছে; (২) সুগন্ধি ব্যবহার করা; (৩) মিসওয়াক করা এবং (৪) বিয়ে করা (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ নবী-রাসূলদের সুন্নাত অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ এই সুন্নাত ৪টি পালন করেছেন। এখানে 'হায়া' বা লজ্জার কথা বলা হয়েছে। চরিত্রের এটা বড় ভূষণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক জায়গায় বলেছেন ঃ "লজ্জা ঈমানের অংশ"। মানুষ নিজের নফসকে খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখবে। খারাপ কথাবার্তা চর্চা থেকে বেঁচে থাকবে।

'খতনা' ইসলামের একটি 'শেআর', ঐতিহ্য। সকল নবী-রাসূলগণই জন্মগতভাবে খতনাকৃত ছিলেন। বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত আদম, শীছ, নূহ, হূদ, সালেহ, লূত, শোআইব, ইউসুফ, মূসা, সুলাইমান, যাকারিয়া, ঈসা (আ), হানজালা ইবনে সাফওয়া, এমনককি শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরও জন্মগত 'খত্না' করা ছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কেউ কেউ আবার বলেন যে, তাঁর খতনা জন্মের পর হয়েছিলো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুগন্ধি খুব ভালোবাসতেন। বর্ণিত হয়েছে, তিনি সুগন্ধি হিসাবে 'মিশক' ব্যবহার করেছেন। শরীয়াতে মুহাম্মাদীতে বিয়ের ব্যাপারেও খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিয়েকেও ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। বিয়ে করাও সুন্নাত।

٣٥٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَّلاَ نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اِلاَّ يَتَسَوَّكُ قَبْلَ اَنْ تَتَوَضَّاَ-رواه احمد وابو داؤد ·

৩৫৩। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে বা রাতে যখনই ঘুম হতে উঠতেন, উজু করার আগে মিসওয়াক করতেন (আহমদ ও আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী নবী ছিলেন। খুবই পরিকল্পিতভাবে তিনি 'কাইলুলা' (দুপুরের বিশ্রাম) করতেন। এইজন্য উম্মতদের জন্যও দুপুরে সামান্য বিশ্রাম নেয়া সুন্নাত। রাতে তিনি ঘুমাতেন। তাঁর নির্দিষ্ট সময়ে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে যেতেন। দিনের ঘুম রাতের বেলায় তাঁর তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠা সহজ করে দিতো। যেমন সাহ্‌রী খাওয়া দিনের রোযা রাখার জন্য স্বচ্ছন্দ এনে দিতো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘুম থেকে উঠতেন উজু করার আগে 'মিসওয়াক' করতেন। এ কাজ তাঁর নিত্য দিনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। ঘুম গেলেই মুখের অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটে। মিসওয়াকে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। মিসওয়াকের কারণে দাঁতের ফাঁকে কিছু আটকে থাকতে পারে না বলে দাঁত ও দাঁতের মাড়িও পরিষ্কার থাকে। আজকালের উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানে হুজুরের মিসওয়াকের গুণাগুণ ও উপকারিতা বহুলভাবে সমর্থিত। কাজেই সুস্বাস্থ্যের জন্য মিসওয়াক একটা আবশ্যকীয় কাজ।

٣٥٤ - وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَيُعْطِيْنِيْ السِّوَاكَ لِاَغْسِلَهُ فَاَبْدَاُ بِهِ فَاَسْتَاكُ ثُمَّ اَغْسِلُهُ وَاَدْفَعُهُ اِلَيْهِ - رواه ابو داؤد

৩৫৪। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করতেন। অতঃপর ধুয়ে রাখার জন্য তা আমার হাতে দিতেন। আমি (তাঁর হাত থেকে মিসওয়াক নিয়ে) প্রথমে নিজে মিসওয়াক করতাম। তারপর ধুয়ে রাখতাম ও হুজুরকে দিয়ে দিতাম (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, মিসওয়াক করার পর তা ধুয়ে রাখা প্রয়োজন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিসওয়াক ধোয়ার আগে নিজে তা দিয়ে বরকতের জন্য মিসওয়াক করতেন। তখন মিসওয়াকে হুজুরের মুখের পবিত্র লালা লেগে থাকতো। তা নিজের মুখে লাগিয়ে তারপর তা ধুয়ে ফেলতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٣٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَانِيْ فِي الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِيْ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ

فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الاَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِى كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ اِلَى الاَكْبَرِ مِنْهُمَا - متفق عليه

৩৫৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মিসওয়াক করছি। এমন সময় দু'জন লোক আমার কাছে এলো, যাদের একজন অপরজন হতে বয়সে বড়। ছোটজনকে আমি আমার মিসওয়াকটি দিতে উদ্যত হলে আমাকে বলা হলো, বড়জনকে দিন। এরপর আমি তা বড় জনকেই দিলাম (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মিসওয়াকের ফযীলতের অনেক বর্ণনা ইতঃপূর্বে দেয়া হয়েছে। এখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিসওয়াকটি বড়জনকে দেবার জন্য বলা হলো। এর দ্বারা বুঝা গেলো, তুলনামূলকভাবে ছোট হতে বয়সে বড়োর মর্যাদা বেশী। তাই তাকে দিতে বলা হয়েছে।

٣٥٦ - وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَاءَنِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَطُّ اِلاَّ اَمَرَنِىْ بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اُحْفِىَ مُقَدَّمَ فِىَّ - رواه احمد

৩৫৬। হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ জিবরীল (আ) যখনই আমার কাছে আসতেন আমাকে মিসওয়াক করার হুকুম দিতেন, এমনকি আমার ভয় হতো মিসওয়াক করতে করতে আমার মুখের সম্মুখভাগ আবার ছিলে না ফেলি (আহমাদ)।

ব্যাখা ঃ এ হাদীস থেকেও মিসওয়াক করার ফযীলাতের প্রমাণ পাওয়া গেলো। জিবরীল (আ) হুজুরের কাছে এলে তাঁকে মিসওয়াকের কথা বলতেন। এটাই তার প্রমাণ। আর হুজুর কারীমও এই হুকুম পালনে এতো মনোযোগী ছিলেন যে, মিসওয়াক তিনি বেশী বেশী করতেন। এমনকি তিনি নিজেই ভাবতেন, এতো বেশী মিসওয়াক করলে না আবার তাঁর মুখের অগ্রভাগ অর্থাৎ ঠোঁটের চামড়া উঠে যায়। অর্থাৎ তিনি বেশী মিসওয়াক করতেন।

٣٥٧ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِى السِّوَاكِ - رواه البخارى

৩৫৭। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে

মিসওয়াকের (ফযীলাত) সম্পর্কে (এর গুরুত্বের কারণে) অনেক বেশী বেশী বললাম (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও মিসওয়াক করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কোন জিনিসের গুরুত্বের ও ফযীলাতের কারণেই তা বারবার বলা হয়।

٣٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَاُوْحِيَ اِلَيْهِ فِيْ فَضْلِ السِّوَاكِ اَنْ كَبِّرْ اَعْطِ السِّوَاكَ اَكْبَرَهُمَا - رواه ابو داؤد

৩৫৮। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করছিলেন। তাঁর কাছে তখন দু'জন লোক ছিলেন। এদের একজন অপরজনের বয়জ্যেষ্ঠ ছিলো। তখন মিসওয়াকের ফযীলত সম্পর্কে ওহী নাযিল হয়েছিলো, বড়কে অগ্রাধিকার দিন এবং এই দুইজনের বড়জনকে মিসওয়াকটি দান করুন (আবু দাউদ)।

٣٥٩ - وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْضُلُ الصَّلَاةُ الَّتِيْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِيْ لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا - رواه البيهقى فى شعب الايمان

৩৫৯। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে নামাযের জন্য (উজু করার সময়) মিসওয়াক করা হয় তার ফযীলাত সত্তর গুণ বেশী ওই নামাযের চেয়ে যে নামাযে (উজু করার সময়) মিসওয়াক করা হয়নি (বায়হাকী)।

٣٦٠ - وَعَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَاَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلٰى اُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ اُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُوْمُ اِلَى الصَّلَاةِ اِلَّا اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ اِلٰى مَوْضِعِهِ - رواه الترمذى وابو داؤد الا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ «وَلَاَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ» وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৬০। হযরত যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি যদি উম্মতকে কষ্টে ফেলার আশংকা না করতাম তাহলে অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে হুকুম করতাম এবং ইশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশে পিছিয়ে দিতাম। আবু সালামা (র) বলেন, আমি দেখেছি হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযে হাজির হতেন। তার মিসওয়াক তার কানে আটকানো থাকতো, লিখকের কলম যেখানে থকে সেখানে। তিনি নামাযের জন্য যখনই দাঁড়াতেন তখনই মিসওয়াক করতেন। তারপর তা আবার ওখানে (কানে) রেখে দিতেন (তিরমিযী ও আবু দাউদ)। আবু দাউদ 'ইশার নামায পিছিয়ে দিতাম' বাক্য ছাড়া বাকীটুকু বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

(৬) بَابُ سُنَنِ الْوُضُوْءِ

(উজুর নিয়ম-কানুন)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٣٦١ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِّنْ نَّوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ - متفق عليه

৩৬১। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠলে নিজের হাত যেনো পানির মধ্যে ডুবিয়ে না দেয়, যে পর্যন্ত তা তিনবার ধুয়ে না নিবে। কারণ সে জানে না রাতে তার হাত কোথায় কোথায় গিয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আরবদেশে পানির বড্ড অভাব ছিলো। আজকাল আরবে সে অভাবের কথা মনে হয় না। এই কারণে তৎকালে আরবে পায়খানা-পেশাবের পর ঢিলা দ্বারা শৌচকাজ সমাধা করা হতো। আরবদেশে বড় গরম। রাতে ঘুমাবার পর সারা দেহ ঘামিয়ে থাকে। ইস্তেঞ্জার জায়গায় ঘাম এসে থাকতো। ঘুমের ঘোরে অবচেতন অবস্থায় কোন হাত এসব ঘামের জায়গায় গিয়ে থাকতে পারে। এই কারণে ঘুম থেকে উঠার পরই মানুষেরা যেনো পানির ভাণ্ডে হাত ডুবিয়ে না দেয়, বরং আগে ভাণ্ড কাত করে পানি নিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে। তারপর ভাণ্ডে হাত দিয়ে পানি

ব্যবহার করবে। পাক-পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য করেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নির্দেশ দিয়েছন।

٣٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِّنْ مَّنَامِهٖ فَتَوَضَّاَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثًا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهٖ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَقِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّاُ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَاْسَهٗ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَاْسِهٖ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَاَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَّالنَّسَائِيُّ وَلِاَبِيْ دَاوُدَ نَحْوَهٗ ذَكَرَهٗ صَاحِبُ الْجَامِعِ . وَفِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ تَوَضَّاْ لَنَا وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِاِنَاءٍ فَاَكْفَاَ مِنْهُ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَّاحِدٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فَاسْتَخْرَجَ فَمَسَحَ بِرَاْسِهٖ فَاَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَاَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِيْ رِوَايَةٍ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَاْسِهٖ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَاَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ . وَفِيْ رِوَايَةٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ . وَفِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَّاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثًا . وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَمَسَحَ رَاْسَهٗ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ مَرَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ

رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۔ وَفِىْ اُخْرٰى لَهٗ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ -

৩৬২। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠবে ও উজু করবে, সে যেনো তিনবার নাকে পানি দিয়ে (নাক) ঝেড়ে ফেলে। কেনোনা শয়তান রাতে তার নাকের বাঁশিতে রাত যাপন করে (বুখারী ও মুসলিম)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উজু করতেন? এ কথা শুনে তিনি উজুর জন্য পানি আনালেন, দুই হাতের উপর তা ঢাললেন। দুই হাত (কব্জি পর্যন্ত) দুইবার ধুইয়ে নিলেন। এরপর তিনবার করে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর তিনবার মুখ ধুইলেন। অতঃপর হাত কনুই পর্যন্ত দুইবার করে ধুইলেন। এরপর দুই হাত দিয়ে 'মাথা মাসেহ' করলেন। (মসেহ এভাবে করলেন) দুই হাতকে মাথার সম্মুখভাগ হতে পেছনের দিকে নিয়ে আবার পেছন হতে সম্মুখভাগে নিয়ে এলেন। অর্থাৎ তিনি তার মাথার সামনে থেকে শুরু করে দুই হাতকে পেছনের দিকে গর্দান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর আবার উল্টা দিকে যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে দুই হাত নিয়ে এলেন। এরপর দুই পা ধুইলেন (মালেক ও নাসাঈ)। আবু দাউদেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। জামেউল উসুল-এর গ্রন্থকার একথা বলেছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিমকে বলা হলো, যেভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু করতেন ঠিক সেইভাবে আপনি আমাদের সামনে উজু করুন। তাই আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পানি আনালেন। ভাণ্ড কাত করে পানি নিয়ে দুই হাতের উপর পানি ঢেলে তিনবার হাত ধুয়ে নিলেন। এরপর ভাণ্ডের ভিতর হাত ঢুকিয়ে পানি এনে এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এভাবে তিনি তিনবার করলেন। তারপর আবার নিজের হাত ভাণ্ডে ঢুকিয়ে পানি এনে তিনবার তার মুখমণ্ডল ধুইলেন। আবার ভাণ্ডে হাত ঢুকিয়ে পানি এনে নিজের মাথা মাসেহ এভাবে করলেন, প্রথমে নিজের হাত দুইটি সামনে থেকে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। আবার পেছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে এলেন, তারপর নিজের দুই পা গিরা পর্যন্ত ধুইলেন। তারপর বললেন, অনুরূপ ছিলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজু।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে (মসেহ করার জন্য), নিজের দুই হাতকে সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। আবার পেছনের দিক

থেকে সামনে নিয়ে এলেন। অর্থাৎ মাথার সামনের অংশ হতে 'মসেহ' শুরু করে দুই হাত গর্দান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর আবার গর্দান থেকে শুরু করে হাত ওখানে নিয়ে এলেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন। তারপর নিজের দুই পা ধুইলেন।

বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় এভাবে বলা হয়েছে, তিনি এক কোষ দিয়ে কুলি করলেন, আর নাকে পানি দিলেন। এভাবে তিনবার করলেন।

বুখারীর বর্ণনার শব্দ হলো, তারপর তিনি মাথা মাসেহ করলেন। নিজের দুই হাতকে সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। আবার পিছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে এলেন। আর এটা তিনি একবার করেছেন। তারপর টাখনু পর্যন্ত দুই পা ধুইলেন।

বুখারীরই এক বর্ণনার শব্দ হলো, অতঃপর তিনি কুলি করলেন ও নাক ঝাড়লেন তিনবার এক কোষ পানি দিয়ে।

ব্যাখ্যা ঃ শয়তান নাকের বাঁশিতে রাত যাপন করে, এসব কথার কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করাই উচিৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন সেভাবেই বিশ্বাস করা ভালো। তবে কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, নাকের বাঁশিতে রাতে আঠাল তরল পদার্থ জমা হয়। তা মগজের জন্য ক্ষতিকর। এতে কোন বিপদ ঘটার আশায় শয়তান খুশী হয়। তাই নাক পরিষ্কার রাখা জরুরী।

উম্মতের জন্য সহজ করার নিয়তে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে উজু করেছেন। কখনো কোন অংশ একবার কি দুইবার ধুয়েছেন, আবার কখনো তিনবার। কখনো কুলি ও নাক ধোয়ার জন্য এক কোষ পানি খরচ করেছেন। আবার কখনো প্রত্যেকটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা পানি নিয়েছেন। তবে মাথা মাসেহ ব্যতীত তিনি হাত-পা ও মুখ তিনবার করেই ধুয়ে নিতেন। কাজেই এ হাদীসে উজুর ব্যাপারে কথা বিভিন্ন রকম মনে হলেও মূলত এক। এসব বর্ণনায় পরস্পর কোন বিরোধ নাই। ইমামগণও হাদীসে বর্ণিত সব রকমেই উজু করাকে ঠিক মনে করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) কুলি ও নাক ঝাড়ার জন্য পৃথক পৃথকভাবে পানি নেয়াকে উত্তম মনে করেছেন।

٣٦٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَزِدْ عَلٰى هٰذَا - رواه البخارى

৩৬৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার করে উজু করলেন (অর্থাৎ উজুর অঙ্গগুলো একবার করে ধুইলেন), এর বেশী ধুইলেন না (বুখারী)।

٣٦٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ - رواه البخارى

৩৬৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজুর অঙ্গগুলোকে দুইবার করে ধুইলেন (বুখারী)।

٣٦٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ اَنَّهُ تَوَضَّاَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ اَلاَ اُرِيْكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّاَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا - رواه مسلم

৩৬৫। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি 'মাকায়েদ' নামক স্থানে বসে উজু করছিলেন এবং বলছিলেন, আমি তোমাদেরকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজু করে দেখাবো না? অতঃপর তিনি উজুর অঙ্গগুলো তিন তিনবার করে ধইলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসগুলোতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার, দুইবার ও তিনবার করে উজুর স্থানগুলোকে ধুইবার কথা উল্লেখ হয়েছে। তবে একথারও প্রমাণ আছে যে, তিনি বেশীরভাগ সময়ই তিনবার করে উজুর স্থানগুলো ধুইতেন। এই সবই তিনি উম্মতের কাজ সহজ করে ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য করেছেন। তিনবার করে ধোয়াই উত্তম। পানির অভাবে, সময়ের অভাবে বা অন্য কোন সঙ্গত কারণে দুইবার কি একবার করে ধুইলেও চলবে। তবে একবার করে ধুইলে লক্ষ্য রাখতে হবে উজুর জায়গা যেনো পরিপূর্ণভাবে ধোয়া হয় এবং ফরযের হক আদায় হয়। মনে রাখতে হবে মাথা মাসেহ একবারই করতে হবে। কারণ কোন হাদীসেই মাথা মাসেহ একবারের বেশী উল্লেখ নেই। উজুর স্থান তিনবার করে ধোয়ার উল্লেখ আছে যেসব হাদীসে সেসব হাদীসেও মাথা মাসেহ একবারই উল্লেখিত হয়েছে।

٣٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَّكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّئُوْا وَهُمْ عُجَّالٌ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ وَاَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ - رواه مسلم

৩৬৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কা হতে মদীনায় ফিরে যাবার পথে একটি পানির কূপের কাছে পৌছলাম। আমাদের কেউ কেউ আসরের নামাযের সময় দ্রুত উজু করতে গেলেন এবং তাড়াহুড়া করে উজু করলেন।

এরপর আমরা তাদের কাছে পৌঁছলাম। দেখলাম তাদের পায়ের গোড়ালি শুকনা, চকচক করছে। ওই জায়গায় পানি পৌঁছেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হায়! হায়! (শুকনা) গোড়ালির লোকেরা জাহান্নামে যাবে, তোমরা পূর্ণরূপে উজু করো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ পা ধোয়া ফরয। কাজেই পায়ের গোড়ালি শুক্না থাকলে উজু হবে না। আর উজুর জন্য এ রকম তাড়াহুড়া করাও ঠিক নয়। কারণ তাড়াহুড়া করার জন্য যদি উজুই না হলো তবে তো নামাযও হবে না। আর খালি পায়ে মাসেহ করার কোন বিধান নেই। এসব লোক পা না ধুয়ে মাসেহ করেছে একথা বলারও কোন অবকাশ নেই। কাজেই বিনা উজুতে নামায পড়লে এসব নামাযীর জন্য জাহান্নামের আযাবের ভয় আছে।

৩৬৭ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ - رواه مسلم

৩৬৭। হযরত মুগীরা ইবনে শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু করলেন। তিনি কপালের চুলের উপর, পাগড়ীর উপর এবং মোজার উপর মাসেহ করলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ কুরআনে মাথা মহেস করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মাথার কত অংশ মসেহ করতে হবে তা বলা হয়নি। এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম মালিক (র) গোটা মাথা মাসেহ করা ফরয বলেছেন। ইমাম শাফিয়ী (র) বলেছেন, মাথার সামান্য অংশ মাসেহ করলেই ফরয আদায় হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র) মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা ফরয বলেছেন। বাকীটুকু মাসেহ করা তাঁর মতে মুস্তাহাব। এই হাদীস তার দলীল। কেনোনা 'নাসিয়া' বলে মাথার সামনের দিকের চার ভাগের এক ভাগকে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে পাগড়ীর উপর মাসেহ করলে ফরয আদায় হবে, যদি মাসেহের আগে উজু করে পাগড়ী বাঁধা হয়ে থাকে। অন্য ইমামগণের মতে ফরয আদায় হবে না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। প্রিয় নবী ফরয আদায়ের জন্য প্রথমে 'নাসিয়া' মাসেহ করেন। তারপর এটাকে আরো উত্তম করার জন্য পাগড়ীর উপরই মাসেহ করেছেন, এরপর মোজার উপর।

৩৬৮ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِىْ شَاْنِه كُلِّه فِىْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِه - متفق عليه

৩৬৮। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সব কাজই যথাসম্ভব ডান দিক হতে আরম্ভ

করতে পছন্দ করতেন। পাক-পবিত্রতা অর্জনে, মাথা আঁচড়ানোয় ও জুতা পরনে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ সকল ভালো কাজই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিক থেকে শুরু করতেন যতোটা সম্ভব। তাহারাত অর্জন অর্থাৎ উজু করার সময় ডান হাত ডান পা আগে ধুইতেন। তারপর বাম হাত ও বাম পা। যেসব কাজে কোন মর্যাদা নেই সেসব কাজ বাম দিক হতে শুরু করতেন। যেমন তিনি পায়খানায় যেতে বাম পা আগে রাখতেন। মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা আগে বের করতেন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٣٦٩ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَبِسْتُمْ وَاِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِاَيَامِنِكُمْ - رواه احمد وابو داؤد

৩৬৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন কিছু পরবে অথবা উজু করবে, ডান দিক থেকে শুরু করবে (আহমাদ ও আবু দাউদ)।

٣٧٠ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ - رواه الترمذى وابن ماجة ورواه احمد وابو داؤد عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَالدَّارِمِىُّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ وَزَادُوْا فِىْ اَوَّلِهِ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَّ وُضُوْءَ لَهُ ·

৩৭০। হযরত সাঈদ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নাম পড়ে উজু শুরু করেনি তার উজু হয়নি (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)। কিন্তু আহমাদ ও আবু দাউদ এই হাদীসটি আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে, দারেমী আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে ও তিনি তাঁর আব্বা হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ প্রমুখ তাদের বর্ণনায় আরো আছে ঃ যার উজু হয়নি তার নামাযও হয়নি।

ব্যাখ্যা ঃ সব কাজের শুরুতেই 'বিসমিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করার তাকীদ হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে, যে কাজ আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করা হয়নি তা অসম্পূর্ণ। হাদীসে বিশেষ করে উজুর শুরুতে যে ব্যক্তি

‘বিসমিল্লাহ অর্থাৎ ‘আল্লাহর নামে শুরু করছি’ না বলে উজু শুরু করেছে, তার উজুই হয়নি তা তাকীদের জন্য বলা হয়েছে। এ কারণেই ইমাম আহমাদ উজুর শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা ‘ওয়াজিব’ বলেছেন। তবে জমহুর ওলামার মতে তা সুন্নাত।

উজুর শুরুতে ওলামায়ে সালাফ “সোবহানাল্লাহিল আজীম ওয়া বিহামদিহি” পড়তেন বলে বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ “আউজুবিল্লাহ” পড়ার পর “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম” পড়া উত্তম বলেছেন। তবে উজুর পূর্বে “বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদুল্লিাহি আলা দীনিল ইসলাম” পড়াই বেশী খ্যাত।

٣٧١ - وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَخْبِـرْنِىْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِىْ الْاِسْتِنْشَاقِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا - رواه ابو داؤد والترمـذى والنسـائى وروى ابن مـاجـة والدارمى الى قوله بَيْنَ الْاَصَابِعِ ·

৩৭১। হযরত লাকীত ইবনে সাবিরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উজু সম্পর্কে বলুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উজুর অঙ্গগুলো পরিপূর্ণভাবে ধুইবে। আঙ্গুলগুলোর মধ্যে (আঙ্গুল ঢুকিয়ে) খিলাল করবে। উত্তমভাবে নাকে পানি পৌঁছাবে যদি রোযাদার না হও (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)। ইবনে মাজা ও দারেমী “আঙ্গুলগুলোর মধ্যে” পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত লাকীত ইবনে সাবিরার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো কিভাবে উজু করলে উজু উত্তম হবে, সওয়াবও বেশী পাওয়া যাবে। হুজুর জবাবে বললেন, পরিপূর্ণভাবে উজু করবে, যাতে উজুতে কোন খুঁত না থাকে। অর্থাৎ উজুর ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে সব কাজ করবে। এইজন্যই হাদীসে হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করে উজু করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। অসাবধানতা বশত যেনো কোন আঙ্গুলের ভিতরের কোন জায়গা শুকনা না থেকে যায়। নাকে পানি দেবার ব্যাপারেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কতা অবলম্বন করার কথা বলেছেন। তবে রোযাদার হলে নাকের ভিতরে যেনো পানি চলে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

٣٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّاْتَ فَخَلِّلْ اَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ - رواه الترمـذى وروى ابن مـاجـة نحوه وقال الترمذى هذا حديث غريب ·

৩৭২। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন উজু করবে, হাতের ও পায়ের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে (আঙ্গুল ঢুকিয়ে) খিলাল করবে (তিরমিযী)। ইবনে মাজাও একইরূপ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী (র) বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।

٣٧٣ - وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّاَ يَدْلُكُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ - رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة

৩৭৩। হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উজু করার সময় দেখেছি যে, তিনি বাম হাতের ছোট আঙ্গুল দিয়ে দুই পায়ের আঙ্গুলগুলো কচলাতেন (আহমাদের বর্ণনায় খিলাল করতেন; তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

٣٧٤ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّاَ اَخَذَ كَفًّا مِّنْ مَّاءٍ فَاَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ - رواه ابو داؤد

৩৭৪। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'উজু' করার সময় এক কোষ পানি নিয়ে চিবুকের নিচে দাড়িতে প্রবেশ করিয়ে তা দিয়ে খিলাল করে নিতেন এবং বলতেন ঃ আমার 'রব' আমাকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ উজুতে দাড়ি খিলাল করা মুস্তাহাব। দাড়ির নিচের দিক দিয়ে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে উপরের দিক দিয়ে বের করে নেবে। এটাই দাড়ি খিলাল। দাড়ি পাতলা হলে মুখমণ্ডলের সীমা পর্যন্ত দাড়ির নিচের চামড়া ধোয়া ফরয। দাড়ি ঘন হলে ভিতরের চামড়া দেখা না গেলে মুখমণ্ডলের সীমা পর্যন্ত দাড়ির উপরিভাগ ধোয়া ফরয। এই ধরনের ঘন দাড়ির নিচের দিক খিলাল করা সুন্নাত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মোবারক ছিলো বেশ ঘন।

٣٧٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ - رواه الترمذى والدارمى

৩৭৫। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু করার সময় নিজের দাড়ি খিলাল করতেন (তিরমিযী ও দারেমী)।

٣٧٦ - وَعَنْ اَبِىْ حَيَّةَ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّاَ فَغسَلَ كَفَّيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلٰثًا وَّاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا وَّغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا وَّذِرَاعَيْهِ ثَلٰثًا وَّمَسَحَ بِرَاْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَاَخَذَ فَضْلَ طَهُوْرِهٖ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه الترمذى والنسائى

৩৭৭। তাবেয়ী হযরত আবু হাইয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে উজু করতে দেখেছি। তিনি (প্রথম) নিজের হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে পরিষ্কার করে নিলেন। এরপর তিনবার কুলি করলেন। তিনবার নাকে পানি দিলেন। তিনবার মুখমণ্ডল ও তিনবার করে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিলেন। এরপর একবার মাথা মাসেহ করলেন। তারপর দুই পা গিরা পর্যন্ত ধুইলেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং উজুর বাকী পানিটুকু নিয়ে তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উজু করেছেন তা আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাই (তিরমিযী ও নাসাঈ)।

ব্যাখ্যা ঃ দাঁড়িয়ে পানি পান করাতে কোন দোষ নেই, এ হাদীস থেকে তা বুঝা যায়। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, এটা যমযম ও উজুর পানির বৈশিষ্ট্য। অন্য পানি বসে বসেই পান করতে হবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উজুর পানির বরকতের জন্য তা পান করেছেন।

٣٧٧ - وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ نَحْنُ جُلُوْسٌ فَنَنْظُرُ اِلٰى عَلِيٍّ حِيْنَ تَوَضَّاَ فَاَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى فَمَلاَ فَمَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى فَعَلَ هٰذَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى طُهُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهٰذَا طُهُوْرُهٗ - رواه الدارمى

৩৭৭। তাবেয়ী হযরত আবদে খায়ের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বসে বসে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে দেখছিলাম। তিনি উজু করছিলেন। তিনি ডান হাত ডুবিয়ে দিয়ে পানি উঠিয়ে মুখ ভরে কুলি করলেন। নাকে পানি দিলেন। বাম হাত দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তিনি তিনবার এরূপ করলেন, তারপর বললেন, কেউ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজু (করার পদ্ধতি) দেখে আনন্দ লাভ করতে চায় তাহলে এরূপই ছিলো তাঁর উজু (দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণনাকরীর উদ্দেশ্য ছিলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজু করার সময় কুলি করা ও নাকে পানি দেবার অবস্থা বর্ণনা করা। তাই তিনি এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, অবশিষ্ট উজুর অবস্থা সম্ভবত সকলে জানতেন বলে আর বর্ণনা করেননি।

٣٧٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَّاحِدٍ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلٰثًا - رواه ابو داؤد والترمذى

৩৭৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করেছেন ও নাকে দিয়েছেন। এভাবে তিনি তিনবার করেছেন (আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

٣٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَاْسِهِ وَاُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِاِبْهَامَيْهِ - رواه النسائى

৩৭৯। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথা ও দুই কান মাসেহ করেছেন। কানের ভিতরাংশ নিজের দুই শাহাদাত আঙ্গুল ও উপরিভাগ বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে মাসেহ করেছেন (নাসাঈ)।

٣٨٠ - وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ اَنَّهَا رَاَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ فَمَسَحَ رَاْسَهُ مَا اَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا اَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَاُذُنَيْهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً - وَّفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ تَوَضَّاَ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ جُحْرَىْ اُذُنَيْهِ - رواه ابو داؤد وروى الترمذى الرواية الاولى واحمد وابن ماجة الثانية .

৩৮০। হযরত রুবাই বিনতে মোআব্বিজ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উজু করতে দেখেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মসেহ করলেন সম্মুখ দিক ও পেছনের দিক (অর্থাৎ গোটা মাথা), দুই কানপট্টি ও দুই কান একবার করে। অপর বর্ণনায় আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু করলেন এবং দুই আঙ্গুল দুই কানের ছিদ্রে প্রবেশ করালেন (আবু দাউদ)। তিরমিযী প্রথম রিওয়ায়াতটি এবং আহমাদ ও ইবনে মাজা দ্বিতীয় রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো মাথা মাসেহ করার জন্য যে পানি নিয়েছেন তা দিয়েই কান মাসেহ করেছেন। মাথা ও কান একবার করেই মাসেহ করেছেন। এ বিষয়ে

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহে শুধু একবারের কথাই রয়েছে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। তবে দুই বা তিনবারও করা যেতে পারে যদি একই পানি দিয়ে হয়। ইমাম মালিক ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতও একবারেরই।

٣٨١ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ رَاَىْ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاَ وَاَنَّهُ مَسَحَ رَاْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ - رواه الترمذى ورواه مسلم مع زوائد

৩৮১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উজু করতে দেখেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মাসেহ করলেন তাঁর দুই হাতের উদ্বৃত্ত পানি ভিন্ন অন্য পানি দিয়ে (তিরমিযী; মুসলিম আরো কিছু বেশী বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ মাথা মাসেহ করার জন্য পৃথক পানি নেয়াই উত্তম। তবে হাত ধোয়ার পর হাতের তালুতে লেগে থাকা পানি দিয়েও মাসেহ করা জায়েয। এর সমর্থনেও হাদীস আছে।

٣٨٢ - وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ ذَكَرَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ وَقَالَ اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ رواه ابن ماجة وابو داؤد والترمذى وَذَكَرَا قَالَ حَمَّاد لاَّ اَدْرِىْ اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ مِنْ قَوْلِ اَبِىْ اُمَامَةَ اَمْ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৩৮৪। হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর উজুর কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, উজুর সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখের দুই কোণ কচলালেন এবং বললেন, কান দুইটি মাথারই অংশ (ইবনে মাজা, আবু দাউদ ও তিরমিযী)। আবু দাউদ ও তিরমিযী একথাও বর্ণনা করেছেন যে, এই হাদীসের অধস্তন রাবী হাম্মাদ বলেছেন, আমি জানি না "কান দুইটি মাথারই অংশ", এ কথাটা কার, আবু উমামার না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের?

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে "মাক" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কামুস লুগাতে 'মাক' বলা হয়েছে নাকের নিকটবর্তী চোখের দুই কোণকে। আর জাওহারী বলেছেন, 'মাক' হলো চোখের দুই পাশের দুই কোণ।

তাই সবচেয়ে ভালো হলো উজু করার সময় দুই চোখের দুই প্রান্তের কোণকেই কচলিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। তাহলে চোখের ভিতরে ময়লা পিচুটি যা চোখের দুই কোণ দিয়েই বের হয়, কচলিয়ে ধোয়ার সাথে সাথে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হাদীসের বর্ণনায় অর্থাৎ 'কান দুইটি মাথার অংশ' কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, কান মাথার অংশ হিসাবে মাথা মাসেহ করার সাথেই কানও মাসেহ করতে হবে। আর একথাও বুঝা যায়, মাথা মাসেহ করার পর হাতে যে পানি অবশিষ্ট থাকে তা দিয়েই কান মাসেহ করতে হবে। কান মাসেহ করার জন্য পৃথক পানি নেবার প্রয়োজন নেই।

প্রথম হুকুমের ব্যাপারে চার ইমামই একমত। কিন্তু দ্বিতীয় হুকুমের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আযম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বলেন, মাথা মাসেহ করার পর যে পানি হাতে থাকবে তা দিয়েই কান মাসেহ করে নিতে হবে, পৃথক পানি নেবার প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ হাদীসই এই মতের পক্ষে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কান মাসেহ করার জন্য আলাদা পানি নিতে হবে। মাথা মাসেহ করার পর হাতে যে পানি বাকী থাকবে তা দিয়ে কান মাসেহ করা যথেষ্ট নয়। হাদীসের একটি বর্ণনা আছে এই মতের পক্ষে। দুই বর্ণনার ব্যাপারে এমনও হতে পারে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় মাথা মাসেহর পানি দিয়েই কান মাসেহ করেছেন। কোন কোন সময় হয়তো কোন কারণে হাতের আঙ্গুল ভিজা না থাকলে, শুকিয়ে গেলে তিনি নতুন করে পানি নিয়ে কান মাসেহ করেছেন। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

٣٨٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْئَلُهُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَاَرَاهُ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ اَسَاءَ وَتَعَدّٰى وَظَلَمَ - رواه النسائى وابن ماجة وروى ابو داؤد معناه ·

৩৮৩। হযরত আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে উজু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাকে তিন তিনবার করে (প্রতিটা উজুর অঙ্গ ধুয়ে) দেখালেন, এরপর বললেন ঃ এই হলো উজু। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বাড়ালো খারাপ করলো, সীমা লংঘন করলো ও জুলুম করলো (নাসাঈ, ইবনে মাজা) আবু দাউদ অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে উজুর শেষ কথা বলে দেয়া হয়েছে। বেদুইনের প্রশ্নের জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজুর অঙ্গকে তিন তিনবার করে ধুয়ে বলে দিলেন, এটা পরিপূর্ণ উজু। যে এর চেয়ে বেশী করবে সে কোন ভাল কাজ করলো না, বরং ক্ষতির কাজ করলো। এই ক্ষতির বর্ণনা দিতে গিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কথা বলেছেন ঃ এক–খারাপ করলো। কারণ সুন্নাত ছেড়ে দিলো। দুই–সুন্নাতের সীমা লংঘন করলো। তিন–হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পদ্ধতির বিপরীত করে নিজের উপর জুলুম করলো।

٣٨٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْقَصْرَ الْاَبْيَضَ عَنْ يَّمِيْنِ الْجَنَّةِ قَالَ اَىْ بُنَىَّ سَلِ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهٖ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ يَّعْتَدُوْنَ فِى الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ - رواه احمد وابو داؤد وابن ماجة

৩৮৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি তার ছেলেকে এই দোয়া করতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাতের ডান দিকে সাদা বালাখানাটি চাই এ কথা শুনে তিনি বললেন, হে আমার ছেলে! তুমি আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও, আর জাহান্নামের আগুন থেকে পানাহ চাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অচিরেই এই উম্মাতের মধ্যে এমন লোকের জন্ম হবে যারা পবিত্রতা অর্জন ও দোয়ার ব্যাপারে সীমা লংঘন করবে (আহমাদ, ইবনে মাজা ও আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ছেলেকে শর্ত দিয়ে দোয়া করতে নিষেধ করার কারণ হলো, আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় কোন শর্ত আরোপ ঠিক নয় এবং বান্দার বন্দেগীর শান নয়। এটা অনেকটা ফয়সালা দিয়ে ফেলার মতো হয়ে যায়। আর জান্নাতের কোন বিশেষ জায়গা চাওয়া বা কোন বিশেষ জায়গা নির্দিষ্ট করা একটা অর্থহীন ও অসমীচীন কাজ। তাই তিনি ছেলেকে বললেন, আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও। আর জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করো। জান্নাতে আল্লাহ তোমাকে মর্যাদার সে জায়গায় আসীন করা দয়া করে মঞ্জুর করবেন, দিবেন। এইজন্য পিতা পুত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধ অনুযায়ী দোয়া ও উজুর ব্যাপারে (পবিত্রতা অর্জনে) সীমা অতিক্রম করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٥ - وَعَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُّقَالُ لَهُ الْوَلَهَانُ فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ - رواه الترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِـذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَّلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ لِاَنَّا لاَ نَعْلَمُ اَحَداً اَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَةَ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ عِنْدَ اَصْحَابِنَا ٠

৩৮৫। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (ওয়াসওয়াসা দেবার) জন্য উজুর ক্ষেত্রে একটি শয়তান রয়েছে। এই শয়তান হলো ওয়ালাহান। তাই উজু করার সময় পানির ওয়াসওয়াসা হতে সতর্ক থাকবে (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব, সনদ দুর্বল। রাবী খারেজা ইবনে মোসহাব মুহাদ্দিসদের মতে সবল নয়। অথচ তিনি ছাড়া অপর কেউ এ হাদীসকে মারূফ সূত্রে বর্ণনা করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ 'ওয়ালাহান' শব্দের অর্থ হলো জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হতে থাকা, হয়রান হওয়া। শয়তানের এই নাম হবার কারণ হলো, সে মানুষের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে। মানুষকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলে। উজুর সময়ও সে মানুষের মনে পানির পবিত্রতা, উজু হলো কি না এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। এজন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পানির ওয়াসওয়াসা হতে বেঁচে থাকো। মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হতে দিও না।

٣٨٦ - وَعَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّاَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ - رواه الترمذى

৩৮৬। হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি উজু করার পর নিজের কাপড়ের আচল দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল মুছে ফেললেন (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু শেষ করার পর নিজের চাদর বা রুমাল দিয়ে উজুর পানি মুছে ফেলতেন। এভাবে উজুর পানি কাপড়-চোপড় দিয়ে মুছে ফেলা জায়েয। বস্তুত হযরত ওসমান, আনাস, হাসান ইবনে আলীও এ কথাই বর্ণনা করেছেন। হানাফী মাযহাবমতে অহংকারবশে মুছলে মাকরূহ হবে। আর অহংকার ছাড়া মুছলে জায়েয।

ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব অনুযায়ী উজু বা গোসলের পর কাপড় দিয়ে গায়ের পানি মোছা ঠিক নয়। মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা একবার হুজুরের উজু করার পর

পানি মোছার জন্য রুমাল নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, পানি মুছেননি, উজুর স্থান হতে পানি টপকিয়ে ফেললেন।

٣٨٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يُّنَشِّفُ بِهَا اَعْضَاءَهُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ. رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَاَبُوْ مُعَاذٍ الرَّاوِىُّ ضَعِيْفٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ .

৩৮৭। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক খণ্ড কাপড় ছিলো। এই কাপড় দিয়ে উজু করার পর তিনি তাঁর শরীরের ভিজা অংশগুলো মুছে নিতেন (তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি তেমন সবল নয়। এর একজন বর্ণনাকারী আবু মুয়ায মুহাদ্দেসীনের কাছে দুর্বল।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে শুধু দুর্বলই বলেননি, বরং আরো বলেছেন, উজুর পর ভিজা অঙ্গসমূহ কাপড় দিয়ে মুছে ফেলার সমর্থনে কোন সহীহ হাদীস নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে একদল সাহাবা ও তাবেয়ী উজুর পর হাত মুছে ফেলার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু তাদের এই অনুমতিও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা বা কাজ দ্বারা নয়, বরং তা তাদের নিজস্ব নিজস্ব মত দ্বারা। শাফিয়ী (র) এই মত গ্রহণ করেছেন।

এ কথার জবাবে হানাফী ওলামা বলেন, এটা সাহাবাদের নিজস্ব রায় এ কথা হতে পারে না। কারণ হযরত ওসমান, আনাস, হাসান ইবনে আলীর মতো এতো বড় মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে জীবন উৎসর্গকারী সাহাবাগণ নিজেদের মত অনুযায়ী দীনের ব্যাপারে এমন কথা বলে দেবেন তা ধারণার অতীত। কাজেই তাদের কাজের ভিত্তি হাদীসই ছিলো। তাছাড়া কারো রায় অনুযায়ী আমল করার চেয়ে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা অনেক উত্তম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٣٨٨ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ اَبِىْ صَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ جَعْفَرٍ هُوَ مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ حَدَّثَكَ جَابِرٌ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاَ مَرَّةً مَرَّةً وَّمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلٰثًا ثَلٰثًا قَالَ نَعَمْ - رواه الترمذى وابن ماجة .

৩৮৮। তাবেয়ী হযরত সাবেত ইবনে আবু সফিয়্যা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত জাফর সাদেকের পিতা মুহাম্মদ বাকেরকে বললাম, আপনার কাছে কি হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এক একবার, কখনো দুই দুইবার, আবার কখনো তিনবার করে উজুর অঙ্গগুলো ধৌত করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)।

٣٨٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هُوَ نُوْرٌ عَلَى نُوْرٍ ·

৩৮৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দুইবার করে উজুর অঙ্গ ধুইলেন, এরপর বললেন, এটা হলো নূরের উপর নূর।

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো উজুর অঙ্গগুলোকে একবার করে ধুইলে ফরয আদায় হয়ে যায়। আর ফরয একটা নূর। এরপর আর একবার করে ধুইলে সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। আর সুন্নাত ও একটা নূর। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের উপর নূর বলেছেন।

٣٩٠ - وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا وَقَالَ هٰذَا وُضُوْئِىْ وَوُضُوْءُ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِىْ وَوُضُوْءُ اِبْرَاهِيْمَ رَوَاهُمَا رَزِيْن وَالنَّوَوِىُّ ضَعَّفَ الثَّانِىْ فِىْ شَرْحِ مُسْلِمٍ ·

৩৯০। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তিনবার করে উজুর অঙ্গসমূহ ধৌত করেছেন। এরপর বলেছেন, এটা হলো আমার ও আমার আগেকার সব নবীদের উজু এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজু। এই দু'টি হাদীস ইমাম রাযীন বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী "শরহে মুসলিমে দ্বিতীয় হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব নবীদের কথা বলার পর হযরত ইবরাহীমের নাম উল্লেখ করেছেন। এটাকে আরবী পরিভাষায় 'তাখসিস বাদা তামীম' বলা হয়। অর্থাৎ আমভাবে বলার পর খাস করা। 'সকল নবীদের উজু করার নিয়ম এই ছিলো' বলার পর হযরত ইবরাহীমের নাম উল্লেখ করার কারণ হলো তিনি পাক-পবিত্রতার প্রতি খুব সতর্ক থাকতেন।

٣٩١ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَكَانَ اَحَدَنَا يَكْفِيْهِ الْوَضُوْءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ - رواه الدارمى

৩৯১। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের জন্য উজু করতেন। আর আমাদের জন্য পর্যন্ত উজু নষ্ট বা ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত এক উজুই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন করে উজু করা প্রথম প্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ফরয ছিলো। পরে তা রহিত (মানসুখ) হয়ে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ়চেতা ছিলেন। প্রত্যেক নামাযের সময়ই তিনি তাজা উজু করতেন।

٣٩٢ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَرَاَيْتَ وُضُوْءَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِراً كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّنْ اَخَذَهُ قَالَ حَدَّثَتْهُ اَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِىْ عَامِرِ الْغَسِيْلِ حَدَّثَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اُمِرَ بِالْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِراً كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَّوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوْءُ اِلاَّ مِنْ حَدَثٍ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَرٰى اَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلٰى ذٰلِكَ فَفَعَلَهُ حَتّٰى مَاتَ - رواه احمد

৩৯২। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হিব্বান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের ছেলে হযরত ওবায়দুল্লাহকে বললাম আমাকে বলুন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কি প্রত্যেক নামাযের জন্য উজু করতেন, চাই উজু থাকুক কিনা থাকুক, আর তিনি কার থেকে এই আমল অর্জন করেছেন? হযরত ওবায়দুল্লাহ (র) বললেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট হযরত আসমা বিনতে যায়দ ইবনে খাত্তাব এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা আবু আমের আল্-গাসীল রাদিয়াল্লাহু আনহু এই হাদীস তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক নামাযে উজু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, চাই তাঁর উজু থাকুক কি না থাকুক। একাজ তাঁর উপর কঠিন হয়ে পড়লে তখন প্রত্যেক নামাযে মিসওয়াক করার হুকুম দেয়া হলো, উজু মওকুফ করা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত

উজু ছুটে না যায়। হযরত ওবায়দুল্লাহ বললেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের ধারণা ছিলো, তার মধ্যে প্রত্যেক নামাযে উজু করার শক্তি আছে। তাই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এই আমল করেছেন (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ 'আল-গাসীল' অর্থ যাকে গোসল দেয়া হয়েছে। এটা হানযালার ডাক নাম। ওহোদের যুদ্ধে তিনি ফরয গোসল শেষ করে যেতে পারেননি। শহীদ হবার পর ফেরেশতারা তাকে গোসল দিতে হুজুর দেখেছেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা বুঝতে পেরেছেন। তাই তিনি তার নাম দিয়েছিলেন 'আল-গাসীল'।

٣٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَّهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ اَفِی الْوُضُوْءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰی نَهْرٍ جَارٍ - رواه احمد وابن ماجة

৩৯৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু উজু করছিলেন ও পানি বেশী খরচ করছিলেন। তিনি বললেন, হে সাদ! এতো ইসরাফ (অপচয়) কেনো? হযরত সাদ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উজুর মধ্যেও কি ইসরাফ আছে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ আছে। যদি তুমি স্রোতস্বীনিতেও উজু করো (আহমাদ, ইবনে মাজা)।

٣٩٤ - وَعَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَّابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاَ وَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ يُطَهِّرُ جَسَدَهٗ كُلَّهٗ وَمَنْ تَوَضَّاَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ لَمْ يُطَهِّرْ اِلَّا مَوْضِعَ الْوُضُوْءِ - رواه الدار قطنی

৩৯৪। হযরত আবু হোরাইরা, ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উজু করলো এবং আল্লাহর নাম নিলো (বিসমিল্লাহ পড়ে উজু করলো), সে তার গোটা শরীরকে (গুনাহ হতে) পাক করলো। আর যে ব্যক্তি উজু করলো অথচ আল্লাহর নাম নিলো না, সে শুধু উজুর অঙ্গগুলোকে পাক করলো।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো, প্রত্যেক কাজের পূর্বে যেমন বিসমিল্লাহ পড়তে হয়, তেমনি উজুর মতো ইবাদত শুরু করার পূর্বেও বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত। এতে বিসমিল্লাহর ফযীলাত ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে।

٣٩٥ - وَعَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الصَّلٰوةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِىْ اِصْبَعِهِ رَوَاهُمَا الدَّارُ قُطْنِى وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْاَخِيْرَةَ ۔

৩৯৫। হযরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের উজু করার সময় নিজের আঙ্গুলে পরা আংটি নেড়েচড়ে নিতেন (দারু কুতনী উপরের হাদীস দু'টিই বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মাজা শুধু দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ আংটি যদি ঢিলা হয়, উজুর সময় সহজে ভিতরে পানি ঢুকতে পারে, তবুও নাড়া মোস্তাহাব। আর যদি আংটি বেশ কষ্ট বা টাইট হয় তাহলে এতে ভালো করে নেড়েচেড়ে ভিতরে পানি পৌছাতে হবে। তখন এই নাড়াচাড়া করা জরুরী।

(٥) بَابُ الْغُسْلِ

(গোসল)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٣٩٦ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَاِنْ لَّمْ يُنْزِلْ ۔

متفق عليه

৩৯৬। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ স্ত্রীলোকের চার শাখার (দুই হাত দুই পা) মাঝখানে বসে সঙ্গমে রত হলে গোসল করা ফরয, যদি বীর্যপাত নাও হয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ স্ত্রীলোকের চার শাখা বলতে কেউ কেউ বুঝেছেন নারীর দুই পা ও লজ্জাস্থানের দুই দিক। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, কোন পুরুষ যদি সঙ্গমের খেয়ালে স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থানে তার লিঙ্গের খোলা মাথা ঢুকিয়ে দেয় তাহলেই তাদের উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে, বীর্য বের হোক বা না হোক।

٣٩٧ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رواه مسلم - قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحِىُّ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ

هٰـذَا مَنْسُـــوْخٌ وَّقَالَ ابْنُ عَــبَّاسٍ اِنَّـــمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِى الاِحْـتِلَامِ. رواه
الترمذى وَلَمْ اَجِدْهُ فِىْ الصَّحِيْحَيْنِ ·

৩৯৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পানিতেই পানির প্রয়োজন (মুসলিম)। ইমাম মহিউস-সুন্নাহ বলেন, এই হুকুম রহিত (মানসুখ)। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "পানি পানি হতে" এই হুকুম হলো সপ্নদোষের জন্য (তিরমিযী)। আমি এই হাদীস বুখারী ও মুসলীমে পাইনি।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বলা হয়েছে, "পানি পানি হতে" অর্থাৎ যদি সঙ্গমে বীর্যপাত হয় তাহলেই গোসল করতে হবে। আর বীর্যপাত না ঘটলে গোসল ফরয হবে না। কিন্তু এর আগের হাদীসেই বলা হয়েছে লিঙ্গের খোলা মাথাটুকু স্ত্রীলিঙ্গে প্রবেশ করলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে, বীর্যপাত ঘটুক বা না ঘটুক।

এই দুই হাদীসের আমলের ব্যাপারে ইমাম মহিউস সুন্নাহ বলেছেন, শেষের হাদীসের হুকুম রহিত (মানসুখ)। আর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, এই হাদীসটি স্বপ্নদোষের ব্যাপারে, সঙ্গমের ব্যাপারে নয়। অর্থাৎ স্বপ্নদোষে বীর্যপাত হলেই শুধু গোসল করতে হবে। যদি তাই হয় তাহলে হাদীসটিকে মনসুখ বলা প্রয়োজন নেই।

٣٩٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَـةَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُـوْلَ الـلّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَا يَشْبَهُهَا وَلَدُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَزَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ أُمِّ سُلَيْمٍ اَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ وَاَمَاءَ الْمَرْءَةِ رَقِيْقٌ اَصْفَرُ فَمِنْ اَيِّهِمَا عَـلاَ اَوْ سَبَقَ يَكُوْنُ مِنْـهُ الشَّبَهُ ·

৩৯৮। হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুরের কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে তার উপর কি গোসল ফরয হয়? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, হাঁ, যদি জেগে উঠে বীর্য দেখে। হুজুরের উত্তর শুনে হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা লজ্জায় নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহর

রাসূল! স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয়। জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ। কি আশ্চর্য! তা না হলে সন্তান তার মতো হয় কি করে (বুখারী ও মুসলিম)ঃ কিন্তু ইমাম মুসলিম উম্মে সুলাইমের বর্ণনায় এ কথাগুলো বেশী বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন যে, সাধারণত পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা। স্ত্রীলোকের বীর্য পাতলা ও হলদে। উভয়ের বীর্যের যেটি জয়ী হয় অর্থাৎ যেটি মায়ের রেহেমে আগে পৌঁছে সন্তান তার মতো হয়।

ব্যাখ্যা ঃ মনে রাখতে হবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন দিন স্বপ্নদোষ হয়নি। কোন নবীরও এ দোষ হতো না। এটাই নবীদের বৈশিষ্ট্য। শয়তান তাদের কাছে যেতে পারে না।

٣٩٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَاَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّاَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِىْ الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا اُصُوْلَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلٰثَ غُرُفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى جِلْدِهِ كُلِّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يَّبْدَءُ فَيُغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُّدْخِلَهُمَا الْاِنَاءَ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّاُ .

৩৯৯। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতার জন্য ফরয গোসল করার সময় প্রথমে কব্জি পর্যন্ত তাঁর দুই হাত ধুইতেন। এরপর নামাযের উজুর মতো উজু করতেন। অতঃপর আঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে তা দিয়ে মাথার চুলের গোড়া খিলাল করতেন। এরপর মাথার উপর তিন কোষ পানি ঢালতেন। তারপর সর্ব শরীর পানি দিয়ে ভিজাতেন (বুখারী ও মুসলিম)। কিন্তু ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রে হাত ডুবিয়ে দেয়ার পূর্বে কব্জি পর্যন্ত হাত ধুয়ে নিতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের তালুতে পানি ঢালতেন এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিতেন, তারপর উজু করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরয গোসল করার নিয়ম বলেছেন। প্রথমে হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নিয়ে পানির ভাণ্ডে হাত ডুবিয়ে পুরা উজু করে নিতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন। তবে যে জায়গায় গোসল করলে পানি জমে থাকতোনা সেখানে উজু

করার সময় তিনি পা-ও ধুয়ে নিতেন। আর কাঁচা মাটি বা নীচু জায়গা হবার কারণে পানি জমে থাকলে তিনি উজুর সময় পা না ধুয়ে গোসল সেরে ওই জায়গা থেকে সরে গিয়ে পা ধুয়ে নিতেন।

٤٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُوْنَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلاً فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَّصَبَّ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَ ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلٰى رَاْسِهِ وَاَفَاضَ عَلٰى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَاْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ - متفق عليه وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ ·

৪০০। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মুমেনীন হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসলের জন্য পানি রাখলাম এবং কাপড় টেনে দিয়ে পর্দা করে দিলাম। প্রথমে তিনি নিজের দুই হাতের উপর পানি ঢাললেন। কব্জি পর্যন্ত হাত ধুয়ে নিলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে কিছু পানি নিয়ে তা দিয়ে লজ্জাস্থান ধুইলেন। তারপর মাটিতে হাত ঘষে তা মুছে নিলেন। তারপর নিয়ম মতো হাত ধুইলেন। কুলি করলেন। নাকে পানি দিলেন। মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধুইলেন। এরপর মাথার উপর পানি ঢাললেন। সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ভিজালেন। তারপর নিজ স্থান হতে একটু সরে গিয়ে পা ধুইলেন। আমি গায়ের পানি মুছে ফেলার জন্য তাঁকে কাপড় দিলাম। কিন্তু তিনি তা নিলেন না, দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন (বুখারী ও মুসলিম)। মূল পাঠ বুখারীর।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলের পর কাপড় দিয়ে শরীর মোছা পসন্দ করতেন না। হতে পারে কাজের তাড়া থাকার কারণে তখন তিনি মাইমুনার হাত থেকে কাপড় নেননি অথবা ওই কাপড়ে কোনো সন্দেহ ছিলো। তাই তিনি তখন গা মুছতে তা নেননি। হাত ঝাড়ার অর্থ হলো তিনি শক্তিশালী মানুষের মতো হাত হেলাতে দুলাতে ভিতরে চলে গেলেন।

٤٠١ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اِمْرَاَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ سَاَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَاَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ خُذِىْ

فِرْصَةً مِّنْ مِّسْكٍ فَتَطَهَّرِىْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ تَطَهَّرِىْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِىْ بِهَا فَاجْتَذَبْتُهَا اِلَىَّ فَقُلْتُ لَهَا تَتَبَّعِى بِهَا اَثَرَ الدَّمِ - متفق عليه

৪০১। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসার মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাকে কিভাবে গোসল করতে হবে সে হুকুম দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, মিশকের সুগন্ধিওয়ালা একখণ্ড কাপড় নিয়ে তা দিয়ে ভালোভাবে পাক-পবিত্রতা অর্জন করবে। মহিলাটি বললো, আমি কিভাবে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। সে বললো, আমি তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবো? তিনি বলেন ঃ সোবহানাল্লাহ (তাও বুঝলে না)! তা দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তখন আমি তাকে আমার দিকে টেনে আনলাম এবং চুপে চুপে বললাম, রক্তক্ষরণের পর তা দ্বারা (লজ্জা স্থানের ভিতরের দিক) মুছে নিবে (এতে দুর্গন্ধ দূর হবে) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ আনসার মহিলার প্রশ্নের উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুয়তী স্বভাব অনুযায়ী বলে দিলেন, ইশারা-ইঙ্গিতে মিশক মিশ্রিত একখণ্ড কাপড় দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে। কিন্তু মহিলা ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারছিলো না। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও লজ্জার ব্যাপার হবার কারণে আর বেশী খুলে বলতেও পারছিলেন না। তাই তাজ্জব হয়ে “সোবহানাল্লাহ” পড়লেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই অপ্রতিভ পরিবেশ কাটিয়ে দেবার জন্য মহিলাকে তাঁর দিকে টেনে নিয়ে গেলেন এবং হুজুরের বক্তব্য সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

٤٠٢ - وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ امْرَاَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَاْسِىْ اَفَاَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لاَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِىَ عَلٰى رَاْسِكِ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ - رواه مسلم

৪০২। হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন এক মহিলা যে, আমার মাথার চুলের বেণী বেশ শক্ত করে বাঁধি। পবিত্রতা অর্জনের জন্য ফরয গোসলের সময় আমি কি তা খুলে ফেলবো? হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না খুলবে না। তুমি তোমার মাথার উপর তিন কোষ পানি ঢেলে দিবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তারপর তুমি তোমার সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে ধুয়ে নিবে ও পবিত্রতা লাভ করবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীস থেকে বুঝা গেলো মহিলাদের মাথায় বেণী বাঁধা থাকলে তা খুলতে হবে না। মাথার উপর পানি ঢেলে দেবে। এতে চুলের গোড়া ভিজলেই চলবে। চুলের আগা না ভিজলেও চলবে। তবে পানি যদি চুলের গোড়ায় না পৌছে ও মাথার চামড়া না ভিজে তাহলে বেণী খুলতে হবে। মাথার চামড়া ভিজতে হবে।

٤٠٣ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ اِلٰى خَمْسَةِ اَمْدَادٍ - متفق عليه

৪০৩। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক 'মুদ্দ' পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক 'ছা' থেকে পাঁচ মুদ্দ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একটি "মুদ্দ। এটি মাপার একটি ভাণ্ড, পেয়ালা, বাটি বা পট ধরনের, যাতে প্রায় এক সের জিনিসপত্র ধরে। আর দ্বিতীয় শব্দটি 'ছা' সেইরূপ মাপার একটি ভাণ্ড, যা প্রায় চার মুদ্দ। এক মুদ্দ এক সেরের সমান। চার মুদ্দে এক 'ছা' অর্থাৎ চার সের।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় এক সের পানি দিয়ে 'উযু' করতেন। আর চার সের কিংবা তার বেশী পাঁচ সের পানি দিয়ে গোসল করতেন। আমাদের দেশের মতো দেশ, যেখানে খাল-বিল, নদী-নালা ও পুকুর ভরা পানি। অর্থাৎ পানির কোন অভাব নেই সেখানকার জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নয়, তবে আমাদের দেশের শহরে বন্দরে পানির অভাব আছে। কাজেই এখানে এই হিসাব চলতে পারে।

٤٠٤ - وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ فَيُبَادِرُنِىْ حَتّٰى اَقُوْلَ دَعْ لِىْ دَعْ لِىْ قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ - متفق عليه

৪০৪। মহিলা তাবিঈ হযরত মুআযা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ও তাঁর মধ্যবর্তী স্থানে রাখা একটি পাত্র হতে পানি নিয়ে একসাথে (নাপাকির) গোসল করতাম। তিনি খুব তাড়াতাড়ি করে আমার আগে আগে পানি উঠিয়ে নিতেন। আর আমি বলতে থাকতাম, আমার জন্য কিছু রাখুন, আমার জন্য কিছু রাখুন। মুআযা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তারা উভয়ে নাপাক অবস্থায় থাকতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে 'এনা' শব্দটি উল্লেখ হয়েছে। এর অর্থ পাত্র, যাতে তিন 'ছা' পানি ধরে। এই তিন 'ছা' প্রায় দশ থেকে বার সের পানি। তাই বুঝা যায় হুজুরের গোসলে চার থেকে ছয় সের পানি খরচ হতো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٤٠٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ الَّذِىْ يَرٰى اَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ بَلَلاً قَالَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ تَرٰى ذٰلِكَ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ اِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ - رواه الترمذى وابو داؤد وروى الدارمى وابن ماجة اِلٰى قَوْلِهٖ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ ·

৪০৫। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন পুরুষ লোক ঘুম থেকে উঠে শুক্রের আদ্রতা পেলো, অথচ স্বপ্নদোষের কথা তার মনে পড়ছে না। সে কি করবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে গোসল করবে। অপরদিকে কোন পুরুষের স্মরণ হয়েছে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে অথচ কাপড়ে শুক্রের কোন আর্দ্রতা সে খুঁজে পাচ্ছে না। সে কি করবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে গোসল করতে হবে না। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, কোন স্ত্রীলোক যদি এরূপ দেখে তার উপর কি গোসল ফরয হবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, স্ত্রীলোকরাও পুরুষের ন্যায় (তিরমিযী, আবু দাউদ)। দারেমী ও ইবনে মাজা "তাকে গোসল করতে হবে না" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।"

ব্যাখ্যা ঃ পুরুষের স্বপ্নদোষের কথা ও এর জবাবের পর উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা নারীদের ব্যাপারেও কি স্বপ্নদোষের একই হুকুম জিজ্ঞেস করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, একই হুকুম। কারণ প্রাকৃতিক-ভাবে ও সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষ একই ধরনের। কাজেই হুকুমও একই হবে।

٤٠٦ - وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا - رواه الترمذى وابن ماجة

৪০৬। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পুরুষের খতনার জায়গা মহিলার খতনার জায়গা অতিক্রম করলেই গোসল করা ফরজ হয়ে যাবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছি, তারপর দুজনেই গোসল করেছি (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ এতে বুঝা গেলো পুরুষের পুরুষাঙ্গ মহিলার স্ত্রীলিঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করলেই বীর্য বের না হলেও গোসল করা ফরয। পবিত্রতা অর্জনের বেলায় জরুরী ও প্রয়োজনীয় ব্যাপার হবার কারণেই উম্মতের অবগতির জন্য হযরত আয়েশা এই গুপ্ত ও লজ্জার ব্যাপারটিও প্রকাশ করে দিয়েছেন।

٤٠٧ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَانْقُوا الْبَشْرَةَ - رواه ابو داؤد والترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَالْحَارِثُ ابْنُ وَجِيْهِ الرَّاوِىْ وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذٰلِكَ .

৪০৭। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শরীরের প্রত্যেকটা পশমের গোড়ায় নাপাকী থাকে। সুতরাং শরীরের পশমগুলোকে ভালো করে ধুইবে। চামড়াকে উত্তমভাবে পরিষ্কার করবে (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)। তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। এর রাবী হারেস ইবনে ওজীহ তেমন গ্রহণযোগ্য নন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হলো, উত্তমরূপে জানাবাত অর্থাৎ অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সঙ্গমের পর প্রতিটি লোমকূপ অপবিত্র হয়ে যায়। তাই গোসলের সময় সমস্ত শরীরসহ এই লোমকূপগুলোকে পরিচ্ছন্নভাবে ধৌত করবে যাতে কোথাও অপবিত্রতা লেগে না থাকে।

٤٠٨ - وَعَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِّنْ جَنَابَةٍ لَّمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِىٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاْسِىْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاْسِىْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاْسِىْ ثَلٰثًا . رواه ابو داؤد واحمد والدارمى اِلاَّ اَنَّهُمَا لَمْ يُكَرِّرَا فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاْسِىْ .

৪০৮। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক নাপাক জায়গা এক চুল পরিমাণও ছেড়ে দেবে এবং তা ধুবে না তাকে এভাবে এভাবে জাহান্নামের আযাব দেয়া হবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সেদিন হতে আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করছি। সেদিন হতে আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি। সেদিন থেকে আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করে আসছি। এরূপ তিনবার বললেন (আবু দাউদ, আহমাদ ও দারেমী)। কিন্তু আহমাদ ও দারেমী "সেই হতেই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করছি" বাক্যটি তিনবার বলেননি।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটিও পবিত্রতা অর্জনে আগের হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা। পাক-পবিত্রতা অর্জনে যারা শরীরের পশমের ব্যাপারে অসতর্ক, তাদের জন্য সতর্কবাণী। আর হযরত আলীর মতো এতো পরহেজগার ও বিজ্ঞ আলেম সাহাবী পর্যন্ত বললেন, সেদিন থেকে আমি মাথার সাথে শত্রুতা শুরু করছি। অর্থাৎ চুলের গোড়া যেনো অপবিত্র না থাকে সেজন্য মাথার চুল কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বরাবরই মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলতেন। এটাই মাথার সাথে শত্রুতা।

٤٠٩ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ - رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة

৪০৯। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলের পর (নামায ইত্যাদি ইবাদতের জন্য নতুন করে) উযু করতেন না (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয গোসলের আগে পরিপূর্ণ উযু করে নিতেন। গোসল সমাপনের পর আর উযু করতেন না। আগের উযুই যথেষ্ট। তাছাড়াও ফরয গোসল করার সময় সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলতে হয়। তাও আবার খুব সতর্কতার সাথে। যাতে শরীরের একটি পশমও ধুইতে বাকী না থাকে। তাই গোসলের সময়ই তো উযুর অঙ্গগুলো স্বাভাবিকভাবেই ধোয়া হয়ে যায়। উযুর কোন অংশই ধুইতে বাকী থাকে না।

٤١٠ – وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَاْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِئُ بِذٰلِكَ وَلاَ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ - رواه ابو داؤد

৪১০। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয গোসলের সময় খিতমী দিয়ে নিজের মাথা ধুইতেন, অথচ তিনি নাপাক। খিতমী দিয়ে ধোয়াকেই যথেষ্ট মনে করতেন। মাথায় বারবার পানি ঢালতেন না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ 'খিতমী' এক ধরনের ঘাস। এই ঘাস দিয়ে সেই সময়ের আরবরা মাথা ধুইতে অভ্যস্ত ছিলো। আমাদের দেশে আজকাল যেমন 'শ্যাম্পু', সাবান ইত্যাদি দিয়ে মাথা ধোয়া হয়, তৎকালে খিতমী জাতীয় জিনিস দিয়ে মাথা ধোয়া হতো। এতে মাথা পরিষ্কার হতো বেশী। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন, ফরয গোসলের সময় হুজুর (স) খিতমী দিয়ে মাথা ধুয়ে আর নতুন করে কোন পানি মাথায় দিতেন না। তাই বুঝা গেলো 'খিতমী' ইত্যাদি গলান পানিতে ঠিকভাবে মাথা ধুইলে ফরয গোসলেও আর মাথা ধোয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

٤١١ - وَعَنْ يَعْلٰى قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً
يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَيِيٌّ
سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّرَ فَاِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ ۔ رواه ابو داؤد
وَالنسائى وَفِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ سِتِّيْرٌ فَاِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّغْتَسِلَ
فَلْيَتَوَارَ بِشَيْئٍ ۔

৪১১। হযরত ইয়ালা ইবনে মুররা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে (উলঙ্গ) উন্মুক্ত স্থানে গোসল করতে দেখলেন। তিনি মিম্বারে দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন, এরপর বললেন, আল্লাহ তাআলা বড় লজ্জাশীল ও পর্দাকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও পর্দাকে বেশী পসন্দ করেন। তাই তোমাদের কেউ গোসল করতে গেলে সে যেনো পর্দা অবলম্বন করে (আবু দাউদ, নাসাঈ) নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বড় পর্দাকারী। অতএব তোমাদের কেউ গোসল করতে ইচ্ছা করলে সে যেনো কোন কিছু দিয়ে পর্দা করে নেয়।

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদে নববী ছিলো হুজুরের রাজবাড়ী। হুজুরের পার্লামেন্ট। সমস্ত আইন-কানুন, আল্লাহর হুকুম-বিধান এখান হতে ঘোষণা দিতেন। কোন সময় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলার বা ঘোষণা করার প্রয়োজন হলে মসজিদে নববীতে গিয়ে মিম্বারে উঠে দাঁড়াতেন আর জরুরী ঘোষণা জারী করতেন। এদিনও তিনি খোলা জায়গায় লোকটিকে আভরণহীনভাবে পর্দা না করে গোসল করতে দেখে রাগান্বিত হয়ে গেলেন। সোজা মসজিদে নববীতে গিয়ে মিম্বারে উঠে নির্লজ্জ ও বেপর্দা হতে সাবধান করে দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٤١٢ وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِىْ اَوَّلِ
الْاِسْلَامِ ثُمَّ نُهِىَ عَنْهَا - رواه الترمذى وابو داؤد والدارمى

৪১২। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বীর্যপাত ঘটলেই গোসল ফরয হয় (নতুবা নয়)" এই হুকুম ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিলো। এরপর তা বাতিল করে দেয়া হয়েছে (তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ বলা হয়েছে "বীর্যপাত হলেই গোসল ফরয হয়", ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় এই হুকুম ছিলো। এরপর এই হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এখন হুকুম হলো বীর্যপাত হোক আর না হোক পুরুষ লিঙ্গের মাথা স্ত্রীলিঙ্গে ঢুকলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে।

٤١٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
اِنِّيْ اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ فَرَاَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ
يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ
بِيَدِكَ اَجْزَاءَكَ - رواه ابن ماجة

৪১৩। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরয করলো, আমি ফরয গোসল করেছি এবং ফজরের নামায পড়েছি। এরপর আমি দেখলাম শরীরে নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি এই শুকনা জায়গাটা হাত দিয়ে মুছে নিতে তাহলে সেটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হতো (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো সমস্ত শরীরই পানি দিয়ে ভিজাতে হবে। যদি কোনভাবে কোন সময় কোন জায়গা শুকনা থেকে যায় তবে পরে ওই জায়গাটা ধুয়ে দিলেই চলে। এজন্য আবার গোসল করতে হবে না।

٤١٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِيْنَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ
سَبْعَ مَرَّاتٍ وَّغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْاَلُ حَتّٰى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَرَّةً
وَّغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً - رواه ابو داؤد

৪১৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমে নামায ফরয ছিলো পঞ্চাশ ওয়াক্ত। নাপাকী হতে পাক হবার জন্য গোসল ছিলো সাতবার। পেশাবের কাপড় ধোয়া ছিলো সাতবার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে আবেদন করতে থাকেন বারবার।

ফলে নামায ফরয করা হয় পাঁচ ওয়াক্ত। নাপাকীর গোসল ফরয করা হয় একবার। পেশাব হতে কাপড় ধোয়া ফরয করা হয় একবার (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজে গমনের পর নামায ফরয হয়েছিলো প্রথমত পঞ্চাশ ওয়াক্ত। এভাবে নাপাকী দূর করার জন্য সাতবার গোসল করা এবং কাপড়ে নাপাকী বা পেশাব লাগলে তাও সাতবার ধোয়ার হুকুম ছিলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য এতোটা কাজ করা দুষ্কর হয়ে যাবে ভেবে আল্লাহর দরবারে আরাধনা করেন। আল্লাহ এরপর নামায পাঁচ ওয়াক্ত, গোসল ও কাপড় ধোয়া একবার করে ফরয করে দেন। ইমাম শাফেয়ী (র) কাপড় একবার ধোয়াকে ফরয ও তিনবার ধোয়াকে মোস্তাহাব বলেন। ইমাম আবু হানীফার মতে পাক হয়েছে বুঝতে পারা পর্যন্ত ধোয়া ফরয আর তিনবারের কম এ বিশ্বাস জাগায় না।

(٦) بَابُ مُخَالَطَةِ الْجُنُبِ

(নাপাক ব্যক্তির সাথে মেলামেশা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٤١٥ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَاَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجَسُ . هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهٖ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ لَقِيْتَنِىْ وَاَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ حَتّٰى اَغْتَسِلَ وَكَذَا الْبُخَارِىُّ فِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى .

৪১৫। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা হলো। আমি তখন নাপাক ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। আমি তার সাথে চলতে থাকলাম। তিনি বললেন, আমি চুপিসারে সরে পড়লাম এবং নিজের জায়গায় এসে গোসল করে নিলাম। পুনরায় তাঁর কাছে চলে গেলাম। তিনি তখনো ওই জায়গায় বসা। তিনি বললেন, তুমি কোথায় ছিলে হে আবু হোরাইরা! তাঁর কাছে ব্যাপারটি আমি বললাম। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! মুমিন নাপাক হয় না। এটা বুখারীর বর্ণনা। অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস মুসলিমও বর্ণনা করেছেন এবং বুখারীরর কথার পর তার

বর্ণনায় এই কথাও আছে, 'আমি উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, যখন আমার সাথে আপনার দেখা হলো তখন আমি নাপাক ছিলাম। তাই গোসল না করে আপনার সাথে বসাটা ঠিক মনে করলাম না। বুখারীর আর একটি বর্ণনাও এভাবে এসেছে।

ব্যাখ্যা ঃ এই নাজাসাত, নাজাসাতে হুকমী। এই অবস্থায় গোসল ফরয। তাই জানাবাত অবস্থায় মানুষ প্রকৃতই নাপাক হয়ে যায় না। গোসল করলেই পাক। তাকে স্পর্শ করা, তার খাবার ইত্যাদি খাওয়া নাজায়েয নয়। তার সাথে উঠা-বসা, মেলা-মেশা, হাত মিলানো, কথা বলা ইত্যাদিতে কোন দোষ নেই।

٤١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نُمْ - متفق عليه

৪১৬। হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন, রাতে তার জানাবাত হয়ে গেলে তখন তার কি করা উচিৎ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি উযু করবে, তোমার পুরুষাঙ্গ ধুইয়ে ফেলবে, তারপর ঘুমাবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই উযু করা হলো একজন নাপাক লোকের পবিত্রতা। অর্থাৎ নাপাক লোক উযু করে শুইলে পবিত্র লোক শুইলো। এই হাদীস থেকে তাই বুঝা গেলো স্বপ্ন দোষ বা স্ত্রী সঙ্গম করার পর কোন কারণে সাথে সাথে গোসল না করলে কমছে কম উজু করে শুইতে হবে। তবে প্রথমে পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নেবে পরে উজু করবে।

٤١٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ جُنُبًا فَاَرَادَ اَنْ يَّاْكُلَ اَوْ يَنَامَ تَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ - متفق عليه

৪১৭। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় শুইতে অথবা কিছু খেতে ইচ্ছা করলে আগে নামাযের মতো উযু করে নিতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

٤١٨ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّاْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا - رواه مسلم

৪১৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার পর আবারও যদি সঙ্গম করতে চায়, তাহলে সে যেনো উভয়ের মধ্যে উযুর মতো উযু করে নেয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম মালিক (র) বলেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে দুইবার সঙ্গম করতে চাইলে প্রথমবারের পর উযু করে নেবে। এতে দুটো উপকার। একটি পবিত্রতা অর্জন করলো। দ্বিতীয়ঃ উযুতে মন প্রফুল্ল হয়ে উঠবে ও দ্বিতীয় বার ভালো মজা লাগবে। উপরের হাদীসে অবশ্য উযু করার সাথে সাথে পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলারও উল্লেখ আছে। এই উযু প্রকৃত উযু নয়, বরং পবিত্রতার ভাব মনে আনা। নতুবা গোসল করা ছাড়া তো এই উযু দিয়ে কোন ইবাদত করা যাবে না।

٤١٩ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ - رواه مسلم

৪১৯। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের নিকট যেতেন একই গোসলে। (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সকল পবিত্র স্ত্রীদের বিছানায় গমন করতেন। আর গোসল করতেন একবার সবশেষে। এখানে উযুর কথা অবশ্য উল্লেখ করা হয়নি। তবে তিনি দুই বারের মঝে আগের হাদীসে উযু করার কথা বলেছেন। তাই হয়তো তিনি প্রতিবারের মাঝে উযু করে থাকবেন। আবার উযু নাও করতে পারেন।

٤٢٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ رواه مسلم وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ سَنَذْكُرُهٗ فِىْ كِتَابِ الْاَطْعِمَةِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

৪২০। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতেন (মুসলিম)। হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস, যা মাসাবীহর সংকলক এখানে বর্ণনা করেছেন, আমি কিতাবুল আতয়েমাতে বর্ণনা করবো ইনশায়াল্লাহ।)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে এই হাদীসে হযরত আয়েশার এই কথা বলার অর্থ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অবস্থাতেই আল্লাহর যিকির বা স্মরণ হতে গাফিল থাকতেন না। চাই তা নাপাক অবস্থায় হোক অথবা বে-উযুতে হোক অথবা

অন্য কোন অবস্থায় থাকলেও। কিন্তু নাপাকী অবস্থায় তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٤٢١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّتَوَضَّاءَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لاَ يَجْنُبُ - رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة وروى الدارمى نَحْوَهُ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ ·

৪২১। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রী একটি গামলা ভরা পানি নিয়ে গোসল করলেন। এই গামলার পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু করতে চাইলে পবিত্র স্ত্রী আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো নাপাক ছিলাম (আমি তো এর থেকে পানি উঠিয়ে গোসল করেছি)। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন (তাতে কি), পানি তো নাপাক হয় না (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)। দারেমীও এরূপই বর্ণনা করেছেন। আর শারহে সুন্নাহতেও ইবনে আব্বাস থেকে এবং তাঁরা হযরত মায়মুনা হতে মাসাবীহর শব্দে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, মেয়েদের গোসল করা ভাণ্ডের অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষরা গোসল করতে পারে। কিন্তু একই অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের গোসল করা ভাণ্ডের অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষকে উজু করতে নিষেধ করেছেন। এই দুইটি বর্ণনার মিলের জন্য বলতে হবে, এই হাদীস দ্বারা 'জায়েয' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ করলেও চলে। আর দ্বিতীয় হাদীসে বুঝানো হয়েছে না করা উত্তম।

٤٢٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِيْ قَبْلَ اَنْ اَغْتَسِلَ - رواه ابن ماجة وروى الترمذى نَحْوَهُ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ ·

৪২২। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির পর গোসল করতেন। এরপর আমার গোসল করার পূর্বে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার থেকে গরম অনুভব করতেন (ইবনে মাজা)। ইমাম তিরমিযীও এরূপই বর্ণনা করেছেন, আর শরহে সুন্নাহ্‌তেও মাসাবীহর শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মর্মার্থ হলো, নাপাক লোকের সাথে মেলামেশা বা নাপাক লোককে স্পর্শ করা নিষেধ নয়। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে গোসল করার পর হযরত আয়েশার গোসলের আগে তাকে জড়িয়ে ধরে গরম নিতেন।

٤٢٣ - وَعَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ وَيَاْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ اَوْ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ شَىْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ - رواه ابو داؤد والنسائى وروى ابن ماجة نحوه

৪২৩। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা হতে বেরিয়ে (উযু করার আগে) আমাদেরকে কুরআন মজীদ পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। জানাবাত ছাড়া অন্য কোন জিনিস তাঁকে কুরআন হতে ফিরিয়ে রাখতে পারতো না (আবু দাউদ, নাসাঈ) ইবনে মাজা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হতে আমরা দু'টি শিক্ষা পাই। একটি হলো উজু ছাড়া কুরআন কারীম পড়াও যায়, আবার পড়ানোও যায়। কিন্তু বেউজু কুরআন শরীফ হাতে স্পর্শ করতে পারবে না। এটা নাজায়েয। দ্বিতীয়টি হলো, নাপাক অবস্থায় কুরআন মজীদ পড়া নাজায়েয।

٤٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقْرَءُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ - رواه الترمذى

৪২৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঋতুবতী মহিলা ও নাপাক ব্যক্তি কুরআন শরীফের কোন অংশ পড়তে পারবে না (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হানাফী ও শাফেয়ীদের মত এটাই। আবার কারো কারে মতে পড়ার নিয়াতে নয়, বরং কোন প্রসঙ্গে যদি কেউ গোটা আয়াত না পড়ে আংশিক পড়ে তাহলে তা জায়েয। যেমন আল্লাহর প্রশংসা শুনতে শুনতে বলে ফেললো, 'আলহামদু লিল্লাহ।

٤٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَاِنِّىْ لاَ اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَّلاَ جُنُبٍ - رواه ابو داؤد

৪২৫। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এসব ঘরের দরজা মসজিদে নববীর দিক হতে ফিরিয়ে দাও। আমি মসজিদকে ঋতুমতী স্ত্রীলোক ও নাপাক ব্যক্তির জন্য জায়েয মনে করি না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদ আল্লাহর ঘর। খুবই মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতের জায়গা। তাই নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ বা তা অতিক্রম করা নিষেধ, যাদের ঘরের দরজা মসজিদে নববীর দিকে, যাদের আসা-যাওয়া মসজিদ দিয়েই করতে হয় তাদের দরজার মুখ ফিরিয়ে দেবার জন্য হুজুর বলে দিয়েছেন।

٤٢٦ - وَعَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَّلاَكَلْبٌ وَلاَجُنُبٌ - رواه ابو داؤد والنسائى

৪২৬। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ঘরে ছবি অথবা কুকুর বা নাপাক ব্যক্তি আছে সেই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না (নাসাঈ)।

ব্যাখ্যা ঃ ছবি বলতে এখানে কোন প্রাণীর ছবিকেই বুঝানো হয়েছে। অন্য এক হাদীসে এর ইঙ্গিত রয়েছে। ছবি সংক্রান্ত সব হাদীস আলোচনা করে ফকীহগণ এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন যে, অপ্রাণীর ছবি অথবা অন্য কোন ছোট ছোট ছবি যা সহজে চেনা যায় না তা ঘরে রাখা জায়েয। ছবি এমন যায়গায় থাকলে যা সহজে দেখা যায় না অথবা এমন জিনিসে ছবি তৈরী হয়েছে যাতে ছবির লাঞ্ছনা হয় যেমন বালিশ বিছানা, এসব অবস্থায় এর ব্যবহার জায়েয। স্থূল মূর্তির ব্যবহার একেবারেই নাজায়েয। ছোট মেয়ের কাপড়ের পুতুল জায়েয। কুকুর অর্থে শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুরকে বুঝানো হয়েছে। ঘরবাড়ী, ক্ষেতের পাহারা বা শিকারের জন্য কুকুর রাখা বা পালা জায়েয।

٤٢٧ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لاَّ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ جِيْفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ وَالْجُنُبُ اِلاَّ اَنْ يَّتَوَضَّاَ - رواه ابو داؤد

৪২৭। হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন তিন ব্যক্তি আছে, ফেরেশতা যাদের ধারেকাছেও যান না। (১) কাফেরের মৃতদেহ। (২) খালুক ব্যবহার কারী ও (৩) নাপাক ব্যক্তি উযু না করা পর্যন্ত (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ 'জীফা' মৃতকেই বলা হয়। কাফের' প্রকৃতপক্ষে জীবিত হোক আর যা-ই হোক মুর্দার মতোই। কারণ তারা সব সময় 'নাজাস' অপবিত্র। "খালূক" জাফরান দিয়ে তৈরী এক রকম সুগন্ধি। এই সুগন্ধি স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করে। পুরুষের জন্য তা নিষেধ। তাই কোন পুরুষ এ সুগন্ধি ব্যবহার করলে ফেরেশতা তাদের কাছে আসেন না। এতে বুঝা গেলো মহিলাদের বিশেষ সাজ-পোশাক পুরুষদের পরতে নিষেধ। নাপাক অবস্থায় বেশী সময় কাটানো ঠিক নয়। গোসল করতে দেরী হলে অবশ্যই উযু করে নেবে।

٤٢٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَنَّ فِى الْكِتَابِ الَّذِىْ كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَنْ لاَّ يَمَسَّ الْقُرْاٰنَ اِلاَّ طَاهِرٌ - رواه مالك والدارقطنى

৪২৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে হাযমের কাছে যে চিঠি লিখেছেন তাতে একথাও লিখা ছিলো যে, পবিত্র লোক ছাড়া যেনো কোন ব্যক্তি কুরআন স্পর্শ না করে (মালিক ও দারু কুতনী)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবন হাযমকে ইয়েমেন প্রদেশের কোন এক অঞ্চলের রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। যাবার সময় একটি সংক্ষিপ্ত হিদায়াতনামা তাকে লিখে দিয়েছিলেন। এই হিদায়াতনামায় একথাও লিখা ছিলো, পাক-পবিত্র লোক ছাড়া অন্য কেউ যেনো কুরআন স্পর্শ না করে।

٤٢٩ - وَعَنْ نَّافِعٍ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ بْنِ عُمَرَ فِىْ حَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَحَاجَتَهُ وكَانَ مِنْ حَدِيْثِه يَوْمَئِذٍ اَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِىْ سِكَّةٍ مِّنَ السِّكَكِ فَلَقِىَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى اِذَا كَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَّتَوَارٰى فِى السِّكَّةِ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ

ضَرَبَ ضَرْبَةً فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ وَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ اِلاَّ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ عَلٰى طُهْرٍ - رواه ابو داؤد

৪২৯। হযরত নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর এস্তেঞ্জা করতে গেলে আমিও তার সাথে গেলাম। তিনি এস্তেঞ্জা করলেন, তারপর তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করলেন। এক ব্যক্তি একটি গলি দিয়ে যাচ্ছিলো। এসময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব বা পায়খানা সেরে বের হলেন। ওই লোকটির সাথে হুজুরের দেখা হলো সে সালাম দিলো। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের জবাব দিলেন না। লোকটি যখন অন্য গলির দিকে মোড় নিচ্ছিলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়াম্মুম করার জন্য দেয়ালে হাত মেরে মুখমণ্ডল মুছে নিলেন। তিনি পুনরায় দেয়ালে হাত মেরে কনুই সমেত দুইহাত মুছলেন। এরপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, তোমাকে সালামের জবাব দিতে পারিনি। আমি বেউজু ছিলাম, এটাই ছিলো বাধা (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর নাম নেয়া, যিকির করা, মুখস্থ কুরআন পড়া বেউজুতে জায়েয হলেও উজুর সাথে করাই অধিক উত্তম। তাই গুরুত্ব দেবার জন্য হুজুর মাঝে মাঝে এমন করতেন।

٤٣٠ - وَعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ اَنَّـهُ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ حَتّٰى تَوَضَّاَ ثُمَّ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ اِلاَّ عَلٰى طُهْرٍ ۔ رواه ابو داؤد وروى النسائى الى قَوْلِه حَتّٰى تَوَضَّاَ وَقَالَ فَلَمَّا تَوَضَّاَ رَدَّ عَلَيْهِ ۔

৪৩০। হযরত মুহাজির ইবনে কুনফুয রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পেশাব করছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু হুজুর (পেশাবের পর) যে পর্যন্ত না উজু করলেন তার সালামের কোন উত্তর দিলেন না। এরপর তিনি ওজর পেশ করে বললেন, উজু না করা পর্যন্ত আমি আল্লাহর নাম নেয়া ঠিক মনে করিনি (এ কারণেই তোমার সালামের জবাব দিতে পারিনি (আবু দাউদ)। ইমাম নাসাঈও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন "যে পর্যন্ত উজু না করলেন" বাক্য পর্যন্ত। ওজর পেশ করার কথা তিনি বলেননি। তার স্থানে বর্ণনা করেছেন, যখন উজু করলেন, তার সালামের উত্তর দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ উজু না করা পর্যন্ত সালামের জবাব দেয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেননি। একথার অর্থ কিন্তু এ নয় যে, উজু ছাড়া সালাম দেয়া যায় না, বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহর নাম পাক-পবিত্র অবস্থায় নেয়াই উত্তম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٤٣١ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنْتَبِهُ ثُمَّ يَنَامُ - رواه احمد

৪৩১। উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বিছানায় নাপাক অবস্থায় যেতেন, এরপর ঘুমাতেন, আবার জাগতেন, আবার ঘুমাতেন (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই পরিচ্ছেদের তিন নম্বর হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক হলে উজু করতেন তারপর ঘুমাতেন। এই হাদীসে একথাটি এভাবে উল্লেখ না থাকলেও তিনি ঘুমাতেন উজু করার পরই। মূলত হাদীসটি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতেন না বুঝাবার জন্যই উল্লেখ হয়েছে। আর গোসল না করলে তিনি উজু করতেন। তারপর ঘুমাতেন।

٤٣٢ - عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِىَ مَرَّةً كَمْ اَفْرَغَ فَسَأَلَنِىْ فَقُلْتُ لَا اَدْرِىْ فَقَالَ لَا اُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِىَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ - رواه ابو داؤد

৪৩২। হযরত শোবা রাহিমাহুল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নাপাক হলে গোসল করতেন। প্রথমে নিজের ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর সাতবার পানি ঢালতেন। তারপর নিজের লজ্জাস্থান ধুইতেন। একদা তিনি কতোবার পানি ঢেলেছেন ভুলে গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আমার স্মরণ নেই। তিনি বললেন, তোমার মার মৃত্যু হোক! স্মরণ রাখতে তোমাকে কে বাধা দিয়েছিলো? তারপর তিনি নামাযের উজুর মতো উজু করে নিজের সারা শরীরের উপর পানি ঢাললেন এবং বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এভাবে পবিত্র হতেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ নাপাকির গোসল করার সময় হুজুর (স) সতর ধোয়ার আগে হাত ধুয়ে নিতেন বলে আগের কিছু হাদীসে উল্লেখ হয়েছে কিন্তু সংখ্যা উল্লেখ নেই। যেগুলোতে সংখ্যা উল্লেখ হয়েছে সেগুলোতে হাত চুবিয়ে ধুয়েছেন বা তিনবার বলা হয়েছে। গোসল অধ্যায়ে একটি বর্ণনা আছে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে। সেখানেও সংখ্যার উল্লেখ নেই। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাতবার হাত ধোয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশেষ কোন কারণে হয়তো সাতবার হাত ধুয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে হাতে পানি ঢালতেন তারপর উজু করতেন। এরপর সমস্ত দেহ পানি দিয়ে ধুয়ে নিতেন।

٤٣٣ - وَعَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذِه وَعِنْدَ هٰذِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَّاحِداً اٰخِراً قَالَ هٰذَا اَزْكٰى وَاَطْيَبُ وَاَطْهَرُ - رواه احمد وابو داؤد

৪৩৩। হযরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল স্ত্রীর নিকট ঘুরে বেড়ালেন। তিনি এর নিকট ওর নিকট গোসল করলেন। আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সবশেষে একবারই কেনো গোসল করলেন না? হুজুর (স) বললেন, প্রত্যেকবার গোসল করা হচ্ছে বেশী পবিত্রতা, বেশী আনন্দদায়ক ও বেশী পরিচ্ছন্নতা (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ আগের একটি হাদীসে আছে, তিনি সকল স্ত্রীদের কাছে গিয়ে শেষে একবার গোসল করেছেন। আর এই হাদীসে এর বিপরীত। প্রত্যেকবারেই তিনি পৃথক পৃথক গোসল করেছেন। আসলে এতে কোন বিরোধ নেই। কখনো কখনো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবশেষে একবারই গোসল করতেন। এটা জায়েয। আবার কখনো কখনো তিনি প্রতিবারই গোসল করতেন। এটাই হলো উত্তম।

٤٣٤ - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَوَضَّاَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْاَةِ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَزَادَ اَوْ قَالَ بِسُوْرِهَا وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৪৩৪। হযরত হাকাম ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের উজু বা গোসলের থেকে যাওয়া পানি দিয়ে উজু করতে পুরুষদেরকে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও তিরমিযী। তিরমিযী এই শব্দগুলো বেশী ব্যবহার করেছেন যে, "তিনি নিষেধ করেছেন যে) মহিলাদের উজুর অবশিষ্ট পানি দিয়ে"। তিরমিযী আরো বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ)।

ব্যাখ্যা ঃ এক হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের উজু গোসলের পর বেঁচে যাওয়া পানি দিয়ে গোসল করেছেন বলে বলা হয়েছে। অথচ এই হাদীসে এসেছে নিষেধ। কিন্তু এই নিষেধ মাকরূহ তানজিহ পর্যায়ের। মহিলাদের ব্যবহারের পর থেকে যাওয়া পানি ব্যবহার করা জায়েয তা বুঝাবার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই পানি ব্যবহার করেছেন।

٤٣٥ - وَعَنْ حُمَيْدِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَ سِنِيْنَ كَمَا صَحِبَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْاَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ اَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْاَةِ زَادَ مُسَدَّدٌ وَّلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا - رواه ابو داؤد والنسائى وَاَزَدَ اَحْمَدُ فِىْ اَوَّلِهِ نَهٰى اَنْ يَّمْتَشِطَ اَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ اَوْ يَبُوْلَ فِىْ مُغْتَسَلٍ - ورواه ابن ماجة عن عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ ۔

৪৩৫। হযরত হুমাইদ হিময়ারী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তির সাক্ষতে পেলাম, যিনি চার বছর পর্যন্ত হুজুর কারীমের সাহচর্য লাভ করেছিলেন, যেমন আবু হুরাইরা রাদিয়ালাহু আনহু তাঁর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন পুরুষের অবশিষ্ট পানি দিয়ে স্ত্রীলোকদের গোসল করতে এবং স্ত্রীলোকদের অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষদের গোসল করতে। অধস্তন রাবী মুসাদ্দাদ এই কথা বাড়িয়ে বলেছেন, বরং উভয়েই যেনো একই সাথে অঞ্জলী ভরে (আবু দাউদ, নাসায়ী)। ইমাম আহমাদ প্রথম দিকে এই কথা বাড়িয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন আমাদের কারো প্রত্যেক দিন চুল আচড়াতে ও গোসলের জায়গায় পেশাব করতে। ইবনে মাজা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে।

ব্যাখ্যা ঃ আগেই বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীগণের গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করেছেন। তাই এই নিষেধের মর্ম

হলো, এরূপ করা জায়েয হলেও না করা উত্তম। প্রতিদিন চিরুণী করা বিলাসিতার লক্ষণ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন পর একদিন চিরুণী করতেন। গোসলখানায় পেশাব করে আবার গোসল করলে ছিটা গায়ে লাগার সম্ভাবনা। মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হতে পারে।

(٧) بَابُ اَحْكَامِ الْمِيَاهِ

(পানির বিধান)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٤٣٦ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لاَ يَجْرِىْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ لاَ يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ قَالُوْا كَيْفَ يَفْعَلُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً .

৪৩৬। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেনো বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে। অতঃপর এতে গোসল করে (বুখারী মুসলিম)। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো বদ্ধ পানিতে নাপাক অবস্থায় গোসল না করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, সে কি করবে হে আবু হোরাইরা? তিনি বললেন, পানি উঠিয়ে নিয়ে গোসল করবে।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে যে পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে তা হলো 'মায়ে কালীল। অর্থাৎ 'কম পানি। কারণ 'মায়ে কাসির' অর্থাৎ বেশী পানি প্রবাহিত পানির মতোই এ 'মায়ে কাসির' বা পর্যাপ্ত পানি পেশাব ইত্যাদিতে নাপাক হয় না। ওসব পানিতে নেমে গোসল করা জায়েয।

আবার কেউ কেউ বলেন, 'মায়ে কাসিরেও' অর্থাৎ বেশী পানিতেও পেশাব করা নিষেধ। যদিও বেশী পানি পেশাব ইত্যাদিতে অপবিত্র হয় না। কারণ এতে কেউ পেশাব করলে তার দেখাদেখি সকলে পেশাব করতে শুরু করবে। ফলে পানি ধীরে ধীরে এর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে।

٤٣٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ - رواه مسلم

৪৩৭। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে 'মায়ে রাকেদ' উল্লেখ করা হয়েছে। রাকেদ হলো চারিদিক দিয়ে ঘেরা। অর্থাৎ বদ্ধ পানি। কোন দিকে চলাচল করতে পারে না। 'মায়ে জারীর' বিপরীত শব্দ। মায়ে জারী হলো প্রবাহিত পানি। যেমন খাল, বিল, নদী-নালার পানি।

٤٣٨ - وَعَنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيْدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِىْ خَالَتِىْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِىْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَاْسِىْ وَدَعَا لِىْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّاَ فَشَرِبْتُ مِنْ وُّضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كِتَفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجْلَةِ - متفق عليه

৪৩৮। হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে হুজুর কারীমের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ হলো আমার বোনপুত্র, অসুস্থ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথায় হাত দিলেন, আমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। তারপর তিনি উজু করলেন। আমি তাঁর উজুর পানি পান করলাম। এরপর আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে দাঁড়িয়ে 'মোহরে নবুয়াত' দেখতে লাগলাম, যা তাঁর দুই কাঁধের মধ্যে দেখতে মশারীর বা পর্দার ঘুন্টির মতো (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ 'উজুর পানি' অর্থ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু করার পর যে পানি বেঁচেছিলো তা। হুজুরের দুই কাঁধের মাঝখানে বড় বোতামের বা কবুতরের ডিমের মতো ছোট আকারের কিছু জায়গা চকচকে, সুন্দর ও ফুলা ছিলো। এটাই 'মোহরে নবুয়াত' বা নবুয়তের সীল। অতীতের নবীদের কিতাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নবুয়তের পরিচয়ের কথা ছিলো। অসংখ্য মোজেযার সাথে এটাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মোজেযা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٤٣٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِى الْفَلَاةِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ اِذَا كَانَ

الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ - رواه احمد وابو داؤد والترمذى والنسائى والدارمى وابن ماجة وَفِيْ أُخْرٰى لِاَبِيْ دَاؤُدَ فَاِنَّهٗ لاَ يَنْجِسُ ۔

৪৩৯। হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাঠে-ময়দানে জমে থাকা পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। নানা ধরনের জীব-জন্তু ও হিংস্র পশু এসে তার পানি পান করে। এসব পানি কি পাক পবিত্র? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পানি যদি দুই কোল্লা পরিমাণ হয় তাহলে অপবিত্র হয় না (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, ইবনে মাজা)। আবু দাউদের আর এক বর্ণনার শব্দ হলো ওই পানি নাপাক হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ বড় মটকাকে 'কোল্লা' বলা হয়। এতে সাধারণত আড়াই মশক পানি ধরে। অতএব দুই কোল্লায় পাঁচ 'মশক' পানি। পাঁচ মশকে প্রায় সোয়া ছয় মণ পানি হয়। ইমাম শাফেয়ী বলেন, দুই কোল্লা বা সোয়া ছয় মণ পানিই হলো 'মায়ে কাসির' বেশী পানি। কিন্তু এই হাদীসটির ব্যাপারে মতভেদ আছে বলে ইমাম আবু হানীফা তা অনুসরণ করেন না। অন্য কোন সহীহ হাদীস থেকেও 'মায়ে কাসির' বা বেশী পানির পরিমাণের নির্দিষ্ট সীমা নেই। অতএব তাদের মতে যে পরিমাণ পানি একধারে নাড়া দিলে অপর ধারে নাড়া লাগে না সেটাই বেশী পানি। হানাফী ফিকাহবিদগণ দশ বর্গহাত হাউজের পানিকেই 'বেশী পানি' বলে থাকেন। এই পরিমাণ পানিতে কোন অপবিত্র জিনিস পড়লে পানি নাপাক হয় না যতোক্ষণ তার রং, গন্ধ ও স্বাদ এই তিনটি গুণের একটি নষ্ট না হয়।

٤٤٠ - وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقٰى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهٗ شَيْءٌ - رواه احمد والترمذى وابو داؤد والنسائى

৪৪০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি 'বুদায়া' কূপের পানি দিয়ে উজু করতে পারি? এই কূপটিতে হায়েজের নেকঁড়া, মরা কুকুর ও দুর্গন্ধময় আবর্জনা ফেলা হয়। জবাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পানি পাক। কোন জিনিসই পানিকে নাপাক করতে পারে না (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ 'বিরে বুদাআ' মদীনার একটি কূপের নাম। এই কূপের সাথে নালার স্রোত প্রবহমান ছিলো। নালা দিয়ে অনেক ময়লা নাপাক জিনিস এসে পড়তো। এই কূপে বেশ পানি ছিলো। তা প্রবহমান ছিলো। প্রবাহ ছিলো তাই যা এসে পড়তো তা আবার চলে যেতো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব জানতেন বলে এই কূপের পানিকে 'মায়ে কাসির' (বেশী পানির) হুকুম দিয়েছেন। অর্থাৎ এই পানি পবিত্র। পানিকে কিছুই অপবিত্র করতে পারে না।

٤٤١ – وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ رَّسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّاْنَا بِهٖ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّاُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ - رواه مالك والترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى ·

৪৪১। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা সমুদ্র ভ্রমণে যাই। সামান্য মিঠা পানি সাথে করে নিয়ে যাই। এই পানি দিয়ে উজু করলে খাবার পানির অভাবে আমরা তৃষ্ণার্ত হবো। এ অবস্থায় আমরা কি সাগরের পানি দিয়ে উজু করতে পরি? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, সাগরের পানি পবিত্র। এর মৃত জীবও হালাল (মালিক, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও দারিমী)।

ব্যাখ্যা ঃ সাগরের জানোয়ারের মধ্যে মাছ সকল আলেমের মতে হালাল। অন্যান্য জানোয়ারের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ফিকাহর কিতাবে দ্রষ্টব্য।

٤٤٢ – وَعَنْ اَبِىْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَا فِىْ اِدَاوَتِكَ قَالَ قُلْتُ نَبِيْذٌ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَّمَاءٌ طَهُوْرٌ · رواه ابو داؤد وَزَادَ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ فَتَوَضَّاَ مِنْهُ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ اَبُوْ زَيْدٍ مَّجْهُوْلٌ وَّصَحَّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمْ اَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه مسلم

৪৪২। তাবেয়ী হযরত আবূ যায়দ (র)·হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'জিনের রাতে' জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার 'মশকে' কি আছে? তিনি বলেন,

আমি বললাম, 'নবীয'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খেজুর পাক, পানিও পবিত্র (আবূ দাউদ)। আহমাদ ও তিরমিযী শেষের দিকে বাড়িয়ে বলেছেন, এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দিয়ে উজু করলেন। তিরমিযী বলেন, আবু যায়দ একজন অপরিচিত লোক। সহীহ সূত্রে ইবনে মাসউদের অপর ছাত্র আলকামা হতে বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং বর্ণনা করেন, 'আমি জিনের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম না (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ 'নাখালা' নামক স্থানে রাতের বেলা জিনেরা এসে হুজুরের সাথে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করে। এই রাতই 'জিনের রাত' বা 'লাইলাতুল জিন' বলে ইতিহাসে খ্যাত।

খেজুরকে দশ-বারো ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর যে পানীয় প্রস্তুত হয় তাই 'নবীয'। এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা বলেন, 'নবীয' দিয়ে উজু করা জায়েয, যদি তা তরল ও নেশামুক্ত থাকে এবং পানি পাওয়া না যায়।

জিনদের সাথে আলাপের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদকে এক জায়গায় বৃত্তের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন বলেও একটি হাদীস আছে। সুতরাং 'তাঁর সাথে ছিলাম না' অর্থ হবে জিনের সাথে আলাপের সময় ছিলাম না। এটাই হলো তিরমিযীর আপত্তির জবাব।

٤٤٣ - وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءً فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَانِىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ اَخِىْ قَالَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ اَوِ الطَّوَّافَاتِ - رواه مالك واحمد والترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى ·

৪৪৩। হযরত কাবশা বিনতে কা'ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবু কাতাদার (রা)-র পুত্রবধু। আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট ছিলেন। তিনি তার জন্য উজুর পানি ঢাললেন। একটি বিড়াল এলো এবং উজুর পাত্র হতে পানি পান করতে লাগলো। তিনি পাত্রটি তার জন্য কাত করে ধরলেন যে পর্যন্ত পান করা শেষ না হলো। কাবশা বলেন, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি। আমাকে তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের কন্যা! তোমার কাছে আশ্চর্য লাগছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি

বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। এটা তোমাদের আশে পাশে বারবার বিচরণকারী বা বিরচরণকারিনী (মালিক, আহমদ, তিরমিযী, আব দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারিমী)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে 'তাওয়াফীন ও তাওয়াফাত' বলা হয়েছে বিড়ালকে। অর্থাৎ নর ও নারী বিড়াল। বিড়াল নানাভাবে মানুষের উপকার করে।

হাদীসের মর্ম হলো, বিড়াল তোমাদের ঘরের জীব, সব সময় তোমাদের আশেপাশে ঘুর ঘুর করে। ঘরের সব জায়গায় বিচরণ করে। তাই তাদের ঝুটা নাপাক হলে তোমাদের জীবন চলা কঠিন হয়ে যাবে। হাদীস প্রমাণ করে বিড়ালের ঝুটা পাক। এটাই ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু ইউসুফের মত। বিড়ালকে অন্য হাদীসে পশু বলে আখ্যায়িত করাতে ইমাম আবু হানীফা বিড়ালের উচ্ছিষ্টকে মাকরূহ বলেছেন।

٤٤٤ - وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أُمِّهِ اَنَّ مَوْلاَتَهَا اَرْسَلَتْهَا بِهَرِيْسَةٍ اَلٰى عَائِشَةَ قَالَت فَوَجَدْتُّهَا تُصَلِّى فَاَشَارَتْ الِىَّ اَنْ ضَعِيْهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَاَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ مِنْ صَلاَتِهَا اَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ اَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا - رواه ابو داؤد

৪৪৪। হযরত দাউদ ইবনে সালেহ ইবনে দীনার তাবেয়ী (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তার মার মুক্তিদাতা মনিব একবার তার মাকে কিছু 'হারিসা' নিয়ে হযরত আয়েশার নিকট পাঠালেন। তার মা বলেন, আমি গিয়ে তাকে নামাযরত পেলাম। তিনি তখন আমাকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন, 'তা রেখে দাও।' একটি বিড়াল এলো এবং তা হতে কিছু খেলো। এরপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নামায হতে অবসর হলেন। বিড়ালের খাওয়া স্থান থেকেই তিনি খেলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। ওটা তোমাদের আশেপাশে ঘন ঘন বিচরণকারী। তিনি আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে উজু করতে দেখেছি (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ 'হারীসা' ফিরনীর মতো এক রকম খাবার। ফিরনী হাতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? এইজন্য ইশারা দিয়ে মা আয়েশা বলে দিলেন, ওটা রেখে দাও। বুঝা গেলো এই ধরনের ইশারায় নামায নষ্ট হয় না। এটা আমলে কাসীর বিড়ালের

৪৪—

ঝুটা নয়, বা উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে উজু করা জায়েয। তবে ভালো পানি কাছে থাকলে তা দিয়ে উজূ করাই উত্তম। এর দ্বারা বিড়াল পোষা জায়েযও বুঝা গেল।

٤٤٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَتَوَضَّأُ بِمَا اَفْضَلَتِ الْحُمُرُ قَالَ نَعَمْ وَبِمَا اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا - رواه فى شرح السنة

৪৪৫॰। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা কি গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে উজূ করতে পারি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, এবং হিংস্র জানোয়ারের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়েও (শরহুস সুন্নাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ সব হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্ট পানিও পাক, একথাই এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর এই মত। তবে ইমাম আবু হানীফার মতে এই পানি জায়েয নয়। কারণ হিংস্র জন্তু ও এর লালা নাপাক। তাই হিংস্র জন্তুর লালা যে পানি নাপাক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার মতে এইসব হাদীস সহীহ্ নয়। যদি সহীহ প্রমাণিতও হয়, তবে এর অর্থ হবে 'মায়ে কাসীর' অর্থাৎ বেশি পানির বড় হাউজ বা পুকুর ইত্যাদি। গাধার পান করা পানিও নাপাক, উভয় সম্পর্কেই হাদীস রয়েছে। তাই ইমাম আযম (র) এই হাদীসকে 'মাশকুক' অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত বলেন।

٤٤٦ - وَعَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ اِغْتَسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَمَيْمُوْنَةُ فِىْ قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ - رواه النسائى وابن ماجة

৪৪৬। হযরত উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা একটি গামলার পানি দিয়ে গোসল করেছেন যাতে আটার খামীরের চিহ্ন অবশিষ্ট ছিলো (নাসায়ী, ইবনে মাজা)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٤٤٧ - عَنْ يَحْىَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اِنَّ عُمَرَ خَرَجَ فِىْ رَكَبٍ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتّٰى وَرَدُوْا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرٌو يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لاَ تُخْبِرْنَا فَاِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا - رواه مالك وَّزَادَ رَزِين قَالَ زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ

فِيْ قَوْلِ عُمَرَ وَانِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَهَا مَا اَخَذَتْ فِيْ بُطُوْنِهَا وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا طَهُوْرٌ وَّشَرَابٌ ·

৪৪৭। হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবদুর রহমান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এক কাফেলার সাথে বের হলেন। এদের মধ্যে হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহ আনহুও ছিলেন। পথ চলতে চলতে তারা একটি হাউজের কাছে পৌছলেন। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে হাউজের মালিক! তোমার হাউজে হিংস্র জন্তুরাও কি পানি পান করতে আসে? হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে হাউজের মালিক! আমাদেরকে এ খবর দিও না। এই ঘাটে কখনো আমরা আসি আর কখনো আসে জন্তু-জানোয়ার। তাতে অসুবিধা কি (মালিক)?

ইমাম রযীন এই হাদীসটিকে আরো বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, কোন কোন বর্ণনাকারী হযরত উমরের কথার মধ্যে একথাও উল্লেখ করেছেন, “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তা থেকে জন্তু জানোয়ার পেটে যা নিয়েছে তা তাদের জন্য। আর যা বাকী আছে আমাদের জন্য পাক-পবিত্র ও পানীয়।

٤٤٨ - وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِيْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ عَنِ الطُّهُوْرِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طُهُوْرٌ - رواه ابن ماجة

৪৪৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা ও মদীনার মধ্যে অবস্থিত কূপগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এসব কূপে জন্তু-জানোয়ার, কুকুর ও গাধা পানি পান করতে আসে। এগুলোর পানি কি পাক? হুজুর (স) বললেন, তাদের পেট যা উঠিয়ে নিয়েছে তা তাদের জন্য। আর যা বাকী আছ তা আমাদের জন্য পাক (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ এই দুইটি হাদীসে জন্তু-জানোয়ারের ঝুটা পানি পাক হবার যে হুকুম দেয়া হয়েছে তা সব পানির ব্যাপারে নয়, বরং এই হুকুম হলো বড় বড় পুকুর নালা দীঘি, হাউজ সম্পর্কে।

٤٤٩ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ تَغْتَسِلُوْا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَانَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ - رواه الدار قطنى

৪৪৯। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোদে গরম করা পানি দিয়ে গোসল করো না। কারণ এই পানি শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগের জন্ম দেয় (দারু কুতনী)।

ব্যাখ্যা ঃ রোদে গরম করা পানির অর্থ হলো কারো কারো মতে এমন পানি যা ইচ্ছাকৃতভাবে রোদে গরম করা হয়েছে। কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে তো বুঝা যায় এতে কোন শর্ত নেই। বরং যেভাবেই রোদে পানি গরম হোক না কেনো, চাই গরম করার জন্য ইচ্ছা করে রোদে রাখা হোক অথবা একখানে পানি রাখা ছিলো, পরে এখানে রোদ এসে পানি গরম হয়ে গেছে। কেউ কেউ এই হাদীসকে জয়ীফ বলেন। আর সহীহ হলেও এটা অভ্যাসে পরিণত করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এটা হুজুরের অভিজ্ঞতা বা অনুমান।

(৭) بَابُ تَطْهِيْرِ النَّجَاسَاتِ

(অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জন)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٤٥٠ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْتَسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ - متفق عليه وفى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ طُهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَّغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ .

৪৫০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর পানি পান করলে সে যেনো তা সাতবার ধুয়ে নেয় (বুখারী-মুসলিম)। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেনো তা সাতবার ধোয়। এর প্রথমবার মাটি দিয়ে।

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ইমাম মালিক, শাফেয়ী আহমদ ইবনে হাম্বল এই হাদীস অনুযায়ী কুকুরে মুখ দেয়া পাত্র সাতবার ধোয়ার পক্ষে। ইমাম আবু হানীফার

মতে এই হাদীসে সাতবার ধোবার কথা বলে সতর্কতা বুঝানো হয়েছে। এরূপ পাত্র তিনবার ধুইলেই পাক হয়ে যাবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী কুকুরের লালায় এক রকম জীবানু আছে। এই জীবানু মাটিতেই ধ্বংস হয়। তাই হয়ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবার মাটি দিয়ে পাত্র পরিষ্কার করতে বলেছেন।

٤٥١ - وَعَنْهُ قَالَ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِّنْ مَّاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِّنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ - رواه البخارى

৪৫১। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করে দিলো। লোকেরা তাকে ঘিরে ধরলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে সহজতা বিধানকারীরূপে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা বা জটিলতা সৃষ্টিকারী হিসাবে নয় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ এতে বুঝা গেল পেশাব বা এ ধরনের অপবিত্রতা দূর করার জন্য পানি ঢাললেই চলে অথবা মেঝের উপরের কিছু মাটি ফেলে দিলেই চলবে। অন্য উপায়ে পাক হবে না। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম যুফারেরও এই মত। কিন্তু আবু দাউদের এক হাদীস অনুযায়ী মাটি শুকিয়ে গেলেই তা পাক হয়ে যায়। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফের মতও তাই। এটা মসজিদ হবার কারণেই হুজুর (স) তাড়াতাড়ি পাক করার জন্য পানি ঢেলে দিতে বলেছেন।

٤٥٢ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتّٰى بَالَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ اِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاَةِ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاَمَرَ رَجُلاً مِّنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ فَسَنَّهُ عَلَيْهِ - متفق عليه

৪৫২। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মসজিদে (নববীতে) ছিলাম। এ সময় এক বেদুঈন এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগলো। রাসূলের সাথীগণ বলতে লাগলেন, থাম, থাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে পেশাব করতে বাধা দিও না। সাহাবীগণ তাকে ছেড়ে দিলেন। সে পেশাব করা শেষ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে এনে বললেন, পেশাব করা ও কোন অপবিত্র জিনিস ফেলার স্থান এসব মসজিদ নয়। বরং তা আল্লাহর যিকির, নামায ও কুরআন পড়ার জন্য। অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বলেছেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে উপস্থিত একজনকে নির্দেশ দিলে সে এক বালতি পানি এনে (পেশাবের উপর) ঢেলে দিলো (বুখারী-মুসলিম)।

٤٥٣ - وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ سَاَلَتِ امْرَاَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِحْدَانَا اِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اِحْدَكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرَصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيْهِ - متفق عليه

৪৫৩। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ যদি তার কাপড়ে হায়েযের রক্ত দেখতে পায়, তাহলে সে কি করবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে, সে আঙ্গুল দিয়ে তা খুঁটে ফেলবে। তারপর পানি ঢেলে ধুয়ে নিবে। এরপর সে চাইলে এ কাপড় পরে নামায পড়বে।

٤٥٤ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِىِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاَثَرُ الْغَسْلِ فِىْ ثَوْبِهِ - متفق عليه

৫৫৪। হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে কাপড়ে লেগে থাকা মনি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। অয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে মনি ধুয়ে নিতাম। এরপর তিনি নামায পড়বার জন্য বের হতেন। এসময় তার কাপড়ে বীর্য ধোবার আলামত থাকতো (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, মনি বা বীর্য নাপাক। ইমাম আবু হানীফা ও মালিকের এই মত।

٤٥٥ - وَعَنِ الاَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه مسلم وَبِرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَفِيْهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ فِيْهِ -

৪৫৫। হযরত আসওয়াদ ও হযরত হাম্মাম (র) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় হতে বীর্য খুঁটে তুলে ফেলে দিতাম (মুসলিম)। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে আলকামা ও আসওয়াদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও অনুরূপ। তবে তাতে আরো আছে, অতঃপর তিনি সেই কাপড় পরে নামায পড়তেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা গেল, বীর্য কাপড়ে জমাট বেঁধে শুকিয়ে গেলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফেলে দিলেই চলে। আবু হানীফার এই মত। আর যদি তা তরল হয় ও কাপড়ে চুষে যায় তাহলে তা ধুয়ে নিতে হবে।

٤٥٦ - وَعَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حِجْرِهِ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ - متفق عليه

৪৫৬। হযরত উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি তার একটি শিশু পুত্রসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আপন কোলে বসালেন। শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলো। হুজুর পানি আনলেন, পেশাবের উপর পানি ঢেলে দিলেন, ধুইলেন না (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) এই হাদীস অনুসারে পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও মালিক ধোয়া প্রয়োজন মনে করেছেন। তাদের মত "ধুইলেন না" অর্থ খুব কচলিয়ে ধুইলেন না। অন্য হাদীসে তাদের মতের সমর্থন রয়েছে।

٤٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا دُبِغَ الْاِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ - رواه مسلم

৪৫৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কাঁচা চামড়া পাকা (প্রক্রিয়াজাত) করায় তা পাক হয়ে যায় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মর্ম অনুযায়ী হযরত ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, সকল রকমের চামড়া, চাই মরা হোক, জবেহ করা হোক বা হালাল পশুর হোক অথবা হারাম পশুর, দাবাগত (প্রক্রিয়াজাত) করলে সবই পাক। শূকর ও মানুষের চামড়া ব্যতিক্রম। শূকর যেহেতু নিজেই নাজাসাত। আর মানুষ মর্যাদাশীল প্রাণী। মানুষের চামড়া দাবাগত করাই নিষিদ্ধ। ইমাম শাফেয়ীর মতে কুকুরের চামড়াও দাবাগত করলে তা পাক হবে না।

٤٥٨ - وَعَنْهُ قَالَ تُصُدِّقَ عَلٰى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّاَ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا - متفق عليه

৪৫৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার এক মুক্তদাসীকে একটি বকরী দান করা হলো। পরে বকরীটি মারা গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট দিয়ে যাবার সময় বললেন, তোমরা বকরীর চামড়াটা খুলে নিয়ে পাকা করলে না কেনো? তাহলে এটা কাজে লাগাতে পারতে। তারা বললো, এটা যে মরা! হুজুর (স) বললেন, শুধু এটা খাওয়াই হারাম করা হয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো জবেহ করা ছাড়া কোন জানোয়ার মারা গেলে তারা পাকা করা চামড়া, দাঁত, পশম, শিং ইত্যাদি ব্যবহার করে উপকৃত হতো, বেচা-কেনা করতে এবং এসব অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার করতে নিষেধ নেই।

٤٥٩ - وَعَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَازِلْنَا نَنْبِذُ فِيْهِ حَتّٰى صَارَ شَنًا - رواه البخارى

৪৫৯। উম্মুল মুমেনীন হযরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি বকরী মারা গেলে আমরা এর চামড়াটা পাকা করলাম। এরপর সব সময় এতে 'নবীয' বানাতে থাকি। শেষে এটা একটা পুরান মশকে পরিণত হয়ে গেল (বুখারী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٤٦٠ - عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا وَاَعْطِنِيْ اِزَارَكَ حَتّٰى اَغْسِلَهُ فَقَالَ اِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاُنْثٰى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ رواه ابو داؤد وابن ماجة وَفِيْ رِوَايَةٍ لِاَبِيْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ اَبِى السَّمْحِ قَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ ·

৪৬০। হযরত লুবাবা বিনতুল হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হোসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিলেন। আমি আরয করলাম, আপনি আরেকটি কাপড় পরে নিন। এই কাপড়টি আমাকে দিন। আমি এটা ধুয়ে দেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাবে বললেন, মেয়েদের পেশাব ধুইতে হয়। ছেলেদের পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিলেই হয় (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)। আবু দাউদ ও নাসাঈর এক বর্ণনায় আবুস সামহ্ হতে এই শব্দগুলো নকল হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বালিকাদের পেশাব ধোয়া হয়। আর বালকদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম তাহাবী (র) বলেন, ছিটিয়ে দেবার অর্থ এখানে হালকাভাবে ধোয়াকেই বুঝানো হয়েছে। মেয়েদের পেশাব ছড়ায় বেশী, আর পুরুষের পেশাব কম ছড়ায়। আর এইজন্য এই পার্থক্য করা হয়েছে।

٤٦١ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَطِئَ اَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْاَذٰى فَاِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ- رواه ابو داؤد ولابن ماجة معناه ·

৪৬১। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নিজের জুতা দিয়ে অপবিত্র জিনিস মাড়ালে অতঃপর মাটিই এটাকে পাক করে দিবে (আবু দাউদ)। ইবনে মাজাও অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে যে কথাটি বলা হয়েছে তাহলো, যেমন কোন ব্যক্তি জুতা পায়ে পরে হেঁটে যেতে কোথাও ময়লা লেগেছে জুতায়। এরপর যখন সে পরিষ্কার

ও পবিত্র জায়গার মাটির উপর দিয়ে হেঁটে চলতে থাকবে মাটির সাথে ঘষা-ঘষিতে ওই ময়লা পরিষ্কার হয়ে জূতা সাফ হয়ে যাবে।

٤٦٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ انِّىْ أُطِيْلُ ذَيْلِىْ وَأَمْشِىْ فِى الْمَكَانِ الْقَذِرِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهٗ مَا بَعْدَهٗ . رواه مالك واحمد والترمذى وابو داؤد والدارمى. وَقَالاَ الْمَرْأَةُ أُمُّ وَلَدٍ لِاِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ .

৪৬২। হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তাঁকে এক মহিলা এসে বলল, আমি আমার কাপড়ের আঁচল নিচে লম্বা করে দেই, আর নাপাক জায়গা অতিক্রম কারী, এখন আমি কি করবো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পরের পাক জায়গার মাটি এটাকে পবিত্র করে দেয় (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)। আবু দাউদ ও দারেমী বলেন, প্রশ্নকারী মহিলা ছিলেন ইবরাহীম ইবন আবদুর রহমান ইবন 'আওফের উম্মে ওয়ালাদ।

ব্যাখ্যা ঃ প্রশ্নকারী মহিলার জানার ছিল যে, তার কাপড়ের আঁচল লম্বা হয়ে নিচের দিকে ঝুলে থাকতো। কাজেই আঁচলের কোণা হাঁটার সময় মাটিতে হেঁচড়াতো। ময়লা জায়গা দিয়েও তাকে চলতে হতো। এ অবস্থায় কি হুকুম? তার কাপড় পবিত্র হবার উপায় কি? এ কথার জবাবেই হযরত উম্মে সালমা রাদিয়ালাহু আনহা বলে দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব ক্ষেত্রের কথা বলেছেন, "কোন নাপাক জায়গা দিয়ে যাবার সময় কাপড়ের আঁচলে নাজাসাত লাগলে সেই নাজাসাত পরের চলা পথের পাক মাটির সংস্পর্শে এসে তার ডলায় পাক হয়ে যায়।

٤٦٣ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا - رواه ابو داؤد والنسائى

৪৬৩। হযরত মিকদাম ইবনে মাদীকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়া পরতে ও এর উপর আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদের মর্ম হলো হিংস্র জন্তু জানোয়ার যথা বাঘ, চিতা বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক ইত্যাদির চামড়া দিয়ে পোশাক পরিচ্ছদ বানিয়ে পরিধান করা যাবে না। এর উপর আরোহণ করার অর্থ বিছিয়ে তার

উপর বসা। কারণ এসব অহংকারবোধ ও দুনিয়াদার লোকের স্বভাব সৃষ্টি করে। কাজেই এসব থেকে বিরত থাকা দরকার।

٤٦٤ - وَعَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ بْنِ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ - رواه احمد وابو داؤد والنسائى وَزَادَ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ اَنْ تُفْرَشَ ·

৪৬৪। হযরত আবুল মালীহ্ ইবনে উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন (আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী)। কিন্তু তিরমিযী ও দারেমীর বর্ণনায় আরো আছে, "এবং তা বিছাতে (বিছানা বা গদী হিসাবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো হিংস্র জন্তুর চামড়া ক্রয়-বিক্রয়ও সমীচীন নয়। ইমাম মালিক (র) এই কথা বলেন। তাঁর ও আবুল মালীহর মতে এসব বিক্রয়লব্ধ মূল্যও ভোগ করা জায়েয নয়।

٤٦٥ - وَعَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ اَنَّهُ كَرِهَ ثَمَنَ جُلُوْدِ السِّبَاعِ - رواه الترمذى

৪৬৫। হযরত আবুল মালীহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি হিংস্র জন্তুর চামড়ার মূল্য মাকরূহ মনে করতেন (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ আবুল মালীহর মতেও হিংস্র জন্তুর চামড়া নাপাক। আর নাপাক জিনিস ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। তাই এর মূল্যও জায়েয নয়।

٤٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ اَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَّ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَّلاَعَصَبٍ - رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة ·

৪৬৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে এই মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র এসেছে ঃ তোমরা মরা জীবজন্তুর চামড়া বা রগ দ্বারা ফায়দা উঠাবে না (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম রাদিয়াল্লাহ আনহু বনি জুহাইন গোত্রের লোক ছিলেন। তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন বার্তা দিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি চামড়া সংক্রান্ত এই

হুকুমটি দিয়েছিলেন। এই হুকুম ছিলো পাকা না করা চামড়া সম্পর্কে। পাকা করার পর তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয।

٤٦٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَنْ يُّسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ - رواه مالك وابو داؤد

৪৬৭। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর এর থেকে উপকৃত হতে নির্দেশ দিয়েছেন (মালিক ও আবু দাউদ)।

٤٦٨ - وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَّجُرُّوْنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْظُ - رواه احمد وابو داؤد

৪৬৮। হযরত মাইমূনা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ গোত্রের কতক লোক গাধার মতো বড় একটি মৃত ছাগলকে হুজুরের কাছ দিয়ে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাছিলো। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যদি এর চামড়া ছিলে নিতে (তাহলে হয়তো তোমাদের কাজে লাগতো)। তারা বললো, এটা তো মৃত (জবেহ করা নয়)। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পানি এবং সলম গাছের পাতা একে পবিত্র করে দিবে।

ব্যাখ্যা ঃ দাবাগাত বা চামড়া পাকানোর কয়েকটি পদ্ধতি আছে। কিন্তু সলম গাছের পাতা ও পানি দিয়ে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হলে তা ভালোভাবে পবিত্র হয়ে যায়। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ করে এই দুইটি জিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা গেলো চামড়ার দাবাগত ও পবিত্র করা এর উপরই নির্ভরশীল নয়। অন্য পদ্ধতিতে, যেমন রৌদ্র ইত্যাদিতে শুকিয়েও দাবাগত ও পবিত্র করা যায়।

٤٦٩ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ فَاِذَا قِرْبَةٌ مُّعَلَّقَةٌ فَسَالَ الْمَاءَ فَقَالُوْا لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ دِبَاغُهَا طُهُوْرُهَا - رواه احمد وابو داؤد

৪৬৯। হযরত সালামা ইবনুল মুহাব্বিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধের সময় একটি

পরিবারের নিকট গেলেন। ওখানে তিনি একটি মশক লটকানো দেখতে পেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি চাইলেন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো মৃত (জন্তুর) দাবাগাত করা চামড়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাকে পাকা করাই হলো এর পবিত্রতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٤٧٠ - عَنِ امْرَاةٍ مِّنْ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ انَّ لَنَا طَرِيْقًا اِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتَنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ اِذَا مُطِرْنَا قَالَتْ فَقَالَ اَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقٌ هِىَ اَطْيَبُ مِنْهَا قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهٰذِهِ بِهٰذِهِ - رواه ابو داؤد

৪৭০। আবদুল আশহাল বংশের জনৈকা রমণী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মসজিদের দিকে যাবার আমাদের একটি পূতিগন্ধময় পথ আছে। সেখানে বৃষ্টি হবার পর আমরা কিভাবে সতর্কতা অবলম্বন করবো? তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মসজিদের দিকে যাবার জন্য এরপর আর কোন অধিক পবিত্র পথ পড়বে না? আমি বললাম, হাঁ আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই হলো ওটার বদলা (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটি পূর্ববর্তী একটি হাদীসের ব্যাখ্যা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদের অর্থ হলো, কোন গান্ধা ও অপবিত্র পথ দিয়ে চলতে যে অপবিত্র জিনিস কাপড়ে-চোপড়ে লাগে তা পরের পবিত্র ও সুন্দর পথে ও পবিত্র মাটি দিয়ে চললে পাক হয়ে যায়। এভাবে খারাপ পথে চলার সময় জুতার নীচে যে অপবিত্র জিনিস লাগবে তা পরের পবিত্র পথে চলতে চলতে পবিত্র হয়ে যাবে।

٤٧١ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطِئِ - رواه الترمذى

৪৭১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। অথচ (মাটির) রাস্তায় চলার কারণে উজু করতাম না (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, নামায পড়তে রওয়ানা হবার আগে আমরা বাড়ীতে উজু করে নিতাম। মসজিদে আসার সময় পথে খালি পা থাকার কারণে পায়ে অথবা পায়ে জুতা থাকলে জুতায় নাজাসাত ও ময়লা লেগে যেতো। এগুলো আমরা আর

ধুইতাম না। এটা শুকনা নাজাসাতের বেলায়। যদি নাজাসাত শুষ্ক হয় তাহলে ধুইতে হবে না। কারণ নাজাসাতের জায়গা পার হয়ে আসার পর পবিত্র জায়গা দিয়ে হেঁটে আসাতে আগের নাজাসাত ভালো মাটির ঘষায় পাক হয়ে গেছে। আর যদি নাজাসাত ভিন্ন হয় তাহলে সেই নাজাসাত ধুইতে হবে।

٤٧٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ - رواه البخارى

৪৭২। হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের কালে মসজিদে নববীতে কুকুর যাতায়াত করতো। এই কারণে সাহাবাগণ কুকুর হাঁটার জায়গায় কোন পানি ছিটাতেন না (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ সেই যুগে মসজিদের কোন জানালা-দরজা ছিলো না। কাজেই কুকুর মসজিদে সহজেই ঢুকে পড়তো। কিন্তু কুকুর শুকনা থাকতো। এর গা থেকে অপবিত্র কিছু মসজিদে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকতো না বলে সাহাবায়ে কিরাম এর চলার পথ পানি দিয়ে ধুইয়ে দিতেন না। কিন্তু গা ভিজা থাকলে বা অন্য কোন ভিজা নাজাসাত তার গায়ে লেগে থাকলে, আর মসজিদ পাকা না হয়ে কাঁচা হলে অবশ্যই তারা ধুয়ে নিতেন। ধুয়ে নেয়াই উত্তম। আর এই উত্তম কাজ তারা অবশ্যই ছাড়াতেন না।

٤٧٣ - وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ بَاْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَفِىْ رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ اُكِلَ لَحْمُهُ فَلاَ بَاْسَ بِبَوْلِهِ - رواه احمد والدارقطنى

৪৭৩। হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যার গোশত খাওয়া হয় তার পেশাব গায়ে লাগলে ক্ষতি নেই। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় আছে ঃ তিনি বলেন, যে জীব-জন্তুর গোশত খাওয়া হয় তার পেশাবে দোষ নেই (আহমাদ, দারু কুতনী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের প্রকাশ্য শব্দের দ্বারা হযরত ইমাম মালিক, আহমাদ, মোহাম্মদ এবং কোন কোন শাফেয়ী ওলামা বলেন, যে জানোয়ার জবেহ করে তার গোশত খাওয়া হয় তার পেশাব পাক। গায়ে লাগলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু হযরত

ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসূফ ও অন্যান্য আলেমদের মতে তা অপবিত্র। তারা বলেন, এই হাদীসের বিপরীত আর একটি হাদীস আছে ঃ

اِسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ۔

"পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করো। কারণ অধিকাংশ কবর আযাব পেশাবের কারণে হয়"। অতএব তার পেশাব গায়ে লাগলেও পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।

(৭) بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

(মোজার উপর মাসেহ করা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٤٧٤ - عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىْءٍ قَالَ سَاَلْتُ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَّلَيْلَةً لِّلْمُقِيْمِ - رواه مسلم

৪৭৪। তাবেয়ী হযরত শুরাইহ্ ইবনে হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা হলো তিন দিন তিন রাত। অর্থাৎ একজন মুসাফির তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত উজু করার সময় পা না ধুয়ে নিজের মোজার উপর মাসেহ করতে পারবে। আর এক দিন এক রাত পর্যন্ত মুকীম নিজের মোজার উপর মাসেহ করতে পারবে। প্রথমে উজু করে মোজা পায়ে দেবার পর যখনই তার আবার উজু করার প্রয়োজন হবে তখনই সে উজু করার সময় পায়ের মোজার উপর মাসেহ করবে। মোজা খুলে পা ধুইতে হবে না।

٤٧٥ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوْكَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ اِدَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ اَخَذْتُ اُهْرِيْقُ عَلٰى يَدَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوْفٍ ذَهَبَ يَحْسِرُ

عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَاَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَاَلْقَى الْجُبَّةَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ اَهْوَيْتُ لِاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَاِنِّىْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوْا اِلَى الصَّلَاةِ وَيُصَلِّىْ بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَّقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا اَحَسَّ بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَاَخَّرُ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ فَاَدْرَكَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مَعَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ مَعَهُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِىْ سَبَقَتْنَا - رواه مسلم

৪৭৫। হযরত মুগীরা ইবনে শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধে শরীক ছিলেন। মুগীরা বলেন, একদিন ফজরের নামাযের আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানার উদ্দেশে বের হলেন। আর আমি একটি পানির পাত্র বহন করে তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। তিনি বেরিয়ে আসার পর আমি তাঁর দুই হাতের কব্জির উপর পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি তাঁর দুই হাত ও চেহারা ধুইলেন। তার গায়ে তখন ছিলো একটি পশমী জুব্বা। তিনি তাঁর (জুব্বার হাতা গুটিয়ে) তার হাত দু'টি খুলতে চাইলেন। কিন্তু জুব্বার আস্তিন খুব চিকন ছিলো। তাই জুব্বার ভেতর দিক দিয়েই তাঁর হাত দু'টি বের করলেন। জুব্বাকে নিজের দুই কাঁধের উপর রেখে দিলেন। হাত দুইটি কনুই পর্যন্ত ধুইলেন। এরপর আমি তাঁর মোজাগুলো খুলতে চাইলাম। তিনি বললেন, এগুলো এভাবে থাকতে দাও। এগুলো আমি পবিত্র অবস্থায় (অর্থাৎ উজু করে) পরেছি। তিনি এগুলোর উপর মাসেহ করলেন। এরপর তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করলেন, আমিও আরোহণ করলাম। এরপর আমরা দলের কাছে পৌছে গেলাম। তখন তারা নামাযে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। আবদুর রহমান ইবন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের নামায পড়াচ্ছিলেন এবং এক রাকআত নামায পড়েও ফেলেছিলেন। রাসূল করীমের আগমন টের পেয়ে তিনি পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার স্থানে স্থির থাকতে ইশারা করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে দুই রকায়াতের মধ্যে এক রাকয়াত নামায পেলেন। তিনি সালাম ফিরালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং ছুটে যাওয়া এক রাকআত নামায আমরা আদায় করলাম (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে উজুর কথা বলতে গিয়ে কুলি ও নাকে পানি দেবার কথা উল্লেখ করা হয়নি। হযরত মুগীরা সংক্ষেপ করার জন্য তা উল্লেখ করেননি অথবা এ দু'টি জিনিস মুখের মধ্যেই শামিল। এই হাদীসে ছয়টি কথা বলা হয়েছে ঃ

(১) ফজরের নামাযের পূর্বে পায়খানায় যাওয়ার অর্থ তিনি নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

২) অন্য কেউ উজুর পানি ঢেলে দিলেও দিতে পারে। এতে কোন দোষ নেই।

৩) কোন সর্বোত্তম ব্যক্তিও কিছু কম উত্তম লোকের পেছনে নামায পড়তে পারেন। যেমন আবদুর রহমান ইবন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুরের আগমনের কথা টের পেয়ে পেছনে চলে আসতে চাইলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইশারা করে বারণ করলেন এবং তাঁর পেছনেই নামায পড়লেন।

৪) কেউ নামাযের সব রাকয়াত জামায়াতের সাথে না পেলে ইমামের সালাম ফিরাবার পর বাকী রাকয়াত নামায পড়বার জন্য উঠে দাঁড়াবে।

৫) নামাযের সঠিক সময় হয়ে গেলে, ইমাম তখনো উপস্থিত না হলে এবং তার আসার সময় জানা না থাকলে, উপস্থিতদের মধ্য একজন নামায পড়াবে। অনিশ্চিত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

৬) ইমামের বাসা যদি মসজিদের কাছেধারে হয়, নামাযের সময় ইমামকে জানিয়ে দেয়া মুস্তাহাব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٤٧٦ - عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَّلَيْلَةً اِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ اَنْ يَّمْسَحَ عَلَيْهِمَا - رواه الاثرم فى سننه وابن خزيمة والدار قطنى وَقَالَ الْخَطَّابِىُّ هُوَ صَحِيحُ الْاِسْنَادِ هٰكَذَا فِىْ الْمُنْتَقٰى .

৪৭৬। হযরত আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত উজু করে মোজা পরার পর এর উপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন। আসরাম তাঁর সুনানে এবং ইবনে খুযাইমা ও দারু কুতনী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। আল-মুনতাকা কিতাবেও এরূপ উল্লেখ রয়েছে।

٤٧٧ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَاْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفْرًا اَنْ لاَّ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيَهُنَّ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ .
وَّلٰكِنْ مِّنْ غَائِطٍ وَّبَوْلٍ وَّنَوْمٍ - رواه الترمذى والنسائى

৪৭৭। হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুজুরের সাথে মুসাফিরীতে কোথাও রওনা হলে তিনি আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত নাপাকীর গোসল ছাড়া, এমনকি পায়খানা-পেশাব ও নিদ্রার পর উজুর সময়ে মোজা না খুলতে নির্দেশ দিতেন (তিরমিযী ও নাসায়ী)।

٤٧٨ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَمَسَحَ اَعْلَى الْخُفِّ وَاَسْفَلَهُ - رواه ابو داؤد والترمذى
وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ مَّعْلُوْلٌ وَّسَاَلْتُ اَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا
يَّعْنِى الْبُخَارِىَّ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَّكَذَا ضَعَّفَهُ اَبُوْ دَاؤُدَ

৪৭৮। হযরত মুগীরা ইবনে শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবুকের যুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজুর পানির ব্যবস্থা করলাম। তিনি মোজার উপর ও নিম্নাংশ মাসেহ করেছিলেন (আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা)। হযরত ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি দোষযুক্ত। আমি আবু যুরআ ও ইমাম বুখারীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ নয়। এভাবে ইমাম আবু দাউদও হাদীসটিকে জয়ীফ বলেছেন (অর্থাৎ এর সনদ মুগীরা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নেই মধ্যে রাবী ছুটে গেছে)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইমাম মালিক ও হযরত ইমাম শাফেয়ীর মতে মোজার উপরে মাসেহ করা ওয়াজিব। আর মোজার তলার দিকে মাসেহ করা সুন্নাত। হযরত ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমদের মতে মোজার উপরের দিকই মাসেহ করবে। এই দুই হযরত মোজার উপরে ও নিচে মাসেহ সংক্রান্ত হাদীসকে সহীহ্ মনে করেন না।

٤٧٩ - وَعَنْهُ اَنَّهُ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى
الْخُفَّيْنِ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا - رواه الترمذى وابو داؤد

৪৭৯। হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি তাঁর দু'টো মোজার উপরিভাগ মাসেহ করেছেন (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

٤٨٠ - وَعَنْهُ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ - رواه احمد والترمذى وابو داؤد وابن ماجة ·

৪৮০। হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু করলেন এবং জুতার সাথে তিনি 'জাওরাব' দু'টোর উপরিভাগও মাসেহ করলেন (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ চামড়ার মোজা সাধারণত হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হয়। আরবী ভাষায় এটাকে বলে "খুফফ্"। আর 'জওরাব' শব্দের অর্থ হলো কাপড়ের শক্ত মোজা। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী চামড়ার মোজা হলেই এর উপর মাসেহ জায়েয, নচেৎ নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٤٨١ - عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ مَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ نَسِيْتَ قَالَ بَلْ اَنْتَ نَسِيْتَ بِهٰذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ - رواه احمد وابو داؤد ·

৪৮১। হযরত মুগীরা ইবন শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপরিভাগ মাসেহ করলেন। আমি নিবেদন করালাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, না, বরং তুমি ভুল বুঝেছো। এভাবে করার জন্যই আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি মহান ও প্রতাপশালী (আহমাদ ও আবু দাউদ)।

٤٨٢ - وَعَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّاْىِ لَكَانَ اَسْفَلُ الْخُفِّ اَوْلٰى بِالْمَسْحِ مِنْ اَعْلَاهُ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ - رواه ابو داؤد والدارمى معناه ·

৪৮২। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীন যদি মানুষের বুদ্ধি ভিত্তিক হতো, তাহলে বাস্তবিকই মোজার উপরের চেয়ে নীচের দিক মাসেহ করাই উত্তম হতো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি তার মোজার উপরিভাগ মাসেহ করেছেন (আবু দাউদ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্য হলো দীনের ব্যাপারে আন্দাজ-অনুমান, মতামত ও বুদ্ধি-সুদ্ধির উপর নির্ভর করে কোন হুকুম দেয়া যায় না। মোজার উপরের চেয়ে নিচেই বরং খারাপ জিনিস ময়লা, অপবিত্রতা লেগে থাকার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপরির ভাগের উপর মাসেহ করেছেন। কাজেই তখন বুদ্ধি ও যুক্তি খাটাবার অবকাশ নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মোজার উপর মাসেহ করেছেন, সেভাবেই উম্মতকে করতে হবে।

(١٠) بَابُ التَّيَمُّمِ

(তাইয়াম্মুম)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٤٨٣. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلاَئِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَّجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ - رواه مسلم

৪৮৩। হযরত হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সব মানুষের উপর তিনটি বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। (১) আমাদের (নামাযের) কাতারকে ফেরেশতাদের সারির মতো মর্যাদা দেয়া হয়েছে। (২) গোটা পৃথিবীকে বানানো হয়েছে আমাদের নামাযের স্থান। (৩) পৃথিবীর মাটিকে আমাদের জন্য করা হয়েছে পবিত্রকারী (জিনিস), যখন আমরা পানি পাবো না (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতগণ নানা বিষয়ে অন্যান্য উম্মতদের তুলনায় সবচেয়ে বেশী মর্যাদাশীল হবেন। মর্যাদার ক্ষেত্রে আর কেউ এই উম্মতের সম মর্যাদার নয়। এই হাদীসসহ আরো অনেক প্রমাণ এ ক্ষেত্রে রয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার তাসবিহ্-তাহলিল করেন, ইবাদত-বন্দেগী করেন, সবই করেন সারিবদ্ধ হয়ে। (১) আর এই উম্মতে মুহাম্মদীও সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন, এটা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। তাছাড়াও এই উম্মত সারিবদ্ধ হয়ে জিহাদে দাঁড়ায়। এই সারিবদ্ধতা তথা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা তাদের জন্য মর্যাদার কারণ। (২) আগের সকল নবী-রাসূল ও তাদের সঙ্গী-সাথীগণের নামায পড়তে হতো মসজিদে গিয়ে। এই উম্মতের জন্য গোটা পৃথিবীই নামাযের জায়গা। যেখানে সময় হবে, মসজিদ না থাকলে সেখানেই নামাযের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে

কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। (৩) তায়াম্মুমের ব্যবস্থা শুধু এই উম্মতের জন্য দেয়া হয়েছে। পানি পাওয়া না গেলে পাক পবিত্র অর্থাৎ উজু গোসলের জন্য মাটি দিয়ে তাই তায়াম্মুম করা উজুর বিকল্প ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই তাদের মর্যাদা বেশী।

٤٨٤ - وَعَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِىْ سَفَرٍ مَّعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهٖ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُّعْتَزِلٍ لَّمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ اَنْ تُصَلِّىَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ اَصَابَتْنِىْ جَنَابَةٌ وَّلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهٗ يَكْفِيْكَ - متفق عليه

৪৮৪। হযরত ইমরান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে নামায পড়ালেন। নামায শেষ করার পর তিনি দেখলেন এক ব্যক্তি পৃথক হয়ে বসে আছে। সে মানুষের সাথে একত্রে নামায পড়েনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক! মানুষের সাথে একত্রে নামায পড়তে তোমাকে কে বিরত রেখেছে? লোকটি বললো, আমার গোসলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। এদিকে পানি পাচ্ছিলাম না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মাটি দিয়ে তোমার তায়াম্মুম করে নেয়া উচিৎ ছিলো। আর তোমার জন্য এটাই ছিলো যথেষ্ট (বুখারী-মুসলিম)।

٤٨٥ - وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنِّىْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِّعُمَرَ اَمَا تَذْكُرُ اَنَّا كُنَّا فِىْ سَفَرٍ اَنَا وَاَنْتَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَعَمَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ وَكَفَّيْهِ - رواه الْبُخَارِى وَلِمُسْلِمٍ نَّحْوَهٗ وَفِيْهِ قَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ اَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْاَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ .

৪৮৫। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি নাপাক হয়েছি, পানি পেলাম না। আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত উমরকে বললো,

আপনার কি মনে নেই? এক সময়ে আমি ও আপনি উভয়ে ছিলাম (উভয়ে নাপাক ছিলাম)? আপনি পানির অভাবে নামায পড়লেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম ও নামায পড়লাম। এরপর আমি ব্যাপারটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিলো। একথা বলার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতের তালু মাটিতে মারলেন এবং দু'হাত (উঠিয়ে) ফুঁ দিলেন। এরপর উভয় হাত দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন (বুখারী)। এভাবে ইমাম মুসলিমও বর্ণনা করেছেন, যার শেষ শব্দগুলো হলো (হুজুর বলেছেন) ঃ তোমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তোমরা তোমাদের হাত মাটিতে মারবে তারপর হাতে ফুঁ দেবে, তারপর মুখ ও হাত মাসেহ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে হযরত উমরের জবাব উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু হাদীসের অন্য বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে, ওই লোকটির কথার জবাবে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, 'নামায পড়ো না', অর্থাৎ পানি না পাওয়া পর্যন্ত নামায পড়ো না।

এই হাদীস অনুযায়ী কেউ কেউ বলেন, মুখ, হাত উভয়টি মাসেহ করার জন্য একবার মাটিতে হাত মারা যথেষ্ট। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে দুই কাজের জন্য দুইবার মাটিতে হাত মারতে হবে। এই মতের সমর্থনেও হাদীস রয়েছে।

٤٨٦ - وَعَنْ اَبِى الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ حَتّٰى قَامَ اِلٰى جِدَارٍ فَحَتَّهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَىَّ . وَلَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلاَ فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِىِّ وَلٰكِنْ ذَكَرَهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৪৮৬। হযরত আবু জুহাইম ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি পেশাব করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের কোন জবাব দিলেন না। পরে তিনি একটি দেয়ালের নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন। হাতে নিজের লাঠি দিয়ে খোঁচা মারলেন। দেয়ালের উপর হাত মেরে নিজের চেহারা ও দুই হাত মাসেহ করলেন। এরপর আমার সালামের উত্তর দিলেন। মিশকাত সংকলক বলেন, আমি এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমে এবং হুমাইদীর গ্রন্থেও পাইনি। তবে তিনি এটি শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের লাঠি দিয়ে দেয়ালে খোঁচা মেরেছেন মাটি বের করার জন্য। কারণ বালু মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা বেশী ভালো। হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণিত হলো যে, পাক পবিত্র হয়েই আল্লাহর যিকির করা উচিৎ। এখানে এই হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার দেয়ালে হাত মেরে দুইবার মাসেহ করেছেন। একবার মুখ ও আর একবার কনুই পর্যন্ত হাত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٤٨٧ - عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ . رواه احمد والترمذى وابو داؤد والنسائى نَحْوَهُ اِلى قَوْلِهِ عَشَرَ سِنِيْنَ .

৪৮৭। হযরত আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাক-পবিত্র মাটি মুসলমানকে পাক পবিত্র করে, যদি দশ বছরও সে পানি না পায়। পানি যখন পাবে তখন সে যেনো তার গায়ে পানি লাগায়। এটাই তার জন্য উত্তম (আহমাদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)। নাসায়ী "যদি দশ রছর ও পানি না পায়" পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ গায়ে পানি লাগানোর অর্থ হলো তখন গোসল করবে। এই হাদীসকে দলীল বানিয়েই হযরত ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এক তায়াম্মুমে যত ওয়াক্তের যত নামায পড়তে চায় পড়তে পারবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তায়াম্মুম করতে হবে।

٤٨٨ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِىْ سَفَرٍ فَاَصَابَ رَجُلاً مِّنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِىْ رَاْسِهِ فَاحْتَلَمَ فَسَاَلَ اَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُوْنَ لِىْ رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ قَالُوْا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَّاَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْبِرَ بِذٰلِكَ قَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلاَّ سَاَلُوْا اِذَا لَمْ يَعْلَمُوْنَ فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّوَالُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَّتَيَمَّمَ وَيُعَصِّبَ

عَلٰى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمَسْحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ۔ رواه ابو داؤد ورواه ابن ماجة عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رِبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۔

৪৮৮। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা কিছু লোক সফরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাদের একজনের মাথায় পাথরের আঘাত লাগলো এবং তা তার মাথা আহত করে দিলো। তার স্বপ্নদোষ হলে সে তার সাথী ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করলো, এ অবস্থায় কি আমার জন্য তায়াম্মুম করার সুযোগ আছে? তারা বললেন, এই অবস্থায় তুমি যখন পানি ব্যবহার করতে পারছো, তোমার তায়াম্মুম করার কোন অবকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। লোকটি গোসল করলো। ফলে সে মারা গেলো। আমরা সফর হতে ফিরে এসে নবী করীমের নিকট গেলাম। তাঁর কাছে সব ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, লোকেরা তাকে মেরে ফেলেছে। আল্লাহ তাদেরকে মেরে ফেলুন। তারা যখন জানে না জিজ্ঞেস করলো না কেনো? 'কারণ' "না জানার চিকিৎসা হলো জিজ্ঞেস করা"। তার জন্য তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট ছিলো। সে মাথার আহত স্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে তার উপর মাসেহ করা তারপর নিজের সমস্ত শরীর ধুয়ে নিতে পারতো (আবু দাউদ। ইবনে মাজা এই বর্ণনাটিকে আতা ইবন আবু রাবাহ হতে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেলো কোন বিষয়ে না জেনে বুঝে কোন রায় দেয়া ঠিক নয়। এরূপ করলে পাছে বিপদেরও সম্ভাবনা থাকে। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে রাগ করেছেন। "তাদেরকে আল্লাহ মেরে ফেলুন" বলে খেদ উক্তি করেছেন। কুরআনে আছে ঃ

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

"পানি না পেলে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে" সূরা নিসা ঃ ৪৩; সূরা মাইদা ঃ ৬।

আর এইখানে পানি ছিলো। তাই তারা আহত ব্যক্তিকে তায়াম্মুমের অনুমতি দেননি। কিন্তু ব্যাপারটা তা ছিলো না। এ সময় তায়াম্মুমই যথেষ্ট ছিলো। সাথে সাথে শরীরের অন্যান্য অক্ষত স্থান ধুয়ে ফেলার কথাও হাদীসে বলা হয়েছে। এটা করাই হযরত ইমাম শাফেয়ীর মত। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা এই হাদীসটিকে জয়ীফ বলে মনে করেন। তিনি বলেন, এই অবস্থায় শুধু তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট।

٤٨٩ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى

الْوَقْتِ فَاَعَادَ اَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ بِوُضُوْءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْاٰخَرُ ثُمَّ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذٰلِكَ فَقَالَ لِلَّذِىْ لَمْ يُعِدْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَاَتْكَ صَلاَتُكَ وَقَالَ لِلَّذِىْ تَوَضَّاَ وَاَعَادَ لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ - رواه ابو داؤد والدارمى وَرَوَى النَّسَائِىُّ نَحْوَهُ وَقَدْ رَوَى وَاَبُوْ دَاؤُدَ اَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلاً ·

৪৮৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই লোক সফরে রওনা হলো। পথিমধ্যে নামাযের সময় হলো। তাদের কাছে পানি ছিল না। তাই তারা দু'জনেই তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিলো। নামাযের ওয়াক্তের মধ্যেই তারা পানি পেয়ে গেলো। তাই তাদের একজন উজু করে আবার নামায পড়ে নিলো। দ্বিতীয়জন তা করলো না। এরপর তারা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যক্তি নামায পড়েনি তাকে বল্লেন, তুমি সুন্নাতের উপর আমল করেছো। তোমার জন্য এই নামাযই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি উজু করে নামায আবার পড়েছে তাকে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব (আবু দাউদ, দারেমী)। আর নাসাঈও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ এই হাদীস আতা ইবনে ইয়াসার (র) হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি নামাযের সময় থাকতে পানি পেয়ে যাবার পর নামায আর পড়েনি তাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার উপর থেকে নামাযের ফরজিয়ত আদায় হয়ে গেছে। ফরযের সওয়াব তুমি পাবে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়েছে তার উদ্দেশ বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। প্রথম নামায ফরয। এখানে ফরযের সওয়াব পাবে। আর দ্বিতীয় নামায নফল। অতএব দ্বিতীয়বারের জন্য নফলের সওয়াব পাবে। এইসব অবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায একবার পড়ে ফেলার পর নামাযের সময় থাকতেই পানি পাওয়া গেলে অধিকাংশ ইমামের মত হলো এই নামায যথেষ্ট। আবার উজু করে নামায পড়তে হবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমাদের মতে তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর পানি পাওয়া গেলে উজু করে পুনরায় নামায পড়তে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٤٩٠ - عَنْ اَبِى الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ قَالَ اَقْبَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَّحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِىُّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ - متفق عليه

৪৯০। হযরত আবুল জুহাইম ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাল নামক কুয়ার দিক হতে আসলেন। তখন একজন লোক তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে সালাম দিলো। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিলেন না। তিনি আগে এগিয়ে একটি দেয়ালের কাছে এসে চেহারা ও হাত মাসেহ করলেন, তারপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন (বুখারী, মুসলিম)।

٤٩١ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّهُمْ تَمَسَّحُوْا وَهُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيْدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ ثُمَّ مَسَحُوْا بِوُجُوْهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوْا فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً أُخْرٰى فَمَسَحُوْا بِاَيْدِيْهِمْ كُلِّهَا اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاَبَاطِ مِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمْ -

رواه ابو داؤد

৪৯১। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অবস্থানকালে পানি না থাকার কারণে ফজরের নামাযের সময় মাটি দিয়ে মাসেহ করলেন। তারা তাদের হাতকে মাটিতে মারলেন। তারপর একবার তাদের চেহারা মাসেহ করলেন। আবার মাটিতে হাত মারলেন। পূর্ণ হাত বাহুমূল পর্যন্ত এবং হাতের ভিতর দিকে বগল পর্যন্ত মাসেহ করলেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবায়ে কিরাম হাতের পাতা থেকে শুরু করে বগল পর্যন্ত মাসেহ করেছেন। কারণ কুরআনে পাকে তায়াম্মুম করার ব্যাপারে শুধু হাত উল্লেখ হয়েছে, যা গোটা হাতকে বুঝায়। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যেসব হাদীস বর্ণিত তার কোনটিতে হাত বাহুমূল পর্যন্ত (যেমন আম্মারের এই হাদীস), আর কোনটিতে কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ করার কথা রয়েছে। হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবমতে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। পক্ষান্তরে মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবে বাহুমূল পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। তায়াম্মুম উজুর বদলে করতে হয়। তাই উজু যেহেতু কনুই পর্যন্ত, মাসেহও কুনই পর্যন্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বগল পর্যন্ত মাসেহ করার এই হাদীসটি কোন সাহাবীই গ্রহণ করেননি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কনুই পর্যন্ত তাইয়াম্মুম

করেছেন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। হতে পারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে বগল পর্যন্ত মাসেহ করেছেন, পরে আর করেননি।

তায়াম্মুমের মাসনুন পদ্ধতি ঃ হানাফী মাযহাব অনুসারে তাইয়াম্মুম করার সময় প্রথমে দুই হাত ধুলাবালি মাটি জাতীয় জিনিসের উপর মেরে, হাত উঠিয়ে তা আবার ঝেড়ে নেবে। তারপর মুখ মাসেহ করবে। এভাবে আবার হাত মেরে বাম হাতের ছোট আঙ্গুল, আনামিকা ও মধ্যমা আঙ্গুলকে আলাদাভাবে একত্র করে রাখবে, তর্জনী ও বুড়া আঙ্গুল পৃথক রাখবে। এরপর প্রথম তিন আঙ্গুলের পেট ও হাতের তালু দিয়ে ডান হাতের পিঠের দিক আঙ্গুলসমূহের মাথা হতে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে।এরপর তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলের পেট দিয়ে ডান হাতের পেটের দিক কনুই হতে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত মাসেহ করবে। তারপর একই নিয়মে ডান হাত দ্বারা বাম হাত মাসেহ করবে। এসব বিষয়ে ফিকাহের কিতাবে বিস্তৃত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(١١) بَابُ الْغُسْلِ الْمَسْنُوْنِ

(গোসলের সুন্নাত নিয়ম)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٤٩٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ - متفق عليه

৪৯২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ জুমআর নামায পড়তে আসলে সে যেনো (এর আগে) গোসল করে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ জুমাবারের গোসল করা সকল আলেমের মতে মুস্তাহাব। জুমআর দিনের মর্যাদার জন্য এ গোসল। কিন্তু হযরত ইমাম মালেকের এক বর্ণনায় জুমআর নামাযের জন্য গোসল করাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে।

٤٩٣ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ - متفق عليه

৪৯৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর জুমআর দিন গোসল করা ওয়াজিব (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ 'ওয়াজিব'-এর অর্থ এই নয় যে, কেউ গোসল না করে জুমআর নামায পড়লে গুনাহগার হবে। বরং এর অর্থ হলো জুমআর দিন গোসল না করা সমীচীন নয়।

٤٩٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ عَلٰى مُسْلِمٍ اَنْ يَّغْتَسِلَ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَّوْمًا يَّغْسِلُ فِيْهِ رَاْسَهُ وَجَسَدَهُ - متفق عليه

৪৯৪। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সাত দিনের মধ্যে অন্তত এক দিন গোসল করা ওয়াজিব। এতে তার মাথা ও শরীর ধুয়ে নিবে (বুখারী ও মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٤٩٥ - عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ - رواه احمد وابو داؤد والترمذى والنسائ والدارمى ·

৪৯৫। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমআর দিন যে ব্যক্তি শুধু উজু করেছে, সে ফরয কাজ আদায় করেছে, আর এটা তার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি (জুমআর দিন) গোসল করেছে তার গোসল তার জন্য খুবই উত্তম (আহ্‌মদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হতে বুঝা গেলো জুমআর গোসল ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। এই মুস্তাহাব কাজটির প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য ও এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগের হাদীসসমূহে তাকীদ দিয়েছেন। এই হাদীস অনুযায়ী হানাফী ইমামগণ জুমআর গোসলকে মোস্তাহাব মনে করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতে প্রথম দিকে মসজিদগুলো খুব ছোট ছিলো। এই কারণে মানুষ ঘামে ভিজে যেতো। গায়ে গন্ধ হতো। এই গন্ধ হতে বাঁচার জন্য গোসল ওয়াজিব ছিলো। পরে তা মুস্তাহাব হয়েছে।

জুমআর দিনের গোসল করা জুমআর জন্যই, যেমন প্রথম হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। তাই যার উপর জুমআর নামায ফরয নয় তার জন্য জুমআর গোসলও

দরকার নেই। আবার কেউ বলেন, এটা জুমআর দিনের মর্যাদার জন্য। কাজেই যার উপর জুমআ ফরয নয় তারও গোসল করা উত্তম।

٤٩٦ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ۔ رواه ابن ماجة وَازَدَ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّاْ ۔

৪৯৬। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিল সে নিজেও যেনো গোসল করে(ইবনে মাজা)। আর আহমাদ, তিরমিযী ও আবু দাউদের বর্ণনায় আরো আছে ঃ যে লোক মৃত ব্যক্তিকে বহন করেছে সে যেনো উজু করে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো দুইটি জিনিস। প্রথম, কোন লোক মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে, গোসলের পর সে নিজে গোসল করে নেবে। মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবার সময় তার গায়ে কোন ছিটাফোটা লেগে যেতে পারে। তাই পবিত্রতা অর্জনের জন্য এই গোসল করা মুস্তাহাব। আর এক সহীহ্ হাদীসে আছে ঃ 'তোমরা মুরদাকে গোসল করালে গোসল করা তোমাদের উপর অত্যাবশ্যকীয় নয়।' দ্বিতীয় যে বিষয়টি এই হাদীস থেকে জানা গেলো তা হলো, যে ব্যক্তি কোন লাশ বহন করবে সে যেনো উজু করে নেয়।

٤٩٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اَرْبَعٍ مِّنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحَجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ - رواه ابو داؤد

৪৯৭। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার কারণে গোসল করতেন ঃ (১) নাপাকীর কারণে, (২) জুমআর দিনে, (৩) রক্তমোক্ষণ করানোর পর ও (৪) মুর্দা গোসল দেবার পর (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই চার কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করার জন্য বলেছেন। এর প্রথম কারণ অর্থাৎ নাপাকীর কারণে গোসল করা তো ফরয। বাকী তিনটি কারণে গোসল করা মুস্তাহাব। রক্ত মোক্ষম করানোর কারণে, শরীর থেকে রক্ত বের হয়। তাই গোসল করার কথা বলা হয়েছে। মুর্দা গোসল দেবার পরও এই কারণেই গোসলের কথা বলা হয়েছে।

٤٩٨ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّهُ اَسْلَمَ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ - رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى ۔

৪৯৮। হযরত কায়েস ইবন আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসাল করতে নির্দেশ দিয়েছেন (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম গ্রহণের সময় নাপাক থাকলে তো গোসল করা ফরয। তা না হলে গোসল করা মুস্তাহাব। বরই পাতা পানিতে দিলে পানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٤٩٩ - عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ اِنَّ أُنَاسًا مِّنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ جَاؤُا فَقَالُوْا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ اَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِّمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَّمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَّسَاُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ كَانَ النَّاسُ مَجْهُوْدِيْنَ يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُوْنَ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُّقَارِبَ السَّقْفِ اِنَّمَا هُوَ عَرِيْشٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ وَّعَرِقَ النَّاسُ فِىْ ذٰلِكَ الصُّوْفِ حَتّٰى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ اٰذَى بِذٰلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيَاحَ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا وَلْيَمَسَّ اَحَدُكُمْ اَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيْبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللّٰهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوْا غَيْرَ الصُّوْفِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِىْ كَانَ يُؤْذِىْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِّنَ الْعَرَقِ - رواه ابو داؤد

৪৯৯। হযরত ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের কতক লোক এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস! আপনি কি জুমআর দিনের গোসলকে ওয়াজিব মনে করেন? তিনি বললেন, না। তবে যে ব্যক্তি গোসল করবে তার জন্য তা খুবই উত্তম ও পবিত্রতম। আর যে ব্যক্তি গোসল করলো না তার জন্য তা ফরয নয় (গুনাহ হবে না)। জুমআর গোসল কিভাবে শুরু হলো আমি তোমাদেরকে বলছি। লোকেরা গরীব ছিলো। পশমের মোটা কাপড় পড়তো। পিঠে বোঝা বহনের মতো কঠিন পরিশ্রম করতো। তাদের মসজিদ ছিলো ছোট ও নীচু

চালার খেজুর ডালের ছাপরা। এভাবে এক গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের দিকে গেলেন। মানুষ পশমের কাপড় পড়ে ঘামে ভিজে গিয়েছিলো। তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিলো। এতে পরস্পর পরস্পরের দুর্গন্ধে কষ্ট পাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও গন্ধ পাচ্ছিলেন। (তখন) তিনি বললেন, হে লোকসকল! যখন এই দিনে তোমরা মসজিদে আসবে, গোসল করবে। তোমাদের প্রত্যেকেই যেনো নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো ভালো তৈল ও সুগন্ধি ব্যবহার করে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পদ দান করলেন। তারা পশম ছাড়া অন্য কাপড়-চোপড় পরতে থাকেন। তাদের পরিশ্রম ও দিন মজুরীর অবসান ঘটে। তাদের মসজিদও প্রশস্ত হয়। তাদের পরস্পর পরস্পকে কষ্ট দেবার মতো দুর্গন্ধ ঘামও দূর হয়ে গেলো (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের জীবন যাপন খুবই কষ্টদায়ক ছিলো। অর্থাভাব ও পরিশ্রমে জরাজীর্ণ ছিলো তারা। সম্পদশালী মুমিনের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। শারীরিক পরিশ্রম ছিলো অপরিসীম। তাই ছোট ছোট ও খেজুরের ডালের তৈরী মসজিদে জুমার নামায পড়তে হতো। অর্থাভাবে ভালো কাপড়-চোপড় পরতে পারতো না। গরমের দিনেও পশমের তৈরী পোশাক পড়তে হতো। ঘামে ভিজে থাকতো শরীর। ঘামের ভ্যাপসা গন্ধ শরীর থেকে বেরিয়ে আসতো। জুমার দিন ঠাসা ঠাসা হয়ে বসার কারণে তা আরো বেশী হতো। এইজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করার কথা বলেছেন। কারণ আরবের লোকেরা গোসল করতো খুব কম।

হযরত ইবনে আব্বাসের কথার অর্থ ছিলো তাই। গোসল এসব কারণে প্রথম ফরয ছিলো। পরে গোসল ফরয থাকেনি। আল্লাহ মুসলমানদের অবস্থা ভালো করে দিলেন। তারা ভালো কাপড়-চোপড় পরার সামর্থ্যবান হলেন। কায়িক পরিশ্রম কমে গেলে। মসজিদ সম্প্রসারিত হলো। মসজিদে নববী প্রথমে দৈর্ঘ্যে ষাট হাত ও প্রস্থে ষাট হাত ছিলো। পরে হুজুরের সময়েই তা বেড়ে এক শত বাই এক শত হাত হয়ে গিয়েছিলো। বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা হলো। জুমআর দিন গোসল করা মুস্তাহাব হয়ে গেল।

(١٢) بَابُ الْحَيْضِ

(হায়েয)

মেয়েদের মাসিক ঋতু হওয়াকে হায়েয বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক হবার এটা একটা প্রমাণ। কোন রোগ ছাড়া মেয়েদের জরায়ু হতে রক্ত বের হলে হায়েয বলে আর রোগের কারণে হলে ইসতিহাযা বলে। হায়যের কম সময় হলো তিন দিন। আর

সর্বোচ্চ সময় হলো দশ দিন। আর বেশী-কম হলে বুঝতে হবে হায়েয নয়, বরং ইস্তিহাযা। রোগের কারণে ইস্তিহাযা হয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ .

“হে রাসূল! তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তাদেরে বলে দিন, এটা অপবিত্রতা। তাই তোমরা স্ত্রীদের হায়েয অবস্থায় তাদের থেকে দূরে থাকবে এবং তাদের নিকটে যাবে না, যে পর্যন্ত তারা পবিত্র না হবে” (সূরা বাকারা ঃ ২২২)।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٥٠٠ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا اِذَا حَاضَتِ الْمَرْاَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُؤْكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ فَسَاَلَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ الْاٰيَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِصْنَعُوْا كُلَّ شَىْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْيَهُوْدَ فَقَالُوْا مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ اَنْ يَّدَعَ مِنْ اَمْرِنَا شَيْئًا اِلَّا خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَاءَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَّعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا اَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِّنْ لَّبَنٍ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَرْسَلَ فِىْ اٰثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا اَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا - رواه مسلم

৫০০। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীদের কোন মহিলার মাসিক হলে তারা শুধু তাদের সাথে একত্রে খাওয়াই বন্ধ করে দিতো না, বরং তাদেরকে একত্রে ঘরেও স্থান দিতো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ তাআলা তখন এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, “আর তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে.... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তাদের সাথে সঙ্গম ব্যতীত আর সব কিছু করতে পারবে। এই খবর ইয়াহুদীদের কাছে পৌঁছলে তারা বললো, এই ব্যক্তি আমাদের সব কিছুতেই বিরোধিতা না করে ছাড়তে চায় না। এরপর উসায়দ ইবনে হুদায়ের এবং আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আসলেন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহুদীরা এসব কথা বলে। আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করার অনুমতি পেতে পারি? একথা শুনে হুজুরের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তাতে আমাদের ধারণা হলো, তিনি তাদের উপর রাগ করেছেন। তারপর তারা বের হয়ে গেলেন। এ সময়ই তাদের সামনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কিছু দুধ হাদিয়া আসলো। হুজুর পেছনে পেছনে লোক পাঠিয়ে তাদেরে ডেকে আনলেন। তাদেরে দুধ খেতে দিলেন। এতে তারা বুঝলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে রাগ করেননি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হায়েয সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ছিলো শরীয়াতের বিধান। আল্লাহর নির্দেশ। কুরআন পাকের আয়াতে এই কথাই আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন।

٥٠١ - وَعَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَّكِلاَنَا جُنُبٌ وَّكَانَ يَاْمُرُنِىْ فَاَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِىْ وَاَنَا حَائِضٌ وَّكَانَ يُخْرِجُ رَاْسَهُ اِلَىَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَّا حَائِضٌ - متفق عليه

৫০১। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় একই পাত্র হতে গোসল করতাম। তিনি নির্দেশ দিতেন, আমি শক্ত করে লুঙ্গী বেঁধে দিতাম। তিনি আমার গায়ে লাগতেন অথচ তখন আমি হায়েয অবস্থায়। তিনি এতেকাফ অবস্থায় তাঁর মাথা মসজিদ থেকে বের করে দিতেন, আমি হায়েয অবস্থায় পানি দিয়ে তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে শুধু সঙ্গম করা নিষেধ। হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে স্পর্শ করা, তার শরীরের সাথে শরীর লাগানো নিষেধ নয়। এতেকাফ অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিতেন। বিবি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হায়েয অবস্থায় তাঁর মাথা ধুয়ে দিতেন। এতে এতেকাফে কোন ত্রুটি হতো না।

٥٠٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَشْرَبُ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُنَوِلُهُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِىَّ فَيَشْرَبُ وَاَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَاَنَا حَائِضٌ

ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضَعِ فِيَّ۔ رواه مسلم

৫০২। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পানি পান করতাম হায়েয অবস্থায়। এরপর এই পাত্র আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম। তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখেই পানি পান করতেন। কখনও আমি হাড়ের গোশত খেতাম হায়েয অবস্থায়। এরপর আমি এই হাড় হুজুরকে দিতাম। তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখে তা খেতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই কারণে এই কাজ করতেন। একে তো তিনি হযরত আয়েশাকে খুবই ভালোবাসতেন। দ্বিতীয়ত, ইয়াহুদীদের ধারণা পাল্টাবার জন্য, ইয়াহুদীদের অনুসৃত নীতির বিরোধিতা ও তাদের মত ভুল বুঝাবার জন্য তিনি এই কাজ করতেন। ইয়াহুদীরা ঋতুমতী মহিলাদের স্পর্শ তো দূরের কথা, তাদেরকে এক ঘরে রাখতো না। মোটকথা ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে খাবার-দাবার, উঠা-বসা, ধরা-ছোয়া সবই করা যায়। এতে কোন অসুবিধা নেই। শুধু সঙ্গম ও সঙ্গমের জন্য উত্তেজিত হবার কাজ করবে না।

٥٠٣ - وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِيْ حِجْرِيْ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ - متفق عليه

৫০৩। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন, অথচ আমি তখন হায়েয অবস্থায়।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মর্মও আগের হাদীসগুলোর মতোই। এতে বুঝা যায়, বাহ্যিক ও প্রকাশ্যভাবে ঋতুমতী মহিলারা পবিত্রই থাকে। তাদেরে ঘরে রাখলে, এমনকি এক বিছানায় শুইলেও কোন দোষ নেই। সে তখন এমন কোন অসূচি হয়ে যায় না যে, তার গায়ে স্পর্শ লাগলে কোন বিপদ হবে। হায়েযের রক্তস্রাবের কারণে শরীয়তের দিক দিয়ে তার উপর কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ হয় মাত্র। তাই সে 'হুকমান' নাপাক। সে যদি প্রকাশ্য দিক দিয়ে নাপাক হতো তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গ্লাসে পরিত্যক্ত পানি ও একই হাড়ের গোশত খেতেন না। উম্মতের শিক্ষার জন্য বারবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীদের কর্মনীতির এরূপ প্রকাশ্য বিরোধিতা করার কথা বলেছেন।

٥٠٤ - وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِيْنِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ اِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِىْ يَدِكِ - رواه مسلم

৫০৪। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, মসজিদ হতে চাটাই এনে আমাকে দাও (অর্থাৎ মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরে হাত দিয়ে উঠিয়ে নাও)। আমি বললাম, আমি তো হায়েয অবস্থায়। তিনি বললেন, তোমার হাতে হায়েয লেগে নেই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ঋতুমতী মহিলাদের জন্য নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। কিন্তু মসজিদের বাইরে হতে মসজিদ থেকে কিছু উঠিয়ে আনতে নিষেধ নেই। আর হায়েযের কোন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া হাতে নাপাকী বয়ে আনে না। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার হায়েয তো তোমার হাতে নয়।

٥٠٥ - وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَىَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَاَنَا حَائِضٌ - متفق عليه

৫০৫। হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাদরে নামায পড়তেন। এর একটি অংশ আমার শরীরের উপর থাকতো আর অন্য অংশ তাঁর শরীরের উপর থাকতো। অথচ তখন আমি হায়েয অবস্থায় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হায়েয অবস্থায় যে নাপাক হয় তা হলো 'হুকমী নাপাকী'। এর দ্বারা ঋতুমতী মহিলার সমস্ত শরীর নাপাক হয়ে যায় না। লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো নামাযীর পরনের কাপড়ের একাংশ নাপাক জিনিসের উপর থাকলে তার নামায হয় না অথচ ঋতুমতী নারীর শরীরের উপর নামাযীর কাপড় পড়ে থাকলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٥٠٦ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوِ امْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى وَفِىْ رِوَايَتِهِمَا

فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ لاَ نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ مِنْ حَكِيْمِ بْنِ الْاَثْرَمِ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ·

৫০৬। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক ঋতুমতী অবস্থায় সঙ্গম করেছে অথবা কোন স্ত্রীলোকের মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করেছে অথবা কোন গণকের কাছে গিয়েছে, সে লোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি অবিশ্বাস করেছে (তিরমিযী, ইবনে মাজা ও দারেমী)। কিন্তু শেষের দু'জন ইবনে মাজা ও দারেমীর বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়েছে, সে যা বলেছে তা সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, সে কুফরী করেছে। তিরমিযী এই সনদের সমালোচনা করে বলেছেন ঃ হাদীসটি আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে আবু তামীমা, তাঁর থেকে হাকীম অসরাম ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে বলে আমি জানি না। আবু তামীমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোন কোন মুহাদ্দিস সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদের অর্থ হলো, যদি কোন ব্যক্তি নিজে মনগড়াভাবে হালাল জেনে, জায়েয মনে করে ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে অথবা তার মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করে অথবা গণকের কাছে গিয়ে অদৃশ্য সম্পর্কে কথা শুনে তা বিশ্বাস করে ও সত্য বলে মনে করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

٥٠٧ – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ امْرَاَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ مَا فَوْقَ الْاِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذٰلِكَ اَفْضَلُ - رَوَاهُ رَزِيْنٌ وَقَالَ مُحِىُّ السُّنَّةِ اِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِىٍّ ·

৫০৭। হযরত মোয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হায়েয অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে আমার কি কি কাজ করা হালাল? তিনি বললেন, কাপড়ের উপর যা করতে চাও করো, তা হালাল। তবে এটুকু থেকেও বিরত থাকা বেশ উত্তম (রযীন)। ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বলেন, এই হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালি নয়।

ব্যাখ্যা ঃ মেয়েদের মাসিক অবস্থায় কাপড়ের উপরে উপরে মাখামাখি করা জায়েয। তবে এসব কাজ থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। কারণ এসব করতে করতে আবার আসক্তি বেড়ে গেলে সঙ্গমেও লিপ্ত হয়ে যাবার আশংকা থাকে। তাই বিপদে পতিত হবার আশংকার কাছে না যাওয়াই মুত্তাকীর কাজ।

٥٠٨ - وَعَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِاَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ - رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى والدارمى وابن ماجة ·

৫০৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে হায়েয অবস্থায় সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তাহলে সে যেনো অর্ধেক দীনার দান করে দেয় (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ দীনার হলো এক ধরনের স্বর্ণমুদ্রা। এর ওজন হলো সাড়ে চার মাশা। বারো মাশায় এক তোলা। হাদীস বিশারদদের মতে হাদীসটি 'মরফূ' হাদীস নয়, বরং মওকুফ হাদীস। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ীর মতে এই অপকর্মের প্রকৃত কাফ্ফারা হলো তওবা করা। ইমাম শাফেয়ী এর সাথে এক বা অর্ধক দীনার দান-সদকা করাকে উত্তম বলে মনে করেন। হালাল মনে করে কেউ সঙ্গম করলে কাফের হয়ে যাবে।

٥٠٩ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ دَمًا اَحْمَرَ فَدِيْنَار وَاِذَا كَانَ دَمًا اَصْفَرَ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ - رواه الترمذى

৫০৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হায়েযের রক্ত লাল থাকার সময় (সঙ্গম করলে) এক দীনার ও হায়েযের রক্ত পীত বর্ণ ধারণ করার পর (সঙ্গম করলে) অর্ধেক দীনার সদকা দিতে হবে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ মহিলাদের ঋতুমতী হবার প্রথম অবস্থায় রক্তের রং থাকে লাল। হায়েযের এটা প্রাথমিক অবস্থা, অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থা। এ অবস্থায় সঙ্গমে অপরাধ অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই এক দিরহাম সদকা। আর শেষের দিকে রক্ত পীত বর্ণ ধারণ করে। এসময়টা অপেক্ষাকৃত হালকা। এ সময়ে তাই অর্ধেক দীনার সদকার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٥١٠ - عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ اِنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِيْ مِنِ امْرَاَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشُدُّ عَلَيْهَا اِزَارَهَا ثُمَّ شَانُكَ بِاَعْلَاهَا - رواه مالك والدارمى مرسلا

৫১০। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ও বললেন, আমার স্ত্রীর সাথে তার হায়েয অবস্থায় আমার কি কি কাজ করা হালাল? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার পরনের পায়জামা মজবুত করে বাঁধবে। তারপর কাপড়ের উপর দিয়ে যা খুশী করবে (মালিক ও দারেমী, মুরসাল হাদীস হিসাবে)।

٥١١. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيْرِ فَلَمْ يَقْرُبْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتّٰى نَطْهُرَ - رواه ابو داؤد

৫১১। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ঋতুমতী হতাম, বিছানা হতে সরে চাটাইতে নেমে আসতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাদের কাছে আসতেন না এবং আমরাও পাক পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছে যেতাম না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ বাহ্য দৃষ্টিতে এই হাদীসটি এর আগে উল্লেখিত সব হাদীসের বিপরীত। ওইসব হাদীসে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের সাথে তাদের হায়েয অবস্থায় মেলামেশা করতেন। এক বিছানায় শুইতেন। আদর সোহাগ করতেন। তাই মুহাদ্দিসগণ বলেন, প্রথম প্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সংস্পর্শ পরিহার করে চলতেন। তারপর মেলামেশা ইত্যাদির অনুমতি দেন। ইয়াহুদী জাতির মেয়েদের মতো মুসলিম পরিবারের মেয়েরাও যেনো অচ্ছুতরূপে পরিগণিত না হয়। তাই তিনি এই অনুমতি দান করেছেন।

(۱۳) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

(রক্তপ্রদর রোগিনী)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٥١٢ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلَا اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ

الصَّلاَةَ فَقَالَ لاَ اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ وَّلَيْسَ بِحَيْضٍ فَاِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّىْ - متفق عليه

৫১২। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হোবাইশ রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন এবং আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন এমন স্ত্রীলোক যে, সব সময় এস্তেহাযা রোগে আক্রান্ত। কোন সময়ই পাক হই না। তাই আমি কি নামায ছেড়ে দেবো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। এটা একটি শিরা জনিত রোগ, হায়েযের রক্ত নয়। তোমার যখন হায়েযের সময় হবে নামায ছেড়ে দেবে। আর যখন হায়েযের নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাবে, তোমার শরীর হতে তুমি হায়েযের রক্ত ধুয়ে ফেলবে। অর্থাৎ গোসল করবে তারপর নামায পড়তে থাকবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মেয়েদের মাসিকের সময় সর্বনিম্ন তিনদিন, সর্বোচ্চ ১০ দিন। ৩ দিনের কম ও ১০ দিনের বেশী রক্তস্রাব হলে তা-ই ইস্তেহাযা বা রোগ, মাসিকের রক্ত নয় বুঝতে হবে। ঠিক একইভাবে সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাবের সর্বনিম্ন কোন সময়সীমা নেই। সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন। এই চল্লিশ দিনের পর যদি রক্তস্রাব হয় তাহলে তাই ইস্তেহাযা বা রোগ। মেয়েদেরকে এই ইস্তেহাযার সময় অবশ্যই নামায পড়তে হবে।

ফাতিমা বিনতে আবু হোবাইশ রাদিয়াল্লাহু আনহা ইস্তেহাযা রোগে ভোগতেন। সব সময়ই রক্তস্রাব হতো। কোন সময়ই পাক হতে পারতেন না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনে বললেন, তোমার অভ্যেস মতো হায়েয-নিফাসের সময় শেষ হবার পরই গোসল করে নামায পড়বে। প্রত্যেক নামাযের সময়ই উজু করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٥١٣ - عَنْ عُـرْوَةَ بْنِ الزُّبَـيْـرِ عَنْ فَاطِمَـةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَنَّـهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْـرَفُ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَاَمْسِكِىْ عَنِ الصَّلاَةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَـرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ - رواه ابو داؤد والنسائى

৫১৩। তাবেয়ী হযরত উরওয়া ইবন জুবাইর (র) বর্ণিত। তিনি ফাতিমা বিনতে আবু হোবাইশব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিমা সব সময়

এস্তেহাযায় আক্রান্ত থাকতেন। তাই তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, যখন হায়েযের রক্ত আসবে তখন তা কালো আসবে। এ রক্ত সহজে চিনা যায়। এই রক্ত দেখলে নামায পড়বে না। আর হায়েযের রং অন্য রকম হলে উজু করবে ও নামায পড়বে। কারণ এটা রগবিশেষের রক্ত (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহ) এই হাদীস অনুসারে নতুন হায়েযগ্রস্ত নারীর রক্তের রং অনুযায়ী তার হায়েযের মুদ্দত ঠিক করবে। যতো দিন রক্ত কালো হবে হায়েযের সময় বুঝতে হবে। রক্তের রং কালো না হলে ইস্তেহাযা।

ইমাম আবু হানীফার মতে এই হাদীস প্রমাণযোগ্য নয়। এর দুইটি সূত্রের একটি মুরসাল। আর অপর সূত্রে এটা মুদতারাব। অন্যান্য সহীহ হাদীস অনুসারে তার মত হলো, প্রথম হায়েযেই যে নারী ইস্তেহাযায় শিকার হয় সে দশ দিনই তার হায়েযের মুদ্দত মনে করবে। অভ্যস্ত নারীর তার অভ্যাস অনুযায়ী যতোদিন স্রাব হয় ততো দিনকেই হায়েযের মুদ্দত হিসাবে ধরে নিবে।

٥١٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اِنَّ امْرَاَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِيْ وَالْاَيَّامِ الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ اَنْ يُّصِيْبَهَا الَّذِىْ اَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَاذَا خَلَّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ - رواه مالك وابو داؤد والدارمى وروى النسائى معناه

৫১৪। হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক মহিলার ঋতুস্রাব হতে লাগলো। হযরত উম্মে সালামা তার ব্যাপারটি সম্পর্কে হুজুরকে জিজ্ঞেস করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার দেখতে হবে এই অবস্থা হবার আগের মাসে তার মাসিক কতো দিন হয়েছে। সেই হিসাবে সে এই কয়দিন নামায ছেড়ে দেবে। সেই সময় শেষ হবার পর সে গোসল করবে। এরপর কাপড়ের টুকরো দিয়ে লেংটি বাধবে। তারপর নামায পড়বে (মালিক, আবু দাউদ, দারেমী এবং নাসায়ীও এই অর্থে)।

ব্যাখ্যা ঃ লেংটি বাঁধা হলো রক্ত প্রবাহিত হবার পথ রোধ করার জন্য। কিন্তু লেংটি বাঁধার পরও যদি রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে, তবে নামায ছেড়ে দেবে না, বরং নামায পড়বে। এটা ইস্তেহাযার রক্ত।

٥١٥ - وَعَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ يَحْيَى ابْنُ مَعِيْنٍ جَدُّ عَدِىٍّ اِسْمُهُ دِيْنَار عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلاَةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُ فِيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَّتَصُوْمُ وَتُصَلِّىْ - رواه الترمذى وابو داؤد

৫১৫। হযরত আদী ইবনে সাবিত (র) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে, ইয়াহইয়া ইবন মুঈন বলেন, আদীর দাদার নাম দীনার। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি মোস্তাহাজা স্ত্রীলোক সম্পর্কে বলেছেন। সে হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় নামায ছেড়ে দেবে। মেয়াদশেষে গোসল করবে। প্রত্যেক নামাযের সময় উজু করবে। রোযা রাখবে ও নামায আদায় করবে (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

٥١٦ - وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَفْتِيْهِ وَاُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُّهُ فِىْ بَيْتِ اُخْتِىْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَاْمُرُنِىْ فِيْهَا قَدْ مَنَعَتْنِى الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ قَالَ اَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَاِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِىْ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِىْ ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ اِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاٰمُرُكِ بِاَمْرَيْنِ اَيُّهُمَا صَنَعْتِ اَجْزَاَ عَنْكِ مِنَ الْاٰخَرِ وَاِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَاَنْتِ اَعْلَمُ قَالَ لَهَا اِنَّمَا هٰذِهٖ رَكْضَةٌ مِّنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِىْ سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ حَتّٰى اِذَا رَاَيْتِ اَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَاْتِ فَصَلِّىْ ثَلاَثًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَوْ اَرْبَعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَاَيَّامَهَا وَصُوْمِىْ فَاِنَّ ذٰلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذٰلِكِ فَافْعَلِىْ كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيْقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَاِنْ قَوِيْتِ عَلٰى اَنْ تُوَخِّرِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِىْ وَصُوْمِىْ اِنْ قَدَرْتِ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذَا اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَىَّ - رواه احمد وابو داؤد والترمذى

৫১৬। হযরত হামনা বিনতে জাহশ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাংঘাতিকভাবে এস্তেহাযায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই অবস্থার কথা বলতে ও প্রতিবিধান জানতে আসলাম। আমি তাঁকে আমার বোন যয়নব বিনতে জাহশের ঘরে পেলাম। বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইস্তেহাযার গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? এ কারণে আমি নামায-রোযা ঠিকমতো করতে পারছি না। তিনি বললেন, আমি তোমাকে ওখানে তুলা দিতে উপদেশ দিচ্ছি। তা রক্ত বন্ধ করে দেবে। হামনা বললেন, তা তো এদিয়ে থামবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি তার উপর কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নিবে। তিনি বলেন, তা এর চেয়েও অধিক। হুজুর বললেন, তাহলে তুমি পট্টির নীচে কাপড়ের লেঙ্গট বেঁধে নেবে। তিনি বললেন, হুজুর! এটা আরো অধিক গুরুতর। আমি পানির স্রোতের ন্যায় রক্তক্ষরণ করি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমাকে আমি দুইটি নির্দেশ দিচ্ছি। এর যে কোন একটিই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর তুমি যদি দুটোই করতে পারো তাহলে তুমিই অধিক বুঝবে (তুমি কোনটি অবলম্বন করবে)। এরপর তিনি তাকে বললেন, চিন্তা করবে না। এটা শয়তানের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টার একটি অনিষ্ট সাধন বৈ কিছু নয়।

প্রথম নির্দেশ, তুমি তোমার এই সময়ের ছয় দিন কি সাত দিন হায়েয হিসাবে ধরবে। আসলটা আল্লাহর জানা আছে। এরপর গোসল করবে। শেষে যখন তুমি মনে করবে, তুমি পাক ও পবিত্র হয়ে গেছো, মাসের বাকী তেইশ রাত-দিন অথবা চব্বিশ রাত-দিন নামায পড়তে থাকবে। রোযাও রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। প্রতি মাসে তুমি এভাবে হিসাব করে চলবে যেভাবে অন্যান্য মেয়েরা তাদের হায়েযের সময়কে 'হায়েয' ও তোহরের সময়কে তোহর গণ্য করে।

দ্বিতীয় নির্দেশ, আর তুমি যদি করতে সক্ষম হও যেনোহরকে পিছিয়ে দিতে ও আসরকে এগিয়ে আনতে এবং এরপর গোসল করতে। এরপর যেনোহর ও আসরকে পরপর আদায় করবে। এভাবে মাগরিবকে পিছিয়ে নিতে ও ইশাকে এগিয়ে আনতে। এরপর গোসল করবে। তারপর উভয় নামাযকে একত্রে আদায় করবে। তুমি যদি পারো এই নিয়মে করতে, তাহলে তা-ই করবে। হামনা বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আর শেষ নির্দেশটাই আমার নিকট তোমার জন্য অধিক পছন্দনীয় (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ ইস্তেহাযার রক্ত রোগ হিসাবে তো হতে পারেই। এরপরও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজকে শয়তানের অনিষ্ট সাধন বলেছেন। কারণ শয়তান এসব সময়ে তাদেরকে সন্দেহে ফেলতে ও ইবাদত-বন্দেগী হতে ফিরিয়ে রাখতে ও ত্রুটির সৃষ্টি করতে সুযোগ পায়। এই সুযোগ ব্যবহার করে তারা নামায-রোযায় বাধা সৃষ্টির বীজ বপন করে। ইস্তেহাযার কারণ হিসাবে এই কথা বলার পর প্রশ্নকারিনীকে সবশেষে দুইটি কাজ করার নির্দেশ দিলেন, যা করলে শয়তান তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে।

একটি হলো, হায়েয ধরবে ছয় দিন কি সাত দিন। এতে মনে হয় হামনার হায়েযের অভ্যাস ছিলো ছয় কি সাত দিন। তাই এ সময়কে হায়েযের সময় ধরে মাসের বাকী ২৩/২৪ দিন পবিত্র হিসাবে প্রত্যেকবার উজু করে নামায পড়তে যেমন অন্যান্য মেয়েরা করে।

আর দ্বিতীয়টি হলো যেনোহরের নামাযের শেষ ও আসরের নামাযের প্রথম ওয়াক্তে গোসল করে উভয় নামায পরপর পড়া। ঠিক একইভাবে গোসল সেরে মাগরিব ও ইশার নামায পরপর পড়া। ফজরের নামায গোসল করে পড়বে ও রোযা রাখবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٥١٧ - عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللّٰه اِنَّ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِىْ مِرْكَنٍ فَاِذَا رَاَتْ صُفَادَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَّاحِداً وَّتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَّاحِداً وَّتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَّاحِداً وَّتَوَضَّأُ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ . رواه ابو داؤد وَقَالَ رَوٰى مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ .

৫১৭। হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফাতিমা বিনতে আবু হোবাইশের এত দিন ধরে ইস্তেহাযা হচ্ছে। সে এটাকে হায়েয মনে করে নামায পড়ছে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোবহানাল্লাহ পড়ে আশ্চর্য হলেন ও বললেন, নামায না পড়া তো

শয়তানের প্ররোচনা। তার উচিৎ একটি গামলায় পানি ভরে ওতে বসে যাওয়া। পানি হলুদ বর্ণ ধারণ করলে অন্য পানি দ্বারা গোসল করে যোহর ও আসরের নামায আদায় করা। মাগরিব ও ইশার নামাযের জন্য এভাবে একবার গোসল করবে। ফজরের জন্য পৃথক একবার গোসল করবে। এর জন্য মাঝখানে উজু করে নেবে (আবু দাউদ)। বর্ণনাকরী বলেন, মুজাহিদ (র) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করা কঠিন হয়ে পড়লে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক গোসলে দুই নামায একত্র করে পড়তে হুকুম দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ মোস্তাহাযা মহিলার জন্য গোসল করা ফরয নয়। তবে গোসল করলে শরীরের রক্ত চলাচলের মাত্রা কমে যায়। এই কারণে রক্তস্রাব কমানোর জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নামাযে অথবা দুই নামাযের মধ্যে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। রক্তস্রাবের মাত্রা কমানোর জন্য প্রথমে পানির গামলায় বসারও নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে পানির শীতলতায় স্রাবের ধারা কমে যায়।

হযরত ফাতেমা প্রথমে নিজেই হুজুরের আদেশে প্রতি নামাযের জন্য গোসল করতেন। তার পক্ষে তা কষ্টকর হয়ে পড়লে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই নামাযের জন্য একবার গোসলের পরামর্শ দেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

مشكوة المصابيح

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

১

আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব-আল-উমরী আত তাবরিযী